শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা

দ্বিতীয় খণ্ড

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত

ত্রয়োদশ সংস্করণ

কলিকাতা

১৩৬২

প্রকাশক—
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র

তারকনাথ প্রেস
৯ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা, হইতে
শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

উৎসর্গ পত্র। ।৶৹

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন। ৶৹

শ্রীমঙ্গলাচরণের চারিটি পদ। ৶৴৹

প্রথম অধ্যায়।—প্রভু ও ভক্তগণের জলকেলি, অদ্বৈত চরিত, অনেক সাধু ব্রাহ্মণকে প্রেমদান, শ্রীনিমাইয়ের গঙ্গায় ঝম্প প্রদান, অদ্বৈতের প্রতি অনুগ্রহ, শ্রীনিমাইয়ের দীনভাব, শ্রীনিমাইয়ের ভগবৎ আবেশে নিজ স্বরূপ বর্ণনা, শ্রীনিমাইয়ের অদ্ভুত আম্রবৃক্ষ প্রদর্শন, চাপাল গোপাল, চাপালের প্রতি কৃপা, বিজয় আখরিয়ার চিন্ময় হস্ত দর্শন। ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।—নাট্যাভিনয়, অভিনয় নয় প্রকৃতই কৃষ্ণলীলা, নিমাইয়ের শ্রীরাধাভাব, অন্তর্দ্ধান, ভগবতী আবেশ, চন্দ্রশেখরের বাড়ী তেজোময়। ২৫

তৃতীয় অধ্যায়।—অদ্বৈতের জ্ঞান-চর্চ্চা, বামাপন্থী সন্ন্যাসী, ভগবান্ প্রকাশ, আনন্দ ভোজন, নিমাইয়ের কোন কার্য্য উদ্দেশ্যশূন্য নয়। ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়।—মুরারি প্রভুর বড় প্রিয়, মুরারির ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদন, নিমাইয়ের অজীর্ণ, নদীয়ায় প্রেমোৎসব, শ্রীনিমাইয়ের বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া রঙ্গ, তাঁহার বলরাম ভাব, পণ্ডিত দেবানন্দ, সারঙ্গের শিষ্যলাভ, নন্দোৎসব, কাজির অত্যাচার, নদীয়ায় কীর্ত্তনোৎসব। ৫৮

পঞ্চম অধ্যায়।—নগর আনন্দময়, শ্রীনিমাইয়ের নগর-সঙ্কীর্ত্তন, গৌরাঙ্গের নৃত্য, প্রেমোন্মাদ, পথ পুষ্পময়, কাজীর বাড়ী নিমাই,

কীর্ত্তনরোধের কারণ, কাজীর মুখে হরিনাম, শ্রীগৌরাঙ্গ সামান্য জীব নহেন। ৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।—নিমাইয়ের বহু রূপ প্রদর্শন, তাঁহার দেহে বলরামের আবেশ, উদ্দণ্ড নৃত্য, ভ্রমরার মেঘ। ১০৬

সপ্তম অধ্যায়।—শ্রীনিমাই ভাবে-বিভোর, শ্রীঅদ্বৈতের সন্দেহ, বিশ্বরূপ দর্শন, শ্রীঅদ্বৈত কর্ত্তৃক জীবের মহৎ উপকার, শ্রীভগবানের প্রধান আশীর্ব্বাদ। ১১৬

অষ্টম অধ্যায়।—প্রেম ও ভক্তি, রাধার ভাব, নবানুরাগে প্রলাপ, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, ভাবের অঙ্গ-গঠন, জীবনদান, শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য, শ্রীবাসের আঙ্গিনা রাসমণ্ডপে পরিণত, রাধাকৃষ্ণ-লীলা কি? ব্রজের নিগূঢ় রস। ১২৬

নবম অধ্যায়।—শ্রীভগবানের লীলা, ভক্তের দুঃখ নাই। ১৫৪

দশম অধ্যায়।—নিমাইয়ের নূতন ভাব, কেশবভারতী, আগমবাগীশ, প্রভুর গোপীভাব, নিমাইয়ের চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী, নিত্যানন্দকে সান্ত্বনা। ১৬০

একাদশ অধ্যায়।—গদাধর ও মুকুন্দের পরামর্শ, মন্ত্রের তাৎপর্য্য, গোরার চন্দ্রবদন মলিন, শচী ও তাঁহার ভগিনী, দাদার প্রদত্ত পুঁথি, শ্রীনিমাইয়ের সাহস। ১৭৭

দ্বাদশ অধ্যায়।—প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ, নিমাইয়ের বিদায়-ভিক্ষা, একই সময়ে রাধা-কৃষ্ণ-ভাবে বৃন্দাবনের নিমিত্ত রোদন, প্রভুর অঙ্গীকার। ১৮৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—শচীর বাৎসল্য, মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ, শচীর "মনোসুখে" অনুমতি, মাকে স্তুতি, প্রভুর সন্ন্যাসে ভক্তের ভক্তি-বীজের অঙ্কুর, সন্ন্যাস আশ্রয়ের উদ্দেশ্য, শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ। ২০১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিগৃহে আগমন, প্রভুর প্রিয়ার সহিত হাস্যকৌতুক ও তাঁহার বুকে শেলবিদ্ধ, প্রিয়াকে প্রবোধ বচন ও জ্ঞান দান, বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে জল। ২২৪

পঞ্চদশ অধ্যায়।—শ্রীগৌরাঙ্গ কি শ্রীভগবান্? নরহরির নবানুরাগ, নবদ্বীপে প্রভুর শেষ রজনী, বিরহে সুখের প্রস্রবণ, প্রভুর গৃহত্যাগ, বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘোর উদ্বেগ, প্রভুর বাটীতে ভক্তের সমাগম, কাঙ্গালিনী-বিষ্ণুপ্রিয়া। ২৪০

ষোড়শ অধ্যায়।—প্রভু কাটোয়ায়, নিমাই ও কেশবভারতী, সন্ন্যাস দিতে ভারতীর অস্বীকার, নিমাইয়ের শক্তি-বলে ভারতীর সম্মতি ও সকলের বিষাদ, কাটোয়ায় কীর্ত্তনের তরঙ্গ, প্রভুর আনন্দে লোকের বিষাদ। ২৬৫

সপ্তদশ অধ্যায়।—নিমাই ও চন্দ্রশেখর, মুণ্ডন করিতে নাপিতের অস্বীকার ও শেষে পরাজয় স্বীকার, ভারতীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা, ত্রিভুবনে হাহাকার, নাপিতের নৃত্য, ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত, সন্ন্যাসের মন্ত্র, নিমাই ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে প্রভেদ, প্রভুর প্রার্থনা—"শ্রীহরিকে ভজন কর।" ২৮৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।—গৃহে যাইয়া কৃষ্ণভজন কর, প্রভু একমনে দৌড়িতেছেন, প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, প্রভুর মূর্চ্ছা, যোগ কাহাকে বলে, শ্রীমুকুন্দচরণ ভজন। ৩০৬

উনবিংশ অধ্যায়।—ভক্তগণের বিষাদ, প্রভু রজ্জু ছিঁড়িলেন, রাখালগণের নৃত্য, প্রভু দাঁড়াইলেন, বৃন্দাবন কোন্ পথে? ৩২৪

বিংশ অধ্যায়।—প্রভু শান্তিপুরের পথে, বৃন্দাবন আর কতদূর? যমুনা ভ্রমে গঙ্গায় ঝম্প, শ্রীনিত্যানন্দকে মধুর ভৎর্সনা, শ্রীঅদ্বৈতের

গৃহে, শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দ, নবদ্বীপে সংবাদ পাঠান, দর্শকগণের মনের ভাব। ৩৩৬

একবিংশ অধ্যায়।—আচার্য্যের ক্রন্দন, শচী মূর্চ্ছিতা, শঙ্কর পরাস্ত, শাশুড়ী ও বধূ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরব, বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ, শচী ও নিমাই। ৩৭৪

পরিশিষ্ট।—শচীর রন্ধন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। ৩৭৪

উৎসর্গ পত্র

পরলোকগত আমার দাদা শ্রীল বসন্তকুমার ঘোষের

শ্রীকরকমলে—

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অর্পণ করিলাম। কেন, তাহা বলিতেছি। আমার দাদা অতি শৈশবেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতেই জরজর হইয়াছিলেন। সহর হইতে বহুদূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমরা বাস করিতাম। আমরা কয় ভাই ও ভগিনী বসিয়া, ছোট বড় সমুদয় কথার বিচার করিতাম। বাহিরের লোকে, কে কি বলে, তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ আমাদের হইত না। আমরা যাহা কিছু লেখাপড়া শিখি, তাহাও ঐরূপে ঘরে বসিয়া। আমার বয়স তখন তের বৎসর, দাদার আঠার। সেই সময় তিনি এক দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, "অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে ন'দের গৌরাঙ্গের শরণাগত হইব।" আমি বলিলাম, "তিনি কে?" দাদা বলিলেন, "শুন নাই? যেমন খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুখ্রীষ্ট, তেমনি আমাদের নবদ্বীপের নিমাই,—দুজনায় অনেক মিলে।"

একখানি চিত্রপটে আমি শ্রীন'দের নিমাইকে দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা তখন ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। যীশুখ্রীষ্টের কথা কিন্তু অনেক জানিয়াছিলাম। লুক-লিখিত সুসমাচার নামক খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গালা গ্রন্থখানি পড়িয়াছিলাম, আর

দাদার মুখেও যীশুখ্রীষ্টের কথা অনেক শুনিতাম। আমি বলিলাম, "যীশুখ্রীষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন, ন'দের নিমাই কি তেমন কিছু করিয়াছিলেন?" দাদা বলিলেন, "অদ্ভুত কার্য্য না করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে?" দাদা আরও বলিলেন, "যীশুর কার্য্য ও নিমাইয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবানের অবতার কার্য্যটি সত্য। কারণ অবতার কার্য্যটি একেবারে কল্পিত হইলে পৃথিবীর দুই স্থানে, দুই জাতির মধ্যে, দুই সময়ে এরূপ ঠিক-একরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা হইত না।" তাহার পরে দাদা আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন। অর্থাৎ, "অবতার যদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম পাইব।" আমি প্রশ্ন করিলাম,—"যীশুখ্রীষ্ট না মানিয়া, দাদা তুমি গৌরাঙ্গ কেন মানিবে?" দাদা বলিলেন,—"শ্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা নাই। যে দেশের যে পীড়া, তিনি সেই দেশে তাহার ঔষধ দিয়া থাকেন। সাপের যদি ঔষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেই খানেই তাহা পাওয়া যাইবে। যদি তিনি দুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণতঃ য়ীহুদীর দেশের লোকের যীশুকে মানা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী কি ভারতবর্ষীয়, আমাদিগের গৌরাঙ্গ মানিতে হইবে।"

"অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা" ইহার অর্থ কি তাহা আমি জানিতে চাহিলাম। দাদা বলিলেন, "শিশির! আমরা কেন কান্দিয়া বেড়াই, জান? আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, বিপদ-সাগরে পড়িয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়া ডাকি, কিন্তু তিনি শুনেন না শুনেন, তাহা জানি না। তিনি শুনেন, এ কথা যদি জানিতে পাই, তবেই দুঃখের লাঘব হয়। যদি আরও জানিতে পাই যে, তিনি

শুধু শুনেন তাহা নয়, আমাদের প্রতি তাঁহার প্রচুর স্নেহ মমতাও আছে, তবে আর একটুও দুঃখ থাকে না। অবতার মানে এই যে, তিনি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে আসেন, কি কোন নিজ-জনকে পাঠাইয়া দেন। সুতরাং অবতারে বিশ্বাস হইলে, সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে যে, শ্রীভগবান্ অতি নিজজন, তিনি আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার আবার দুঃখ কি ? দুঃখ হইলেও সে উহা অনায়াসে সহিয়া থাকিতে পারে।”

এ সব আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা। মনে হইতে পারে যে, আমার দাদা আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদয় বড় বড় কথা কিরূপে শিখিলেন ? কিন্তু তিনি শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। দাদার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখনই তিনি, আপনি আপনি ইংরাজীতে মহাপণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিতশাস্ত্র শেষ করিয়াছেন, ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থখানির টিপ্পনি করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব ; তিনি দশ অঙ্কে, দশ অঙ্কে, মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিষ্ট্রী ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া ফরাশী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন।

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, তিনি সেইরূপ আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন ; কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোক গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া গেলাম। সেই আমার দুর্গতির কারণ হইল।

আমার দাদা ভগবদ্ভক্তিতে জরজর, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক দিবস তিনি তাঁহার নিজ কৃত এই গীতটি নির্জ্জনে বসিয়া গাহিতেছিলেন, যথা—

আমার বন্ধু কত রস জানে। ধ্রু।
(আমি) মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণিব কেমনে॥
(আমি) যখন চেতনে থাকি, তাঁহারি করুণা দেখি,
তাঁহারি করুণা ভুঞ্জি, নিশির স্বপনে॥

দাদা গাইতেছেন, আর তাঁহার বদন বহিয়া ধারা পড়িতেছে। এমন সময় হঠাৎ আমি সেখানে গেলাম, আর দাদার চোখে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম,—"দাদা, তুমি কান্দ কেন?" দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়া নয়ন মুছিয়া মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আর একটু বড় হও, তখন বুঝিবে।"

প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ দাদার দেহ সহ্য করিতে পারিল না। শীঘ্রই তাঁহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিবস আমরা দুই ভাই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় দাদা কাশিয়া সম্মুখে কাশ ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর ছিলাম, উহা লক্ষ্য করি নাই। দেখি, দাদা পা দিয়া উহা আবরণ করিলেন। তখন বুঝিলাম পাছে আমি কাশ দেখিতে পাই, তাই দাদা উহা পা দিয়া ঢাকিলেন। আমি অমনি বসিলাম, এবং দাদার বামপদ ধরিয়া বলিলাম—"পা সরাও, আমি কাশ দেখিব।" দাদা পা সরাইলেন। তখন বুঝিলাম ব্যাপার কি, আর আমার ভুবন অন্ধকার হইয়া আসিল। দাদা ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখিবে কি? ও রক্ত!" আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদা তখন বসিয়া বলিলেন, "ছি! কাঁদ কেন? আমি আগে এসেছি, আগে যাব।" তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "শিশির! দেহের কষ্ট আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার নিজের কোন

দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে।"

সে ঠিক কথা, বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ-অগ্নি সমানই রহিয়াছে। এখনও শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না,—সে স্থানে দাদাকে দেখি।

সেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসন্তকুমার—যিনি এ জগতে থাকিলে তিনিই এই গ্রন্থ লিখিতেন, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে হইত না,—আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খণ্ডখানি, তাঁহার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম।

গৌরাব্দ ৪০৯ শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ



পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তিধর্ম্ম ও পরে প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ভক্তির কথা লিখিত হইয়াছে। মহাজনগণ প্রভুর লীলার এই ভক্তির অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তিধর্ম্ম একটু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি দেখিলাম যে, প্রভুর প্রত্যেক লীলা যদি প্রস্ফুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রন্থ শেষ করিতে বহুদিন যাইবে ও আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। সেইজন্য ভক্তির কাণ্ড সংক্ষেপে লিখিয়া প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রেম-হিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাঁতার দিবেন, এই আমার বাসনা। তবে আমার করজোড়ে নিবেদন, পাঠক মহাশয় একেবারে অনেক দূর পড়িবেন না। কারণ যেমন ভোজনের একটি সীমা আছে, তেমনি রসাস্বাদনেরও একটি সীমা আছে। একেবারে অধিক আস্বাদ করিতে গেলে আস্বাদ-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

মাধুর্য্য-ভজনে তিনটি অবস্থা হয়,—যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ। শেষ ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্ব্বরাগ ও মিলন সুখ উভয়ই আছে। শ্রীনিমাই এই সমুদয় রস আপনি আস্বাদ করিয়া জীবকে আস্বাদ করাইয়াছেন। আমি এই সমুদয় রস যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি বটে কিন্তু তাহাতে আমার সাধ মিটে নাই। হয়ত এই সমুদয় রস ভাষার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে বর্ণনা করা অসাধ্য, না হয় আমার শক্তিতে

কুলায় নাই। আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে যে, আমি হৃদয়ে যে রস আস্বাদন করিলাম, তাহার এক কণাও আমার কৃপাপরায়ণ পাঠকগণের নিমিত্ত এই গ্রন্থে রাখিতে পারিলাম না।

তবে আমার গল-লগ্নী-কৃতবাসে এই নিবেদন, যেরূপ শিক্ষা ব্যতীত "ক খ" পর্য্যন্ত গোচর হয় না, সেইরূপ এই সমুদয় রস, সাধন-ভজন ব্যতীত, শুদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া, কখনও পাইবার সম্ভাবনা নাই। একটু সাধন-ভজন করুন, নয়নের আবরণ আপনিই পড়িয়া যাইবে। তখন প্রথম খণ্ডে বলরাম দাস যে শীতল নিকুঞ্জ-কানবের কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাইবেন।*

*[আমি এই গ্রন্থে "আমার অভিন্ন-কলেবর" বলরাম দাসের বহুতর কবিতার সন্নিবেশ করায়, তিনি যে কে তাহা অনেকে জানিতে চাহিতেছেন। এ বিষয়ে গোপন করিবার কিছুই নাই। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহাজনগণ পদ বাঁধিবার সময়, আপনাদের ডাক ডাক নামের পরিবর্ত্তে গুরুদত্ত-নাম দিয়া ভণিতা দিতেন। আমারও আর এক নাম বলরামদাস। তাই বলরাম দাসকে আমার অভিন্ন-কলেবর বলিয়া জানিবেন।

শ্রীমঙ্গলাচরণ

আমি নিম্নের চারিটি বন্দনামালা মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর জেলার হাঁসখালি গ্রামে, চুর্ণী নদীর ধারে, আমি যেরূপ হরিনাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা একটি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। তাহাই আমার প্রথম মঙ্গলাচরণ হউক।

[১]

ফাল্গুনের শেষে কৃষ্ণ-চূড়া ফুটে
বসি সেই বৃক্ষতলে।
চুরণীর ধারে বৃক্ষ শোভা করে
আছিনু আপনা ভুলে॥
পুঁথি এক হাতে গৌর-কথা তা'তে
পহিলা পড়ছি লীলা।
আখরে আখরে কত মধু ঝরে
অঙ্গ এলাইয়া গেলা॥
এমন সময় পাখী উড়ে যায়
নামটি হলিদা পাখী।
উড়ি যায় চলে মুখে হরি বলে
ডালেতে বসিল দেখি॥
আর কত পাখী ডালেতে বসিয়া
সেই সঙ্গে হরি বলে।
অচেতন মত চিত চমকিত
চাহি দেখি মুখ তুলে॥

সব পাখী মিলে মুখে হরি বলে
আর কিছু নাহি শুনি।
ক্রমে হরি-নাম বাড়িয়া চলিল
চারি দিকে হরিধ্বনি॥
আকাশে তাকাই দেখিবারে পাই
মোটা মোটা আখরেতে।
আকাশ ভরিয়া হরিদ্রা বর্ণের
হরি-নাম লেখা তাতে॥
শ্রবণ আমার নাহি শুনে আর
শুধু হরি-নাম বিনে।
যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই
অঙ্কিত হরির নামে॥
ভাবিলাম মনে এই ত্রিভুবনে
সকলে গাইছে গুণ।
বলাই কেবল দিন গোঁয়াইল
বিষয়েতে দিয়া মন॥

কিন্তু ইহাতে আমার পিপাসা মিটিল না, বরং একটি অনিবার্য্য বাসনার উদয় হইল। সেই বাসনাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি, তাহাও শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম :—

[২]

জাগাইল ডাকি * আঁখি মেলে দেখি
কে ডাকে উদ্দেশ নাই।

লুকায়ে রহিলে কি লাগি ডাকিলে
বৃথা ডাকে দুঃখ পাই ॥
মোর দশা ভেবে দেখ হরি । ধ্রু ।
কোথা থাকো তুমি কিছুই না জানি
জানিলেও যাইতে নারি ॥
মিলিবে মু সনে যদি থাকে মনে
তবে এক কাজ কর ।
যেতে সাধ্য নাই এস মোর ঠাঁই
মানুষের রূপ ধর ॥
অন্য রূপ ধরি এস যদি হরি
ভয়ে আমি পলাইব ।
মোর মত হও আর কথা কও
সুখ দুখ কথা কব ॥
মোর মনোব্যথা ছোট-বড় কথা
শুনিবে আপন হয়ে ।
মোর দোষ যত দেখিবে হে নাথ
কৃপার নয়ন দিয়ে ॥
কিছু মোর নাই যে দিব তোমায়
তুমি ত আমারে দিবে ।
এই অঙ্গীকার বলরামে কর
তবে সে তোমার হবে ॥

তাহার পরে শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে কিরূপে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইলেন, তদ্-বর্ণিত এই দুইটি পদ্য শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম :—

[৩]

পিড়ায় বসিয়ে নিমিষ হারায়ে
কুলবতীগণ লয়ে।
সোণার পুতুল আঙ্গিনায় নাচে
শচী দেখিচেন চেয়ে॥
সখাগণ বেড়ি দেয় করতালি
বাসু গাইছেন গান।
কোন কোন ভক্ত চন্দ্রমুখ চাই
রূপসুধা করে পান॥
হুলু হুলু ধ্বনি করিছে রঙ্গিণী
বাজে খোল করতাল।
ঝুমুর-ঝুমুর নূপুর বাজিছে
মিশাইয়া তালে তাল॥
আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া
মধুর গৌরাঙ্গ-নৃত্য।
জগৎ আনন্দ করুক বর্দ্ধন
কহে বলরাম ভৃত্য॥

[৪]

পূর্ণ চাঁদ আলা বনফুল মালা
বাতাবী ফুলের গন্ধ।

শিশির দূর্ব্বার রস কবিতার
পদ্মফুল মকরন্দ ॥
সুস্বর সুরাগ নৃত্য ও সোহাগ
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ ।
প্রেমানন্দ ধার মধু-হাসি আর
লজ্জা আলিঙ্গন মান ॥
এই আয়োজনে পূজে গোপীগণে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বরে ।
বলরাম দীন নীরস কঠিন
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে ॥

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

প্রথম অধ্যায়

শ্রীবৃন্দাবন দাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের ক্রোধ "হাস্যময়," অর্থাৎ তিনি যতই ক্রোধ করুন না কেন, তাহাতে কাহারও ভয় কি রাগ হইত না, বরং হাসি পাইত। তাঁহার ভর্ৎসনা কি স্তুতির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা ভার হইত। কীর্ত্তনান্তে দুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল; যিনি অতি বৃদ্ধ, তিনিও তখন শিশু হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকলেই জলকেলি আরম্ভ করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি করিয়া "কয়া-কয়া" খেলিলেন। তারপর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পরে নয়নে জল দেওয়া-দেওয়ি করিতেছেন। এইরূপে শ্রীনিমাই গদাধরের নয়নে জল দিতেছেন। যথা—

"জল-কেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। পরিষদ্‌গণ সঙ্গে জলেতে নামিল॥ কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে। গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥ জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে। হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥ গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়। বাসুদেব ঘোষ তাই গোরা গুণ গায়॥"

নিরীহ গদাধর সহিয়া আছেন, কখন বা রাগ করিয়া নিমাইয়ের আঁখিতে জল দিতে যাইতেছেন। কিন্তু চোখে জল লাগিয়া পাছে নিমাই ব্যথা পান, এই ভয়ে জল ফেলিয়া মারিতে পারিতেছেন না,

কি নয়নে না মারিয়া অন্যস্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন। নিতাই আর অদ্বৈতে ঘোর সমর বাধিয়া গেল। তখন অন্য সকলে জল-কেলি ক্ষান্ত দিয়া, এই নিতাই-অদ্বৈতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নিতাই বলবান, বয়ঃক্রম বত্রিশ; আর অদ্বৈতের উপবাসে শুষ্ক শরীর, বয়ঃক্রম পঁচাত্তর; অদ্বৈত পারিবেন কেন? তিনি হারিলেন। তখন নিমাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া বলিতেছেন, "একবার হারিলে হার নয়, দুইবার হারিলেই হারি।" এ কথা সকলে স্বীকার করিলেন, এবং নিতাই ও অদ্বৈতে আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই দুই হাতে জল লইয়া অদ্বৈতের চোখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যথা পাইয়া দুই হাত দিয়া নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, "গৌরার! গৌরার!" নিতাই বলিতেছেন, "তবে গৌরারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এস কেন? ঝগড়া করিতে ত খুব পটু।" অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাসে আমার ১০।১২ দিন উপবাস। তুমি সন্ন্যাসী, জীবন রক্ষার নিমিত্ত দুটি অন্ন একবার খাবে, এই সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। কিন্তু দিবানিশি মুখখানি চলিতেছে, তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে পারিব?" নিতাই বলিতেছেন, "তুমি ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক করিয়া থাক। আবার দেখিতে পাই বৎসর বৎসর একটি করিয়া সন্তানও হইতেছে।" এইরূপে কথায় কথায় বিষম ঝগড়া আরম্ভ হইল। খানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে দুর্ব্বাক্য বলিয়া আবার পরস্পরে আলিঙ্গন করিলেন।

অসাক্ষাতে অদ্বৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিতেন। কখন বলিতেন, "নাচন, গাওন, আবার কি ধর্ম্ম?" কখন বলিতেন, "কলিকালে আবার অবতার কোন্ শাস্ত্রে?" কখন আবার বলিতেন, "নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি উহার সমস্ত প্রেম শুষিয়া লইব, দেখি কিরূপে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচেন।" কেহ কেহ অদ্বৈতের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানেন না। আবার প্রভুর প্রতি তাঁহার গাঢ় ভক্তি দেখিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। একদিন শ্রীবাস অদ্বৈতের মুখে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে এইরূপ কিছু কথা শুনিয়া একটু কুতূহল হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভু! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত?" শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। এ কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "শ্রীবাস, তুমি বল কি? অদ্বৈতের মত ভক্ত আমার ত্রিজগতে আর কেহ নাই।"

এক দিবস কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মস্তক সেই শ্রীচরণে ঘষিতে লাগিলেন। তাহার পরে একটি তৃণ দন্তে ধরিয়া উহা নিমাইয়ের অঙ্গে আপাদমস্তক বুলাইলেন, বুলাইয়া সেই তৃণ মস্তকে করিয়া আপনার থুথুতে হস্ত দিয়া ও ভ্রুকুটি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাই সচেতন হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া বলিতেছেন, "আমি নৃত্য করিতে পারিতেছি না কেন? বোধ হয়, তোমরা কেহ আমার চরণধূলি লইয়াছ। কে লইয়াছ বল।" তখন সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! চরণধূলি চাহিলে যদি পাইতাম তবে আর চুরি করিতে যাইতাম না। চাহিলে পাই না, কাজেই চুরি করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ কর, তবে এরূপ কার্য্য আর করিব না। এবার আমাকে ক্ষমা কর।"

শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে ভক্তি দেখাইতেন, তাঁহাকে প্রণাম

করিতেন। শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাঁহার চরণধূলিও লইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি এই নিমিত্ত সরলভাবে সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "তোমার অভাব কি যে, তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্থানে চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল, চোরে দশদিন চুরি করে, গৃহস্থ একদিনে তাহার ধন উদ্ধার করে। এই দেখ আমি আমার দ্রব্য উদ্ধার করিতেছি।" ইহাই বলিয়া মহাবলী নিমাই অদ্বৈতকে মৃত্তিকায় ফেলিয়া, তাঁহার চরণে মস্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এই আমি সব উদ্ধার করিলাম। এখন কি করিবে?" অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু, তুমি রক্ষা করিতেও পার, সংহার করিতেও পার। সুতরাং তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আর কার কাছে যাই।" শ্রীগৌরাঙ্গ কৃতার্থ হইয়া বলিলেন, "তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে ভক্তির উদয় হয়, অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য তোমার চরণধূলি গ্রহণ করা।" অদ্বৈত এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আর এক দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতে আবার একটু গণ্ডগোল হইল। নৃত্য করিতে গিয়া নিমাই বলিতেছেন, "আজ আমার শরীরে আনন্দ নাই কেন? আজ আমি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি না? আমি কি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি, ক্ষমা কর, আমাকে প্রেম দাও, আমার প্রাণ যায়।" নিমাই কখন কখন এইরূপ বলিতেন। এ সম্বন্ধে দুই-একটি কাহিনী বলিতেছি। একদিন নিমাই বলিতেছেন, "আমি কেন নাচিতে পারিতেছি না? বোধ হয় এখানে ভিন্ন-লোক কেহ আছেন।

যদি থাকেন তাহাকে বাহির করিয়া দাও।” দ্বার বন্ধ করিয়া নিশিযোগে শত শত ভক্ত একত্রে কীর্ত্তন করেন। তাহার মধ্যে অন্য লোকের লুকাইয়া থাকা বিচিত্র কি? এই কথা শুনিয়া, শ্রীবাস তখনি আঙ্গিনায় তল্লাস করিতে লাগিলেন; শেষে বলিলেন, “কৈ, ভিন্ন লোক ত দেখিলাম না।” তখন নিমাই আবার নাচিতে গেলেন, কিন্তু বিষন্ন হইয়া আবার বলিতেছেন, “কৈ, আনন্দ ত পাইতেছি না। নিশ্চয় কেহ এখানে লুকাইয়া আছেন।” তখন শ্রীবাস ঘরের মধ্যে তল্লাস করিতে যাইয়া দেখেন যে তাঁহার শাশুড়ী পিঁড়ায় ডোল মুড়ি দিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন।

অপর এক দিবস নিমাই এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, “আমার হৃদয়ে প্রেম কেন শুষ্ক হইয়া গেল? অবশ্য কোন বহিরঙ্গ লোক এখানে আছেন।” তখন শ্রীবাস বলিতেছেন, “প্রভু, আমি অপরাধ করিয়াছি। একজন সাধু কীর্ত্তন দেখিবার জন্য অনুরোধ করায় তাঁহাকে ভাল লোক ভাবিয়া তোমার বিনা অনুমতিতে এখানে আসিতে দিয়াছি, প্রভু আমাকে ক্ষমা কর। ইনি ভাল লোক, শুধু দুগ্ধপান করেন।” নিমাই স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীবাস যখন বলিলেন, “তিনি দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করেন,” তখন প্রভু একটু ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, “দুধ খাইয়া জীবন ধারণ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। অতএব তোমার সাধুকে এখান হইতে যাইতে বল।” প্রভুর ভাব দেখিয়া ভক্তগণ, সেই ভালমানুষ ব্রাহ্মণটীকে বলপূর্ব্বক আঙ্গিনার বাহির করিয়া দিয়া কপাট দিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটি এইরূপ অপমানিত হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখ পাইলেন না। বরং তাঁহার মনে হইল যে, বিনা অনুমতিতে আসিয়া তিনি বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন। আবার ভাবিতেছেন যে, “যে অদ্ভুত

ব্যাপার দেখিলাম ইহা অননুভবনীয়। মনুষ্য কর্ত্তৃক এরূপ কাণ্ড হইতেই পারে না। শ্রীনিমাইপণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার সন্দেহ নাই, কারণ এত শক্তি জীবে সম্ভবে না। এখন সেবা করিয়া তাঁহার কৃপাপাত্র হইব।” ইহাই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ মহা হৃষ্ট-মনে গমন করিতেছেন, এমন সময় পুনরায় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া একজন ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “প্রভু তোমায় ডাকিতেছেন।” এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে ভিতরে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, “উঠ! তোমার কিছু অপরাধ নাই। আমি তোমাকে পরীক্ষার নিমিত্ত দণ্ড করিয়াছিলাম। তুমি দণ্ড পাইয়া বিরক্ত না হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া যাহা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলে, তাহা আমার গোচর হইয়াছে। আমি যে বলিয়াছি, ‘দুগ্ধ পান করিয়া জীবন যাপন করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না,’ সে ঠিক কথা। তবে তুমি যে সেবা করিয়া শ্রীভগবানের চরণ লাভ করিবে সঙ্কল্প করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমাকে আলিঙ্গন দিব।” ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দিলেন, আর ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডে প্রেমধন পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই হইতে ব্রাহ্মণ চিরদিনের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইলেন। পাঠক! স্মরণ রাখিবেন যে, সকলে একভাবে ভাবান্বিত না হইলে, কীর্ত্তনে কি কৃষ্ণকথায় তরঙ্গ উঠিবার ব্যাঘাত হয়।

এখন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে প্রভুর গণ্ডগোলের কথা বলিতেছি। এক রজনীতে প্রভু নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না বলিয়া কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি কি অপরাধে প্রেম হারাইলাম? অদ্য কি রাজপথে কু-লোকের সঙ্গ হইয়াছিল? না, তোমাদের নিকট কোন অপরাধ

করিয়াছি ? আমি বড় দুঃখ পাইতেছি, তোমরা কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মোচন করিয়া আমাকে একটু প্রেম দাও, নতুবা আমার প্রাণ যায়।”

এই যে ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, ইহা প্রেমের শক্তিতে। যাঁহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তিনি কপট নৃত্য ব্যতীত প্রকৃত নৃত্য করিতে পারেন না। হঠাৎ কাহার হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইলে,—সুরামত্ত ব্যক্তির মাদকতা ছুটিলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেই জাতীয় ক্লেশ হইয়া থাকে—তাহার প্রেম-খোঁয়ারী হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও দুঃখিত হইয়া শুনিতেছেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন নিমাই বিনীতভাবে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতে লাগিলেন, “গোঁসাঞি ! তুমি প্রেমে নৃত্য করিতেছ, কিন্তু আমি আর শ্রীবাস প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক দুঃখ পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেম পাইয়া নাচিতেছেন। তিনি, মালি পর্য্যন্ত তোমার কৃপায় প্রেম-সুখ ভোগ করিতেছে, কেবল আমি আর শ্রীবাস তোমার কৃপা পাইলাম না। গোঁসাঞি ! কৃপা কর, নতুবা প্রাণ যায়।”

শ্রীঅদ্বৈত এই কথায় ভ্রুক্ষেপও না করিয়া দাড়িতে হাত দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক ব্যঙ্গ ভাবে, কতক বিরক্ত ভাবে বলিতেছেন,—“গোঁসাঞি ! যদি তুমি আমাকে প্রেমধন না দাও, তবে তোমার সমুদয় প্রেম শুষিয়া লইব।” এই যে প্রেম “শুষিয়া” লইব—ইহা শ্রীঅদ্বৈতের কথা। তিনি প্রায়ই অন্তরালে বলিতেন, “বিশ্বম্ভরের প্রেম আমি শুষিয়া লইব, দেখি কেমন করিয়া সে নাচে ?” এখন প্রভু, অদ্বৈতের সেই কথা লইয়া অদ্বৈতকে

ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "যদি আমাকে প্রেম না দাও, তবে তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্তু কি উত্তর করিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যভাগবতে এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়—"চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি। কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই॥"

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, আচার্য্য গোঁসাঞি, অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত তখন প্রেমে উন্মত্ত। তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন তাহা আর বুঝিয়া বলেন নাই। চৈতন্যভাগবত আবার বলিতেছেন—"যে, ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে। সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে॥"

অর্থাৎ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া সত্যভামা, শ্রীকৃষ্ণকে বেচিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যে সেই ভক্তি-বলে শ্রীগৌরাঙ্গকে দুটা কর্কশ বাক্য বলিবেন, তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে মনে হয়, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু অনুচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের কর্কশবাক্য শুনিয়া শ্রীনিমাই আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি দ্বার খুলিয়া গঙ্গাভিমুখে ছুটিলেন। নিমাই বিদ্যুতের ন্যায় এই কার্য্যটী করিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভিন্ন আর কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন গৌর ছাড়া আর কোনদিকে যাইত না, তাঁহার নয়নভৃঙ্গ কেবল গৌর-মুখপদ্ম-মধু পানে দিবানিশি মত্ত থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন।

নিমাই দৌড়িয়া যাইয়াই জাহ্নবীতে ঝম্প দিলেন। কিছু পরেই নিতাই ও তাহার পরে হরিদাসও ঝাঁপ দিলেন। নিমাই মূর্চ্ছিত

হইয়া জলমগ্ন হইলেন। নিতাই ও হরিদাস ডুব দিয়া, একজন মস্তক ও একজন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়া তীরে আনিলেন। তখন নিমাই চেতনা পাইয়া বিরক্তির সহিত নিতাইকে বলিতেছেন, "তুমি কেন আমাকে উঠাইলে? আমার প্রেমশূন্য দেহ রাখিয়া কি ফল?" প্রভুর এই কথা শুনিয়া নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেঁট করিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "সেবক যদি গরব করিয়া তোমাকে দুটা কথা বলে, তুমি কি তাই বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবে?" যথা ভাগবতে—"অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন। প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন?"

তারপর নিতাই বলিলেন, "তুমি এরূপ করিয়া আচার্য্যকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহাকে অন্য দণ্ড কর।"

তখন নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাও, কিন্তু এ ঘটনা প্রকাশ করিও না।" নিতাই ও হরিদাস প্রভুকে নন্দন আচার্য্যের, বাড়ী রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য্য বাড়ীতে ছিলেন প্রভুকে পাইয়া গোষ্ঠী সমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন শুষ্কবস্ত্র পরিলেন ও ভগবান্‌-আবেশে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। আর নন্দন আচার্য্য ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সারা-নিশি বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে প্রভু নন্দন আচার্য্যকে বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসকে একাকী আমার নিকট লইয়া আইস।" এদিকে প্রভু নিশিযোগে সংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া গেলে অনতিবিলম্বে সকলে জানিলেন যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অদর্শন হওয়ায় গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের তাহাই

হইল,—সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়া গেল। সেখানে নিতাই ও হরিদাস নাই দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে আছেন, ইহাতে তাঁহারা একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু সকলেরই মনঃকষ্টের একশেষ হইল। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ কষ্ট হইল, যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে আর কেহ কিছু বলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিলেন।

এদিকে নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীবাস, প্রভুর অগ্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে দেখিয়া শ্রীবাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, "শান্ত হও, আচার্য্য কিরূপ আছেন বল।" শ্রীবাস বলিলেন, "আচার্য্য উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন অপরাধ, তিনি সেইরূপ দণ্ড পাইয়াছেন। তাঁহার যে গুরুতর অপরাধ, তাহাতে তিনি বলিয়াই আমরা সহ্য করিয়াছি, অন্য কেহ হইলে সহিতে পারিতাম না। তবে প্রভু, তুমি যেমন আমাদের প্রাণ, তাঁহারও সেইরূপ প্রাণ বটে।" যথা চৈতন্যভাগবতে—"অন্য জন হইলে কি আমরা সহি। তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥"

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! এখন একটি অভয় বাক্য বলিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের প্রাণ রাখ।" তখন নিমাই বলিতেছেন, "চল চল, অদ্বৈতের বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি।" ইহাই বলিয়া দুইজনে তাঁহার বাড়ী চলিলেন। এইরূপে অপরাধ যদিচ আচার্য্যের, তবু নিমাই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে তাঁহার বাড়ী গেলেন; যাইয়া দেখেন, তিনি মড়ার মত পড়িয়া আছেন। নিমাই যাইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন; বলিতেছেন, "উঠ আচার্য্য! এই আমি বিশ্বম্ভর।" আচার্য্য একে অপরাধী, তারপর প্রভুর এইরূপ দৈন্য, সৌজন্য, মহত্ত্ব

ও কৃপা দেখিয়া অনুতাপানলে ও লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলেন; কথা কহিতে পারিতেছেন না। প্রভু আবার ডাকিলেন। তখন আচার্য্য ধীরে-ধীরে বলিলেন, "প্রভু, আমি এখন বুঝিলাম, আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে নাই। অন্য সকলকে তুমি দৈন্য দিয়াছ; তাহারা তোমার চরণসেবা করিয়া সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। আমাকে কেবল খানিক অহঙ্কার দিয়াছ। আমাকে তুমি গৌরব ও ভক্তি কর। তাহাতে আমার কেবল দম্ভের সৃষ্টি হয়। এখন আমি বুঝিলাম, আর সকলে তোমার নিজজন, কেবল আমি তোমার বহিরঙ্গ। আমাকে যে তুমি আত্মীয়তা দেখাও, সে তোমার বাহ্য। কিন্তু তুমি আমার প্রাণ ও যথাসর্ব্বস্ব। আমাকে এই কৃপা কর, যেন দীনভাবে তোমার চরণে থাকিতে পারি।" যথা চৈতন্য-ভাগবতে—"হেন কর প্রভু মোরে দাস্য ভাব দিয়া। চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥"

প্রভুর তখনও ভগবান-আবেশ রহিয়াছে। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমার নিজজন না হইলে তোমাকে দণ্ড করিতাম না। আমি আমার অনুগ্রহ-পাত্রকেই এইরূপে দণ্ড করিয়া থাকি।" যথা—"অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যারে দণ্ড করে। জন্মে জন্মে দাস সেই বলিনু তোমারে॥"

তখন অদ্বৈত উঠিয়া আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতেছেন, "আজ আমি প্রভুর দণ্ড পাইয়া কৃষ্ণের দাস হইলাম। আজ জানিলাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই।"

একটি প্রবাদ আছে যে, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যে করে আমার আশ, তারি করি সর্ব্বনাশ। তবু নাহি ছাড়ে পাশ, তার হই দাসের দাস॥"

যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-মধু আস্বাদ করিয়াছেন, তিনি দুঃখ পাইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন না, ইহাই মনে হইলে ভক্ত আনন্দিত হয়েন, আর তখন ভক্তের নিকট ভগবান্ হার মানেন।

মহাপ্রকাশের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার অতিবৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপাদ দিয়াছিলেন। আবার এই প্রকাশ-অবস্থায় শ্রীনিমাই দীন হইতে দীন। তখন তাঁহার দৈন্য ও কাতর-ভাব যিনি দেখিতেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তবে অপ্রকাশ অবস্থায়, তিনি বিশেষ গুরুজন ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রণাম করিতেন না। কারণ তাহা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ ক্লেশ পাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অন্য কাহাকেও তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে দিতেন না। কেহ প্রণাম করিলে তিনিও প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিত না। শ্রীভগবান-আবেশে যে নিমাই অতিবৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্য অবস্থায় তাঁহার কিরূপ দৈন্য ও গুরুজন প্রতি কিরূপ ভক্তি তাহা এখন শ্রবণ করুন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্কীর্ত্তনান্তে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় একজন মান্যা ব্রাহ্মণ-রমণী তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীভগবান্, আমাকে উদ্ধার কর।"

এই কার্য্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন ও তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। তখন তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া দ্রুতবেগে যাইয়া, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাইকে পাইলেন না। এখন বিবেচনা করুন, এ সমুদায় চকিতের মত হইয়া গেল। প্রভু যে জলে ঝম্প দিবেন, কেহ তাহা ভাবেনও নাই। প্রভু ছুটিলেন; কিন্তু ভাবের অনুগত হইয়া তিনি মুহুর্মুহুঃ এরূপ ছুটিতেন। যদি তাঁহারা

বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেন যে, প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন, তবে আর এরূপ বিপদ হইতে দিতেন না। প্রভু তীরের মত ছুটিলেন, ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প দিলেন।

নিমাই পূর্ব্বেও কয় বার জলে ঝম্প দিয়াছিলেন, কিন্তু একবারও আপনি উঠেন নাই। কারণ কয় বারই তিনি অচেতন অবস্থায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে হইয়াছিল।

এবারও ঐরূপ দ্রুতগতিতে আসিয়া জলে ঝম্প দিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, প্রভু এখনই উঠিবেন, কিন্তু যখন তিনি উঠিলেন না, তখন সকলে হাহাকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু স্রোতে তখন তাঁহার দেহ ঝম্পস্থান হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, কাজেই তাঁহাকে তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল না। এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল এবং চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিলেন। দুঃখিনী শচীও ইহা শুনিলেন। তিনি কি অবস্থায় ছুটিয়া আসিলেন তাহা অনুভব করুন, বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শচী আসিয়া দেখিলেন, নিমাইকে পাওয়া যায় নাই। তখন তিনিও জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন; কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন।

শচী তীরে দাঁড়াইয়া "নিমাই, নিমাই" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, বুক চাপড়াইতেছেন, আর বার বার জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছেন; কিন্তু সকলে নিবারণ করিতেছেন। এমন সময় নিতাই আসিলেন, এবং শুনিয়াই জলে ঝাঁপ দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে :—

"জলে মগ্ন হৈল প্রভু না পাই দেখিতে। সর্ব্ব নিজ নিজ জন ঝাঁপ দিলেন পশ্চাতে॥ পুত্র পুত্র বলি ধেয়ে যায় শচীমাতা। ঝাঁপ দিতে

চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা॥ উন্মত্তা পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়। হা-কান্দ কান্দনে কান্দে ভূমেতে লুটায়॥ ঐছন প্রমাদ দেখি অবধৌত রায়। প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়॥ জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে। ধরিয়া তুলিল গঙ্গাকূলে আচম্বিতে॥"

প্রভুকে ধরাধরি করিয়া তীরে উঠান হইল, এবং একটু পরে তাঁহার চেতনা হইল। তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, "কেন তুমি আমাকে মরিতে দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল কি? আমি জীবাধম, অতি-মান্যা ব্রাহ্মণ-রমণী আমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি কীটাণুকীট, অথচ আমায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে অপরাধী হইলাম, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছি না। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া বিহ্বল হইয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। সকলে নানামতে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই নিমাই প্রবোধ মানিলেন না। মধ্যস্থানে নিমাই রোরুদ্যমানা শচীমাতার কোলে বসিয়া অশ্রুজল ফেলিতেছেন, আর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে যথাসাধ্য বুঝাইলেন, কিন্তু নিমাই কোনক্রমেই প্রবোধ মানিলেন না। প্রভুর হৃদয়ে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে। তৃণ দিয়া কি গঙ্গার স্রোত বন্ধ করা যায়? ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্গ নিবারিত হইল না। নিমাই "শ্রীকৃষ্ণ! বাপ! আমি অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ মোচনের উপায় বলিয়া দাও," এই বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের মনের ভাব অনুভব করুন। ভক্ত অবস্থায় নিমাইয়ের ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণে দাস্য-ভক্তি কিরূপে পাইবেন, এই নিমিত্ত যাহাকে পান, তাহার কাছে কাতর হইয়া মিনতি করেন। সেই নিমাইকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-রমণী চরণে ধরিয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার কর।" প্রভু ভাবিতেছেন, "হইল ভাল! কোথায় আমাকে লোকে ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবে, না আমাকে শ্রীভগবান্ করিয়া তুলিল!" ইহা ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই উঠিলেন, উঠিয়া কান্দিতে কান্দিতে জ্ঞানহারা হইয়া মুরারী গুপ্তের বাড়ীর দিকে চলিলেন। অপর সকলেও তাঁহার সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে যাইতে লাগিলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া পরে বিজয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে গেলেন। সেখানেও তাঁহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন। হরিদাস আচার্য্যের বাড়ীতে সমস্ত নিশি রোদন করিয়া যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে হরিদাসের বাড়ী ত্যাগ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে সুরধুনী তীরে আসিলেন ও একখানি নৌকা পাইয়া গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে গেলেন, এবং সমস্ত দিন-রাত রোদন করিয়া কাটাইলেন। ক্রমে ভক্তগণের অনুনয়-বিনয়ে শান্ত হইয়া পরদিবস বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ভক্তগণ প্রাণ পাইলেন।

অপরাহ্নে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া বলিতেছেন, "আমি যদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ বলিত ও আমার কার্য্য দূষিত।" এই কথা শুনিয়া মুরারী উত্তর

করিলেন, "তোমার শ্রীপাদপদ্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া থাকে, তোমার কোন কার্য্যের নিমিত্ত লোকে নিন্দা করিবে না।" ভবিষ্যতে নিমাই এইরূপ "অকৃতজ্ঞ" হইবেন ও "দূষিত কার্য্য" করিবেন, ইহা মনে করিয়া মুরারীর বাক্যে আশান্বিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙ্গন পাইয়া মুরারীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও তখন তিনি এই শ্লোকটি পড়িলেন—

"ক্বাহং দরিদ্র পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥"

এই কথা বলিবামাত্র নিমাইয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর "সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজোময়" হইল। আর তিনি বলিলেন, "আমার এই দেহ 'পরম মনোজ্ঞ', নিত্য' 'জ্ঞান' ও 'ঘন আনন্দময়।' তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই।" যথা কর্ণপূরের চৈতন্যচরিতে—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেতং ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিস্থিত উদ্ভটেনতেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ॥
ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত য়ূয়ং নহি কিঞ্চিদন্যদ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে॥

আবার একটু পরেই শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, এবং নিমাই সহজ ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান্ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইয়া আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগিলেন। আরও রহস্যের বিষয় এই যে, যখন শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইতেন, তাহার পূর্ব্বে কেহ কিছু জানিতে পারিতেন না। সামান্য কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইলেন, নিমাইয়ের দেহ সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ প্রগাঢ় ভক্তি-উদ্দীপক ও চিত্ত-

আকর্ষক হইল, কিন্তু দুই একটি কথা বলিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন ও ক্ষণকাল পরেই নিমাইয়ের শরীর ও আকৃতি সহজ মনুষ্যের মত হইল। বিশেষ রহস্য এই, শ্রীভগবান্ প্রকাশিত হইয়া যে সমস্ত কথা কহিলেন, তাহার সহিত পূর্ব্বের কথাবার্ত্তার কোন সম্পর্ক নাই। যথা, (যেরূপ উপরে বলা হইল) মুরারি বলিলেন, "আমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণ, আমাকে আলিঙ্গন করিলে?" অমনি শ্রীভগবান প্রকাশিত হইলেন, এবং আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিয়া আবার অন্তর্দ্ধান করিলেন। এক দিবস নিমাই তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল মুরারিকে দিলেন। মুরারি দুই কর পাতিয়া প্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, কতক মস্তকে দিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন; "মুরারি, করিলি কি? তুই সর্ব্বাঙ্গে ঝুঁটা মাখিলি?" ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পাইলেন, আর বলিলেন, "কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কুশিক্ষা দিতেছে, মায়াবাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই বিগ্রহ মানিতেছে না, ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে।" প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসিগণের প্রধান ছিলেন, তখন ভগবদ্ভক্তি মানিতেন না, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হন। এখন বিবেচনা করুন, মুরারির মাথায় তাম্বুলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, এ উভয়ে কোন সম্বন্ধ নাই। নিমাই রহস্য করিয়া মুরারির মাথায় ঝুঁটা লাগিল বলিতেছেন, আর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়া তখনই বলিতেছেন, "প্রকাশানন্দ কুশিক্ষা দিতেছে।" একটু পরেই শ্রীভগবান্ লুকাইলেন, এবং নিমাই ও মুরারিতে পুনরায় সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তবে মুরারি ও প্রকাশানন্দের এই মাত্র সম্বন্ধ ছিল,—মুরারিও পূর্ব্বে বেদের বড় গোঁড়া ছিলেন, তাই বরাহভাবে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ঐ কথা লইয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। যথা—"বেদ আমার মর্ম্ম কি জানে?"

আবার কখন কখন এইরূপে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বুঝাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া মুরারির বাড়িতে "বেদ অন্ধ" এ কথা বলিয়াছেন। আবার আর এক দিবস ঐ বরাহ-রূপে প্রকাশ পাইয়া হরের্নাম শ্লোকের অর্থ করিলেন। শ্লোকটি এই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই কয়েকটি কথামাত্র লইয়া প্রভু ইহার এরূপ অর্থ করিলেন যে, সকলে চমকিত হইলেন। এই কয়েকটি কথার মধ্যে ওরূপ অর্থ আছে, ইহা কখন কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তিনি ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবে সংক্ষেপে যে বর্ণনা আছে তাহা বলিতেছি।

হরিনামই স্বয়ং ভগবান্। ইনি আদিপুরুষ। এই নামরূপী আদিপুরুষ সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন না, কলিতেই হইয়াছেন। "কেবল" শব্দের অর্থ এই যে, এই হরি ভিন্ন অন্য কোন দেব উদ্ধার করিতে পারেন না; এবং এই কথা যে পরম সত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনবার 'নাস্ত্যেব' বলা হইয়াছে। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—"ইহা বলি আন দেবে মানে যেই জন। তার গতি নাই তিনবার এ বচন॥" ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে, কলিতে কেবল হরিনামই গতি, অন্য দেব উপাসনায় উদ্ধার নাই।

এইরূপে যে দিবস আম্রবীজ হইতে আম্র সৃষ্টি করিলেন, পরে বৃক্ষ অদৃশ্য হইল ও কেবল আম্র থাকিল, সেই দিবস সেই রহস্য দেখাইয়া নিমাই ভগবান্‌রূপে বলিতেছেন, "এস দেখ আমার মায়া। যে উপায়ে এই ফল সৃষ্টি হইল তাহা সমুদায় চলিয়া গেল, কেবল এই ফলগুলি রহিল। এইরূপ প্রেমধনই নিত্যবস্তু, ইহা দ্বারা কৃষ্ণকে সেবা করিতে

হইবে।" এই আম্রবীজ হইতে নিমাই কিরূপে আম্র প্রস্তুত করিতেন, তাহা পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের চৈতন্য-চরিত কাব্যে অর্থাৎ কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে। নিমাই মৃত্তিকায় বসিয়া সম্মুখে একটি আম্রবীজ রাখিলেন, পরে হস্তে ঘন ঘন তালি দিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "এই বীজ অঙ্কুরিত হইল।" আবার বলিলেন, "এই দেখ অঙ্কুর হইতে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইল।" প্রকৃতই তাহাই হইল। এইরূপে বৃক্ষে ফল ধরিল, আর উহাতে দুই শত ফল হইয়া পরিপক্ক হইল। সেই ফল পাড়া হইলে বৃক্ষ অদৃশ্য হইল। কিন্তু ফলগুলি রহিল, আর উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। যথা—

করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলুষ চেষ্টিতম্।
পশ্য পশ্যাম্রবীজংমে ভূমৌ সংরোপিতং ময়া॥
পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ।
জাতং পশ্যাস্য পুষ্পৌঘং পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ॥ ইত্যাদি।

প্রভু প্রকাশাবস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অপ্রকাশ অবস্থায়ও কখন কখন ভক্তগণকে কিছু কিছু তত্ত্বকথা বলিতেন। এখনও সুবিধা মত তাঁহার টোলের শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া পাঠ করিতেন। একদিন একটি শিষ্য বলিতেছেন, "আপনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, সেও একরূপ মায়া বই ত নয়।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় কষ্ট পাইলেন। শুনিবামাত্র কর্ণে হস্ত দিলেন, আর মুহুর্মুহু কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন ও রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে বলিলেন, "চল, আমরা সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হই। কারণ কৃষ্ণ নাই—এ কথা শুনিয়া আমরা অপবিত্র হইয়াছি।" সেই শিষ্যকেও লইয়া গেলেন, তাহাকেও গঙ্গায় বহুবার

ডুবাইলেন। গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে তাহার অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল।

এখানে এ কথাও বলি যে, প্রকাশের সময় ব্যতীত নিমাই কখনও কাহাকে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না। বস্তুত তাঁহার ভক্তগণ অলৌকিক কার্য্য প্রভৃতি ঘৃণা করিতেন। প্রভু নিজেও অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছামাত্র কাহাকে কোন "রূপ" দেখাইতে পারেন না, এবং কিরূপে কি হয়, তাহা তিনি জানেন না। তবে এক দিবস রহস্য করিয়াই হউক বা বাধ্য হইয়াই হউক, একটি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাকালে সকলে কীর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ঘোরতর মেঘ হইল। মেঘ দেখিয়া কীর্ত্তন হইল না ভাবিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইলেন। তখন ভক্তগণের দুঃখ দেখিয়া প্রভু হস্তে এক জোড়া মন্দিরা লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া মেঘ পানে চাহিয়া মন্দিরা বাজাইতে লাগিলেন, আর নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখনি মেঘ অন্তর্হিত হইল।

যথা, মুরারি গুপ্ত কৃত চৈতন্যচরিতে—

"কদাচিদাবৃতে ব্যোম্নি ঘনৈর্গম্ভীরনিস্বনৈঃ
* * *
বৈষ্ণবা দুঃখিতা সর্ব্বে বিঘ্নোহয়ং সমুপস্থিতঃ।
* * *
তদা তস্মিন্ সমায়াতো গৃহিত্বা মন্দিরাং হরিঃ।
স্বরান্ কৃতার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌ স স্বজনৈঃ সহ॥
ততো মরুদ্ভির্মেঘৌঘাঃ খণ্ডিতাস্তে দিগন্তরম্।"

কিছু পূর্ব্বে প্রভুর ভক্ত-ভাবে দৈন্যের কথা বলিতেছিলাম। এখন প্রকাশ-ভাবের একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাপাল গোপাল নামে একজন বড় তেজীয়ান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কীর্ত্তনাদিকে বড় ঘৃণা করিতেন।

এই কীর্ত্তন শ্রীবাসের বাড়ীতে হইত বলিয়া শ্রীবাসের উপর তাঁহার বড় রাগ ও ঘৃণা ছিল। তাঁহাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত চাপাল গোপাল একদা রাত্রিতে যখন শ্রীবাসের ভিতর-আঙ্গিনায় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন বহির্বাটীতে, মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণ যেরূপে পূজা করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় পূজার সজ্জা করিলেন। এক ভাণ্ড মদ্যও রাখিলেন। প্রাতে শ্রীবাস উঠিয়া সেই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা চাপাল গোপালের কার্য্য। তখন পাড়ার লোককে ডাকিয়া দেখাইলেন, এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া হাড়ী আনাইয়া সে স্থান লেপাইলেন।

দুই দিবস পরে চাপাল গোপালের কুষ্ঠরোগ হইল। চাপাল গোপাল টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন, এমন সময় একটী ছাত্র তাঁহার অঙ্গুলি ফুলিয়াছে দেখিয়া চাপালকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপাল দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা ভাবিতেছ, তাহা নয়। আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিবপূজা করিয়া থাকি, আমার কেন ব্যাধি হইবে?" কিন্তু ক্রমেই উহা বৃদ্ধি পাইল। চাপাল, স্ত্রী পুত্রকে বড় যন্ত্রণা দিতেন, তাহারা তখন তাঁহার বাসের জন্য বাহিরে একখানি চালা বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহার স্ত্রী নাসিকায় বস্ত্র দিয়া এক মুষ্টি অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপাল আহার করিয়া যষ্টিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। জনৈক দয়ালু লোকের পরামর্শে তিনি এক দিন, নিমাই স্নান করিতে আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত! আমি তোমার গ্রামবাসী, তোমার সহিত গ্রামসম্পর্কও আছে। শুনিলাম তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর ব্যাধি ভাল করিতে পার। আমার ব্যাধি ভাল করিয়া দাও না?"

তখনও চাপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দম্ভ রহিয়াছে। শ্রীনিমাইকে এই কথা বলিলে, শ্রীনিমাই যদি নিমাই থাকিতেন, তবে করযোড়ে

বলিতেন, "ঠাকুর! আমাকে এইরূপ বলিয়া কেন অপরাধী কর?" কিন্তু চাপাল শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিবামাত্র, শ্রীভগবান্ প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "তুমি ভক্তদ্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইয়াছে—এ সামান্য কথা, তোমায় অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চাপাল ইহার পরে অতিকষ্টে বারানসীতে যাইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর স্বপ্নে বলিলেন যে নবদ্বীপে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু-রূপে উদয় হইয়াছেন। সরল ভাবে তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। চাপাল তখন বাড়ী ফিরিয়া আইলেন; এবং পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়া গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইয়া, তাঁহার চরণে সকাতরে পতিত হইলেন। এ সম্বন্ধে চাপাল গোপালের উক্তি প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন—

"পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর, তোমরা দু'ভাই। ধ্রু
(আমি) গিয়াছিনু কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে,
পূর্ণব্রহ্ম শচীর ঘরে।
আমি কীড়ার জ্বালায় জ্বলে মরি। আমায় উদ্ধার কর গৌরহরি॥"

তখন শ্রীভগবান্ কৃপার্ত্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি শ্রীবাসের নিকট অপরাধী, তাঁহার পাদোদক পান কর, আরোগ্য লাভ করিবে।" চাপাল তাহাই করিয়া ভবরোগ ও দেহরোগ হইতে উদ্ধার পাইয়া তদবধি শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইলেন।

আবার প্রভু কখন কখন তাঁহার কৃপাপাত্র এবং ভক্তগণকে গোপন করিয়া কাহাকেও কৃপা করিতেন। শুক্লাম্বরের খুদ কাড়িয়া খাইতেন বলিয়া ব্রহ্মচারীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল। সেই ক্ষোভ নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন তাঁহার বাড়ী যাইয়া অন্ন খাইবেন, এই

অভিপ্রায় জানাইলেন। শুক্লাম্বর এই কথা শুনিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি ভয়ও পাইলেন। কারণ সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহার অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শুক্লাম্বর মিনতি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রভু, আমি অতি দীন ও মলিন, আমি আপনাকে অন্ন রন্ধন করিয়া দিব, এরূপ সাহস আমার হয় না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন না। তখন শুক্লাম্বর নিরুপায় হইয়া ভক্তগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীভগবানের কাছে জাতি বিচার নাই। তিনি সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, প্রভুকে ভোজন করাও।" তখন শুক্লাম্বর স্নান করিয়া পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত একখণ্ড গর্ত্তথোড় দিলেন; আর হাঁড়ী ছুঁইলেন না। করযোড়ে শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে আহ্বান করিয়া মনে মনে তাঁহার চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রভু স্নান করিয়া ভক্তগণ সহ শুক্লাম্বরের বাড়ীতে আসিলেন। তখন শ্রীনিমাই ও নিতাই ভোজনে বসিলেন, আর সকলে দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিতে করিতে বলিতেছেন, "এমন সুস্বাদু অন্ন জীবনে কখনও আহার করি নাই। আর গর্ত্তথোড় যে এত উপাদেয় হয় তাহাও জানিতাম না।" প্রভুদ্বয় ভোজন করিয়া উঠিলে, ভক্তগণ সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। তারপর সকলে সেখানে শয়ন করিলেন। শুক্লাম্বরের বাটী গঙ্গার উপর। গ্রীষ্মকাল, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, সকলে নিদ্রা গেলেন। প্রভুও শয়ন করিলেন, আর তাঁহার নিকট বিজয় নামক একজন কায়স্থ শয়ন করিলেন। বিজয় প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র, তাঁহার স্থায়

আখরিয়া * শ্রীনবদ্বীপে কেহ ছিলেন না। তিনি প্রভুকে অনেক পুঁথি লিখিয়া দিয়াছিলেন। সকলে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর রাখিলেন। শ্রীকরস্পর্শে বিজয় নয়ন মেলিলেন, দেখেন যে, তাঁহার বুকের উপর যে বাহু রহিয়াছে, উহা চিন্ময় ও রত্নাঙ্গুরীতে খচিত। আরও দেখিলেন যে, সমস্ত জগৎ শীতলতেজে পরিপূরিত। দেখিয়া বিজয় তদ্দণ্ডে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন ও বিষম হুঙ্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার হুঙ্কারে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা ও প্রভু স্বয়ং বিজয়কে তাঁহার হুঙ্কার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বিজয়ের তখন আনন্দে বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি কোন কথারই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন প্রভু মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "বুঝিলাম, শুক্লাম্বরের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তাঁহাকেই হয়তো বিজয় দেখিয়াছে? কিম্বা ইহা গঙ্গার মাহাত্ম্য। যাহা হউক বিজয় যে কিছু বৈভব দেখিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।" এইরূপে প্রভু নিজে যে এ নাট্যের গুরু, ইহা গোপন করিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের এ পরিবর্ত্তনের মূল কে, ভক্তগণ তাহা কিছু কিছু মনে অনুভব করিলেন। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহা চৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—"না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহধর্ম্ম। ভ্রমেন বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥"

সাত দিন পরে বিজয় চেতন পাইয়া সমুদয় কথা প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বোধ লোকে ধ্যানে শ্রীভগবানের তেজ দেখিতে চাহিয়া থাকে।

* আখরিয়া—অক্ষর লেখক, বিজয়ের হস্তাক্ষর বড় ভাল ছিল এবং তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন।

কিন্তু শ্রীভগবানের "চরণ-নখরছটা" দর্শন করারও শক্তি জীবের নাই। দর্শন করিলে, বিজয়ের যেরূপ দশা হইয়াছিল, তাহাই হয়। এইরূপে প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন, তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিতেন না। আপনিও লুকাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু উহা সময় সময় বিফল হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্ধু হে কি দেখ চিবুক ধরে। ধ্রু।
যে আনন্দ পাই হেরি রাঙ্গা পদ,
কেন হে বঞ্চহ মোরে॥
লজ্জাশীলা বলে, করহ বিদ্রূপ,
নিগূঢ় কব তোমারে।
লজ্জা ভাণ করে, নমিত বদনে,
পদ হেরি নয়ন ভরে॥
—বলরাম দাস।

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসের মুখে কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "এস, একদিন অঙ্গবন্ধন করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করা যাউক।" ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" নিমাই বলিলেন, "তোমরা সমুদয় কৃষ্ণলীলার সজ্জা প্রস্তুত কর। তাহার পর কিরূপ করিতে হইবে, দেখা যাইবে। কায়স্থ জমীদার বুদ্ধিমন্ত খান ও সদাশিব কবিরাজ প্রভুর বড় প্রিয়। এই দুই

জনের উপর সজ্জা প্রস্তুতের ভার হইল। এই লীলার স্থান, প্রভু আপনি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্য-রত্নের বাড়ী হইবে। তাঁহার মাসীর বাড়ী সাব্যস্ত করিবার কারণ বোধ হয় যে, সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া যাইতে পারিবেন।

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি সেখানে রমণীর বেশ ধরিয়া নৃত্য করিব।" ইহাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের দিকে চাহিয়া, তিনি শিবাবতার এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, কিন্তু আমি এরূপ রূপবতীর রূপ ধরিব যে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তিনি ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহাদেব মোহিনী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আর অদ্বৈত মহাদেব। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত,—প্রভু রহস্য করিতেছেন এইরূপে এ কথা না লইয়া,—একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর আমার যাওয়া হইবে না, আমি জিতেন্দ্রিয় এ গৌরব আমার নাই।" এ কথা শুনিয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "আমারও ঐ কথা।" তখন নিমাই একটু ঠকিলেন ও হাসিয়া বলিতেছেন, "তবে হইল ভাল। তোমরা কেহ যাবে না, তবে এ রঙ্গ কাহাকে লইয়া করিব? তা আমি ইহার একটি উপায় করিতেছি। তোমরা আমার বরে সকলে জিতেন্দ্রিয় হইবে ও আমাকে দেখিয়া মোহ পাইবে না।" এ কথা শুনিয়া আবার সকলে হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর সকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যদি আমাদের নাট্যাভিনয় করিতে হয়, তবে কে কি সাজিবেন, আর কে কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা আগে ঠিক করিয়া দাও।" প্রভু বলিলেন, "আমি হইব রাধা, গদাধর হইবেন ললিতা, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হইবেন

আমার বড়াই, হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি। অদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়।" প্রভু বলিলেন, "সকলই তুমি, তোমাকে আর কি বাছিয়া দিব? তুমি হইবে শ্রীকৃষ্ণ।"

ইহাতে সকলে প্রভুকে বলিলেন, "কে কি বলিবে, কে কি করিবে, সমুদয় বলিয়া দিউন।" প্রভু বলিলেন, "তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সময় হইলে, যাহার যাহা করিতে কি বলিতে হইবে, তাহা আপনি স্ফুরিত হইবে।" সুতরাং কি যে কাণ্ড হইবে, তাহা কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

এই সমুদয় কথা স্থির হইলে, সকলে উৎসাহের সহিত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিলেন। শাড়ী, শংখ, কাঁচুলী, গোঁফ, দাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ সজ্জা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বুদ্ধিমন্ত খান তখন বড় বড় চান্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শয্যা পাতিলেন, দীপের সজ্জা করিলেন। সন্ধ্যার পর সমুদয় ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন, আর তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক সকলে ক্রমে আসিলেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া ও মুরারির স্ত্রী আইলেন। এইরূপে বাড়ীর অভ্যন্তর স্ত্রীলোকে ভরিয়া গেল। সকলে আসিলে দ্বারে কবাট পড়িল। প্রভু দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিলেন যে, যেন আর কেহ আসিতে না পারে।

এখন কে কি ভাব প্রাপ্ত হইলেন বলিতেছি। সাজাইবার ভার পাইলেন বাসুদেব আচার্য্য। গায়ক হইলেন পাঁচজন,—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন (অর্থাৎ যাঁহার বাড়ী), আর শ্রীবাসের তিন ভাই। যাঁহারা সাজিবেন তাঁহারা রঙ্গগৃহে সাজিতে লাগিলেন। এদিকে সভায় গায়ক, বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা কেহ ছাঁচিয়ায়, কেহ পিড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিলেন।

প্রথমে বাদ্য আরম্ভ হইল। তাহার পরে গায়কগণ সুস্বরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের স্তবের দুটী শ্লোক পড়িলেন, যথা—“জয়তি জননিবাসো” এবং “সম্পূর্ণেন্দুমুখী” ইত্যাদি। এই শ্লোকদ্বয় পাঠ হইলে সকলে আনন্দে “হরি হরি বোল” বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

এমন সময় হরিদাস রঙ্গভূমিতে সূত্ররূপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের মুখে মস্ত গোঁফ, স্কন্ধে যষ্টি, কিন্তু দুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প। নয়নজলে বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি আসিয়া সেই পুষ্প দিয়া রঙ্গস্থলকে শ্লোক পড়িয়া পূজা করিলেন। আর প্রণাম করিয়া বলিলেন, “হে রঙ্গভূমি, তুমি অদ্য বৃন্দাবন হও।” পূজা সমাপ্ত হইলে হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, “অদ্য আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম, দেখি সেখানে শ্রীল নারদ মুনি বসিয়া। আমি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে, নারদ আমাকে একটি আজ্ঞা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনের সাধ তাঁহার বহুদিন হইতে আছে। তাহার পর নাটকাকারে তাঁহাকে সেই লীলা দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। আমি এখন কিরূপে নারদের আজ্ঞা পালন করিব ভাবিতেছি।”

ইহাই বলিয়া হরিদাস মুখ তুলিয়া দেখেন তাঁহার পারিপার্শ্বিক অগ্রে দাঁড়াইয়া। ইনি মুকুন্দ। হরিদাস তাঁহার পারিপার্শ্বিক মুকুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “নারদের আজ্ঞা শুনিলে তো? এখন তাহার উদ্যোগ কর।”

পারি। তোমার কথায় বিস্ময় জন্মিল। শ্রীল নারদ আত্মারাম। তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্তু অধিকারে তাঁহারই সমান। সনকাদি

*নাটকের যে সূত্রপাত করে তাহাকে সূত্রধর বলা যায়; যাহার সঙ্গে কথোপকথনের ছল করিয়া সেই সূত্রপাত হয়, তাহার নাম পারিপার্শ্বিক।

আত্মারাম তাঁহার অনুজ। তিনি স্বয়ং আত্মারাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লৌকিক লীলাতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য।

সূত্র। তুমি কি ভাগবতের "আত্মারাম" শ্লোক জান না? যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিতে ও তাঁহার লীলারসরূপ সুধা পান করিতে সাধ করিয়া থাকেন।

পারি। আত্মারামগণ ভাল ছাড়িয়া মন্দে কেন লোভ করেন?

সূত্র। পাগল, তুমি জান না যে, ভগবানের অলৌকিক লীলা অপেক্ষা লৌকিক লীলা আরও মধুর। সৃষ্টি-প্রক্রিয়াদি ভগবানের বড় বড় কথায় রস নাই। তাই বিচার করিয়া শুকদেব শ্রীভাগবতে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যলীলা বর্ণন' করিয়াছেন। ইহা যিনি আস্বাদ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অচিরাৎ পাইয়া থাকেন। আর শ্রীভগবান্ এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীবগণের ভজন সুলভ করিবার নিমিত্ত, নরলীলা করিয়া থাকেন।

পারি। তা ভাল, তাই করা যাবে; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? নারদ ব্রহ্মলোকে, তাঁহার আসিতে ত অনেক সময় লাগিবে?

সূত্র। আরে অজ্ঞান! নারদ অন্তরীক্ষে গমনাগমন করেন। তাঁহার আসিতে কতক্ষণ লাগিবে? তুমি শীঘ্র সজ্জা কর।

পারি। যে আজ্ঞে। তবে শ্রীভগবানের কোন্ লীলা দেখাইব।

সূত্র। "দানলীলা" অভিনয় করিয়া দেখাই, ইহাই আমার ইচ্ছা।

পারি। তা হবে না। তোমার কন্যাগণ থাকিলে হইত।

সূত্র। সে কি? তাহারা ত ভাল আছে?

পারি। ভাল আছেন তবে শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিব পূজা করিতে গিয়াছেন।

সূত্র। এ ত বড় বিপদের কথা! যদি কোন কৃষ্ণলীলা না দেখাইতে পারি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন, এখন উপায়?

পারি। ব্যস্ত কেন? তাঁহারা শীঘ্র আসিবেন।

সুত্র। তুমি ত বল শীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাহারা পথ জানে না, সঙ্গে কেহ নাই, আবার সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি!

পারি। ভয় কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে।

সুত্র। (হাসিয়া) বুড়ির ত খুব সাহস। চোখে দেখে না, কানে শুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর।

ইহাই বলিতে বলিতে নারদ আইলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া সুত্রধর (হরিদাস) ও পারিপার্শ্বিক (মুকুন্দ) উভয়ে শীঘ্র শীঘ্র কন্যাগণকে আনিবার নিমিত্ত রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলেন। নারদ বীণযন্ত্র হস্তে করিয়া কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে রঙ্গস্থলে আইলেন, সঙ্গে তাঁহার স্নাতক, তিনি শুক্লাম্বর। এখন যেরূপ যাত্রায় নারদের বেশ দেখা যায়, নারদের সেই বেশ। নারদকে দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহার কারণ নারদ যে শ্রীবাস, ইহা সকলে জানেন, কিন্তু শ্রীবাসকে কেহ চিনিতে পারিতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। এই যে নাটক অভিনয় হইতেছে, ইহা সভ্যগণ রঙ্গভূমিতে আসিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস এখন প্রকৃতই আপনাকে নারদ ভাবিতেছেন। এমন কি, তিনি নারদরূপ ধরিয়া আসিলে শচী বিস্মিত হইয়া তাঁহার স্ত্রী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তোমার পণ্ডিত?" তাহাতে মালিনী বলিলেন, "শুনছি বটে, কিন্তু চিনিতে পারিতেছি না।" শ্রীঅদ্বৈত যখন কৃষ্ণরূপ ধরিয়া আসিলেন, তখন প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। এই যে সকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহাদের কথা ও কার্য্য

পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ইঁহারা সকলেই উপস্থিতমত কার্য্য করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন। প্রকৃত কথা, তখন যাঁহারা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের দেহে অন্যে প্রবেশ করায় তাঁহাদের আকার প্রকার একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

নারদ। কই হে স্নাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখি না?

(সূত্রধর, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া গোপীবেশে গদাধরের সুপ্রভা সখী সহ প্রবেশ।)

নারদ। তোমরা কাহারা?

সুপ্রভা। আমরা গোয়ালের মেয়ে, ব্রজে থাকি, গোপেশ্বর পূজিতে যাইতেছি। ঠাকুর আপনি কে?

নারদ। আমি কৃষ্ণের দাস নারদ। (সকলে নারদকে প্রণাম)

গোপী (গদাধর)। ঠাকুর, আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ,—যিনি গৌরচন্দ্র রূপে নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন,—তাঁহার চরণ পাইব? (ইহা বলিয়া কাঁদিয়া নারদের চরণে পড়িলেন।)

নারদ। তুমি অবশ্য সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ সুরধুনিতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু শান্ত হইলে) তুমি বৃন্দাবনের গোপী, অবশ্য নৃত্য করিতে পার, একবার আমাকে তোমার নৃত্য দর্শন করাও।

গদাধরের রূপের অবধি নাই। যেই গৌরচরণ কিরূপে পাইব বলিয়া নারদের চরণে পড়িয়াছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গদাধরের চাঁদমুখ নয়নজলে ভাসিতেছে। তখন সুপ্রভা সখীর অঙ্গে ভর দিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস স্কন্ধে যষ্টি লইয়া গোঁফ মোচড়াইতে মোচড়াইতে লম্ফ দিয়া

সমস্ত আঙ্গিনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর অট্ট অট্ট হাসিয়া বলিতেছেন, "দিন গেল, কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।"

সভ্যগণ হরিদাসের মুখে শুনিতেছেন "কৃষ্ণ ভজ," আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন।

সুপ্রভা। (গদাধরকে) সখি, সময় গেল, পূজায় যাবে না?

গোপী। (নারদকে প্রণাম করিয়া) ঠাকুর অনুমতি কর, আমরা যাই। (গদাধর ও অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত।)

স্নাতক। ইঁহারা সকলে বৃন্দাবনে গেলেন। চল, আমরাও সেখানে যাই, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রহস্য দেখিগে।

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নহে?

স্নাতক। ঠাকুর একেবারে পাগল হইয়াছ, এ বৃন্দাবন কোথায়?

নারদ। পাগলই হইয়াছি বটে। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে লোককে পাগলই করে! চল বৃন্দাবনে যাই; আমি পথ দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পথ দেখাইয়া চল।

প্রকৃতই নারদ নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, আর সেই নয়ন-জলে কিছু দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। তিনি অতি গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাঁহার মুখের শোভা অপরূপ হইয়াছে। অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে নারদ চলিয়াছেন।

স্নাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ? কৃষ্ণলীলা-রহস্য দেখা হইল না।

নারদ। কেন? কি হইয়াছে?

স্নাতক। তুমি এক পা যাইবে, দশ পা নাচিবে। এইরূপে আমরা কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব?

নারদ। বৃন্দাবনে যাইব বলিয়া আমার অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে না। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত আনন্দে ভাসিতেছে। আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনে একটু স্থান চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু! বৃন্দাবনে আমাকে একটি অতি ক্ষুদ্র তৃণ কর।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "কেন ব্রহ্মা, তুমি বড় না হইয়া বৃন্দাবনে ছোট তৃণ হইতে চাহিতেছ?" তাহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া মুনিগণ ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন না। সেই তুমি, তোমাকে গোপীগণ প্রেমবলে সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন। আমি যদি বৃন্দাবনের ক্ষুদ্র তৃণ হই, তবে সেই গোপীগণের পদরজঃ সর্ব্বদা পাইব।" স্নাতক! বৃন্দাবন এইরূপ লোভের সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না?

[এমন সময়ে (নেপথ্যে) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব হইল]

এই যে মুরলীরব হইল, ইহাতে শুধু উপস্থিত ব্যক্তিগণ নহে, সমস্ত নবদ্বীপবাসী, এমন কি, যেন ত্রিভুবন মোহিত হইলেন। সেই রব শুনিয়া সকলের অঙ্গ শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়া পড়িল।

নারদ। ঐ শুন! ঐ শুন! তান তরঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি হইতেছে! এই মুরলীধ্বনি শুনিয়া কুলবতীগণের, পতির অগ্রে, নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে। আমি এখন কি করি? অনুমানে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, কারণ শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে আমার নাসিকা মাতিতেছে। চল, একটু দূরে যাই, নতুবা সংজ্ঞাহারা হইব, কিছু দেখিতে পাইব না। (একটু অন্তরালে গমন)

(শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীকৃষ্ণরূপে সখাগণসহ প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণের করে মুরলী। অদ্বৈতের বয়স যদিও পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ, কিন্তু এখন তাঁহাকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হইতেছে। এমন

শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে অদ্বৈতকে ঠিক কৃষ্ণের ন্যায় বোধ হইতেছে ও তাঁহার রূপমাধুরী দেখিয়া সকলের নয়ন শীতল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি ও সভ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আর সকলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, হাব, ভাব, ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা শ্রীদাম! দেখ দেখ বৃন্দাবনের কি শোভা হইয়াছে! ফুলের শোভায় ও গন্ধে নয়ন ও নাসিকা আমোদ করিতেছে। ত্রিজগতের মধ্যে এইটিই আমার মনোমত স্থান।

শ্রীদাম। এই বৃন্দাবন-শোভা অপেক্ষা তোমার খেলা আরও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানে মধুমঙ্গলকে দেখিতেছি না কেন? তাঁহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস।

শ্রীমধুমঙ্গল ব্রাহ্মণপুত্র, শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদূষক।

(এমন সময় মধুমঙ্গল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত)

মধুমঙ্গল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পথে আজ একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। তোমার পুণ্যবলে বাঁচিয়া আসিয়াছি। বৃন্দাবনে কতকগুলি অল্পবয়স্কা গোপবালিকার সহিত একটা বৃদ্ধা রমণীকে দেখিলাম। সেটা নিশ্চিত ডাকিনী, বোধ হয় বনে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশ্বর শিবের নিকট বলি দিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! এ ব্যাপার কি বল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের দেখিয়া আসিল?

সুবল। বোধ হয় শ্রীমতী রাধা সখিগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই খুড়ীকে সঙ্গে করিয়া গোপেশ্বর-শিবপূজা করিতে আসিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। (হি হি হাস্য করিয়া) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়া থাকেন, তবে সখার হাতে ধরা পড়িবেন।

নারদ। স্নাতক! চল আমরা অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করি। (নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান)

(শ্রীমান্ পণ্ডিত অগ্রে মশাল ধরিয়া, এবং পশ্চাৎ বড়াই ও সখিগণ সহ শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

ওদিকে বেশ-গৃহে নিমাই গদাধর প্রভৃতিকে বন্দ্যেদেবাচার্য্য স্ত্রীবেশে সাজাইতেছেন। হস্তে কঙ্কণ দিবামাত্র নিমাইয়ের রুক্মিণীর আবেশ হইল, যথা:—"আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে।"

নিমাই ভাবিতেছেন, তিনি রুক্মিণী, তাঁহার বিবাহ হইবে, সেই নিমিত্ত তাঁহাকে সাজান হইতেছে। তিনি রুক্মিণীভাবে অধোমুখে রহিয়াছেন, নয়ন-জলে ভাসিতেছেন, আর নখ দিয়া মৃত্তিকায় শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। লিখিতেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সাতটী শ্লোক, যাহা রুক্মিণী প্রণয়-লিপি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠান। ইহাতে রুক্মিণী লিখিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ! তোমার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া আমার ত্রিতাপ দূরে গিয়াছে, আর আমি স্ত্রীলোক, নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে গিয়াছে। ইহাতে আমার দোষ কি? এমন কোন্ রূপবতী আছে, যে তোমার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি না দেয়? এখন আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিয়া আমাকে তোমার রাঙা চরণে স্থান দাও।"

রুক্মিণী (নিমাই) অবনত মুখে নখ দিয়া লিখিতেছেন, আর উহা প্রেমানন্দ-ধারায় মুছিয়া যাইতেছে; আবার লিখিতেছেন। ভাবিতেছেন, যে বিপ্র দ্বারা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইবেন, সে সম্মুখে। মস্তক অবনত করিয়া কল্পিত বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া স্ত্রীলোকের

স্বরে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "বিপ্র! তুমি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পত্র লইয়া যাও। তাঁহার রাঙ্গা পায়ে বলিও যে, আমার প্রকৃত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না। বিপ্র! তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে সমুদয় ভাল করিয়া বলিও।"

বেশ-গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। বেশ সমাপ্ত হইলে নিমাইয়ের রুক্মিণীর ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া রাধার ভাব হইল; আর সেই ভাবে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন।

নিমাই হইয়াছেন শ্রীরাধিকা, গদাধর ললিতা ও নিত্যানন্দ বড়াই। আরও দুই চারিজন গোপবালিকার বেশ ধরিয়াছেন। শ্রীনিমাই প্রকৃতই ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে পুরুষ, তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ তাঁহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিয়া, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই মোহ হইল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"পট্ট বসন পরে, নূপুর চরণ তলে, মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা বা দিব কাহে, গোপীবেশে ঠাকুর আপনি॥"

গদাধরের রূপও তদনুরূপ। নিমাই যে শুধু রূপসী হইয়াছেন, তাহা নয়। তিনি যে নিমাই, ইহাও কাহারও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। শচীও চিনিতে পারিতেছেন না। নিমাই যে বলিয়াছিলেন,— "আমাকে দর্শন করিলে তোমাদের মোহ হইবে,"—তাহাই হইল। সকলে সংজ্ঞালাভ করিয়া হুলু, শঙ্খ ও হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে, মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "চল, আমরা কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া দেখি, গোপবালিকাগণ কি করে।

(শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ কুঞ্জের আড়ালে গমন)

শ্রীরাধিকা (নিমাই)। সখি ললিতে! গোপেশ্বরকে পূজিবার নিমিত্ত সকল দ্রব্যই আনিয়াছি, কেবল শুখাইবে বলিয়া পুষ্প আনি নাই।

ললিতা (গদাধর)। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে ফুলের অভাব নাই।

শ্রীরাধিকা। ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু এখানে বন্যহস্তী আছে, সেই ভয়ে আমার অঙ্গ কাঁপিতেছে।

মধুমঙ্গল! (জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি) সখে! এই গোয়ালিনীদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনিলে ত?

শ্রীকৃষ্ণ। কি আস্পর্দ্ধা?

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্ব্বোধ ত্রিজগতে নাই। নির্ব্বোধ না হইলে ত্রিলোকের অধিপতি হইয়া গরু চরাইতে কেন আসিবে? ঐ গোয়ালিনী তোমাকে বন্যহাতী বলিতেছে, তুমি বুঝিতেছ না?

শ্রীরাধা। (সখীর প্রতি) শুধু বন্যহাতীর ভয় নহে, তাহার সঙ্গে সহচর কতকগুলি গর্দ্দভও আছে, তাহারাও বড় বিরক্ত করে।

মধুমঙ্গল। সখা শুনিলে ত? এ সব কথা একটুও ভাল নহে। তুমি বন্যহাতী হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র, গোয়ালিনীগুলা আমাকে গাধা বলিবে কেন?

শ্রীরাধা। চল যাই, লবঙ্গলতিকার ফুল তুলি গিয়া।

বড়াই। নাতনি! উহা করিস্ না। এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়্বি। সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাকে বড় ভালবাসে।

ললিতা। যদি শ্রীকৃষ্ণের হাতে শ্রীরাধা ধরা পড়েন, তবে তোমাকে জামিন রাখিয়া আমরা শ্রীমতীকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব।

ইহাই বলিয়া সকলে হাস্য করিতে করিতে কুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মধুকর শ্রীরাধার মুখের চতুষ্পার্শ্বে গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

শ্রীরাধা। ললিতে! এই ভ্রমরটি বড় ত্যক্ত করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরীক্ষে) ভ্রমরটার অপরাধ কি? মুখ দেখিয়া তাহার পদ্ম ভ্রম হইয়াছে।

মধুমঙ্গল। সখে! বড় সুবিধা হইয়াছে। কে ফুল তুলিতেছে বলিয়া তুমি এই সময় রাগ করিয়া গোপীগণের নিকট উপস্থিত হও।

শ্রীকৃষ্ণ। সখে! তোমার কাণ্ডজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোপনে থাকিয়া আমরা শ্রীরাধার ভাব ও রূপ-লহরী দর্শন করিতেছি, এ সুখ হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? আমরা প্রকাশ হইলে, ইহার কিছুই থাকিবে না। দেখিতেছ না, ভোম্‌রার ভয়ে শ্রীরাধার মুখ কি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে? তবে তুমি বলিতেছ; আচ্ছা, আমি চলিলাম। (প্রকাশ হইয়া ললিতার প্রতি) তোমরা কারা গা? দেখিতেছি স্ত্রীলোক, কিন্তু সাহস পুরুষ অপেক্ষাও বেশী। স্বচ্ছন্দে অন্যের বাগানে বলপূর্ব্বক ফুল তুলিতেছ, ইহাতে মনে কিছু শঙ্কা হইতেছে না? তোমাদের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, তোমরা সরল, কিন্তু ব্যবহার দেখ্‌ছি নিতান্ত ইতর লোকের মতন। ফুল তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি তোমাদেরই। থাকো, ইহার উচিত ফল পাইবে।

বড়াই। কৃষ্ণ, তুমি বড় চঞ্চল! এ বৃন্দাবন আমাদের সকলেরই, তুই আবার ইহার কর্ত্তা হলি কবে?

মধুমঙ্গল। বুড়ি, তোর বাহাত্তরে ধরেছে। কোথা বালিকাগুলাকে নিবারণ কর্‌বি, না আরও উৎসাহ দিচ্ছিস?

বড়াই। তুই বামুনের ছেলে; কিন্তু তোর বুদ্ধি ঠিক পশুর মতন।

ললিতা। আরে কুষ্মাণ্ড! তুই যে কথা বলিস, তুই এ বনের কে?

মধুমঙ্গল। আমি কে শুনিবে? এ বনের রাজা আমার সখা কৃষ্ণ, আর, আমি তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রী।

বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এ বন গোপীদের। তাদের নিজ অধিকারে তাহারা ফুল তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়া আমি যে পরামর্শ দিই, তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়া ফুল ভিক্ষা কর, তাহা হইলে কৃপা করিয়া সে তোকে দুই চারিটি লবঙ্গফুল দিলেও দিতে পারে।

বুড়ি ইহাই বলিয়া, রাধিকার অঞ্চলে যত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল ধরিয়া সবগুলি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা। (বসনে মুখ ঝাঁপিয়া) আর্য্যে! করিলে কি? দেবপূজার লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে?

ললিতা। বুড়ি, তুমি কর্‌লে কি? ভয় পেয়ে এত পরিশ্রমের ফুলগুলি অপাত্রে দিলে?

বড়াই। আমরা এ দুষ্টের সহিত পারিব কেন? চল, আমরা ঘরে যাই, এখানে থাকা নয়। (ইহা বলিয়া বড়াই শ্রীরাধার হস্ত ধরিলেন)।

শ্রীরাধা। আর্য্যে! পূজা করিতে আইলাম, পূজা না করিয়া কিরূপে যাই? আর পূজার দ্রব্যগুলিই বা কোথা রাখিয়া যাই?

মধুমঙ্গল। যাবে কোথা? আগে দান দাও, তবে বাড়ী যেও।

বড়াই। আরে বামুনের পুত! দান আবার কি রে? এ দান কাহার সৃষ্টি?

সুবল। এ বনের রাজা আমাদের সখা কৃষ্ণ। তাহাকে দান না দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে কেহ আসিতে পারে না।

বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন নাকি? ভাল! দান কিসের নিবে? কোনও পণ্যদ্রব্য ত নাই, কেবল পূজার সজ্জা।

সুবল। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সখা! এ কথার উত্তর তুমি দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। (অতীব গাম্ভীর্য্যের সহিত) আমার এ দানঘাটের এই নিয়ম যে, কুলবধূগণ এখানে আসিলে তাহাদের রত্ন-আভরণ, হাত-দোলানি, মধুর-হাস্য, নয়ন-কটাক্ষ,—এ সমুদায়ের দান দিতে হয়।

বড়াই। আমাদের কাছে কোন রত্ন-টত্ন নাই, আঁচলের মধ্যে কেবল গোপেশ্বরের পূজার দ্রব্য।

মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কতটুকু? গোপেশ্বর আমাদের সখা কৃষ্ণ, তাঁহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করিতে যাচ্ছিস্?

শ্রীরাধা। (ধীরে ধীরে) এত কথার কাজ কি? পূজার সজ্জা সমুদয় দেখাও।

বড়াই। (মধুমঙ্গলের প্রতি) শোন্। তোর সখাকে আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিস। পাথরের বাটীতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ চাটিয়া খাইবে। (মধুমঙ্গলের পূজার দ্রব্য হাত দিয়া ধারণ)

শ্রীরাধা। দেখ, দেখ, পূজার দ্রব্য সব অপবিত্র করে দিল! (সব ফেলিয়া দিয়া) চল আমরা ঘরে যাই।

(শ্রীকৃষ্ণ তখন দুই হাতে আগুলিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীরাধা। (বড়াইর প্রতি) পূজার দ্রব্য ত ফেলিয়া দিলাম, তবে আবার কিসের দান?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন? (যথা—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ)—

কাঞ্চন কমল মুখ অমূল্য রতন। তার পর নীল-রত্ন-পদ্ম-সুনয়ন॥
তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠাম। মুক্তাবলী তার মাঝে দন্ত নিরমান॥
এই সমুদয় রত্ন দানের সামগ্রী তোমার কাছে, আরো বল দানের

দ্রব্য নাই? (ইহাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ধরিতে গেলে, বড়াই রাধাকে রক্ষা করিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন)

বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধূর উপর অত্যাচার করিস্? তোর ভাল হবে না।

ললিতা। তুমি কে বট? বড় যে জোর? প্রাণে তোমার শঙ্কা নাই? কুলবধূর গায়ে হাত দিতে এসো?

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীরাধার বসন ধরিলেন। অমনি যিনি যাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন; অর্থাৎ যোগমায়া (বড়াই) গেলেন, নিতাই রহিলেন; শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, অদ্বৈত রহিলেন; শ্রীরাধা গেলেন, নিমাই রহিলেন; ললিতা গেলেন, গদধর রহিলেন ইত্যাদি। এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় কাণ্ড হইল, তাহা যাঁহাদের লইয়া হইল তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া অভিনয় করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণরূপে অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ—

"নিজ মনে চিন্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান॥
শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে। পরম রহস্য তাহা অন্যে নাহি পারে॥
এই ভাবি রাধা-রূপ ধরিলা আপনে। কৃষ্ণরূপে অদ্বৈতেরে আত্ম করি মানে॥ অদ্বৈতের করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ।"

বস্তুতঃ শ্রীঅদ্বৈতের দেহে প্রভু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন—"বেশ-রচনার শিল্পে এমত কি হয়॥" কিন্তু "স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈল আবির্ভাব।" অর্থাৎ শুধু সাজিলে কৃষ্ণ হওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈতের শরীরে কৃষ্ণ প্রকৃতই আসিয়াছিলেন। এইরূপে সকলেরই প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার

বস্ত্র ধরিলেন। কিন্তু ইহার পরের লীলা কাহাকেও দেখিতে দিবেন না বলিয়া অমনি সকলেই অন্তর্হিত হইলেন ; আর যাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন আবার ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ি কৃষ্ণকে ছাড়ায়ে। অন্তর্দ্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়ে॥ নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। নৃত্য করে সব মাঝে পরম আনন্দ॥ যৈছে জল সুশীতল স্বভাব তাহার। অগ্নিতাপ দিলে তপ্ত হয় পুনর্ব্বার॥ অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল স্বচ্ছন্দ। এই মত যোগমায়া ছাড়ে নিত্যানন্দ॥"

অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ জল হয়, উত্তাপ গেলে আবার জল শীতল হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ করিলে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ হইলেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তিনি অদ্বৈত হইলেন। আবার—

"অদ্বৈত অদ্বৈত হইলে সে কৃষ্ণমূর্ত্তি গেল কতি ?"

নিমাই যেমন রাধাভাব লুকাইলেন, অমনি তাঁহাতে অন্যান্য শক্তির আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—"কখন বলয়ে দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা। তখন বুঝায় যেন বিদর্ভের বালা॥ ভাবাবেশে যখন অট্ট অট্ট হাসে। মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে॥"

পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী-ভাবে দেবগৃহ প্রবেশ করিয়া বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া হরিদাসকে শিশুর ন্যায় কোলে উঠাইয়া লইলেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, শ্রীভগবতী বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া, আর তাঁহার কোলে শ্রীহরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। তখন সকলে ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ ভাবে, না—যেরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পাইবার নিমিত্ত, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবতীর স্তব

করিয়াছিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, "জননি! কৃষ্ণ-প্রেম দাও।" এইরূপ স্তব করিতে করিতে সকলেই বিহ্বল হইলেন। তখন সকলেই আপনাদিগকে শিশুবালক, আর যিনি বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহাকে ভগবতী এবং তাঁহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হরিদাসের বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস, তখন তাঁহার মাতা পতির সহগামিনী হইয়া, চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পানের সাধ মিটে নাই। এখন মাতার কোল পাইয়া স্তন্যদুগ্ধের জন্য প্রাচীন লোভের উদয় হইল, তখন তিনি স্তন খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে অন্যান্য ভক্তগণ হরিদাসের সেই ভাব পাইয়া জননীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়া দিয়া শিশুগণ,—জননী অন্যমনস্ক হইলে যেরূপ রোদন করে,—সেইরূপ মা মা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা কোলে যাইবেন বলিয়া খট্টায় উঠিতে যাইতেছেন। আবার "কোলে নে" বলিয়া কেহ জননীর হস্ত, কেহ তাঁহার পদ, কেহ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। কেহ বা হরিদাসকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বা গীত গাহিতেছেন, কেহ বা নৃত্য করিতেছেন।

যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, আর তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, তখন তিনি এই গীতটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যথা—

"মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ॥
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে।
পাপ তাপ দূরে গেল, আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে, নৃত্য করে সন্তানবৃন্দ॥"

যখন গ্রন্থকার এই গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই লীলা করিয়াছিলেন। আরো শুনুন, শুধু যে এই লীলা করিয়াছিলেন তাহা নয়, এই লীলা বিস্তার করিয়া, গ্রন্থকার যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যখন সন্তানগণ জননীকে বড় পিড়াপিড়ি করিতেছেন, তখন নিশি প্রভাত হইল। তখন সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্যভাগবতে—

"গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ। আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর ভবন॥ আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে। হেনই সময় নিশি হৈল অবসানে॥ আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ। দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥ পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরায়। কোটি পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নয়॥ যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে। সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চায়ে॥ কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া। পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥"

হরিদাস যখন বারংবার স্তন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবতী আর করেন কি, সন্তানকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া স্তন বাহির করিয়া তাঁহাকে পান করাইতে লাগিলেন। ভক্তগণের ইচ্ছা যে ঐরূপ কোলে উঠিয়া সকলে স্তন পান করেন, আর তাঁহারা সেইরূপ ব্যগ্রতাও দেখাইতে লাগিলেন। হরিদাসের স্তন পান করা হইলে, ভগবতী তাহাকে নামাইলেন, এবং আর একজনকে বাহুদ্বারা ধরিয়া কোলে লইলেন। এইরূপে দেবী পরম সুখে, জনে জনে স্তনপান করাইতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—"মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া, স্তন পান করাইলেন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥"

স্তন-পান করিয়া সকলে স্নিগ্ধ হইলেন। তখন নাটক-লীলা শেষ হইল, আর সকলে একে একে বাড়ী চলিলেন।

. চন্দ্রশেখরের বাড়িতে নিমাই যে অদ্ভুত-শক্তি প্রকাশ করিলেন, সকলে বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেও, সেখানে জ্যোতির্ম্ময় আকারে জ্বলিতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। তখন, যে কেহ চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে, সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ জ্বলিতেছে, এ কি ? কেহই সেই তেজের আগে চক্ষু মেলিতে পারে না, যেন "চক্ষু ফুটিয়া পড়ে"। যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—

"শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নব্যাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্ত মহদ্ভুতং।
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরিং।
যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্রে কথং দৃশোঃ
উন্মীলনে ন শক্তাং স্ম বিদ্যুৎপ্রেক্ষাতু ভূতলে॥

যথা চৈতন্যভাগবতে—

"সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে। পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে। দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কতুহলে॥ যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে। চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥ লোকে বলে কি কারণে আচার্য্যের ঘরে। দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥"

আবার চৈতন্যমঙ্গলে

"আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য। তাঁহার বাড়ীর কথা কহিব আশ্চর্য্য॥ নাচিয়া আইলা পঁহু রহিল ছটাক। উদয় করিলা যেন চাঁদ লাখ লাখ॥ অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক। চাহিতে না পারি যেন

চৌদিকে তড়িত ॥ হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি লাগে সাধ। আঁখি মেলিবারে নারি রূপে করে আঁধ॥ চমক লাগিল সেই নদীয়ার জনে। কিবা অপরূপ সেহ দেখিলা নয়নে॥ আসিয়া বৈষ্ণবগণে পুছে সর্ব্বজন। কি জ্ঞান সন্দর্ভ কথা কহ না কথন॥ সকল বৈষ্ণব বলে আমরা কি জানি। নাচিয়া আইলা গৌরচন্দ্র গুণমণি॥ এই মাত্র জানি, কিছু না জানি যে আর। লোক বেদ অগোচর চরিত্র যাহার॥ সাতদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি। তেজের ছটায় নাহি জানি দিবানিশি॥"

এই লাখ লাখ চাঁদের ন্যায় শীতল-তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবান্ রূপে প্রকাশিত হইতেন, তখনই দেখা দিত। তিনি অপ্রকাশ হইলেও সে তেজ কিছুকাল সে-স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে সারানিশি অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, উহা অমনি রহিয়া যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ তেজ ক্ষয় হইতেছিল, তবু সমুদয় ক্ষয় হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বারাসিয়া সুর

আমি জেনেছি পিতা, আমি তোমারি সন্তান,
আমি, জেনে শুনে বসে আছি আপন মনের কুতুহলে।
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়, সব দুর করেছি।
এখন, চরণ সেবি, তোমার গুণ গাই কেবল সাধ মনে।
যদি কেশেতে ধর, মারিবে মার, আমার তাহে ক্ষতি কি,
ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহার মিঠে লাগে।

যদি ক্রোধ করি চাও, আমার ভয় নাহি হয়, আমি তোমারি সন্তান।
তোমার, রাগে-রাঙ্গা চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেমসাগর।
মায়ে সন্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফুকারে, আরো যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ, এবে মার, পরে দিবে শত চুম্ব বদনে॥ —বলরাম দাস।

শ্রীঅদ্বৈত কার্য্যোপলক্ষে হরিদাসকে লইয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন। শান্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

"অদ্বৈত বলেন, ভুতে আবেশ যে করে। তা'তে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে॥ সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিনু। কি করিনু কি বলিনু কিছু না জানিনু॥ লোক সব সম্প্রতি যে-সব কথা কয়। তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয়॥ অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বম্ভর। অসীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর॥"

যে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্ম, বাহ্যে একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া নাচন গায়ন আবার কি ধর্ম্ম? যথা চৈতন্যভাগবতে—শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন,—"আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র। বুঝিলাম সর্ব্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র॥" এই সব কথা বলিয়া তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণকে যোগবাশিষ্ঠ পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাও বলিতে লাগিলেন, "কলিযুগে অবতার নাই, এবং বিশ্বম্ভর যদিও বড় শক্তিধর, তবু তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলা যাইতে পারে না।" শ্রীঅদ্বৈত এরূপ কেন বলিলেন? বৃন্দাবন দাস বলেন, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যভক্তি প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা না দিয়া উলটিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের দুঃখ যে, "বলে নাহি পারি আনি প্রভু মহাবলী। ধরিয়া ও লয় মোর চরণের ধূলি॥"

অতএব তিনি ভাবিলেন, "প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিয়া তিনি যে আমাকে ভক্তি করেন তাহা ঘুচাইব। ক্রোধ হইলে আমাকে দণ্ড করিবেন, আর প্রভুর দণ্ড পাইলে আমার শরীর পবিত্র হইবে।" আবার কেহ কেহ বলিলেন,—"তাহা নয়; অদ্বৈত শ্রীভগবানের জ্ঞান-অংশ, জ্ঞানে শ্রীভগবানকে পাওয়া ক্লেশকর। এই নিমিত্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি, পদে পদে তাঁহার সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে সন্দেহ যাইত। কারণ জ্ঞানের কর্ম্মই সন্দেহ সৃষ্টি ও সন্দেহ নাশ। যদি বল শ্রীঅদ্বৈত যখন সদাশিব, তখন উহা কি প্রকারে হয়? তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মার ও ইন্দ্রেরও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। আবার মহাদেব, কাশীরাজের পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মাঝে মাঝে বিরোধ করিবেন, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে তাঁহাদের মনের ভাব বিচার করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। কিন্তু একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন নিঃসন্দেহ ভাবটী আর কাহারও সম্ভবে না। যাঁহার যতদূর বিশ্বাস হউক না কেন, তাঁহার একটু সন্দেহ থাকিবেই। জীবমাত্রেরই এই প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ যে-কোন "রূপ" ধরিয়াই জীবের সম্মুখে আসুন, প্রথম বিস্ময় কাটিয়া গেলে জীবের মনে হইবে যে,—ইনি কি সেই, না ইহার উপর আর কেহ আছেন। এই কারণে ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন। অন্য স্থানে এই বিষয়ের বিশেষ বিচার করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে কারণেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতে বিশ্বের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই উপদেশ শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না

বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল, যেমন,—শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক শিষ্য আসামে যাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া মাত্র প্রচার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন লইলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "চল, শান্তিপুরে আচর্য্যের বাড়ী যাই।" নিত্যানন্দ অমনি প্রস্তুত। মাতাকে বলিয়া প্রত্যুষে দুই জনে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, (তাহার ঠিকানা এখন পাওয়া যায় না)। পথের ধারে ও গঙ্গার নিকটে একখানি ঘর দেখিয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী জান?" নিতাই বলিলেন, "জানি, একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।" নিমাই বলিলেন, "চল যাই, দেখি গৃহস্থ সন্ন্যাসী কেমন?" তখন নিমায়ের সম্পূর্ণ সহজ ভাব; তিনি যে কি বস্তু, বাহিরে তাহার লক্ষণমাত্র নাই; কেবল একজন পরম সুন্দর, তেজস্বী ও চঞ্চল ব্রাহ্মণযুবক এই মাত্র। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নিতাই (তিনিও সন্ন্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, সন্ন্যাসীও তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন, আর সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সন্ন্যাসী লোকটি ভাল, অন্তরও সরল; নিমাইয়ের রূপ ও আকার দেখিয়া তাঁহাতে বড় আকৃষ্ট হইলেন। সুতরাং নিমাই প্রণাম করিলে তিনি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "তোমার ধন হউক, বিদ্যা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক" ইত্যাদি। নিমাই উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "গোসাঞি! এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? আমি এ সমুদয় বিফল আশীর্ব্বাদ কেন লইব? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমি 'কৃষ্ণদাস' হই।" সন্ন্যাসী নিমাইকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। "কৃষ্ণদাস" কাহাকে বলে ও ঐরূপ সমুদয়

কথার কি অর্থ তাহা তিনি বড় বুঝেন না। তিনি নিমাইয়ের কথা শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, "শুনা ছিল এমন লোক আছে, যাহাদের ভাল বলিলে লাঠি মারিতে আসে, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু, আমি তোমাকে কি মন্দ আশীর্ব্বাদ করিলাম? ধন, বিদ্যা, সুন্দরী ভার্য্যা ও পুত্রলাভের বর দিলাম। ইহা অপেক্ষা প্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আর কি আছে?

নিমাই বলিতেছেন, "গোসাঞি, এ সমুদয় সুখ চিরস্থায়ী নয়। জরা আছে, মৃতু আছে, তখন আপনার আশীর্ব্বাদে কি লাভ হইবে? বরং এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়, এবং আমি চিরদিনের নিমিত্ত জরা ও মৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি।" এ কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "এ লোকটি ত মন্দ নয়? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষ বেড়াইলাম, কত শত তীর্থ দেখিলাম। আজ কি না একটি শিশু আমাকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে আসিল!" নিত্যানন্দ গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি, আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন? আমি দর্শন মাত্রেই আপনার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি।" সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, যুবকটি নির্ব্বোধ, আর তাঁহার সঙ্গের এই সন্ন্যাসী উহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "যদি ভাগ্যক্রমে শুভাগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এখানে অবস্থিতি করুন।" নিতাই বলিলেন, "আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত শীঘ্রই যাইব॥ যদি ইচ্ছা হয় কিছু জলপান করিতে দিউন।" নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী অভ্যন্তরে জল পানের উদ্যোগ করিতে গেলেন। তাঁহার স্ত্রী, দুইটি পরম সুন্দর যুবক অতিথি দেখিয়া, আম্র, দুগ্ধ ও কাঁটাল সজ্জা করিয়া দিলেন,

নিমাই ও নিতাই স্নান করিয়া জলপানে বসিলেন। সুতরাং সে আষাঢ় মাস হইবে। অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা মোটে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, জলপান করিতে বসিলে সন্ন্যাসী নিতাইকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "কিছু আনন্দ কি আনিব?" নিতাই বড় বিপদে পড়িলেন। "আনন্দ" মানে মদ। তখন বুঝিলেন, সন্ন্যাসী বামাচারী। কিন্তু কি বলেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "তুমি কেন অতিথিকে ত্যক্ত করিতেছ, স্বচ্ছন্দে খাইতে দাও।" সন্ন্যাসী স্ত্রীর কাছে গেল, নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আনন্দ" কহাকে বলে? নিতাই বলিতেছেন, "আনন্দ" মানে "মদ"। তখন নিমাই শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! বলিয়া শীঘ্র আচমন করিলেন, এবং সন্ন্যাসী আসিবার আগেই ছুটিয়া পলাইলেন; এবং পাছে সন্ন্যাসী ধরেন বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিতাইও সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভয়ে মহা পটু, শান্তিপুর দুই এক ক্রোশের মধ্যে, পথও স্রোতের দিকে, কাজেই দুই জনে ডাঙ্গায় না উঠিয়া মহানন্দে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ভাসিয়া চলিলেন। এ পর্য্যন্ত, তাঁহারা যে কেন শান্তিপুর যাইতেছেন, নিতাই তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। গঙ্গায় ভাসিয়া অর্দ্ধ পথ আসিলে, নিমাইয়ের শরীরে শ্রীভগবান্ প্রকাশ হইলেন, আর তাঁহার শরীর তেজোময় হইয়া উঠিল। বলিতেছেন, "নাড়া আবার জীবকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেছে; আমিও আজ তাহাকে ভাল করিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিব।" নিতাই কোন উত্তর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। আর, আজ কি হয় ভাবিয়া, একটু কৌতূহলী ও চিন্তিতও হইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে অদ্বৈতের ঘাটে আসিয়া আর্দ্রবস্ত্রে

অদ্বৈতের বাড়ী আসিলেন। অদ্বৈত তখন দুই একটি শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় দুইজনে সম্মুখে আসিলেন। নিমাই ভগবান্-রূপে আইলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে—"বিশ্বম্ভর তেজ যেন কোটি সূর্য্যময়। দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয়॥"

হরিদাস দেখিবামাত্র চরণে পড়িলেন, ঘরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী প্রভুর ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুত আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু প্রভু এইভাবে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হারে নাড়া, ভক্তিকে নাকি অবহেলা করিতেছিস্?" প্রভুর তেজ দেখিয়া অদ্বৈত আপনার স্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের শক্তিধর। আপনাকে একটু সামলাইয়া ও কষ্টে সৃষ্টে কিয়ৎকাল আপনাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাতে স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া বলিলেন, "চিরকালই জ্ঞান বড়, ভক্তি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বিনা জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে?"

প্রভু এই কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। অদ্বৈতকে ধরিয়া আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন, ফেলিয়া কিলাইতে লাগিলেন। প্রভু জোরে কিল মারিতেছেন আর বলিতেছেন, "এখনও বল ভক্তিকে আর অবহেলা করবি কি না?" সকলে এই কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইলেন। হরিদাস ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন; নিতাই অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহের দ্বারে অদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী দাঁড়াইয়া পতিব্রতা সতী পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া পূর্ব্বকার কথা সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তখন সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের স্বভাব পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়োকে মেরো না, বুড়ো বামুনকে মেরো না। বুড়ো বামুনকে কেন মারো? বুড়োর অপরাধ

কি ? ওগো, তোমরা ধর গো, বুড়োকে যে মারিয়া ফেলিল! তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ, আর বুড়ার প্রাণ যাইতেছে ? ওগো, তুমি বুড়োকে মার কেন ? বুড়ো যদি প্রাণে মরে ? তোমার প্রাণে কি ভয় নাই ? এ কি অরাজক ? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, তাহা কখন পারিবে না”

সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় তত্ত্ব ভুলিয়া, প্রলাপ বকিতেছেন ; কিন্তু কেহ তাঁহার কথা লক্ষ্য করিতেছেন না। সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া। তাঁহারা নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া যতটুকু অবাক হইতেছেন, অদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সেই পরিমাণে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত কি করিতেছেন ? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলেন, বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না, বরং বোধ হইতে লাগিল যেন কিল খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন। ক্রমে যেন কিলের শক্তিতে তাঁহার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। ক্রমে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। যেন প্রত্যেক আঘাতে তাঁহার শরীরে ঝলকে ঝলকে আনন্দ প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক আঘাতে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া অধিক চঞ্চল হইতেছেন। পরিশেষে আর আনন্দে থাকিতে পারিলেন না, নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, যেন ক্লান্ত হইয়া, পিঁড়ায় বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যেন আনন্দে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় দ্রুতগতিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা ফুটিল। তখন কি করিতেছেন, না—করতালি দিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, “ত্রিলোকবাসী জনগণ দেখ! আমার প্রভুর দয়া দেখ! আমি প্রভুকে ছাড়িয়া আইলাম, কিন্তু প্রভু আমাকে

ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিয়া আমাকে বলদ্বারা কৃপা করিলেন। প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ত্রিতাপ দূর হইয়া গেল। প্রভুর শ্রীকর-কমল কি মধুময়! শ্রীকরের প্রসাদ আমাকে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত করিতেছে। "প্রভু, আমি তোমাকে আর কি দিব? এসো তোমাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া পিঁড়ায় প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া চরণখানি উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। দর্শকেরা দেখিলেন যে, শ্রীকর-প্রসাদ পাইয়া অদ্বৈতের সমুদয় আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন অদ্বৈত প্রহারিত হইতেছে, তখন তাঁহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি আঘাতে প্রভু অদ্বৈতের শরীরে সুধা প্রবেশ করাইতেছেন। যখন অদ্বৈত উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর দ্রব হইল। যখন অদ্বৈত তাঁহার প্রভুর সুযশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত যখন প্রভুর চরণ-তলে পড়িলেন, তখন শ্রীভগবান্ লুকাইলেন। নিমাই অদ্বৈতকে চরণ-তলে পতিত দেখিয়া, শ্রীবিষ্ণু! বলিয়া জিভ কাটিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞি, করেন কি? আমাকে কেন এরূপ দুঃখ দিতেছেন?" এই বলিয়া আবার অদ্বৈতকে প্রণাম করিলেন; করিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তাঁহাকে বলিতেছেন, "গোসাঞি, আমি ত কিছু চপলতা করি নাই?" তাহার পরে করযোড়ে অদ্বৈতকে বলিতেছেন, "আমি তোমার শিশু-সন্তান; যেমন অচ্যুত, তেমনি আমি। আমাকে তোমার সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।" এ কথা শুনিয়া অদ্বৈত, হরিদাস ও নিতাই পরস্পরে চাহিয়া একটু হাসিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, "এমন কিছু অধিক চাঞ্চল্য কর নাই, অমনি অল্প সল্প। তবে বেলা হইয়াছে, দুটো অন্ন ত মুখে দিতে হইবে। চল আবার স্নানে যাই। সমস্ত অঙ্গে কর্দ্দম লাগিয়াছে।"

নিমাই ভিজা কাপড়ে অদ্বৈতকে লইয়া আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি করায় অঙ্গে কাদা লাগিয়া গিয়াছে। বলিতেছেন, "চলুন, স্নানে যাই" আবার সীতা ঠাকুরাণী দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "মা কোথায়? শীঘ্র কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" ক্ষুধা হইবারই কথা। দুই ক্রোশ সঁাতার, আবার তাহার পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। "মা" তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। মহা আনন্দিত হইয়া নানাবিধ সামগ্রী রন্ধন করিতে লাগিলেন। আর প্রভু ও নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস স্নানে চলিলেন। সেখানে আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। নিমাই একেবারে ঠাকুর ঘরে গেলেন, যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তাহা দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন, হরিদাস তাহা দেখিয়া অদ্বৈতের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ শোভা হইল তাহা বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন; যথা—"যেন ধর্ম্মের একটি সেতু বন্ধন হইল। প্রথমে হরিদাস, তাহার পর অদ্বৈত, তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ।"

নিমাই শ্রীঅদ্বৈতকে পদতলে দেখিয়া জিভ কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু! বলিয়া উঠিলেন। তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বসিলেন॥ নিমাই যে অদ্বৈতকে প্রহার করিয়াছেন, ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্য কৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী পরিবেশন করিতেছেন। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল দ্রব্য নিমাইয়ের পাতে দিতেছেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতে-ছিলেন, তখন আর তাহা কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই নিতাই ঘরে অন্ন ছড়াইতে লাগিলেন। তাহার দুই কারণ। এক নিতাই চঞ্চল, দ্বিতীয় অদ্বৈত বড় শুদ্ধসাধি লোক। নিতাই অন্ন

ছড়াইয়া তাঁহার সেই শুদ্ধতাকে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহার গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিয়া উঠিতেন; কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সে ক্রোধ হাস্যময়, সে ক্রোধে কেহ ভয় পাইতেন না, সকলে হাসিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়াইলে অদ্বৈত ক্রোধ করিয়া বস্ত্রখানি ত্যাগ করিলেন। পরস্পরে খানিক গালাগালি হইল, তাহার একটু পরে আবার মহা-প্রীতে কোলাকুলি হইল।

শান্তিপুরের ওপারে অম্বিকা-কালনা। সেখানে গৌরীদাস পণ্ডিত বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়া উপরোক্ত গ্রামে গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন! শান্তিপুর হইতে নিমাই একাকী তাঁহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। গৌরীদাস নিমাইকে চিনেন না। দেখেন যে, একজন নবীন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট আসিতেছেন। তাঁহার রূপে চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন, নিমাইয়ের স্কন্ধে একখানি নৌকার বৈঠা। গৌরিদাস নিমাইকে ও তাঁহার স্কন্ধে বৈঠা দেখিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি শান্তিপুরে আসিয়াছিলাম। হরিনদী গ্রামে নৌকায় চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়া বাহিয়া আসিলাম। এখন এই বৈঠাখানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবনকে ভবনদী পার কর।" যথা ভক্তিরত্নাকরে—"পণ্ডিতেরে কহে শান্তিপুরে গিয়াছিনু। হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িনু॥ গঙ্গা পার হৈনু নৌকা বাহিয়া বৈঠায়। এই লহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥"

নিমাই ইহা বলিয়া বৈঠাখানি গৌরীদাসকে দিতে গেলেন. আর গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহা লইতে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি বস্তু? তুমি কি আমাদের সেই কাণ্ডারী?" নিমাই

বলিতেছেন, "আমি নদীয়ার নিমাইপণ্ডিত।" এই কথা শুনিয়া গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে ধরিলেন এবং সেই সুযোগে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। গৌরীদাস নিমাইয়ের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন মাত্র। মনে সদাই ভাবিতেন, নিমাই তাঁহার কেহ কি না? নিমাইকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি তাঁহার বড় প্রিয়। যখন শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত, তখনই বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহারই। গৌরীদাস ভাবিতেছেন যে, বৈঠা ত পাইলেন, নৌকাও চিরদিন বর্ত্তমান, এখন নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? কিন্তু নিমাইয়ের আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন। তখন গৌরীদাস ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান্ কি দয়াল! নিজ হস্তে বৈঠা বিতরণ করিতেছেন! এইরূপে গৌরীদাস চিরদিন নিমাইয়ের হইলেন। শ্রীনিমাইয়ের বৈঠা অদ্যাবধি কালনায় আছে। কালনা হইতে নিমাই শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং কয়েক দিন পরে সদলে আবার নবদ্বীপে ফিরিলেন। অদ্বৈতের জ্ঞানচর্চ্চা এই অবধি রহিত হইয়া গেল।

গৌরীদাস অপ্রকট হইলে, এই বৈঠাখানি তাঁহার শিষ্য হৃদয়চৈতন্য পাইলেন। হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ। ইনি প্রায় সমস্ত উড়িষ্যা-দেশ গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠাখানির কথা একবার মনে ভাব। নিমাইয়ের বয়ঃক্রম তখন ২৩ বৎসর। তাঁহার বাল্যাবধি কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্য একটি পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সঙ্কল্পের পরিচয় দেয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানিবেন না, তাঁহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নিমাইয়ের কার্য্যের মূলাধার শ্রীভগবান্; অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষ নিমাইয়ের

দ্বারা একটি কার্য্য করিতেছিলেন। সেটি কি, না—জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান। ইহা স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে যে, শ্রীভগবান্ জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজজন, তবে তাঁহার স্বয়ং আসিবারই বা অসম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে বুঝিবেন যে, শ্রীভগবান্ নিমাইয়ের দ্বারা ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, (ভক্তি-ধর্ম্ম কাহাকে বলি, না—যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান্ জীবের নিজজন), তাঁহার একথা বুঝিতেও আর আপত্তি রহিবে না যে, সেই নিমাই শ্রীভগবান্। অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিজজন" এই কথা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান্ নিমাইকে প্রেরণ করিয়াছেন. এ কথা যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহাও বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, নিমাইকে না পাঠাইয়া তিনি আপনিই নিমাই হইয়া আসিয়াছিলেন?

চতুর্থ অধ্যায়

পিরীতি বিষম জ্বালা। ধ্রু। পাগল কৈল আমায়, চিকণকালা॥
অন্তরে প্রেমের সিন্ধু, আঁখি বহি পড়ে বিন্দু, বন্ধু, কুল শীল ধরম নিলা॥
কথা কহিবারে যায়, কণ্ঠরোধ হয়ে যায়, এতে বাঁচে কি কুলবালা।
বদন পানে চেয়ে রয়, নয়ন জলে ভেসে যায়, চাঁদবদনে চাঁদের আলা॥
—বলরাম দাস

মুরারি প্রভুর পিতৃ-পিতামহের স্বদেশবাসী, তাহাতে প্রভুকে জন্মাবধি দেখিতেছেন। প্রভুর আদিলীলা তিনি লিখিয়াছেন। প্রভু বাহিরে লোকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মুরারির নিকট প্রকাশ পান। যখন নিমাই পাঁচ বৎসরের, তখনি মুরারির জ্ঞানচর্চ্চা দুষিয়াছিলেন! নিমাইয়ের সহিত মুরারি কিছুকাল একত্রে পাঠ করেন, তখন তাঁহার

সহিত অনবরত কলহ করিতেন। যে তাঁহার স্নেহের পাত্র, তাহার সহিত নিমাইয়ের এইরূপ রঙ্গই হইত। গয়া হইতে আসিয়াই প্রথমে মুরারীর কাছে তীর্থযাত্রার কাহিনী বলেন। মুরারী প্রভুর বড় প্রিয়। স্বয়ং পরম পণ্ডিত, বিজ্ঞ, দয়ালু, নিরীহ, স্নিগ্ধ। মুরারীর শত্রু ছিল না, বরং তিনি সকলেরই প্রিয়। তাঁহার শরীরে অপার শক্তি ছিল। আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাঁহার শারীরিক বলের সীমা থাকিত না। তাঁহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ পাইতেন। একদিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ভগবান্ ভাবে "গরুড়" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুরারী তাঁহার বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড়-আবেশ হইল, এবং বাড়ী হইতে "এই যে আমি" বলিয়া চীৎকার করিয়া রাজপথে দৌড়িলেন। রাজপথের লোক তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল। কিন্তু মুরারির চেতনা নাই, সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভু, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ? এই যে আমি গরুড়, তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়া যাইব, আজ্ঞা করুন।" এই বলিয়া অনায়াসে সেই চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ নিমাইকে স্কন্ধে করিলেন, আর শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরিধ্বনি ও স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে চেতনা পাইলেন। মুরারিতে হনুমানই অধিকাংশ সময় প্রকাশ হইতেন, সুতরাং তিনি শ্রীরামের উপাসক। কাজেই তাঁহার শ্রীভগবানে দাস্য-ভক্তি ও তিনি ব্রজের নিগূঢ় রসে বঞ্চিত। প্রভু তাঁহাকে এক দিবস বলিলেন, "মুরারি, যদিও শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামে ভেদ নাই, তবু শ্রীকৃষ্ণলীলা বড় মধুর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তাহা হইলে ব্রজের নিগূঢ়রসের আস্বাদ পাইবে।"

প্রভুর আজ্ঞা, কাজেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে রজনী গেল, প্রাতে মুরারি আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা, সে আজ্ঞা আমার অবশ্য পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে বেচিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িতে পারিলাম না। কাজেই তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার প্রাণবধ কর।"

তখন নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "সাধু মুরারি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুমান, তুমি ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিবে কি? তবে, তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন ভজন করিয়াছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার বরে তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলারস স্ফুরিত হউক। তুমি তোমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন কর, অথচ ব্রজলীলাও আস্বাদন কর।" এইরূপে প্রভুর বরে মুরারির হৃদয়ে ব্রজ রসস্ফুর্ত্তি হইল, তাহা তাঁহার এই অদ্ভুত পদে শ্রবণ করুন। যথা—

"সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। ধ্রু। জীয়স্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও? নয়ান-পুতুলী করি, লইনু মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। পীরিতি আগুন জ্বালি, সকলি পুড়ায়েছি, জাতি কুলশীল অভিমান। না জানিয়া মূঢ়লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়া শ্রবণ গোচরে। স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে? খাইতে শুইতে রৈতে, আন নাহি লয় চিতে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। মুরারি গুপত কহে, পীরিতি এমত হয়ে, তার গুণ তিন লোকে গায়॥"

এক দিবস মুরারিকৃত আটটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের ভজন শুনিয়া প্রভু এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার কপালে "রামদাস" কথাটি নিজে লিখিয়া দিলেন ॥ "মুরারিকে প্রভু চর্বিত তাম্বুল দিলে, মুরারি কিছু গ্রহণ করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন",—এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। প্রভু তদ্দণ্ডে ভগবান-আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তদ্রোহী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতকে দূষিলেন, আবার তখনি আবেশ গেল ;—যথা, চৈতন্যভাগবতে—"ক্ষণেক হইল বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর। পুনঃ সে হইল প্রভু আকিঞ্চন বর ॥ ভাই বলি মুরারিকে কৈল আলিঙ্গন ॥" মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া আপনা-আপনি হাসিতে-হাসিতে বাড়ীতে আসিলেন ; আসিয়াও আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, "ভাত দাও।" মুরারি এইভাবে আপনা-আপনি বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন! যথা চৈতন্যভাগবতে—"এক বলে, আর করে, খলখলি হাসে।"

মুরারির স্ত্রী ভাত আনিয়া দিলে, তিনি ভোজনে বসিয়া অন্নে ঘৃত মাখিলেন, আর গ্রাসে গ্রাসে "খাও-খাও" বলিয়া যাঁহাকে হৃদয় মাঝারে দেখিতেছেন, তাঁহারই মুখে দিতেছেন। কাজেই সমুদয় অন্ন মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে ॥ মুরারির স্ত্রী পতিপ্রাণা। তিনি জানেন তাঁহার পতি কি রসে বিভোর! পতির আনন্দ দেখিয়া তিনিও সুখসাগরে ভাসিতেছেন। এইরূপে সমস্ত অন্ন মুরারি তাঁহার প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আবার অন্ন আনিয়া স্বামীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন।

পর দিবস প্রাতে শ্রীনিমাই মুরারির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মুরারি আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিলেন ও বসিতে আসন দিলেন। নিমাই বসিয়া বলিতেছেন, "মুরারি, কিছু ঔষধ

দাও।” মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি অসুখ?” নিমাই বলিলেন, “অজীর্ণ!” মুরারি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “অজীর্ণ হইল কেন?” নিমাই বলিলেন, তুমি জান না, অজীর্ণ কেন হইল? কল্য ও কি করিলে? অতরাত্রে গ্রাসে-গ্রাসে ঘৃতমাখা ভাত মুখে দিলে কেন? কিন্তু ভাই, তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে?” নিমাই তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে মুরারি বিহ্বল অবস্থায় এই কাণ্ড করিয়াছেন, সেইজন্য ইহা কিছুমাত্র তাঁহার স্মরণ নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, “তুই জানিস না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি; তুই জানিস না, তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা কর! তা তোর অন্ন খাইয়া যে অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ঔষধ তোর জল।” ইহাই বলিয়া,—মুরারি “না” “না” বলিতে না বলিতে,—সেখানে তাঁহার যে জলপাত্র ছিল, উহা হইতে নিমাই জল পান করিলেন।

মুরারি এক দিবস ভাবিতেছেন,—সুখভোগের ত একশেষ করা গেল। শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ক্রীড়া করিলাম। আমাকে ভাই বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তার পরে? ভগবান কিছু এই মলিন-জগতে চিরদিন রহিবেন না। যখন তিনি অপ্রকট হইবেন, তখন আমার উপায় কি হইবে? ইহার সৎপরামর্শ এই যে, আমি আগে যাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব। তাহা হইলে তিনি যাইবা মাত্র তাঁহার দর্শন পাইব। আমাকে আর তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

এই যুক্তি অতি উত্তম মনে করিয়া, মুরারি একখানি অতি ধারাল ছুরি প্রস্তুত করাইয়া ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন; ভাবিলেন, প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া মনে মনে বিদায় লইবেন এবং রাত্রে গলায় ছুরি দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। মুরারি এই সুযুক্তি স্থির

করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া মুরারি প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। প্রভু বসিয়া দুই-এক কথার পর বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার একটা কথা রাখিবে?" মুরারি,—"সে কি? আপনার কথা রাখিব না? এ দেহ ত আপনারই, তাহা ত জানেন।" নিমাই,—"এই ঠিক?" মুরারি,—"ঠিক। তাহার আবার সন্দেহ কি।" প্রভু তখন মুরারির কানে কানে বলিতেছেন, "যে ছুরিখানা প্রস্তুত করিয়াছ, সেখানি আমাকে আনিয়া দাও।" অপ্রত্যাশিত ভাবে এই কথা শুনিয়া মুরারি একটু দিশাহারা হইয়া কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া, শ্রীভগবানের নিকট পরিষ্কাররূপে মিথ্যা কথা বলিলেন,— "প্রভু! সে কি? কে তোমাকে বলিল? কৈ, আমি তো ছুরির কথা কিছু জানিনা।" নিমাই তখন বলিতেছেন, "তুমি ত খুব লোক? আমাকে আবার বলিবে কে? তুমি যাহা দ্বারা এবং যে জন্যে ছুরি গড়াইয়াছ তাহা আমি জানি, আর যেখানে ছুরিখানি রাখিয়াছ তাহাও জানি।" ইহাই বলিয়া নিমাই ঘরের ভিতর গেলেন এবং ছুরিখানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন। তারপর আবেগভরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"মুরারি! তোমার এই কাজ?"

"মুরারি! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও?" মুরারি আর কি বলিবেন। তিনি অধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাঁহাকে কোলের ভিতর টানিয়া আনিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মনের আবেগে প্রথমে কথা কহিতে পারিলেন না। বেগ সম্বরণ করিয়া একটু পরে প্রভু বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিখিলে? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া যাইতে চাও। আমার

বিরহ তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, কিন্তু আমাকে তোমার বিরহে ফেলিয়া যাইবে! মুরারি! এই কি তোমার অহেতুকী প্রীতি?" মুরারি ত নির্ব্বাক। তখন উভয়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন! নিমাই আবার বলিতেছেন, "মুরারি! বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না?" মুরারি অতি কষ্টে বলিলেন—"না"। কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি মুরারির দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন,—"বল মুরারি! আমার মাথা খাও, তুমি এরূপ বুদ্ধি আর করিবে না?" নিমাই বলিতেছেন, আর মুরারি ফোপাইয়া কাঁন্দিতেছেন। মুরারির স্ত্রী দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এ কথা শুনিয়া তিনিও কান্দিতে আর মনে মনে প্রভুকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন। মুরারি তখন প্রভুর কোল হইতে নামিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িলেন, এবং আবেগভরে বলিলেন, "প্রভু! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুমি পাছে ফেলিয়া যাও, এই চিন্তায় আমি উন্মাদ হইয়া ছিলাম। প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।"

দুধ জ্বাল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তাহার পর দুধ বিলোড়িত হইতে থাকে। আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়া পড়ে। সেইরূপ তখন নদীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,—কি? না—কৃষ্ণভক্তি। কিরূপে উথলিয়া পড়িতেছে তাহা এই পদটীতে প্রকাশ।—"ধর নাওসে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়। এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥ প্রেমে, শান্তিপুর ডুবুডুবু, ন'দে ভেসে যায়। প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের গায়॥"

পদকর্ত্তা বলিতেছেন যে তখন প্রেমের বন্যা আসিয়া নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছে, ও শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছে, আর মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র

টলমল করিতেছেন। এই ভক্তি কিরূপ? না,—তরল সুধার ন্যায়। উহা নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ জীবগণকে কলসী-কলসী পান করিতে দিতেছেন। যে চাহিতেছে, তাহাকেই দিতেছেন, কিন্তু ভাণ্ডার অক্ষয়। প্রথমে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ করিতেন। তারপর তাঁহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইয়া তাঁহারাও বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্র জীবকে বীমলানন্দে মগ্ন করিতেন, আর ভক্তগণ নানা উপায়ে ঐ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন, যথা,—কাহাকেও স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কাহারও সহিত সঙ্গ করিয়া, কাহাকেও আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি। যে ভাগ্যবান এই সুধা পাইলেন, তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ হইল। সে আকর্ষণ কিরূপ? না, তাঁহার নাম শুনিলে আনন্দ হয়;—এত আনন্দ হয় যে, হৃদয়-মধ্যে স্থান না পাইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। যথা,—আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়, নয়ন দিয়া প্রেমধারা বহে, আনন্দে অহরহ নৃত্য ও গীত করিতে ইচ্ছা করে। মুরারি গুপ্ত ভোজন করিতে বসিয়া আনন্দে খলখল করিয়া হাসিতেছেন। তাঁহার আনন্দের বেগ ক্রমে অতি প্রবল হইল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীধর যাইতেছেন, পথে একজন ভক্তের সহিত দেখা হইল; অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া দুই জনে, বহুতর লোকের মাঝে, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া, নাচিতে লাগিলেন। পথের মধ্যে দুই ভক্তে দেখা হইল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিলেন, আর অমনি হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন, আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। উভয়ের মনের ভাব এই,—"কি আনন্দে ভাসিছে হৃদয়! আনন্দেতে মন মেতেছে, হচ্ছে কত ভাবোদয়!" ন'দের এই আনন্দ বর্ণনা করিয়া লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যথা—

"সুখেরি পাথার নদীয়ায়, গোরাচাঁদের উদয়। ধ্রু।
এক দিন নয়, দু দিন নয়, নিতুই নূতন। (সুখেরি পাথার)
মনে করি, ন'দে ভরি, এ দেহ বিছাই।
তাহার উপরে আমার গৌরাঙ্গ নাচাই॥"

ভক্তগণের কৃপায় তখন নবদ্বীপ নিমাইয়ের গণে ভরিয়া গিয়াছে। ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন টানিয়া লইতেছেন। সকলেরই তখন পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহাদের সমুদয় সাধ মিটিয়া গিয়াছে, কেবল একটি মিটে নাই। সেটী প্রার্থনায় প্রকাশ, যথা—"হে শ্রীভগবান্! আমাদের এই পরিবার বৃদ্ধি কর।" আবার ভক্তিতে হৃদয় তরল হইয়া গিয়াছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত বহিতেছে। ভক্তগণের সর্ব্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই,—"হে শ্রীভগবান্! তুমি যে সুখ আমাদিগকে দিয়াছ, ইহা জনে জনে বিতরণ কর। যেন তোমার পাদপদ্ম-মধুপান করিয়া সকলেই আমাদের মতন আনন্দ ভোগ করে।" নিমাইয়ের এইরূপ বহুতর ভক্ত তখন তাঁহাদের দেহধর্ম্ম অনেকটা ভুলিয়াছেন। তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা অতি অল্প, নিদ্রাও সেইরূপ। স্ত্রীলোকেরা বাড়ী বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, ও নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। আর পুরুষগণ ঐ ফুলের মালা ও আহারীয় দ্রব্য লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভুকে নাগরিকগণ কিরূপ দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার অতি প্রিয়পার্ষদ,—মুরারি ও শিবানন্দ—এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—"গদাধর অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥ ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, বাহু নাহি জানে। রাধাভাবে আকুল প্রাণ, গোকুল পড়ে মনে॥ অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥ ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে। না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে॥"

আবার—"সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া। প্রেমজলে ভাসাইলা নগর নদীয়া॥ পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা! নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥ গোবিন্দের অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন-গুণ শুনেন মগন হইয়া॥ রাধা রাধা বলি পঁহু পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কান্দে পঁহুর ভাব না বুঝিয়া॥"

প্রভু ভক্তের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার গলার মালা তাহাকে দিয়া উপদেশ করিলেন,—"দিবানিশি হরেকৃষ্ণ-নাম জপ কর। আর দশে-পাঁচে মিলিয়া,—স্ত্রী, পুত্র, পিতা মাতা প্রভৃতি লইয়া বাড়ী বসিয়া কীর্ত্তন কর।" সেই উপদেশ পাইয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে নদীয়ার পাড়ায় পাড়ায়—"বল ভাই হরি ও রাম রাম। এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম॥" এইরূপ সব পদ গীত হইতে লাগিল। খোল করতাল ও হরিধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উৎসবময় হইয়া উঠিল। নিত্যই এইরূপ উৎসব। নবদ্বীপের তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়া বাসুঘোষ এই পদটী লিখিয়াছেন; যথা—"অবতার ভাল, গৌরাঙ্গ অবতার কৈলা ভাল। জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল॥ চন্দ্র নাচে, সূর্য্য নাচে, আর নাচে তারা। পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥ নাচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোরা। নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা॥ জড় পঙ্গু আতুর আদি উদ্ধারে পতিত। বাসুঘোষ বলে মুঞি হইনু বঞ্চিত॥"

"সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে" ইহার ভাব পরিগ্রহ করুন। ভক্তগণের দেহ সর্ব্বদা নাচিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের মনে তখন যে ভাব তাহাতে কাজেই প্রাণ সর্ব্বদাই নাচিতেছে। তাঁহারা দেখেন যে, ত্রিভুবনও আনন্দে নাচিতেছে। তাঁহাদের ভাব এই যে, ভগবান্ তাঁহার, তাঁহার তিনি; তিনিই সব, সবই তাঁহার। এই জগৎই আমার, এ জগৎই তিনি।

ইহাতে মনে অতীব গৌরবের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি-সোহাগিনী নারী সর্ব্বদা হাস্যমুখী, আদরে গলিয়া পড়েন, মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও সেইরূপ; তবে একটু বিভিন্নতা এই যে—ভক্তিতে উন্মাদ হইয়া যিনি গৌরবান্বিত হয়েন, তাঁহার যে বিগলিত ভাব, সে কেবলই মধুর।

আবার তখন দেশে যেন কি একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকে পতির কোলে শুইয়া "হরি" "হরি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। শিশু মাতার কোলে আপনা-আপনি হঠাৎ "হরি" "হরি" বলিয়া নাচিতে লাগিল। কেহ পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখনও কৃষ্ণনাম মুখে লয়ও নাই, হঠাৎ পড়িয়া পাগলের মত "হরি" "হরি" বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এই যে অভাবনীয় কাণ্ড, ইহা শুধু নবদ্বীপে নয়, দূরদেশেও হইতে লাগিল। সেই প্রবল তরঙ্গের সময় আর একটি গান গীত হইত, যথা—

"বিজয় হইল নদে নন্দঘোষের বালা। হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥" এখন বিবেচনা করুন, শ্রীকৃষ্ণ "বালা" বলিয়া অভিহিত হয়েন না। কিন্তু তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ব্যাকরণ কেন—দেহ-বন্ধন, পরিবার-বন্ধন, শাস্ত্র-বন্ধন এবং সমাজ-বন্ধন পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুষে শয়ন করিতে আসিলেন। দুই এক দণ্ড নিদ্রা যাইবার পর, গঙ্গাস্নান, ঠাকুরপূজা প্রভৃতি করিয়া, আপনার গৃহে কি শ্রীবাসের বাড়িতে বসিয়া ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা-রসে বিভোর আছেন। প্রত্যুষ হইতে শত শত ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, আর দর্শনমাত্র ভূমিতে লোটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণের সহিত আবার স্নানে গমন করিলেন। সেখানে সকলে শিশুর ন্যায় জলকেলি করিয়া গৃহে

ফিরিলেন। নিমাই ভোজনে বসিলেন, আর নিতান্ত নিজজন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া পতির ভোজন দেখিতেছেন। নিমাই শাক ভালবাসেন বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া নানাবিধ শাক রন্ধন করিয়াছেন। শচী ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। আর এই সুযোগে নিমাইয়ের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। শচীর নিতান্ত ইচ্ছা নিমাই তাঁহার সহিত অন্য লোকের মত সংসারের কথা বলেন। নিমাইয়ের মন সংসারের দিকে লইবার নিমিত্ত এই সুযোগে তিনি নিজেও ঘরকন্নার দুই একটা কথা বলেন। নিমাইয়ের মুখে সংসারের কথা শুনিলে শচী বড় সুখ পান। যদি পুত্রের কাছে বিষ্ণুপ্রিয়ার দুই একটা কথা শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা থাকে না। আর এই সুযোগে তিনিও বধূর দুই একটা কথা বলেন। মাতৃবৎসল নিমাই সেই সময় মাতাকে যথাসাধ্য সন্তোষও করেন।

শচী বলিতেছেন, “নিমাই, কাল আমি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি।” ইহা বলিয়া স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “মা! উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত॥” পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীজগন্নাথের ঘরে রঘুনাথ শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন। যখন নিমাই বলিলেন, “আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত,” তখন উপস্থিত ভক্তগণ, শচীকে গোপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথার রহস্য একটুও বুঝিলেন না; না বুঝিয়া তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠাকুরের গৌরব করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “আমি জানিতাম, আমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, আজ তোমার স্বপ্ন কথা শুনিয়া আমার সে বিষয় নিঃসন্দেহ হইল।” ইহাই বলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে মাতার পানে

চাহিয়া, চুপে চুপে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলিতেছি। ঠাকুরের প্রত্যহ যে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহার অর্দ্ধেক থাকে না। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতাম না যে, এ অর্দ্ধেক কে খায়। শেষে আমার মনে একটি সন্দেহ উদয় হওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি ভাবিতাম, এ তোমার বধূর কাজ। কিন্তু এ তো প্রকাশ করিবার কথা নয়, কাজেই লজ্জায় তোমাকেও না বলিয়া মনের মধ্যে গোপন রাখিতাম। যাহা হউক আমার সে সন্দেহ এখন গেল। অর্দ্ধেক ঠাকুরই গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ হাসিতে লাগিলেন,—কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ বা মৃদুস্বরে। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া লজ্জা পাইয়া সুখে হাসিতে লাগিলেন ; যথা চৈতন্যভাগবতে —"হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে। অন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন কথা সব শুনে॥" শচী তখন বুঝিলেন যে, নিমাই রহস্য করিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "তুই বলিস্ কি নিমাই ? বৌমা আমার স্বয়ং লক্ষ্মী। বৌমার অভাব কি যে, সে চুরি করিয়া খাবে ?"

তাহার পরে নিমাই শয়ন করিলেন। তখন তাম্বুলের বাটা হাতে করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর পদ-সেবা করিতে গেলেন। কোন দিন বা গদাধর শ্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া আপনি বসিতেন। ভক্তগণ তখন স্ব স্ব গৃহে ভোজন করিতে ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। অল্প একটু নিদ্রা যাইয়া নিমাই উঠিয়া আসিলেন, আর ভক্তগণও ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে কৃষ্ণকথায় উন্মত্ত হইলেন। অপরাহ্নে নিমাই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নিমাইয়ের নগরভ্রমণের বেশ অপরূপ। পরিধানে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস, কি অতি মনোহর পট্টবস্ত্র। নিমাইয়ের মনোহর বেশ ও

মনোহর রূপ দেখিলে প্রিয়জনের আনন্দ এবং দুষ্ট লোকের ক্রোধ হয়। নিমাই নগরে ভ্রমন করিতেছেন, চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ বেষ্টিত! যাঁহারা নিজজন, তাঁহারা পথ হইতে সেই ভক্তদলে মিশিয়া যাইতেছেন। যাহারা বিপক্ষীয়, তাহারা নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারে না। তাহার দুইটি কারণ;—প্রথমতঃ নিমাই সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহার এরূপ তেজ ছিল যে, নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা বলে এরূপ সাহস কাহারও হইত না। যাহারা বিপক্ষ তাহারা দূর হইতে রুক্ষভাবে তাঁহার প্রতি চাহিত, আর আপনারা-আপনারা তাঁহার নিন্দা করিত। এই বিপক্ষ-দলের ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাহাদের বিশ্বাস যে, কতগুলি উন্মত্ত, কি পাষণ্ড, কি দুষ্ট লোক জুটিয়া, নিমাইপণ্ডিতকে ভগবান্ সাজাইয়া দেশ নষ্ট করিতেছে। তাহারা বলিত, "নিমাইপণ্ডিত লোক ছিল ভাল, কিন্তু দুষ্ট-লোকেরা তাহাকে ভগবান্ বানাইয়াছে! তাহার যে এত বুদ্ধি, তাহা কাজেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। এত সুখ কে কোথা ছাড়ে? জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত-কাপড়ের কাঙ্গাল। আজি তাহার দুগ্ধে স্নান ও ঘৃতে আচমন। দেখ না,—যেন বিয়ের বরটি! নাগর সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। মুখ দেখিলে বোধহয় যেন নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু সমুদয় ভণ্ডামি।" পরে ইহাদের বিপক্ষতা এত বাড়িয়া গেল যে, তাহারা কাজীর নিকটে অভিযোগ করিল।

যাহা হউক, নিমাইয়ের নিকট যাইতে কাহারও সাহস হইত না, তবে ফাঁক পাইলে কখন কখন কেহ যাইয়া নিমাইকে ত্যক্ত করিত। এক দিবস নিমাই স্নান করিতে গিয়াছেন, আর তীরে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত; তিনি কীর্ত্তন দেখিতে গিয়াছিলেন।

তিনি সাধু,—অন্তত আপনাকে সাধু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস আছে, সুতরাং মন অভিমানে পূর্ণ। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়াছেন। একটু পরে গঙ্গাস্নানে যাইয়া নিমাইকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল ও তাঁহাকে ফাঁকে পাইয়া তাঁহার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিতেছেন, "শুন নিমাইপণ্ডিত! আমি তোমার কীর্ত্তন দেখিতে গিয়া অপমানিত হইয়া আসিয়াছি। আমি তাপস ব্রাহ্মণ, তুমি যেমন আমাকে মনোদুঃখ দিয়াছ, আমিও তেমনি তোমাকে শাপ দিতেছি যে, তুমি সংসার-সুখ হইতে বঞ্চিত হও।" ইহাই বলিয়া নিজের উপবীত টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্যায়, নিমাইয়ের কোন দোষ নাই। তিনি নিজের বাড়ীতে ভজন করিতেছেন, সেখানে বহিরঙ্গ লোক গেলে ভজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে যাইতে পার নাই বলিয়া এই নবীন যুবককে—যিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার একমাত্র পুত্র ও নবীনা ভার্য্যার একমাত্র সম্বল—চিরদিনের তরে সংসার হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষতলবাসী করিবে, এ কাজ কি ভাল? তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি? তিনি যে স্ববশে ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। এ কার্যটিও নিমাইয়ের লীলাখেলার একটি অঙ্গ। যাহা হউক নিমাই তখন সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের ছিন্ন উপবীত চরণ হইতে উঠাইয়া মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার এই শাপ গ্রহণ করিলাম।" তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

একদিন নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে নগরের এক প্রান্তভাগে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে শৌণ্ডিকগণ থাকে, কারণ নগরের মধ্যে

তাহারা মদ্য বিক্রয় করিতে পারিত না। মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ শাসন ছিল যে, উহা স্পর্শ করিলে গাঙ্গাস্নান করিতে হইত। সেখানে যাইয়াও মদ্যপানের স্থান দেখিয়া নিমাইয়ের বলরাম-ভাব হইল। তখন তিনি আবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "মদ আনো, মদ আনো, শীঘ্র মদ আনো।" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু, ক্ষমা দিউন। এখানে বহুতর ভিন্ন লোক, আপনি কি ভাবে বলিতেছেন তাহা তাহারা না বুঝিয়া, কেবল কলঙ্ক করিবে।" কিন্তু বলরাম তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস বলিলেন, "ঠাকুর, যদি তুমি এরূপ কথা এখানে বল তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" তখন বলরাম একটু জব্দ হইলেন; এবং একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "যদি তোমার ইহাতে এত দুঃখ হয়, তবে আমি উহা ছাড়িলাম।" ইহা বলিয়া নিমাই বলরাম-ভাব সম্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ শুনিল যে নিমাইপণ্ডিত আসিয়াছেন। তখন তাহারা টলিতে টলিতে যাইয়া নিমাইপণ্ডিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিত, একটি গান গাও।" কেহ বলিতেছে, "নিমাইপণ্ডিতের বেশ গানের দল।" কেহ বলিতেছে, "নিমাই একবার নাচ দেখি?" কাহারও কাহারও নিমাইয়ের গীত কি নৃত্য করিবার দেরী সহিল না, আপনারাই নৃত্যগীত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা গাইতে ও নাচিতে উদ্যত হইলে, এক অপরূপ কাণ্ড হইল। নিমাই কৃপার্দ্র হইয়া তাহাদের দিকে চাহিলেন। আর অমনি তাহারা "হরি হরি" বলিয়া নাচিয়া উঠিল। তখন নিমাই চলিলেন, আর (যথা চৈতন্য-ভাগবতে)—"হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে। উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তাঁর পাছে॥" এইরূপে মদ্যপগণ অন্যরূপ মদ্যের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাদ চলিল, ইহাতে কি হইল,—না "আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশ॥"

সেখান হইতে ভক্তগণসহ ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের অন্য প্রান্তে সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে, বিদ্যানগর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ পরম সাধু উদাসীন ও অদ্বিতীয় ভাগবত, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি বহু পূর্ব্বে এক দিবস ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন। পাঠ শুনিয়া তিনি বিচলিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়ুয়াগণ, "এ বামুন কান্দে কেন? ইহার ক্রন্দনে যে পাঠ শুনিতে পাই না।" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যায়। এই কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। নিমাই যাইতে যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন, দেখিয়াই বিচলিত হইয়া বলিতেছেন, "শ্রীবাসের প্রেমানন্দ-ধারা দেখিয়া তোমার পড়ুয়াগণ তাঁহাকে বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তুমি যেমন গুরু, তোমার শিষ্যগুলিও তেমনি। রসময় শ্রীভাগবত পড়িয়া রস পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথিখানা দাও, আমি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিই।" দেবানন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া,—যদিও সেটি তাঁহার বাড়ী ও সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত, তথাপি—অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন? পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের যে নিজজন তাঁহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ ভবিষ্যতে তাঁহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাঁহাকে দণ্ড করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই, এই দেবানন্দ শ্রীনিমাইয়ের চরণে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও আপনার অপরাধ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছিলেন। আর অপরাধী জীব অদ্যাপি দেবানন্দের "অপরাধ-ভঞ্জন পাটে" অপরাধ-ভঞ্জন নিমিত্ত গড়াগড়ি দিয়া থাকেন।

এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়া নানা দিন নানারূপ ক্রীড়া করেন। কিন্তু সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্য এক—ভক্তিবৃত্তি পরিবর্দ্ধন। একদিন বহু ভক্তসহ নিমাই দরিদ্র বেশে হস্তে কোদালি লইয়া হরিমন্দির মার্জ্জনা করিতে চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ-মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, ইহাই সকলের প্রথম-সুখ। দ্বিতীয়-সুখ শ্রীভগবানের নিমিত্ত অতি নীচ-সেবা করিতেছেন। তৃতীয়-সুখ, শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেই কার্য্য করিতেছেন। অবশ্য নানাবিধ লোকে দূর হইতে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছিল। কিন্তু তাহা তাঁহারা না শুনিয়া মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির সমুদায় মার্জ্জনা করিয়া, পরিশেষে গঙ্গায় অবগাহন করিতে চলিলেন।

এইরূপে আবার নৌকা-বিহারও করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনি কাণ্ডারী হইয়া গোপীদিগকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন। সেই ভাবে বিভোর হইয়া সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীভগবানভাবে কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই যখন হস্তে "কেরুয়াল" ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। ভক্তগণ গোপীভাবে নিমাইয়ের রূপ দর্শন করিতেছেন, আর বলাবলি করিতেছেন,—"আমাদের নবীন-নেয়ে কি সুন্দর!" নিমাই আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণকে নৌকায় আরোহন করিতে আহ্বান করিতেছেন। নিমাই ভক্তগণকে একে একে নৌকায় উঠাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন,—ভবনদী পার হওয়া কি সুখ! আর যে নেয়ে তাহাদিগকে পার করিতেছেন, তাঁহার কি সুন্দর ও মধুর রূপ ও গুণ! নৌকায় উঠিয়া কেহ হরেকৃষ্ণ বলিয়া তালে তালে বৈঠা ফেলিতেছেন, কেহ গীত গাহিতেছেন, কেহবা নৃত্য করিতেছেন। এই নৌকা-বিহার উপলক্ষ্য করিয়া বাসুঘোষের

এই পদটী দেখিতে পাই ; যথা—"না জানিয়া গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে। সুরধুনী তীরে গেল সহচর সনে॥ প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হৈয়া॥ আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলে সিঞ্চে সবে পানি॥ পারিষদ্‌গণ সবে হরি হরি বলে। পূরব স্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেম জলে॥ গদাধরের মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে। বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে।"

এই নৌকা-বিহারের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর লীলা করেন। নদীয়ার একপার্শ্বে জাহান্নগরে শ্রীসারঙ্গদেব নামক একজন পরম সাধু শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদাসীন ও প্রাচীন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন প্রভু সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার গোপীনাথের সেবা নিয়মমত চলে সেই জন্য তাঁহার একটি শিষ্য করা কর্ত্তব্য। সারঙ্গদেব বলিলেন যে সৎশিষ্য পাওয়া বড় দুর্ঘট, সেইজন্য তাঁহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একজন শিষ্য গ্রহণ কর।" সারঙ্গ বলিলেন, "তবে আর কথা কি ; শিষ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমার নাই। কল্য প্রত্যুষে প্রথমে যাহার মুখ দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।" বোধ হয় প্রভুকে একটু জব্দ করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, কিন্তু প্রভু জব্দ হইলেন না। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাহাই করিও।"

রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের শিষ্যগণ তাঁহাদের হৃদয়ে পুত্র-প্রেম উদ্রেক করিয়া থাকেন। সারঙ্গ ভাবিতেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে প্রভু আবার আমার ঘাড়ে কাহাকে চাপাইয়া দিবেন? অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক

নিয়মানুসারে গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে বসিয়া নয়ন মুদিয়া, মালা জপ করিতে লাগিলেন॥ তখন সূর্য্য উদয় হইতেছে, এমন সময় যেন কি একটি বস্তু তাঁহার কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি নয়ন মেলিয়া দেখেন, একটি মৃতদেহ! প্রথমেই তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, শব দর্শনে যেরূপ ভয় কি ঘৃণার উদয় হয়, তাহা হইল না। দেখেন যে মৃতদেহের নয়ন অর্দ্ধমুদ্রিত, যেন নিদ্রা যাইতেছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাহার শরীরে জীবন আছে। মৃতদেহের পানে সারঙ্গ যতই দেখিতেছেন ততই মুগ্ধ হইতেছেন। দেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; বয়ঃক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুণ্ডিত হইয়াছে, গলায় যজ্ঞোপবীত, পরিধানে পট্টবস্ত্র। বালকটিকে দেখিবামাত্র সারঙ্গদেবের হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য ভাবের উদয় হইল। তখন সারঙ্গদেব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়া প্রথমে যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকেই মন্ত্র দিবেন,—তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যেমন তাঁহার পুত্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল অমনি সেই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তখন তিনি ভাবিতেছেন, "এই বালকটীকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম, তবেই আমার মনোমত হইত; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি মৃত।" আবার ভাবিতেছেন, "আমি ত পাগল মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভুর আদেশ, প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিব তাহাকে মন্ত্র দিব—জীবিত কি মৃত তাহা আমার দেখিবার আবশ্যক কি?" এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়া মৃতশিশুর কর্ণে মন্ত্র দিলেন। শিশুর কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র মৃতদেহে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হইল। তখন ঘাটে বহুতর লোক স্নান করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া বসিল। ইহা

দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া বহুলোকের হরিধ্বনির সঙ্গে, সারঙ্গদেবের বাসস্থানে আনা হইল।

এদিকে অতি প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "চল যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি।" ইহাই বলিয়া বহু ভক্ত সঙ্গে করিয়া, শিশুটিকেও যেমন সারঙ্গের স্থানে আনা হইল, প্রভুও অমনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সারঙ্গদেবের তখন নানাবিধভাবে নয়নে ধারা বহিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেখিয়া উহা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সারঙ্গ উঠিয়া ছিন্নমূল-দ্রুমের ন্যায় প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। নিমাই আস্তে-ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে উঠাইয়া বলিতেছেন, "সারঙ্গ, শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটি ত তোমার মনোমত হইয়াছে?" সারঙ্গ তখন মনের আবেগে কথা কহিতে পারিলেন না, তিনি বালকটিকে ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে তাহার দ্বারা প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, "প্রভু! এই বালকটিকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহার প্রতি আমার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে।" তখন নিমাই সদলবলে বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন, আর বালকটি করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল। প্রভু বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে? সমুদায় কথা ভক্তগণকে বল। তাঁহারা শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন।" তখন বালক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, প্রভুকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—সরগ্রামে আমার বাড়ী। আমরা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। আমার সম্প্রতি যজ্ঞোপবীত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমার মস্তক মুণ্ডিত। আমাকে রজনীযোগে সর্পে দংশন করে। কিছুকাল পরে আমি অচেতন হইয়া পড়ি। আমার বোধহয়

আমাকে মৃত ভাবিয়া, আমাদের গ্রামের যে খড়ী নদী, তাহাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর নূতন বর্ষাতে ভাসিতে ভাসিতে আমি গঙ্গায় আসিয়া পড়ি; ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে এখানে আসিয়াছি। আমার পিতামাতা সকলে বর্ত্তমান, আমার নাম মুরারি।" এই কথা বলিতে বলিতে মুরারির নয়ন দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর উপস্থিত সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সরগ্রাম্ গুসকরা ষ্টেশনের নিকট, আর সেই গোস্বামিবংশীয়েরা অদ্যাপিও বর্ত্তমান। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহন করিতে নাই, এই নিমিত্ত বালকটিকে মৃত ভাবিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বৎস! তোমার পিতামাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, আর তুমিও তাঁহাদের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছ। আমরা এখনি তোমাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি!" এই কথা শুনিয়া বালকটির আরও নয়নজল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "পিতামাতা আমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আমার এই গুরুর চরণ ছাড়িয়া যাইব না।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ভক্তমাত্রেরই হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, "যেমন সারঙ্গ তেমনি শিষ্য, আর যেমন সারঙ্গ তেমনি প্রভু।"

মুরারির সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতামাতা ও গ্রামস্থ বহুতর লোক দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতার কিরূপ আকৃতি-প্রকৃতি ও মনের ভাব হয়, নিমাইয়ের কৃপায় সকলে তাহা মহাসুখে দর্শন করিলেন। মুরারি আর পিতা-মাতার সঙ্গে ফিরিয়া গেলেন না। তিনি উদাসীন ব্রত লইয়া তাঁহার

গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার পিতামাতা প্রভৃতি অনেকে সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে একদিবস সারঙ্গ, মুরারিকে, তাঁহার পিতামাতাকে ও অন্যান্য শিষ্যগণকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।*

ক্রমে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যতটি উৎসব আছে, নিমাই ভক্তগণকে লইয়া সমুদয়ই করিলেন। পূর্ব্বে চন্দ্রশেখরের বাড়ী দানলীলা করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন। সেইরূপ ঝুলনোৎসব, নন্দোৎসব এবং শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসবও করিলেন। যখন যে উৎসব করেন, তখনই ভক্তগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা উপভোগ করেন। নবদ্বীপের নন্দোৎসবের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে নিমাই এই উৎসব যেমন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, নিমাই তখন "প্রকাশ" হইয়াছিলেন॥ আর যিনি তখন নন্দরূপে আবিষ্ট হয়েন, তিনি —নন্দ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সকলকে দান করিয়াছিলেন।

বাসু ঘোষ ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি রাখিয়া গিয়াছেন; যথা "দেখ ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজমণিয়া। বিধির অবধি রস নিরূপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥" ইত্যাদি।

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নবদ্বীপে এই "নন্দোৎসবের" যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা—"একদিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি। কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি কহে প্রভু হাসি॥

* জাহান্নগরস্থ শ্রীশশীভূষণ পালের লিখিত "মুরারি-সারঙ্গের পাট" শীর্ষক প্রস্তাব 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায়-বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর। কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর ॥
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ। করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন ॥
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে। কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম্ম করে ॥
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়। সঙ্কীর্ত্তন-সুখে সবে রজনী গোঁয়ায় ॥
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্রগণ সনে। ধরে গোপবেশ সবে বসিয়া নির্জ্জনে ॥
গোপবেশ নির্ম্মাণে নিমাই 'পরবীণ'। হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন ॥
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ। সে শোভা দেখিতে না রহে ধৈর্য্য লেশ ॥
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি। গোপবেশ ধরে সবে শোভার অবধি ॥
দধি নবনীতে ভাণ্ড ভার লই কান্ধে। প্রবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চারু ছন্দে ॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হইয়া। দেন দধি হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া ॥
নৃত্য গীত বাদ্য মহা কৌতুক বাড়য়। শ্রীবাস ভবন যেন নন্দের আলয় ॥"

এইরূপে শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গৃহে হইল। আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সখাগণ লইয়া পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ গঙ্গার পুলিনে একদিন ভক্তগণ লইয়া মহা হরি-সংকীর্ত্তনের মাঝে নিমাই বনভোজন করিলেন।

এই যে নবদ্বীপে সুখের পাথার হইল, ইহার প্রস্রবন শ্রীনিমাই। তিনি নবদ্বীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন? যথা (নয়নানন্দের পদ)—"মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে। বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে ॥"

সদা মৃদুস্বরে 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' নাম-জপ করিতেছেন। অন্তরের গুপ্ত-প্রেম বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙা-ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। যাঁহাদের এ সমুদয় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, বালক কি বালিকার মনে তরঙ্গ উঠিয়াছে অথচ উহা আবদ্ধ আছে, এরূপ হইলে ঐরূপে ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপিয়া থাকে। সে দৃশ্য অতি

মনোহর। আবার যাহারা অতি সরল-চেতা, তাহাদেরও মনের ভাব এইরূপে সহজে বাহিরে প্রকাশ হয়।

নবদ্বীপে তখন দিবানিশি এইরূপ কোলাহল, হাস্য, নৃত্য, গীত, উৎসব কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা ও মাদল শব্দ এবং আনন্দজনক হরি-হরি ধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যস্থলে চাঁদের মত একখানি মুখ ও পদ্মের মত দুইটি নয়ন—যাহার তারা প্রেমানন্দ-ধারারূপ-মকরন্দে ডুবু-ডুবু—লইয়া একটি ছবি বিহার করিতেছেন। ইহাতে জগৎ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন্দলোকর ক্রোধ জন্মিল;—তাহারা এরূপ ছবি কিরূপে সহ্য করিবে? চোরের কেন জোৎস্না ভাল লাগিবে?

দুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া কাজির নিকট নালিশ করিতে লাগিল। কাজি প্রথমে এ কথা কাণে করিলেন না, কারণ তিনি মহাশয় লোক। এদিকে রাজ্যমধ্যে তাঁহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু তিনি গৌড়ের রাজার দৌহিত্র! নিমাইয়ের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ আলাপ, এমন কি গ্রাম সম্বন্ধও ছিল। নীলাম্বরকে তিনি চাচা বলিয়া ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন কাজি "নিমাইপণ্ডিত ছেলেমানুষ, কি করিতেছে তাহার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই," বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে থাকিলে, কাজি বাধ্য হইয়া একদিন সদলবলে নগরে সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন। দেখেন যে, নদীয়ার সর্ব্বস্থানে মৃদঙ্গ, করতাল ও হরিধ্বনি হইতেছে। তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন? সকলেই উন্মত্ত। তখন তাঁহার সঙ্গীরা একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ করিয়া তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল, ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ভয়ে পলাইল। তখন তাহারা সম্মুখে যাহাকেই পাইল, তাহাকেই ধরিতে

লাগিল। যথা চৈতন্যভাগবতে—"হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র। শুনিয়ে স্মরয়ে কাজি আপনার শাস্ত্র॥"

"আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ। মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥ যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥"

পরিশেষে সকলকে ভয় দেখাইয়া কাজি বলিলেন, "আমার নিষেধ শুনিয়াও কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস্? অদ্য এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত দিলাম। আবার যদি কেহ নগরে সঙ্কীর্ত্তন করে তবে তাহার জাতি মারা যাইবে।" এই ভয় দেখাইয়া কাজি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই। তাহার মধ্যে আবার একি উৎপাত? কাজি বহুতর সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত, বল দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব। বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল হরিনাম ও খোল করতাল। তাঁহাদের তখন সংসারে ঔদাস্য ও জীবহিংসার প্রতি একেবারে বিরক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহারা পাঠানসৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য করিবেন? অনুনয় বিনয় করিয়া মুসলমানকে বাধ্য করিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনের অনুমতি লইবেন, তাহারও কিছুমাত্র ভরসা নাই।

তখন নাগরিয়াগণ অনন্যোপায় হইয়া শ্রীপ্রভুর নিকট আপনাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। নিমাই আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে কীর্ত্তন কর, যদি কেহ বাধা দেয়, আমি তাহাকে দণ্ড করিব।" নাগরিয়াগণ এই কথা শুনিয়া কিছু আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ কাজি সৈন্য লইয়া প্রতি নিশিতে, যাহাতে কীর্ত্তন না হইতে পারে, তজ্জন্য নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে হরি-সঙ্কীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ

বলিতে লাগিলেন, "যদি কীর্ত্তন বন্ধ হয়, তবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে কীর্ত্তন করিতে পারি সেইখানে যাইব।" কেহ বা বলিতে লাগিলেন "হুড়াহুড়ি করিয়া কৃষ্ণনাম করিয়া প্রয়োজন কি? গোপনে করাই ভাল।" কাজি সৈন্যবলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দু তাঁহার পক্ষ। সুতরাং নাগরিয়াগণ যে ভয় পাইলেন, ইহাতে তাঁহাদিগের বড় দোষ দেওয়া যায় না।

তখন আবার সকলে যাইয়া প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু! আমরা কীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বিদায় দাও, আমরা অন্য দেশে গমন করি।"

এই কথা শুনিয়া নিমাই রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সমুদয় কমনীয় ভাব লুকাইয়া ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল। তখন তিনি বলিতেছেন, "বটে! কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন? তবে আগে আমাকে রোধ করুক। আমি অদ্য নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। অদ্য আমি কাজির দর্প চূর্ণ করিব। অদ্য আমি প্রেমবন্যায় নদীয়া ভাসাইব।" তারপর নিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! শীঘ্র অগ্রবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বস্থানে ঘোষণা কর যে, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব। আর, আহারাদি করিয়া সকলকে অপরাহ্নে আমার বাড়ীতে আসিতে বলিবে। আরও বলিবে, প্রত্যেকেই যেন একটি করিয়া দীপ লইয়া আসে।" তারপর নাগরিকগণকে বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর। অদ্য সন্ধ্যার সময় নগরে কীর্ত্তন করিব।"

নিমাইয়ের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া নাগরিয়াগণের তখন সমুদয় ভয় দূর হইল। নিমাই যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এ বিশ্বাস আবার দৃঢ়রূপে তাহাদের মনে উপস্থিত হইল। সকলেই

আনন্দে ও উৎসাহে পুলকিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা নগরে নগরে ঘোষণা করিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন। এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই এ কথা নদীয়ার সকল পল্লীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, নিমাই পণ্ডিত অদ্য নগরে নগরে নৃত্য করিবেন, এবং কাজির দর্প চূর্ণ করিবেন। যাহার কীর্ত্তন দেখিতে ইচ্ছা হয়, তিনি যেন একটি দীপ লইয়া বিকালে প্রভুর বাটীতে যান। এই ঘোষণায় নবদ্বীপ একেবারে টলমল হইয়া উঠিল, শত্রু মিত্র সকলেই এই সংবাদে বিচলিত হইলেন। যাঁহারা মিত্র তাঁহারা প্রভুর বাড়ী দৌড়িলেন, শত্রুগণ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। আর যাঁহারা না-শত্রু না-মিত্র, তাঁহারাও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য আগ্রহচিত্তে রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

খাম্বাজ রাগিণী—(বংশীধ্বনি ধ্রুপদ সুরে)

কমল নয়নে বহিছে শত শত প্রেমধারা।
ঊর্দ্ধে চন্দ্রবদন তুলি [বলে] ঐ দেখ আমার প্রাণনাথ।

আনন্দেতে গোরার উথলিল হিয়া, উল্লাসে নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া,
গলিয়া গলিয়া সঙ্গী কোলে পড়ে।
মিলন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে, পট্টবস্ত্র চন্দন ফুলের মালা।

আভোগ

অলকা তিলকা চন্দ্রবদনে, চাঁচর কেশ কুসুম সুগন্ধ,
শিরে শোভিছে মোহন চূড়া।

দেখ দেখ দেখ গোরা-বিনোদিয়া, বিহরিছে ছবি কি ছটা।
সঙ্গীগণ রূপ অনিমিখে চায়, গগনের চন্দ্র ভূতলে উদয়,
ঝলকে ঝলকে সুধা উগরয়।
প্রেমের তরঙ্গে নদীয়া মাতিল, চারিদিক মধুময়॥*

এখন যেরূপ নগর-কীর্ত্তন হইয়া থাকে, উহা নিমাইয়ের নগর-কীর্ত্তনের অনুকরণ মাত্র। একটি স্বয়ং শ্রীভগবানের ক্রিয়া, অপরটি তাঁহার ভক্তগণের। নিমাইয়ের এই নগর-কীর্ত্তন বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, বড় প্রয়োজন নাই। কারণ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে সুন্দররূপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু লিখিব এই মাত্র॥†

তখনকার নদীয়া বর্ত্তমান কলিকাতা শহর ও শহরতলি অপেক্ষাও অনেক বড় হইবে। এই বৃহৎ নগরে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলে নানাবিধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। প্রভু কোন্ পথে গমন করেন তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই সকলেই আপনাপন বাড়ীতে আম্র-পত্রসহ পূর্ণকুম্ভ স্থাপন, কদলীবৃক্ষ রোপন প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্য করিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী আলোকিত করার আয়োজনও করিলেন। স্ত্রীলোকেরা খৈ, কড়ি, বাতাসা প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, আর আপনারা বেশভূষা করিতে লাগিলেন। "কান্দির সহিত

---

*বলরাম দাসের এই পদ অবলম্বন করিয়া আর্ট-ষ্টুডিও শ্রীপ্রভুর নগর-সংকীর্ত্তনের ছবি অঙ্কিত করেন।

† এই বিষয় বর্ণনা করিতে যাওয়ার আর একটি কারণ আছে। এক দিবস এই কীর্ত্তন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে আমি স্বপ্নের ন্যায় উহার ছায়া মত কিছু দেখিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সেই সাহসে এই নগর-কীর্ত্তন সম্বন্ধে যথাসাধ্য কিছু বর্ণনা করিয়াছি।

কলা সকল দুয়ারে। পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর। দধি দূর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥”

প্রকৃত কথা, সন্ধ্যা না হইতেই সমগ্র-নবদ্বীপ একেবারে আলোকিত ও আনন্দময় হইয়া গেল। আর সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। যাঁহারা কীর্ত্তনে চলিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হাতে এক একটি দেউটি (মশাল), কটিতে তৈলের ভাণ্ড বান্ধা, গলায় ফুলের মালা, অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। পিতা একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথা—“বাপে বান্ধিলেও পুত্রও বান্ধে আপনার।” আবার কেহ কেহ একের অধিক দীপও লইলেন। কেহ কেহ আপনি লইতেছেন, আবার ভৃত্য দ্বারাও লওয়াইতেছেন! “ইতিমধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়। সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥” অর্থাৎ কোনও কোনও জন সহস্র দীপও সাজাইয়া লইলেন। অতএব—“অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার। এ দেউটি সংখ্যা করিবার শক্তি কার॥” ক্রমে লোক আসিয়া প্রভুর বাড়ী পুরিয়া গেল। তাহার পরে “কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে। পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে॥ অর্থাৎ ইহারা শ্রীনিমাইয়ের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া, মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করিতেছে, আর নবদ্বীপ যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রভুর নিজজন আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া, বহিরঙ্গ নাগরিয়াগণ বাহিরে, আর নিমাই স্বয়ং গৃহের মধ্যে। সেখানে গদাধর তাঁহার বেশবিন্যাস করিতেছেন। প্রথমে প্রভুর বদন অলকা-তিলকায় আবৃত করিবার জন্য গদাধর তাঁহার ললাটের মধ্যস্থানে ফাগুবিন্দু ও চক্ষে কজ্জল দিলেন। তারপর কেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন;—মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিলেন ও চূড়া বেড়িয়া মালতির মালা দিলেন; তারপর সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিলেন। তখন নিমাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

এবং তাঁহার আপাদ-মস্তক ঝুলাইয়া একগাছি বৃহৎ মালা গলায় পরাইলেন। নিমাইসুন্দর পট্টবস্ত্র পরিলেন ও সেইরূপ চাদর গলায় দিলেন। ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নূপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে দুই একখানি আভরণও দিলেন। শচী প্রভৃতি প্রাচীনা রমণীরা সম্মুখে থাকিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অল্পবয়স্কা তরুণীগণ আড়ালে দাঁড়াইয়া নিমাইয়ের বেশবিন্যাস দেখিতে লাগিলেন। যখন নিমাইয়ের বেশবিন্যাস গদাধর নরহরি প্রভৃতির মনোমত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

নিমাই এইরূপে কেন সাজিলেন? তিনি কি শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন? না,—বন্দুক ও অস্ত্রধারী পাঠান-সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে দমন করিতে যাইতেছেন? তিনি না, বিপক্ষদলের মধ্যে,—যাহারা তাঁহাকে চক্ষের বিষ দেখে তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? তাঁহার চূড়ায়, ফুলের মালায় ও বেশভূষায় কাজি কেন মাথা হেঁট করিবেন? কথায় বলে, "চূড়া ত মথুরায় নয়, চূড়ায় কুব্জা ভুলবে না।" বিপক্ষ লোক তাঁহার সজ্জা দেখিয়া আরো ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে। কিন্তু নিমাইয়ের এই ভুবনমোহন বেশ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবানের ভজনে দুঃখ কষ্ট নাই, ভস্মমাখা নাই, কি মাথাকুটা নাই। শ্রীভগবান্ প্রাণের প্রাণ, তাঁহার ভজনা শ্বশুরালয়ে প্রিয়দর্শন অপেক্ষাও অধিক সুখকর। সুতরাং নিমাইয়ের বেশভূষা করায় দোষ কি হইল? অবশ্য কাজি পাঠান-সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত; তাহাকে দমন করিতে হইলে অলকাতিলকা, কি আপাদ-মস্তক-লম্বিত মালতীর মালা উপযুক্ত সজ্জা নহে। কিন্তু নিমাই, পাঠানের শেল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের সহিত, ফুলের মালা দিয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি দেখাইবেন—শেল ও ফুলের মালার মধ্যে কাহার কত শক্তি। তবে

বিপক্ষগণ বিদ্রূপ করিতে পারে; কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল, পরে বলিতেছি।

নিমাই তখন ধীরে ধীরে মধ্য আঙ্গিনায় আসিলেন, আসিবার সময় সকলে দুধারে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। ধ্বনি হইল—প্রভু আসিয়াছেন, আর অমনি লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর রূপ দেখিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেই নটবর নাগররূপ দেখিয়া অনেকের নয়ন দিয়া অমনি প্রেমানন্দধারা বহিতে লাগিল। নিমাই যেন আদরে গলিয়া পড়িতেছেন, প্রসন্ন-বদনে যেন জগতের দুঃখ হরণ করিতেছেন। মধুর হাস্য করিয়া তিনি চতুষ্পার্শে চাহিলেন, আর সকলে আনন্দে গলিয়া পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাগরের শেষসীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; তাই মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতেছেন। আর আঙ্গিনার মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া "তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।" তাই মাঝে মাঝে "হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন। শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ॥ হুহুঙ্কার শব্দে সবে হইলা বিহ্বল। হরি বলি সবে দীপ জ্বালিল সকল॥"

নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদায়কে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এক দলের কর্ত্তা শ্রীঅদ্বৈত, দ্বিতীয় দলের কর্ত্তা শ্রীহরিদাস, তৃতীয় দলের কর্ত্তা শ্রীবাস, আর চতুর্থ দলের কর্ত্তা শ্রীনিমাই স্বয়ং। এই দলে থাকিলেন, নিতাই ও গদাধর,—নিতাই তাঁহার দক্ষিণে, আর গদাধর বামে। প্রথমে এই চারি সম্প্রদায় হইল বটে, কিন্তু ক্রমে শত শত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

একটু পূর্ব্বে এখানকার সহিত সেই নগর-কীর্ত্তনের তুলনা করিতেছিলাম। এখনকার সংকীর্ত্তনে, পূর্ব্বে উদ্যোগ, পরে আনন্দ আর সে সংকীর্ত্তনে, আরম্ভের পূর্ব্বেই লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে

অচেতন হইলেন, কাহারও বাহ্যজ্ঞান মাত্র রহিল না। অনেক বিলম্ব করিয়া সকল লোককে বহু দুঃখ দিয়া, যখন লোক আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছে না, সেই সময় গোধূলি আসিলেন॥ গোধূলি আসিতে না আসিতে সকলে দীপ জ্বালিলেন; আর নগরের প্রত্যেক বৈষ্ণবের বাড়ী আলোকিত করা হইল। একে জ্যোৎস্না রাত্রির আলো, তাহার সহিত এই লক্ষ লক্ষ দীপের আলোতে নবদ্বীপ দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল। তখন কীর্ত্তন করিতে করিতে, লক্ষ লক্ষ হরিধ্বনির মাঝে, প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত বাহির হইলেন। ক্রমে শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, ও শেষে স্বয়ং শ্রীনিমাই বাহির হইলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের দিবস মাত্র জনকয়েক লোক নিমাইয়ের কীর্ত্তন কিরূপ দেখিয়াছিলেন—অদ্য সেই কীর্ত্তন নবদ্বীপের তাবৎ লোক দেখিবেন। পথের দুধারে বহু স্ত্রী পুরুষ দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, আর যাঁহাদের অট্টালিকা আছে, তাঁহারা প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়াছেন। যথা—"এত সে লোকের হইল সমুচ্চয়। সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥ চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥ চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে। কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥"

নবদ্বীপের লোক কীর্ত্তনের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু কীর্ত্তন কেহ দেখেন নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাঁহার নৃত্য অনেকেই দেখেন নাই। শুনিয়াছেন, নিমাইয়ের কীর্ত্তনে ব্রজরসে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত সকলে কীর্ত্তন দেখিতে আসিলেন। কাজেই নবদ্বীপের প্রায় সমুদয় লোক এক স্থানে একত্র হইল।

নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগবান্ প্রকাশ পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। নিমাই যাইতেছেন, লোকে কিরূপ দেখিতেছেন, তাহা বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় শ্রবণ করুণ, যথা—

"জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দিব সার। চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার। চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা॥ মধুর-মধুর হাসে যিনি সর্ব্ব কলা॥ ললাটে চন্দন শোভে ভাগুবিন্দু সনে। বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে॥ আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে। সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥"

নারীগণ সঙ্গিনীদিগকে বলিতেছেন, যথা প্রাচীন পদ—"সোনার গৌরাঙ্গ নাচে, দেখ না আসিয়ে। না দেখিলে গোরারূপ মরিবি ঝুরিয়ে॥"

ইহারা যখন যাহার বাড়ীর নিকটে আসিতেছেন, তখন পুরুষে শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনি, এবং স্ত্রীলোকে হুলুধ্বনি করিতেছেন, এবং খই, বাতাসা ও ফুল ছড়াইতেছেন ; আর সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন। যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান পূর্ব্বেই গিয়াছিল। যাঁহারা দর্শন করিতে আসিলেন, তাঁহারাও প্রেমভক্তিতে গদগদ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী শূন্য পাইয়া চোরে চুরি করিতে পারিত ; কিন্তু এই আনন্দে, চুরিরূপ যে সুখ তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, তাহারা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল।

প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আসিয়া খানিক নৃত্য করিলেন। শেষে সুরধনী তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। যথা—

"আমার গৌরাঙ্গ-সুন্দর নাচে রে। ধ্রু। তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে রে॥
নাচে বিশ্বম্ভর, সভার ঈশ্বর, ভাগীরথী তীরে তীরে॥
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি, মাঝে শোভে দ্বিজরাজে॥
সোণার কমল, করে টলমল, প্রেম সরোবর মাঝে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার, হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া, বলে হরি হরি বাণী॥

বদন সুন্দর, গৌর কলেবর, দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে, যেন দেখি পাঁচ বাণ ॥
চন্দন চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত, গলে দোলে বনমালা।
ঢলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে, আনন্দে শচীর বালা ॥"

এই যে সোণার কমল প্রেম-সরোবরে টলমল করিতে করিতে যাইতেছেন, কোথা যাইতেছেন? যাইতেছেন—সেই যে অসুর চাঁদকাজী যিনি পাঠান্ সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত, তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে। আগে পাছে বহু সম্প্রদায় গান করিতেছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নিজকৃত গান তাঁহার সম্প্রদায়ে গীত হইতেছে। যথা—"তুয়া চরণে মন লাগুহুঁরে, হে সারঙ্গধর।" অর্থাৎ, হে ভগবান্! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক। এক সম্প্রদায় গাইতেছে—"বল ভাই হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম। এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥ (এই নদে অবতারে)।" অন্য সম্প্রদায়ে গীত হইতেছে—"বিজয় হইলা নদে নন্দঘোষের বালা। হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা ॥" আর এক সম্প্রদায়ে—"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।" অন্য সম্প্রদায়ে—"হরি বল মুগ্ধ লোকে হরি বল রে," ইত্যাদি।

নিমাই "শিব" "শিব" বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, যেন অঙ্গে অস্থি মাত্র নাই। কখন বা কি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন, আর লোকে দেখিতেছে, যেন ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না শ্রীমুখ হইতে ঝরিতেছে। সেই হাস্য দেখিয়া তাঁহাদের বোধ হইতেছে যে, জগৎ সুখময়, এবং শ্রীভগবান্ আমাদের নিজজন। নিমাইয়ের পদ্মচক্ষু দিয়া শতধারা বহিয়া যাইতেছে॥ তাহা দেখিয়া জীবমাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে ও অন্য জীবের প্রতি তাহাদের স্নেহ ও করুণার উদয় হইতেছে। নিমাই অঙ্গভঙ্গী করিয়া

নৃত্য করিতেছেন, আর সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গায়মান হইতেছে ; কেহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইতেছেন ; কেহ বা কোথায় যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট দাঁড়াইয়া, তাঁহার রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার হৃদয় এত কঠিন যে, কখন দ্রব হয় না, আর তিনি হয়ত নিমাইয়ের ঘোর বিপক্ষ, শত্রুতা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু নিমাইয়ের নৃত্যভঙ্গী ও রূপ দেখিয়া প্রথমে তিনি স্তম্ভিত হইলেন, পরে ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল আসিল, তিনি তখন সকল তত্ত্ব একবারে বুঝিলেন। তত্ত্বটি এই যে,—"তিনি তাঁহার" আর "তাঁহার তিনি।" কাজেই বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "এ ব্যাপার কি ? একি আকাশের চাঁদ খসিয়া পড়িয়া ভূতলে নৃত্য করিতেছে ?" কেহ বলিতেছেন, "এ কি সোণার পুতুল ? কোন্ কারিগরে এ পুতুল গড়িল ?" কেহ বলিতেছেন, "যেমন রূপ তেমনি সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে। এমন ছবি ত কখন দেখি নাই।"

"দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার। আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥ ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ সর্ব্ব ধূলাময়। নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥ সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে। পাষণ্ডীর চিত্ত-বিত্ত লাগয়ে নাচিতে॥ এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্বজন। সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ। কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন। কেহ বলে যিনি হউন মনুষ্য নহেন॥ এই মত বলে যেন যার অনুভব। অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব॥"

বিপক্ষ মধ্যে অনেকের নিমাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শত্রুতা আর রহিল না। যাঁহারা সেই নাগরবেশী রূপবান্ যুবকের নৃত্য দেখিলেন, তাঁহাদের

অনেকে উহা দেখিয়া বিরক্ত না হইয়া আনন্দ হইল, আর নিমাইয়ের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইল। অনেক বিপক্ষ বলিতে লাগিলেন,—"ধন্য জগন্নাথ মিশ্র, ধন্য শচী, যাঁহাদের এরূপ সন্তান।" কেহ এরূপও বলিলেন যে,—"ধন্য নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে।"

উচ্চ অধিকারী ভক্তেরা ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত "রাসলীলা" করিতেছেন। তাঁহারা সখী, নিমাই নন্দঘোষের বালা, আর নবদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন। তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস হওয়াতে তাঁহারা গাইতেছেন—"বিজয় হইয়া নদে, নন্দঘোষের বালা। হাতে মোহনবাঁশী, গলে দোলে বনমালা॥" তাঁহারা দেখিতেছেন, সেই নন্দঘোষের বালা তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারাও তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই জনতার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে কাহারও কষ্ট নাই, যেহেতু নিমাইয়ের "সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর।" লক্ষ লক্ষ ভক্ত, যাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই নিমাইয়ের বাড়ীতে জ্ঞানহারা হইয়াছেন; পরে সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা তখন আবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ ভাব তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। যিনি কখনও গাইতে জানেন না, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সুকণ্ঠ হইয়াছে ও তিনি গাহিতেছেন। হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন না যে, ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে অতি কর্কশ-কণ্ঠও সুমিষ্ট হয়। যথা—"মধুকণ্ঠ হইল সর্ব্ব ভক্তগণ। কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন॥' এই সমস্ত বাহিরের ভক্ত একেবারে উন্মত্ত হইলেন। ইহাদের দশা বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি। কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥ কেহ কেহ নানা মত বাদ্য গায় মুখে। কেহ কার

কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥ কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে। কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥ কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে। কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কার সনে॥"

কেহ কাহারও পানে চাহিয়া, হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন, কেহ মুখ বাজাইতেছেন, কেহ অলৌকিক বুলি বলিতেছেন, কেহ আনন্দে বৃক্ষে উঠিয়া ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছেন, কেহ অকুতোভয়ে উচ্চস্থানে উঠিয়া লাফ দিয়া পড়িতেছেন।

কেহবা ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাই পণ্ডিত; আর লোককে ডাকিয়া বলিতেছেন, "হে দুঃখী জীব! আমি আসিয়াছি, তোমাদের ভয় নাই, আমি জগৎ উদ্ধার করিব।" এই কথা শুনিয়া একজন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, "পাষণ্ডগণই জগতের অহিতকারী, আমি অদ্য জগতের সমুদয় পাষণ্ড বিনাশ করিব।" ইহা বলিয়া গাছের প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গিয়া পাষণ্ড বধ করিতে চলিয়াছেন। তখন সকলেরই দেহে অসীম বল হইয়াছে,—সহজ অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্গিতে তাহার শক্তি হয় না। কাহারও বা পাষণ্ডীর কাছে যাইতে দেরি সইল না, সেইখানেই পাষণ্ডীর নামে ভূমে কিলাইতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "হে পাষণ্ডীগণ! নিমাইপণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্, তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে ভজনা কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব।"

কেহ বা সম্মুখে যেন যমদূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন, "ওরে যমদূত! শীঘ্র যা, তোর রাজা যমকে বলগে যে, তিনি—সেই যমের যম,—স্বয়ং আসিয়াছেন, আর রক্ষা নাই। তাহার লেখক চিত্রগুপ্তকে, তাহার খাতা ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলুক। আর তোরা সকলে আসিয়া, "ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিব সংহার।" আবার আরো অশান্ত হইয়া দর্পের সহিত নিমাইয়ের পদতলে "যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে।"

এ পর্য্যন্ত কাজীর কথা আর কাহারও মনে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী-দমন করিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর বেশ ধরিয়া খঞ্জনের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন ?

"সে তরঙ্গ দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে। পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥ বোল বোল বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর। সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর॥ যজ্ঞসূত্র, ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান। ধূলায় ধূসর প্রভু কমল-নয়ন॥ মন্দাকিনী হেন প্রেম-ধারার গমন। চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥"

আবার—"অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥ সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন। তঁহি মালতীর মালা অতি সুশোভন॥"

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর লোকে অগ্রে ফুল ছড়াইতেছেন, যথা—"পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।"

নিমাই নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়া নিজের ঘাটে একটু নৃত্য করিলেন। তাহার পর ঐরূপে নাচিতে নাচিতে মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। শেষে বারকোণা ঘাট দিয়া নগরের প্রান্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন।

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ীমুখো চলিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রভু ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়া কাজীর কথা ভুলেন নাই। তখন নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন, আজ একটি বিষম রক্তারক্তির কাণ্ড হইতে চলিল। আর বিপক্ষ লোক ভাবিতেছে, "কাজীর সৈন্যগণ আসিলে সমুদয় ভাবকালি লুকাইবে। আর তখন কে কোথায় পলাইবে, আর কত লোক যে প্রাণে মরিবে তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাই পণ্ডিত দায় ঠেকিলেন।"

কয়েক দিন সন্ধ্যা হইতে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত কাজী নগরে নগরে সৈন্য লইয়া বেড়াইতেছিলেন। তারপর আপনি আপনি কি বুঝিয়া কীর্ত্তন-রোধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে দিবস সন্ধ্যা হইতে তিনি বাড়ীতেই আছেন। নিমাই যে এক দিনের মধ্যে এত বড় সঙ্কীর্ত্তন-দল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না। যথা, চৈতন্য-ভাগবতে—

"সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন। দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন। ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধি হইল। কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥ কেবা রোপিলেন কলা প্রতি ঘরে ঘরে। কেবা গায় বায়, কেবা পুষ্পবৃষ্টি করে॥ হইল সকল পথ খই-কড়িময়। কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥"

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নবদ্বীপ নগর খৈ, কড়ি ও পুষ্পময় হইয়া গেল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-সমুদ্র লইয়া নিমাই চলিয়াছেন, কাজী কাজেই কিছু জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীপাড়ার পথ ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথা মনে পড়িল, "মার্ কাজী, মার্ কাজী" বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল। কাজীর কর্ণে এই কোলাহলের শব্দ গেলে, তিনি বাহির হইয়া দেখেন যে, নগর আলোকিত হইয়াছে। ইহাতে কাজী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তথ্য জানিবার জন্য প্রহরীদিগকে বলিলেন, "দেখ ত কিসের গোল? এ কি, কার বিয়ে?" আবার কর্ণে যে ধ্বনি আসিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কীর্ত্তন হইতেছে। ইহাতে উষ্ণ হইয়া বলিতেছেন, "এ কি বিয়ে, না ভূতের কীর্ত্তন? নিমাই যদি আবার কীর্ত্তন করে, তবে সকলের জাতি মারিব। তোমরা শীঘ্র যাও।"

কাজীর লোকেরা দৌড়িয়া গিয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো জ্বালিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। এদিকে কাজী দেখিতেছেন যে, গণ্ডগোল ক্রমে বাড়িতেছে ও তাঁহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই রূপে কাজী দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। কিন্তু অসংখ্য লোক দেখিয়া তাহারা অগ্রগামী হইতে সাহস করিতেছে না। তৎপরে যখন দেখিল যে, অনেক লোক বৃক্ষের ডাল লইয়া, "মার্ কাজী, মার্ কাজী" বলিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, কারণ তাহারা দেখিল, প্রভু যে দিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, সেই দিক হইতেও বহু লোক তাঁহাকে লইতে, কি সংকীর্ত্তনে মিশিতে আসিতেছে। ইহাতে কাজীর লোকদিগের পলাইবার পথ রহিল না। কারণ তাহারা চারিদিক হইতে ঘেরা পড়িল।

এদিকে কাজী যখন শুনিলেন যে, অসংখ্য লোক তাঁহার বাড়ি আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, আর তাঁহার লোকেরা সমুদ্রে জল-বিন্দুর ন্যায় সেই লোক-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে,—তখন তিনি পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার বাড়ীটি দুর্গের ন্যায় পরিখা-বেষ্টিত না থাকায়, সৈন্য ব্যতীত বাড়ী রক্ষা করিবার উপায় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তখন সৈন্যগণ কে যে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। সুতরাং কাজী প্রাণের ভয়ে অন্তঃপুরে লুকাইলেন। এদিকে মুসলমান সৈন্যগণ সঙ্কীর্ত্তনের দলে ডুবিয়া গিয়াছে। হাতের অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে, তবুও আপনাদিগকে লুকাইতে পারিতেছে না। যথা—

"পুরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে। ভয়ে পলাইতে কেহ দিক নাহি জানে॥ মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে। অলক্ষিতে

নাচে অন্তরে প্রাণে হালে॥ যার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধোমুখ। লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক॥ অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে। আপনার দেহমাত্র কেহ নাহি জানে"

তখন কে মুসলমান, কে হিন্দু, বাছিয়া লইবার শক্তি কাহারও ছিল না। সুতরাং পাইকগণের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে লোকে চারিপাশ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প চূর্ণ করিতে যাইতেছেন; সাধারণ লোকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝিতেছে যে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে, ও তাহার বাড়ী ঘর ভাঙ্গিতে হইবে। প্রকৃতই লোকে যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভাঙ্গিল, উদ্যান ও অন্যান্য স্থানে নানাবিধ অপচয় করিতে লাগিল। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"তর্জ্জ গর্জ্জ করে লোকে করে কোলাহল। গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥ ঔদ্ধত্যে লোকে ভাঙ্গে ঘর পুষ্প বন। বিস্তারি বলিয়াছেন ইহা দাস বৃন্দাবন॥"

সে বর্ণনা এই—

"কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার। কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥ আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে। কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি হরি বলে॥ পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া। উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥ পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া। হরি বলে নাচে সব শ্রুতিমূলে দিয়া।"

নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও আর সমুদয় ভাব সম্বরণ করিলেন। শান্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাজী কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। তখন অভ্যন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে কয়েকজন ভব্যলোক পাঠাইলেন॥ সে সময় মুসলমান ও হিন্দুতে সমস্ত দেশে মর্ম্মান্তিক বিবাদ চলিতেছে। কাজী

অহেতুক যে সমুদয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহারা এখন তাঁহাকে ঘেরিয়াছে ; একে কীর্ত্তনে পাগল হইয়াছে, তাহার পরে সেই উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নিমাই আসিয়া যাই শান্ত হইলেন, অমনি সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইল ও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সে দিবস কাজীর জাতি ও প্রাণ থাকে না থাকে, এই ভয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কাজী কাঁপিতেছিলেন। এখন নিমাইপণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া কতকটা আশ্বাসিত হইলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেরূপ লোকে "মার কাজী" "মার কাজী" ধ্বনি করিতেছিল, ও কাজীর ঘর-দ্বার ভাঙ্গিতেছিল, এখন তাহারা তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই সমস্ত গোল থামিয়া গিয়াছে। তখন কাজী সেই লোকদিগের সঙ্গে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিলেন। এবং মস্তক অবনত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে করযোড়ে দাঁড়াইলেন। কাজী আসিলে নিমাই অতি সমাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং আপনিও বসিলেন, তাঁহাকেও বসাইলেন। তখন নিমাই কৌতুক করিয়া বলিতেছেন, "আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা ? আপনার বাড়ীতে আমরা আসিলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন ?" তখন কাজী মাথা তুলিয়া নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই, বরং মুখখানি যেন করুণায় পূর্ণ। ইহাতে কাজী যে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত বিচলিতও হইলেন। কারণ মনে হইতে লাগিল যেন নিমাই তাঁহার হৃদয় ধরিয়া টানিতেছেন। কাজী বলিলেন, "আমি কীর্ত্তনে বাধা দিই, আবার অনেক অত্যাচারও করিয়াছি। সেই জন্য তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ ভাবিয়া লুকাইয়া ছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ জানিয়া আসিলাম। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার

মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম-সম্বন্ধে আমার চাচা (কাকা)। তিনি তোমার নানা (মাতামহ)॥ কাজেই আমি তোমার মামা। মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে, ভাগিনে তাহা লইতে পারে না। বিশেষতঃ দেহ-সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম-সম্বন্ধ বড়। তুমি ভাগিনে, আমার বাড়ী আসিয়াছ, এ তোমার বাড়ী। আমি আর কি অভ্যর্থনা করিব?" নিমাই বলিতেছেন, "তোমার সঙ্গে আমার গুটী দুই কথা আছে। প্রথমতঃ তুমি কি অপরাধে আমাদের কীর্ত্তন রোধ করিয়াছিলে? আবার আপনি-আপনি ক্ষান্তই বা হইলে কেন? আমাকে এ সমুদয় খুলিয়া বল।"

কাজী বলিতেছেন, "সকলে তোমাকে 'গৌরহরি' বলিয়া ডাকে আমিও তাহাই বলিয়া ডাকিব। শুন গৌরহরি, কেন আমি কীর্ত্তন-রোধে ক্ষান্ত দিয়াছি; কিন্তু সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে চল সমুদায় বলিব।" নিমাই বলিলেন, "এরা সকলেই আমার নিজজন; ইহারা সকলেই এই কীর্ত্তন-রোধের তথ্য শ্রবণ করুন।" তখন কাজী বলিতেছেন, "আমার কীর্ত্তন রোধ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমার লোকজনে আমাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, আমি যদি কীর্ত্তন বন্ধ না করি, তবে বাদশাহ আমার উপর ক্রোধ করিবেন। তাহাতেও আমি কীর্ত্তনে বাধা দিতাম না। কিন্তু তারপরে তোমাদের অনেক হিন্দু আসিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, নিমাইপণ্ডিত নূতন মত চালাইতেছেন। উহা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী। হিন্দুরা মনে মনে জপ করে! হুড়পাড় দুরদাড় করিয়া নাম করিলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের জাতি গেল, তাহাকে দমন করা রাজার কর্ত্তব্য. করিলে লোকের বিরক্তি না হইয়া সন্তোষের কারণ হইবে।"

হিন্দুরা কাজীকে কি বলিয়াছিল, তাহা চরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত

আছে—"গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন। নিমাই বোলাইয়া তাঁরে করহ বর্জ্জন ॥"

কাজী বলিতেছেন, "যখন হিন্দুরা এরূপ বলিল, তখম আমি কীর্ত্তন রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবৃত্ত হইয়াই বুঝিলাম, কার্য্য ভাল করি নাই। কারণ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম যে, কীর্ত্তন রোধ করিয়াছি বলিয়া এক নররূপী সিংহ আমার উপর তর্জ্জন করিতেছেন। তৎপরে আমি কীর্ত্তনে বাধা দিতে যে সব লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'হরি হরি' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিলাম, তাহারা হিন্দুদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে, কিন্তু শেষে দেখিলাম, তাহারা যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছে। তখন তাড়না করিলে বলিল, কীর্ত্তনে বাধা দিতে গিয়া তাহাদের এই দশা হইয়াছে, মুখে হরি কি কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছে না।"

এইরূপ ঘটনা তখন মুহুর্মুহুঃ হইতেছিল। নিমাইকে কি তাঁহার ভক্তগণকে দর্শন কি স্পর্শন করিলে লোকের জিহ্বায় হরি কি কৃষ্ণনাম লাগিয়া যাইত, চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারিত না।

কাজী বলিলেন, "এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া ভাবিলাম যে, কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ইহা মনুষ্যের কার্য্য নয়, ইহাতে ঐশ্বরিক শক্তি আছে, ইহাই ভাবিয়া কীর্ত্তনে আর বাধা দিই নাই।"

কাজী নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া যখন এই কথা বলিতেছেন, তখন তাঁহার মনে এই ভাবটি ধীরে ধীরে উদয় হইতে লাগিল যে,—"এই নিমাইপণ্ডিত বস্তুটি কি?" এ প্রশ্ন পূর্ব্বেও তাঁহার মনে হইয়াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইকে দর্শন করিয়া হঠাৎ ইহার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হইল। তখন তিনি এক দৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। আর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া আনন্দ-

লহরী চলিয়া গেল। কাজী শিহরিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "সে কি তুমি?" নয়নে-নয়নে মিলিত হওয়ায় কাজী বুঝিলেন যে, প্রভু ইঙ্গিত করিলেন যে, "তিনিই সেই তিনি।" তখন আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "গৌরহরি! আমার বোধ হয় হিন্দুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন তিনিই তুমি।"

তখন দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ কাজীর একটি অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পাপ ক্ষয় হইল।"

নিমাইয়ের অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র বাস্তবিক কাজীর পাপক্ষয় হইল। তখন তাঁহার দুটি নয়ন দিয়া অজস্র ধারা পড়িতে লাগিল, আর ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় প্রভুর চরণে পড়িয়া তিনি বলিলেন, "প্রভু! তোমার উপর যাহাতে আমার ভক্তি হয়, তুমি আমাকে এইরূপ কৃপা কর।"

প্রভু আস্তে-ব্যস্তে কাজীকে উঠাইয়া বলিলেন, "তোমার নিকট আমার একটি ভিক্ষা, তুমি বল আর কীর্ত্তনে বাধা দিবে না।" তাহা শুনিয়া কাজী বলিতেছেন, "বাপরে বাপ! আমি ত দিবই না, আরও আমার বংশে তালাক দেব যে, কেহ কোনকালে যেন কীর্ত্তনে বাধা না দেয়।" এই কথা শুনিবামাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজীজীও "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ," বলিয়া নাচিতে নাচিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। এই কাজী বাদসাহের দৌহিত্র। তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে সমাজে লইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের আচার-ব্যবহার হিন্দুর মত হইল, আর তাঁহারা গৌরহরিকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অদ্যাপি

বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

প্রভুর কার্য্যের একটি নিগূঢ় রহস্য বলিতেছি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিবেন, তাঁহার যে বিষয়ে দর্প আছে, অগ্রে তাহা চূর্ণ করিয়া তারপর তাঁহাকে কৃপা করিতেন। বাহুবলে বলীয়ান কাজীকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া পরে কৃপা করিলেন। দিগ্বিজয়ী বিদ্যাবলে বলীয়ান, তাঁহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাঁহার সংসারবন্ধন মোচন করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু ভক্তিবলে বলীয়ান, ভক্তিরহস্য দেখাইয়া তাঁহাকে দমন ও শ্রীচরনস্থ করিলেন। এইরূপে নবদ্বীপ নিষ্কণ্টক হইল। গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌরঅবতারের ন্যায় করুণ অবতার আর কোন যুগে উদয় হন নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মামা কংশকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মামা কাজীকে প্রেমদান করিয়া দমন করিলেন। কাজীকে দমন করিয়া সকলে নাচিতে নাচিতে চলিলেন। যথা—"জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে। ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥" নিমাই নাচিতে নাচিতে প্রথমে শঙ্খবণিকের নগরে গমন করিলেন। শঙ্খ-বণিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? পাছে নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগে। তাহার পরে তন্তুবায়দিগের নগরে নগরে গেলেন, সেখানেও ঐরূপ। যথা—"নাচে সব নাগরিয়া দিয়ে করতালি। হরিবোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥" শেষে শ্রীধরের ভাঙ্গা কুটিরে সকলে উপস্থিত হইলেন। সেই কুটিরের দুয়ারে শ্রীধরের জলপাত্র রহিয়াছে। "কত ঠাঁই তালি তার চোরেও না হরে।" নিমাই সেখানে যাইয়াই সেই জলপূর্ণ পাত্র উঠাইয়া—শ্রীধর নিষেধ করিতে

না করিতে—সমুদয় জল পান করিলেন। শ্রীধর ইহাতে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তখন তাঁহার অঙ্গে হস্ত দিয়া চেতন করিলেন, করিয়া "প্রভু বলে, শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।"

যে অসখ্য লোক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা নিমাইকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপে জলপান করিতে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন, "তুমি ভগবান, সবারই ঈশ্বর। দৈন্য সকল স্থানেই মধুর, তবে তোমার দৈন্য কি মধুর।"

পাঠানগণ পণ্ডিতের নগরী শ্রীনবদ্বীপপুরী সৈন্যসামন্ত দ্বারা অধিকার করিয়া আছেন। শ্রীনিমাইচাঁদ এক মুহূর্ত্ত মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র করিলেন, আর এই অসংখ্য লোককে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া,—যেমন বাজীকর পুতুল নাচায়, সেইরূপে—একবার হরি বলিয়া নৃত্য করাইয়া, একবার ক্রোধে মুখে মার মার বলিয়া উত্তেজিত করিয়া,—সেই যবন সেনাপতিকে পদতলস্থ করিলেন। এইরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না। আমাদের ন্যায় সামান্য জীবে, এরূপ অবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না যে,—তাঁহার কতদূর শক্তি আছে, আর তাঁহার আহ্বানে কত লোক আসিবে ও যাহারা আসিবে তাহারা তাঁহার কতদূর বশীভূত হইবে, কি যাহারা আসিবে তাহাদের কতখানি তেজ আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের ন্যায় জীব নহেন। আবার শ্রীনবদ্বীপ পণ্ডিতের স্থান; তাহার মধ্যে অনেক আচার্য্য স্ব স্ব মত চালাইতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নবীন-অধ্যাপক, দশ জনের মধ্যে একজন, তিনি যে মত চালাইতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন; করণ নৃত্য করিয়া ভজনা পুর্বে ছিল না। তাহার পর, রাজপথের উপর, দুই পায়ে নূপুর দিয়া ও বাহু তুলিয়া নৃত্য করিয়া, ভজন করা স্বভাবতঃই লোকের নিকট হাসিবার সামগ্রী;—বিশেষতঃ নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে। নিমাই নানা কারণে নবদ্বীপের

প্রধান লোকদিগের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি রাজপথে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহাতে কুণ্ঠিত হইলেন না, বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইলেন। সামান্য জীব হইলে, এমন অবস্থায় একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ভয়ে ভয়ে পাছে পাছে থাকিতেন। কিন্তু, নিমাইচাঁদ ভঙ্গি করিয়া মাথায় চূড়া বাঁধিলেন, মুখ অলকা-তিলকায় সুসজ্জিত করিলেন, আপাদলম্বিত মালা গলায় পরিলেন, এইরূপে বর সাজিয়া সর্বাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। এরূপ অবস্থায়, এইরূপ আচরণ শ্রীভগবান্ ব্যতীত জীবে সম্ভবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে, শ্রীরূপ কান্দিয়া বলে, আমি যোগ্য নহি পদলাভে।
মুই দীন-হীন ছার, শত কোটি স্পৃহা যার, সে কেমনে শ্রীচরণ পাবে॥
শুনরে দুর্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন, যাহাতে নাহিক অধিকার।
রূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই, লাভালাভের ছাড় হে বিচার।

—শ্রীবলরাম দাস

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যথা—

"মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন। রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্কী শ্রীনন্দনন্দন॥
এই মত যতেক অবতার সকল। সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥"

এইরূপ নিমাই শুদ্ধ যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বিবিধ অবতার হন, তাহা নহে। মহাদেব কি ব্রহ্মা, কিম্বা দুর্গা প্রভৃতি শক্তিরূপাও হইয়াছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণলীলার গণ সকলের রূপও গ্রহণ করিয়াছেন,—যথা অক্রূর। অর্থাৎ তিনি নিজ দেহে কখন শ্রীকৃষ্ণ, কখন রাধা, কখন-বা অক্রূর প্রকাশ পাইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, নিমাই যখন শ্রীকৃষ্ণ কি অক্রুর হইতেন, তখন কি তাঁহার অবয়ব ঠিক শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, কি অক্রুরের ন্যায় হইত ? ইহার উত্তর দিতেছি। যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেন, তখনই নিমাই প্রায়ই বিষ্ণু-খট্টায় বসিতেন। তাঁহার অঙ্গ দিয়া সোণার প্রচণ্ড তেজ বাহির হইত। সেই আলোতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইত। নিকটে যে ভক্তগণ থাকিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অঙ্গ দিয়াও অধিক কি অল্প আলো বাহির হইত। এমন কি, গৃহের জড়দ্রব্য হইতেও আলো বাহির হইতে দেখা যাইত।

বিষ্ণুখট্টায় তেজাবৃত যে নিমাই বসিয়া, তাঁহাকে—কেহ নিমাইরূপে দেখিতেছেন, আবার কেহ-বা দেখিতেছেন নিমাইয়ের স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, বিষ্ণুখট্টায় তাঁহার ভজনীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ; আর শ্রীনিমাইও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দিলেন। আবার মহাপ্রকাশের সময় মুরারিগুপ্ত প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া আছেন; তখন প্রভু বলিতেছেন, 'মুরারি, উঠ, আমাকে দর্শন কর। তুমি হনুমান, আমি তোমার রামচন্দ্র।" মুরারি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে, রাম সীতা লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলে আবির্ভূত,—নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুরারি যে বস্তুকে রাম-সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, তাঁহাকেই সেই সময় শ্রীবাস তেজাবৃত নিমাই দেখিতেছেন। এক দিবস নিমাই দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া নিতাইকে বলিতেছেন, "আমার রূপ দেখ।" কিন্তু নিতাই কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে নিতাই রূপ দেখিতে পাইয়া আনন্দে ও ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেশ

ভাব হইল, তখন তাঁহার প্রকৃতি সমুদয় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল। তিনি মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন, আপনাকে মহাদেব বলিয়া পরিচয় দিলেন, মহাদেবের ন্যায় কথা বলিতে লাগিলেন। তবে আকৃতি যেরূপ সেইরূপই থাকিল, কি কিঞ্চিৎ অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অর্থাৎ কেহ দেখিতেছেন, দেহ প্রায় নিমাইয়ের বটে, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,—ঠিক মহাদেবের মত। "প্রায় নিমাইয়ের মত," এই নিমিত্ত বলি, যেহেতু এরূপে আবিষ্ট হইলে নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইত। যথা, শ্রীভগবান আবেশে নিমাইয়ের বর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত আর বলরাম কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন শুক্ল হইত। এই পরিবর্ত্তন সকলেই দেখিতে পাইতেন। আবার কখন কেহ কেহ নিমাইকে ঠিক জটাধারী মহাদেবের রূপেই দেখিতেন।

এখন পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পর নিমাই বসিয়া তাঁহার মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিয়া দেখেন যে, নিমাইয়ের সমস্ত অঙ্গ তেজোময়। তখন তিনি নানাভাবে ও ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। নিমাই বলিতেছেন, "আমি এই দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, আবার আসিব। যিনি রহিলেন তিনি তোমার পুত্র। তুমি এই দেহ যত্ন করিয়া পালন করিবে।" ইহাই বলিয়া নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন। সন্তর্পণে নিমাই চেতনা পাইলেন এবং তখন তাঁহার অঙ্গের সমুদয় তেজ লুকাইল; আর তিনি পূর্বকার রূপ ধরিয়া নিমাই হইলেন। সেই সময় জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না। তিনি আসিয়া ও সমুদয় শুনিয়া নিমাইকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, "সে কি বাবা! আমি কি বলিয়াছিলাম?" জগন্নাথ বলিলেন, "তুমি নাকি বলিয়াছিলে, 'আমি এ দেহ ছাড়িয়া চলিলাম, তোমার পুত্র রহিল,

তাহাকে পালন করিও।” ইহাতে নিমাই বলিলেন, “কৈ বাবা, আমি ত কিছু জানি না!”

এই লীলা মুরারিগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ইহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জড়চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জীব সে রূপ দেখিতে ও সহ্য করিতে পারে না। জীবের নয়নে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত জড়-দেহের প্রয়োজন। সেই কারণে পূর্ব্বে শ্রীভগবান শচীর গর্ভে ও জগন্নাথের ঔরসে আপনার দেহ সৃষ্টি করিলেন। সেই দেহটি শ্রীভগবানের। উহাতে অপর কাহারও প্রকাশ পাইতে কাহারও বাধা নাই। শ্রীভগবানের দেহে অক্রুর প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু অক্রুরের দেহে তদপেক্ষা যিনি ছোট তিনিই প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু শ্রীপূর্ণব্রহ্মসনাতন প্রকাশ পাইতে পারেন না। নিমাইয়ের দেহে ও অন্যান্য দেহে এই প্রভেদ।

যে দিবস প্রভুর বলরাম আবেশ হইল, সেই দিবস এ সমুদয় তত্ত্ব অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। এই অদ্ভুত বলরাম প্রকাশ মুরারিগুপ্তের বাড়ীতে হয়। তিনি স্বয়ং দেখিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্-রূপে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেরূপ, ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত।

এক দিবস প্রত্যুষেই প্রভু আবেশচিত্ত হইয়া, “মধু দাও, মধু দাও” বলিতে লাগিলেন; পরে স্বেচ্ছায় রাজপথে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। প্রভু ক্রমে মুরারিগুপ্তের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। তখন তাঁহার চেহারা ও রূপ কি প্রকার তাহা মুরারিগুপ্ত বর্ণনা করিতেছেন। যথা, কেশ এলোথেলো, অঙ্গে দুঃসহ তেজ, গমন মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, লোচন ঘূর্ণিত, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ; ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, আবার চেতন পাইতেছেন, এবং মুহুর্মুহু “মধু দাও, মধু দাও” বলিতেছেন। ইহাতে ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু

আপনার এ কিরূপ আবেশ ? আপনাতে সমুদয় আবেশ সম্ভাবনা, কিন্তু অদ্যকার এ আবেশ কি, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।"

কিন্তু নিমাই সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল মেঘগম্ভীর স্বরে বারম্বার "মধু দাও, মধু দাও" বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া তখন ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা, মুরারিগুপ্তের কড়চায়—২য় প্রক্রম ১৪শ সর্গঃ।

বিপ্রৈরুপেতো হরিনামগায়নৈঃ হৃষ্টোঽগমদ্বৈদ্যমুরারিবেশ্মনি।
তত্রাবদদ্দেহি সুধাং মধূৎকটাং প্রাচীদিবানাথ ইবাতিলোহিত ॥৪

শ্রীকবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিত কাব্য ৮ম সর্গঃ—

মদঘূর্ণিতলোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথসুন্দরঃ।
শুক্লৈর্মহোভির্গেহস্য শৈত্যং কুর্ব্বন্ননর্ত্ত সঃ॥ ২৫

তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ ও তেজ বলরামের ন্যায় শ্বেত হইয়াছে। নিমাই কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, আবার চেতনা পাইয়া নৃত্য করিতেছেন। তখন তাঁহার মেসো আচার্য্যরত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নাথ! হে প্রভো! এ তোমার কি ভাব ?" নিমাই আবেশিত-চিত্তে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই, অতএব আমাকে অনায়াসে মধু দিতে পার।" ইহাই বলিয়া, তিনি যে বলরাম ও সেই জন্য অসীম বলশালী তাহাই দেখাইবার জন্য নিকটস্থ একটী অতি বলবান্ ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি দ্বারা একটু হাস্য করিয়া স্পর্শ করিবামাত্র তিনি অতি দূরে যাইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ তবুও 'তিনি কে ?' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে, নিমাই বলিতেছেন, "আমি নীলাম্বর-পরিহিত, রৌপ্যবর্ণের পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎকায়-বিশিষ্ট যে বলরাম, তাঁহাকে দর্শন করিলাম আর তিনি

আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন।” যথা—হলায়ুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।”—চৈতন্যমঙ্গল।

আর একদিন মুরারীর বাড়ীতে নিমাইয়ের বরাহ আবেশ হয়। সে দিনও তিনি দেবগৃহে যাইয়া বলিয়াছিলেন, “এ যে প্রকাণ্ড শূকর আমার দিকে আসিতেছেন। ইনি যে আমার মর্ম্মে ব্যথা দিতেছেন।” ইহাই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া বরাহের ন্যায় হইলেন।

যাহা হউক নিমাই এইরূপে আপনাকে বলরাম বলিয়া প্রকারান্তরে পরিচয় দিলে ভক্তগণ তখন বলরামকে স্তব ও তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। নিমাই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রেমের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। শেষে তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্যের তেজ ক্রমে এরূপ বাড়িল যে নদীয়া টলমল করিতে লাগিল, আর তাঁহার হুঙ্কার ও গর্জ্জনে কর্ণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যথা ভাগবতে—

“হেন সে হুঙ্কার করেন, হেন সে গর্জ্জন। নবদ্বীপ আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥ হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড। পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড॥ টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে। ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥”

একে অতি দুর্দ্দণ্ড নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাজেই ভক্তগণ ভীত হইয়া প্রভুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিমাই যখন চেতনা পাইতেছেন, তখন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। যখন বাহ্য হইতেছে, তখন চেতন-মনুষ্যের ন্যায় দু' একটি কথা বলিতেছেন—কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়। ‘প্রাণ যায় মোর’ সবে এই কথা কয়॥’ আবার আর এক অদ্ভুত কথা বলিতেছেন,—“প্রভু বলে বাপ-কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ। মারিলেন দেখি হেন জেঠা বলরাম॥”

এ আবার কি ? নিমাই শ্রীভগবান্। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে বাপ, আর বলরামকে জেঠা কেন বলেন ? পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীভগবান্ জীব-রূপ ধরিতে পারেন, কিন্তু জীব শ্রীভগবান হইতে পারেন না। আমরা শ্রীনিমাইয়ের লীলায় দেখিতেছি যে, এই নিমাই, শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলিয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিতেছেন; গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দনে, এবং "গোবিন্দায় নমো" এই শ্লোকে তাঁহার পদ পূজা করিতে দিতেছেন; কুলবালাগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," বৃদ্ধ মাতার মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেছেন, "তোমার আমাতে প্রেম হউক।" আবার দেখিতেছি, বলরাম হইয়া "ভাই কানাই" বলিয়া ডাকিতেছেন, আর গোপী হইয়া কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরকে হারাইয়াছেন বলিয়া রোদন করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিতেছি, নিমাই দন্তে তৃণ ধরিয়া, গলায় বসন দিয়া প্রত্যেক ভক্তের নিকট, কৃষ্ণচরণে ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আর "বাপ-কৃষ্ণ, আমাকে উদ্ধার কর" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এখন পরিগ্রহ করুন। নিমাই বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া নির্ব্বোধ জীবগণের নিকট আপনার পরিচয় দিতেছেন। আবার গোপী কি বলরাম ভাবে ব্রজের নিগূঢ়রস আপনি আস্বাদ করিবার ছল করিয়া, ভক্তগণকে আস্বাদ করাইতেছেন। আর যখন "হে কৃষ্ণ! হে কৃপাময় আমি ভবকূপে পড়িয়া; হে পিতা! তুমি সন্তানবৎসল, তোমার দুঃখী সন্তানকে উপেক্ষা করিও না," বলিয়া ব্যাকুল হইতেছেন, তখন কিরূপে সাধন-ভজন করিতে হয় তাহা "আপনি যজিয়া" জীবগণকে শিক্ষা দিতেছেন। এই নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীভগবানের অন্যান্য প্রয়োজন সিদ্ধির সহিত এই দুইটি ছিল,—প্রথম জীবের নিকট আপনার পরিচয় দেওয়া, আর দ্বিতীয়, কিরূপে তাঁহাকেপাওয়া যায় তাহার উপায় দেখাইয়া দেওয়া।

নিমাই এইরূপে বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর পৃথিবী

টলমল করিতেছে। হুঙ্কার করিতেছেন, আর কর্ণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে। নৃত্য করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় এরূপ জোরের সহিত পড়িতেছেন যে, তাঁহার সমুদয় অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। পাছে তিনি মৃত্তিকায় পড়িয়া যান, এই নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহু প্রসারিয়া বিচরণ করিতেছেন। কখনও সফল হইতেছেন, কখনও বা হইতেছেন না। নিমাই মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলে, সকলে "প্রভুর প্রাণ বাহির হইল" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন ; আর তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মুখে জল দিতেছেন, বায়ু ব্যজন করিতেছেন, কোথায় বেদনা লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন ; কেহ বা উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

কতক্ষণ পরে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন উঠিয়া বসিয়া বলিতেছেন, "আমার প্রাণ গেল, আমি আর সহিতে পারিতেছি না।" ভক্তেরা বলিতেছেন, "প্রভু, ক্ষমা দিউন।" কেহ বা বলরামকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রভু! এখন প্রত্যাগমন করুন।" এমন সময় নিমাই আবার বিভোর হইয়া নিতাইয়ের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "আমার ভাই কানাই কোথা ?" ইহাই বলিয়া এমন করুন স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, যাহাতে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়। এইরূপ ভাবে কান্দিতে কান্দিতে, হঠাৎ "এই যে আমার কানাই" বলিয়া আনন্দে বলরামের নৃত্য আরম্ভ করিলেন, অমনি ভক্তগণের প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু ভক্তগণও ক্রমে সেই তরঙ্গে পড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে ভক্তগণের ভয় কমিল বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইলেন, আর নৃত্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্তু সমভাবে দুইদিন চলিল। "আনন্দে ভরল নাহি দিগ্ বিদিগে। দুই দিন গেল প্রভুর আনন্দ না ভাঙ্গে।" তখন ভক্তগণ দিশেহারা হইয়া কেবল রোদন করিতে

লাগিলেন। দুই দিবস অনবরত উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার পর নিমাই নিগূঢ় বাহ্য পাইলেন। যখন এই মহা-নৃত্য হয় তখন অনেকে অনেক প্রকার অলৌকিক দর্শন করিলেন। শ্রীরাম আচার্য্য দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশমণ্ডল নানা বেশধারী দীপ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপূরিত, যথা মুরারি গুপ্তের কড়চায়—"শ্রীরামনামা দ্বিজবর্য্যসত্তমোঽপশ্যত্তদা তত্র সমাগতান্ বহূন্। কর্ণৈকপদ্মান কমলায়তেক্ষণান্ শ্রোত্রৈকবিন্যস্ত-সুকুণ্ডলার্চ্চিষা। বিদ্যোতমানান্ সিতবস্ত্রমস্তকান্ শ্রুত্বা ততোঽন্যে ননৃতুঃ প্রহর্ষিতাঃ।" ১৯।

তথা কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্য, ৮ম সর্গে—

"শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যো দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ।
সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তীন্ মহাজনান্॥ ৪২॥
দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দিব্যস্রগ্বসনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্॥ ৪১॥
এককর্ণধৃতাম্ভোজ কর্ণপুর মনোহরান্।
উষ্ণীষপটসংশ্লিষ্ট মস্তকান্ হৃষ্টমানসান্॥" ৪৪॥

"ঐ সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকাশমণ্ডলে সমাগত মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালী বহুসংখ্যক মহাপুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যা-ভরণে ভূষিত, দিব্যমাল্য ও দিব্যবসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণযুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোজ্ঞ, পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত।"

আবার বনমালী আচার্য্য আকাশমণ্ডলে পর্ব্বতাকার সুবর্ণ নির্ম্মিত লাঙ্গল দর্শন করিলেন। যথা মুরারিগুপ্তের কড়চায়—

"তত্রৈব কশ্চিদ্বনমালিনামা পশুত্যলং কাঞ্চননির্ম্মিতং ক্ষিতৌ।
সৌনন্দনং সূর্য্যকরপ্রকাশকং সংহৃষ্টরোমাশ্রুভিরার্দ্রবিগ্রহঃ॥" ২০॥

তবে ভক্ত মাত্রেই একটি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন। নিতাই নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ভ্রমর মেঘের ন্যায় আসিয়া একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। যথা চৈতন্যচরিত কাব্য—

"তং তং গন্ধং সমাঘ্রায় মনোৎকটমতিস্ফুটং।
আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভ্রমরৈঃ পিদধে নভঃ॥" ৪১॥

এই বলরাম-আবেশে প্রভু বহু কার্য্য সাধন করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীবলরাম, যিনি সখ্যরসের আধার, তাঁহার কানাইয়ের প্রতি প্রেম কিরূপ তাহা আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদ করাইলেন। কিশোরীর প্রেম যেরূপ দুর্লভ বস্তু, বলরামের প্রেমও সেইরূপ।

অপিচ যাঁহারা শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী জীব ত্রিজগতে নাই। কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁহাদের আর একটি বিশ্বাস আছে॥ সেটি এই যে শ্রীভগবান্ নিজ জন, তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যস্ত যে, স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তাঁহাদের নিশ্চিন্ত করেন, ও স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিয়া তাঁহাদের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলরাম-আবেশে তাঁহাদের সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।



সপ্তম অধ্যায়

পশুর সমান, করিতে অজ্ঞান, যেত আনায়াসে কাল।
পরিণাম জ্ঞান, দিলে ভাগবান, ভাবিতে পরাণ গেল।
কি লাগি সৃজিলে, গোপন রাখিলে, ভাবিয়া ভাবিয়া মরি।
বলা'য়ের প্রাণ করে আনচান, দেহ পদ গৌরহরি॥

নগর-কীর্ত্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন। নগর-কীর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপে ভক্তিদান প্রভৃতি কার্য্য এক প্রকার তাঁহার শেষ হইয়া গেল। বাহিরের লোকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তাঁহার এক প্রকার রহিল না, কারণ তাঁহার নয়নে দিবানিশ কেবল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল; অভ্যাসবশতঃ দেহের কার্য্য,—যথা স্নানাহার ইত্যাদি,—সমাধা করেন। ভক্তগণ সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়া যান, কিন্তু (যথা চৈতন্য ভাগবতে)—

"কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥ ১

আর সে হাস্যকৌতুক রহিল না, আর সে কৃষ্ণকথা রহিল না, এমন কি, সংকীর্ত্তন পর্য্যন্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে বিভোর, কে কীর্ত্তন করে? কাজেই ভক্তগণ শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুকে প্রধান করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রভুর বাড়ীতে প্রভুর সঙ্গে থাকেন। নিমাইকে সকলে যখন যেখানে লইয়া যান, তখন তাঁহাকে একেবারে ঘিরিয়া থাকেন। কেন? যথা (চৈতন্য ভাগবতে)—"কেহ মাত্র কোনরূপে বলে যদি হরি॥ শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥"

এইরূপে দুষ্ট কি অবিবেচক লোকে ভক্তগণকে দুঃখ দিত। নিমাই স্নান করিয়া ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আর্দ্রবস্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন। ঘোর মূর্চ্ছা ও লোকের সংঘট্ট দেখিয়া ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীতে যাইয়া আবার স্নান করাইলেন, এবং বহুক্ষণ পরে নিমাই হরি হরি বলিয়া চেতনা পাইলেন। স্নান করিয়া নিমাই বিষ্ণুপূজা করিতে চলিলেন। পূজা করিতে বসিয়া নয়নজলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। তখন বস্ত্রখানি অশুদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। আবার পূজায় বসিলেন, আবার নয়নজলে বস্ত্র আর্দ্র হইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, শেষে বুঝিলেন যে তাঁহাদ্বারা পূজা আর হইবে না। তখন গদাধরকে অতি বিষণ্ণ চিত্তে বলিলেন, "গদাধর! আমার ভাগ্যে নাই, তুমি পূজা কর।"

আপনার রসে বিভোর, মোটে বাহ্যজ্ঞান নাই, তাতে নিমাই সংসারের কথা কি বলিবেন? শচী নিমাইয়ের এই নূতন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। শচীর দুঃখ দেখিয়া নিমাই মাঝে মাঝে বিশেষ চেষ্টা করিয়া একটু সচেতন হয়েন, এমন কি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিতও কিছু-কাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু সে অল্পক্ষণমাত্র। শ্রীনিমাইয়ের দিবা-নিশি ভেদজ্ঞান লোপ হইয়া গেল।

জ্বর সচরাচর অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যায়। যাহার জ্বর ছাড়িতে দুই পক্ষ লাগে, তাহার অষ্ট দিবসে না ছাড়িয়া আরো বৃদ্ধি পায়। যাহার জ্বর তিন সপ্তাহ থাকিবে, দুই সপ্তাহের শেষ দিবসে তাহার জ্বর না ছাড়িয়া আরো বাড়িয়া উঠে। গয়া হইতে শুভাগমন করিয়া নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভাসিতে ছিলেন। ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া

যাইবার কথা। সামান্ত জীবের এইরূপে নবানুরাগ আরম্ভ হইয়া, পরে যাহার যেরূপ আধার, সে সেইরূপ প্রাপ্তিতে শান্ত হয়; নিমাইয়েরও সেইরূপ হইতেছিল। তিনি পূর্ব্বকার ভক্তি-ধন এই নয় মাস উপভোগ করিয়া শান্ত হইতেছিলেন, হইতে হইতে আর একটি বিষম তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আবার ডুবাইয়া ফেলিল। সে তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বলক্ষণ যে সময় উপস্থিত হইল, তাহা উপরে অল্প কিছু বলিলাম। এ তরঙ্গটি কিরূপ, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

শ্রীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে অদ্বৈত এবং অন্যান্য সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞা-ক্রমে, তিনি নিজে পারুন না পারুন, নিশিতে কীর্ত্তন বন্ধ হইত না। এক দিন কীর্ত্তনে অদ্বৈত অত্যন্ত অস্থির হইলেন, অতিশয় দুঃখ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তখন আরো উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্বৈত শান্ত না হইয়া আরো অস্থির হইতে লাগিলেন। নিশি প্রভাত হইল, ক্রমে দুই প্রহর বেলা হইল। ভক্তগণ শান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

অদ্বৈত কহিলেন, "তোমরা স্নানে গমন কর, আমি বিশ্রাম করিয়া পরে যাইব।" ভক্তগণ স্নানে গমন করিলেন, অদ্বৈত ঘরের দাওয়ায় একলা বসিয়া তাঁহার মনের যে দুঃখ রূপ অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, আবার তাহাতে বায়ুবীজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের কি দুঃখ তাহা বলিতেছি। অদ্বৈত স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার দুঃখ শুনিয়া হয়ত কোন ভক্ত একটু হাস্য করিলেও করিতে পারেন। আবার কোন কোন ভক্ত, তাঁহাকে মনে মনে একটু নিন্দা করিতেও পারেন। কিন্তু হে শ্রোতা মহোদয়গণ! আপনারা কৃপা

করিয়া অতি শীঘ্র কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না। অদ্বৈতের মনে কি দুঃখ, তাহা বলিতেছি। তাঁহার মনে সেই পুরাতন, সেই চিরদিনের দুঃখ হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতেছেন,—এই যে জগন্নাথের পুত্র নিমাইচাঁদ, যাহাকে তিনি ভজনা করিতেছেন,—ইনি কি সত্যই তিনি, তাঁহার ভজনীয় বস্তু,—শ্রীনন্দনন্দন ? অদ্বৈত মনে মনে নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আমি জীবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমাত্র নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেমসরোবরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। আর আমি কি হতভাগ্য কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! এত দেখিলাম, এতবার বিশ্বাস করিলাম, কই তবুত আমার মন হইতে সন্দেহ-বীজ গেল না ? তাই বুঝিলাম, আমি অতি নরাধম, আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী ; তাহা হইবারই কথা। আমাকে না তুমি প্রণাম কর, ভক্তি কর, স্তুতি কর ? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে তুমি কি এরূপ করিতে ? নিত্যানন্দ তোমার নিজজন, তোমার দাদা ; আর আমি তোমার দাস হইতেও পারিলাম না ? কাহাকে দোষ দিব ? আমি আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম।" ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সন্দেহজ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া পিঁড়া হইতে "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, আর বাণবিদ্ধ জীবের ন্যায় ঘোর আর্ত্তনাদে সেই ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীনিমাই তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া অঝোর নয়নে,—কি মনের ভাবে তিনিই জানেন—ঝুরিতেছেন। নিত্যানন্দ স্নান করিতে গিয়াছেন, সুতরাং তখন তিনি সঙ্গে নাই। যখন শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া শ্রীবাসের ঘরের পিঁড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, তখন সেই কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না ; কিন্তু নিমাই যদিও বহু দূরে, তবু উহা

শুনিলেন, শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। আর বৎসহারা গাভীর ন্যায় এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার অচেতন ভাব তদ্দণ্ডে অন্তর্হিত হইল, আর দ্রুতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ী পানে ছুটিলেন। যে ভক্তগণ সেখানে ছিলেন, তাঁহারাও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহাদিগকে কিছু বলিলেনও না, লক্ষ্যও করিলেন না,—বরাবর শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া আঙ্গিনায় শ্রীঅদ্বৈত যে "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিয়া কাতরে গড়াগড়ি দিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, এবং তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন। অদ্বৈত শ্রীকরকমল-স্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন মেলিলেন। তখন দুই জনের চারিচক্ষে মিলন হইল। কিন্তু দুইজনের চক্ষে পৃথক পৃথক ভাব। অদ্বৈতের চক্ষু পরিচয় দিতেছে যে, তিনি অকূল পাথারে ভাসিতেছেন, আর শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে, নিমাই বলিতেছেন, "ভয় কি? এই যে আমি।" শ্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান্ ভাব।

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া বলিলেন, "এই ত আমি সম্মুখে। তুমি আর চাও কি?" অদ্বৈত এ কথার যে একমাত্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন, অর্থাৎ বলিলেন "প্রভু, তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার পরের কথায় প্রকাশ পাইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "তা বটে, তুমি যখন সম্মুখে, তখন আর আমার কিছু চাহিবার নাই। কিন্তু তুমি কে? তুমি কি সেই তুমি, যিনি আমার একমাত্র সন্দেহ—সেই শ্রীনন্দনন্দন? তুমি যে সেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে অপর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেইরূপ সিদ্ধান্তও শতবার করিয়াছি, কিন্তু তবু ক্রমে উহা নষ্ট হইয়া আবার

সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন আমার তোমাকে দর্শন করিয়া সে সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, আর তোমাকে দেখিয়া উহা ঘুচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় হইয়াছিল। এবার যে সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইল, তাহার ঠিক কি ? হয় ত, তুমি যেই দূরে যাইবে অমনি আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইবে। অতএব আর লজ্জা, ভয় কি অনুরোধে আপনার কাজ ছাড়িব না। এবার একেবারে জন্মের মত সন্দেহটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। তোমাকে আমি এরূপ পরীক্ষা করিব যে তুমি আমার প্রভু না হইলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।”

এইরূপ যখন অদ্বৈত ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনিই স্বীকার করিতেছ তোমার চাহিবার কিছু নাই, তবে ওরূপ কাতর কেন হইতেছ, তোমার কি দুঃখ বল।” তখন অদ্বৈত বলিলেন,—আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি কিছু বৈভব দেখাও। গৌরাঙ্গ বলিলেন, “কি বৈভব দেখিবে ?”

তখন অদ্বৈত বলিলেন, “তুমি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমাকে দেখাও।” অদ্বৈতের মনের ভাব এই যে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি দেখাইতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বিশ্বরূপ দেখাইতে পারেন, তবে তিনি যে “সেই” তাঁহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

অদ্বৈত যে মাত্র বলিলেন,—“বিশ্বরূপ দেখিব,” অমনি তাঁহার সম্মুখ হইতে জড়-জগৎ অন্তর্হিত হইল। আর সম্মুখে একটি তেজোময় দেহ দেখিতে লাগিলেন। সে দেহের সমুদয় অনন্ত। যখন তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করেন, দেখেন তাঁহার চক্ষু অসংখ্য। এইরূপে তাঁহার

অগণিত মস্তক, বাহু ও পদ দেখিলেন। আবার যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তাহারই সীমা পাইলেন না। ইহা দেখিয়া অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ "দেখ দেখ" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন, এবং অদ্বৈত চেতনা পাইতেছেন।

ওদিকে নিতাই প্রভুকে বাড়ীতে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শ্রীবাসের ঠাকুর-ঘরে আসিয়া পাইলেন। ঘরে কবাট বন্ধ, ভিতরে প্রভুর হুঙ্কার শুনিয়া, তিনিও বাহির হইতে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে অদ্বৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সে রূপ সম্বরণ করিলেন। অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রকৃতিস্থ হইলেন। বিশ্বরূপ দেখিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিতেছেন, "মাতাল! তোকে এখানে ডাকিল কে? নিতাই বলিলেন, "আমাকে ডাকিবে কে? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি আসিয়াছি, তুমি এখানে কেন?" অদ্বৈত তখন কাল্পনিক ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, "পশ্চিম-দেশে যার-তার ভাত খেয়ে, এখন বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে, আমাদের জাতি মারিতে আসিয়া আবার ঠাকুরের দাদা হয়েছেন!"

নিত্যানন্দ বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার অন্নে দোষ কি? তুমি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়া ঘর-সংসারী। আমি সন্ন্যাসী, আমাকে শাসন কর, তোমার প্রাণে ভয় নাই? অদ্বৈত বলিলেন, "দিনে তিনবার ভাত খাও। মাছ খাও, মাংস খাও, তুমি ত ভারি সন্ন্যাসী!" তাহার পরে আবার উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

অদ্বৈতের এইরূপ কথায় কথায় সন্দেহ কেন? কিন্তু পূর্ব্বে এ বিষয় বিচার করিয়াছি। ব্রহ্মা কি ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন

নাই। সদাশিবও কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবারও যে তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধভাব দেখাইবেন, সে আর বেশি কথা কি? শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের যে প্রেম, তাহার অবধি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আদি ও অন্ত। তিনি যে মাঝে মাঝে অতি-প্রীতিতে এরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন, তাহা বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, অদ্বৈতের এই সন্দেহ-ভাবের আরো নিগূঢ় কারণ আছে। শ্রীঅদ্বৈতের এই যে সন্দেহ-ভাব, ইহা প্রায় জীব-মাত্রেরই হইয়া থাকে। নিত্যানন্দের যে গাঢ় বিশ্বাস, উহা সামান্য জীবে ঘটে না। শ্রীভগবানে গাঢ় বিশ্বাস সহজে হয় না,—বিশ্বাস হয়, আবার যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন যে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন, বৈকুণ্ঠে ভক্তমাত্রেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ দেখাইলেন বলিয়া তিনি যে ভগবান, ইহা ঠিক প্রমাণ হইল না। তাহাই ভাবিয়া অবিশ্বাসকে আবার মনে স্থান দিয়াছিলেন।

এই গৌর-অবতারে তিনি স্বয়ং ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই, তাঁহাদের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, অধিকাংশ জীবের যে ভাব হয়, তাহা গ্রহণ করিলেন,—অর্থাৎ অবিশ্বাস। প্রথমত তিনি দেখাইলেন যে, সে সময় লক্ষ-লক্ষ লোক শ্রীগৌরহরিকে শ্রীভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, সে সহজে নহে। এখনকার সুসভ্য কৃতবিদ্য লোকে ভাবিতে পারেন যে, যাঁহারা গৌরহরিকে অবতার বলিয়া মানিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিচারশক্তি তত ছিল না। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা অদ্বৈত বস্তুটি কি তাহা একবার পর্য্যালোচনা করুন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্বয়ং মহাদেব বলিয়া জানিয়াছিলেন, আর অন্যান্য লোক তাঁহাকে মহা-

পুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পূর্ব্বে তিনি বৈষ্ণবগণের রাজা ছিলেন। অদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্টে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার রাজা উদাসীন হইয়া, "কৃষ্ণদাস" নাম লইয়া, অদ্বৈতের ঘরে পড়িয়া যখন অবতারের কথা উঠিল, তখন এমন চর্চ্চা হইয়াছিল যে, "কে কৃষ্ণ —শ্রীনিমাই বা শ্রীঅদ্বৈত?" অদ্বৈতের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তখন আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার শক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মুনিঋষি বলিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "অবতার এখনও হইয়া থাকে। একজনকে লইয়া পাঁচ জনে কোন কারণে পাগল হইয়া, তাহাকে ভগবান বলে। গৌর-অবতারও সেইরূপ। তবে গৌর-অবতার নয় কিছু বড়, আর এখনকার অবতার কিছু ছোট।" কিন্তু আপনারা একথা মনে রাখিবেন যে, অবতার ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে ছিল না। যখন গৌর-অবতার বলিয়া ধ্বনি উঠিল, তখন লোক নূতন কথা শুনিল। সুতরাং তখন অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করান একরূপ অসাধ্য ছিল। এখন সেই দেখাদেখি অবতার হইতেছে, কাজেই অবতার হওয়া সোজা।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, নদীয়ার তখন কি অবস্থা ছিল। দীধিতি গ্রন্থ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করে, এরূপ লোক এখন নাই। সে সময়ে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত ও তাপস ছিলেন। তাঁহাকে ঈশ্বরের ন্যায় সকলে মান্য করিত। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। তিনি কিরূপে ক্রমে শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, তাহা তিনি জীবগণকে দেখাইলেন। তিনি যেরূপ পদে পদে অবতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এখন ইহা অপেক্ষা অধিক সুসভ্য, সুপণ্ডিত, সুবোধ হইয়াও তুমি ইহার অধিক আর কি করিতে পার? আহা! মরি-মরি! অদ্বৈতপ্রভুর দুঃখ দেখ। অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, আর তিনি ত্রাহি-ত্রাহি করিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন।

সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর চরিত্র ধ্যান করিয়া তুমি বড় উপকার পাইবে। তুমি দেখিবে যে অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা করা আবশ্যক তিনি জীবের উপকারের নিমিত্ত তাহা সমুদায় করিয়াছেন। যদি শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় শ্রীঅদ্বৈতের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন, তবে আজ আমাদের কি দশা হইত! হে অবিশ্বাসী জীব! তুমি নিত্যানন্দের ন্যায় গা ঢালিয়া দিতে না পারিয়া, অদ্বৈতের পন্থা অবলম্বন করিতে নিরস্ত হইতে; আর মনকে ইহাই বলিয়া বুঝাইতে যে, "আমি অবিশ্বাসী, আমার দ্বারা ওরূপ গা ঢালিয়া দেওয়া চলিবে না; কাজেই ও পথ অবলম্বন করাও চলিবে না।" কিন্তু তুমি জীব, তোমার দর্শনশক্তি অল্প, সুতরাং তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত; অতএব সন্দিগ্ধ-চিত্ত বলিয়া দুঃখ করিও না। তুমি অদ্বৈতের ব্যবহার অনুকরণ কর। জোর করিয়া বিশ্বাস করিও না। সত্য বস্তু বিশ্বাস করিতে জোর কেন করিতে হইবে? তোমরা অদ্বৈতের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি কর, বুঝিয়া সুঝিয়া ভজনীয় বস্তু বাছিয়া লও। ইহা করিতে পদে পদে সন্দেহ আসিবে! কারণ সন্দেহ জীবের স্বভাবসিদ্ধ; কেবল তাহা নয়, ইহা শ্রীভগবানের প্রধান আশীর্ব্বাদ। সন্দেহ দ্বারা হৃদয়ের কর্ষণ হয় ও তাহার পরে বিশ্বাসরূপ বীজ বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। যেই পরিমাণ সন্দেহ দ্বারা হৃদয় কর্ষিত হয়, সেই পরিমাণ বিশ্বাসরূপ অঙ্কুরমূল হৃদয়ে প্রবেশ করে। তবে এক কাজ করিও। বিশ্বাস প্রার্থনীয়, অবিশ্বাস নয়। যদি মনে সন্দেহের বীজ উদয় হয়, তবে "আমি বড় বুদ্ধিমান" ইহা বলিয়া গৌরব না করিয়া, উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় "ত্রাহি ত্রাহি" করিও। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই সন্দেহের অপনয়ন করিয়া স্বহস্তে বিশ্বরূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপন করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়

একলা বসিয়া বঁধুয়া, বাঁশীর স্বরে করে গান।
বঁধুয়ার বিনোদিয়া তান, তাহে অবলার প্রাণ, আমার হরে নিল জ্ঞান,
শ্যাম আমায় পাগল কল্লে, গেল কুল শীল মান॥
ফুটলো পিরীতের ফুল, মধুভরে টলমল, উঠছে আনন্দের হিল্লোল,
রসে অঙ্গ পড়ে খসে, আহ্লাদে প্রাণ আটখান॥"

—শ্রীবলরাম দাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। এ তরঙ্গটি কি বলিতেছি। প্রথমে মনে রাখুন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকট হইয়া, তিনি কি বস্তু তাহার পরিচয় দিতেন, আর ভক্ত-রূপে প্রকটিত হইয়া সেই ভগবানকে কিরূপে ভজন করিতে হয় তাহাও শিখাইতেন। এইরূপে ভক্তভাবে গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইয়া ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন, এবং ভক্তগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন আরম্ভ করিলেন। হরিমন্দির-মার্জ্জন, নাম-সংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ভজন ও ভক্তি-পরিবর্দ্ধন করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার পার্ষদগণ শ্রীভগবানকে পাইলেন। এইরূপে আপনি ভজিয়া, ভক্তগণকে দেখাইলেন যে, ভক্তিচর্চ্চা কিরূপে করিতে হয়, আর ভক্তিচর্চ্চা করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। যখন পার্ষদগণ ভক্তিচর্চ্চা করিয়া করিয়া ভগবদ্দর্শনের উপযুক্ত হইলেন, তখন আপনি ভক্তভাব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন; এবং শ্রীভগবানের

স্বরূপ, আকৃতি, প্রকৃতি সমুদায় তাঁহাদিগকে দেখাইলেন। সুতরাং ভক্তিসাধন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন তরঙ্গ আসিল, এবং উহা দ্বারা "প্রেম" সাধন-কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বস্তু। পূর্ব্বে এই গ্রন্থে সাধুগণের পথ অবলম্বন করিয়া প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই। ভক্তিকে প্রেম বলিয়াই উক্তি করিয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু শুক্লাম্বরকে প্রেমদান করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে ভক্তিই দিয়াছিলেন॥ প্রেমের চর্চ্চা প্রকৃত-প্রস্তাবে তখনও আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুত্র উভয়ের উভয়ের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। পুত্রের পিতার উপর যে ভাব, তাহা ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, তাহা শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির কাহারও উপর প্রেমের লেশমাত্র নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। হরি-মন্দির-মার্জ্জনা শুদ্ধ ভক্তির কার্য্য। পূজা-অর্চ্চনা প্রায়ই ভক্তির কার্য্য, ব্যক্তিবিশেষে উহা বিশুদ্ধ ভক্তির কার্য্যও হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ যতরূপ সাধন করিলেন, ইহা হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি প্রধানতঃ ভক্তির সাধন। যথা প্রার্থনা, অর্চ্চনা, বন্দনা, নামকীর্ত্তন প্রভৃতি। তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান্ ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। এই ভগবান্-ভাবে বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন, আবার তখনই সে ভাব ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণ আমায় কৃপা কর" বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"ক্ষণে হয় স্বানুভাব দম্ভ করি বৈসে। 'মুঞি সেই' 'মুঞি সেই' বলি বলি হাসে॥ সেইক্ষণে 'কৃষ্ণরে বাপরে' বলি কান্দে। আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে॥" "কখনো ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ। কখনো রোদন করে বলে মুঞি দাস॥"

এইরূপে যখন তিনি কৃষ্ণদাস হইতেন, তখন নিমাইপণ্ডিত থাকিতেন, তখন নিমাইপণ্ডিত উদ্ধবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেন। যখন নূতন তরঙ্গ আসিল প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্ব গেল, নিমাইপণ্ডিতত্বও গেল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন,—না শ্রীরাধা। পূর্ব্বে নিমাই দুইরূপে প্রকাশ হইতেন,—"ভক্ত ও ভগবান"; বা "কৃষ্ণদাস নিমাইপণ্ডিত" ও "শ্রীভগবান্ নিমাইপণ্ডিত।" সে সাধনে শ্রীভগবান্ ছিলেন রাজা, কি প্রভু, দয়াময় ইত্যাদি। এখন নিমাই-পণ্ডিত হইলেন, "রাধা ও কৃষ্ণ",—নিমাইপণ্ডিতত্ব আর কিছুই রহিল না। এখন নিমাইপণ্ডিত রাধাভাবে প্রকাশ পাইয়া, কৃষ্ণকে "করুণাময়" কি "প্রভু" বলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রাণেশ্বর। পূর্ব্বে উদ্ধব ও কৃষ্ণরূপে, এখন রাধা-কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাধন কিরূপ, ও ভক্তিসাধনে ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেমসাধন কিরূপ, ও এই প্রেমসাধনে যাঁহাকে লাভ হয়, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ নহেন, মাধুর্য্যময় বস্তু। ভক্তিসাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি করুণাময়, ন্যায়পরায়ণ, বদান্যবর ও ক্ষমাশীল। প্রেমসাধনের যে সাধ্যবস্তু, তিনি পরম মিষ্ট, সুন্দর, রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি-সাধন কর, বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাইবে; প্রেম-সাধন কর, গোলকে শ্রীনন্দনন্দনকে পাইবে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এক্ষণে হইলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধাকে আলিঙ্গন করেন। কখনো "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" বলিয়া রোদন করেন, কখনো "রাধা প্রাণেশ্বরী" বলিয়া রোদন করেন! কখনো সুধোগ্দারী মুরলী বাজাইয়া "রাধা" বলিয়া ডাকেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া "এসেছ" বলিয়া আনন্দে

মূর্চ্ছিত হন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে স্নান করিতে গিয়া দেখেন যে পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। মনে হইল তিনি বৃন্দাবনে, আর যে সকল গাভী চরিতেছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের; যে ফুলবন রহিয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান; আর সম্মুখে যে সুরধুনী দেখিতেছেন, উহা কাজেই যমুনা বলিয়া বোধ হইল।

এই ভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু ভাবিতেছেন যে, তিনি রাধা—যমুনায় জল লইতে আসিয়াছেন। এই ভাবে আড়চোখে গাভীগণ ও ফুলের বন পানে চাহিতেছেন, যেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিনা দেখিতেছেন; তখন হৃদয়-মন্দির রাধাভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে,—কাজেই একটু সশঙ্কিত। সশঙ্কিত কেন?—না, পাছে কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়েন; কারণ কৃষ্ণের হাতে পড়িলেই কুলশীল সমুদায় যাইবে। আবার কৃষ্ণ আসিয়া ধরেন,—ইহাও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে নিকুঞ্জবন পানে চাহিতেছেন, আবার জটিলা সেখানে আছে কি না এই ভয়ে এদিকে ওদিকে দেখিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, যেন কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন বেশ ধরিয়া অপরূপ ভঙ্গিতে বৃক্ষে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া! নয়নে নয়নে মিলিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ স্ত্রীস্বভাবে নয়ন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—চাহিয়া রহিলেন। আর কৃষ্ণ যেন সেই সুযোগে নয়ন দ্বারা তাঁহাকে কি সঙ্কেত করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইয়া, ও বালা-স্বভাববশতঃ অতিশয় লজ্জা পাইয়া মস্তক অবনত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিছুদূর যান ও নানা ছল করিয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ক্রমে নবানুরাগিণী রাধা হইয়া ঘরের পিঁড়ায় আসিয়া বসিলেন।

এইরূপে নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। আনন্দে পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব মুহুর্মুহু অঙ্গে উদয় হইতেছে এবং নয়নে ধারার উপর ধারা পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন না। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল লাগিতেছে না, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, আপন ভাবেই ভোর,—কাজেই এক বলিতে আর বলিতেছেন। দিবানিশির প্রভেদ-জ্ঞান নাই, মন অতিশয় চঞ্চল। একবার বাহির একবার ঘর করিতেছেন, যেন বাহিরে কি দেখিতে যাইতেছেন ভক্তগণকে কি বলিতে যাইতেছেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণনাম শুনিলেই চমকিয়া উঠিতেছেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে আনন্দে চন্দ্রবদন টলমল করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহার ভক্তগণ "ভাব-নিধি" বলিয়া থাকেন। ভাব-নিধির ভাব-বর্ণনা এখানে আমরা অল্প মাত্র করিব। যদি গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড লিখিতে পারি, তখন উহার বিস্তার করিবার ইচ্ছা আছে। তবে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তেরা নিকটে বসিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিরলে থাকিতে ভাল লাগিতেছে। শ্রীনিতাইকে দেখিলে লজ্জায় জড়সড় হইতেছেন; কারণ ভাবিতেছেন,—নিতাই কৃষ্ণের দাদা বলরাম॥ সঙ্গীর মধ্যে কেবল গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম, মুরারি, আর দুই-এক জন। শ্রীনরহরি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া, ব্যাপার কি মনে মনে বিচার করিতেছেন। যথা—

"কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার বরণ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহ।
অঙ্গের ভূষণ সকল তেজল, না জানি কাহার লেহ॥

হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গচান্দে। ধ্রু।
উহু উহু করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাণি হানি কান্দে॥
তিতিয়া গেয়ল, সব কলেবর, ছাড়ে দীঘল নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেছেন, "উহু-উহু" "মলেম-মলেম" বলিতেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নয়নজলে অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে। নরহরি ভাবিতেছেন, কাহার জন্য এবং কেন প্রভু কাঁদিতেছেন? শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণকে লোভ করিয়া যেরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন, ঠিক যেন সেইরূপ। এ যে রাধার প্রেম, নরহরি কিরূপে বুঝিলেন, তাহা বলিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একটি কথা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বলিয়া ভূমিতে পড়িতেছেন, আবার উঠিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, তুমি আমাকে বাউরী করিলে!" আবার বলিতেছেন, "কৃষ্ণের দোষ কি? বিধি! এ সব তোর কার্য্য। এরূপ কেন ঘটালি? বিধি! ধিক্ তোরে! আমি দুর্ব্বলা কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব? তিনি দুর্লভ, আমি অবলা-নারী, আমাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি?" এইরূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেছেন। নরহরি সঙ্গীদের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভুর কি ভাব, তোমরা কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

কনক চম্পক গোরা চাঁদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কাঁদে॥
ক্ষণে উঠি কহে হরি হরি। "কে করিল আমারে বাউরি?"
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি॥
কহে "ধিক্ বিধির বিধানে। এমন ভোটন করে কেনে॥"
কোন্ ভাবে কহে গোরারায়। নরহরি সুধিয়া বেড়ায়॥

যিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী, তিনিযে পরম ভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবগণ তখনই পরম-পুরুষার্থ লাভ করেন, যখন শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম জন্মে। ইহার ন্যায় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? যাঁহার প্রেম হইয়াছে, তাঁহার আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা নাই; কারণ শ্রীভগবান্ তাঁহার অতি নিজ-জন, এবং নিজ-জনের কাছে কেহ কিছু চাহে না। ভগবৎ প্রেমের চরম আদর্শ—শ্রীরাধা। রাধার প্রেম কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল; এবং শ্রীধরস্বামী তাহার বিস্তার করেন। জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দ প্রভৃতি কবিগণ উহা আরও পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত "রাধাপ্রেম" অক্ষরে লেখা একটি কথামাত্র ছিল। রাধার প্রেম কিরূপ পদার্থ, তাহা কার্য্যে কেহ কখন দেখেন নাই, এবং শ্রীভগবানকে যে কেহ সেরূপ প্রেম করিতে পারেন, তাহাও অনেকে বিশ্বাস করিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাঁহার পার্ষদগণ উহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন;— শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং রাধা হইয়া, সেই প্রেমের যে কুটিল ও সূক্ষ্ম গতি, তাহ পর-পর দেখাইতেছেন।

রাধার এই প্রেম কিরূপ? ভগবানের উপর রাধার যে প্রেম, তাহা দাম্পত্য কি বাৎসল্য প্রেম অপেক্ষাও অধিক! শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা হইয়া,—সেই প্রেম যে কবির কল্পনা নহে এবং উহার স্বরূপ কি,—তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে তিনি দেহ ও সংসার-ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন, বাহ্য-জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে সুতরাং অন্য কোন চিন্তার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই—তিনি দিবানিশি কেবল কৃষ্ণের কথাই ভাবিতেছেন, কাজেই বাহিরের লোক তাঁহাকে বিহ্বলের মত দেখিতেছে। প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে বাউরী হইয়াছেন। এ প্রেমের বেগ কিরূপ, একটি কথায় তাহার আভাস দিতেছি।

যিনি প্রিয়জন, প্রীতিতে তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত মিষ্ট লাগে। এই নিমিত্ত স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রীর নাম স্বামীর নিকট বড় মধুর। কাজেই রাধা-ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণনামটি বড় মিষ্ট। সে মিষ্টতা এত অধিক যে নামটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন যে, প্রিয়জনের নাম শুনিয়া মূর্চ্ছা যায়? সুতরাং শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাব স্বীকার করিয়া, জীবকে দেখাইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সপ্রমাণ করিতেছেন। প্রভু রাধা-ভাব কেন গ্রহণ করিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থে রাধার প্রেমের কথা ত বরাবরই ছিল, কিন্তু উহা পাঠ করিয়া, কি লোকের মুখে শুনিয়া, কেহ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না ও কেহ পারেনও নাই। তাই প্রভু আপনি একেবারে রাধা হইয়া সেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। শ্রীনরহরি তখন প্রভুর ভাব বেশ বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া প্রভুকে কি প্রকার দেখিতেছেন, তাহা তাঁর একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"আরে মোর, গৌরকিশোর। ধ্রু। নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, মনের ভরমে পঁহু ভোর॥ ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়, ক্ষণে পঁহু কি সুধায়, "কোথায় আমার প্রাণনাথ?" ক্ষণে শীতে মহাকম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্ফ, "কোথা পাই যাই কার সাথ॥" ক্ষণে উর্দ্ধবাহু করি, নাচি বুলে ফিরি ফিরি, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ। ক্ষণে আঁখি-যুগ মুদে, 'হা নাথ' বলিয়া কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥ কহে দাস নরহরি, "আরে মোর গৌরহরি, রাধার পীরিতে হৈল হেন।" ঐছন ভাবিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে, বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন?"

ভক্তগণ নিকটে আসিলে, শ্রীগৌর উঠিয়া দূরে বসিতেছেন, কাহারও সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না। প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ॥ ব্যথার ব্যথী ব্যতীত, অর্থাৎ

যাহার নিকট প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়া বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত অন্ত সঙ্গ ভাল লাগে না। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সঙ্গীদিগকে ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া আপনা-আপনি কথা বলিতেছেন। কিন্তু কি বলিতেছেন, নরহরি ও গদাধর অতি নিকটে বসিয়া সমুদায় শুনিতেছেন। যথা—

গৌরসুন্দর মোর। ধ্রু। কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে, নয়নে বহিছে লোর॥ হরি অনুরাগে আকুল অন্তর, গদ-গদ মৃদু কহে। "সকলি অকাজ, কহে মনসিজ, এত কি পরাণে সহে॥ অবলা নারীরে, করে জর জর, বুকের মাঝারে পশি"। কহিছে ঐছন, পূরব বচন, অবনত মুখশশী॥ প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা, মরম কেহ না জানে। পূরব রচিত, সদা বিভাসিত, দাস নরহরি ভণে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ আপনা-আপনি বলিতেছেন, "আমি অবলা, আমার কি এত সহে?" যথা—গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়। বিরলে বসিয়া পঁহু করে হায় হায়॥ প্রিয় পারিষদগণে বুঝায় তাঁহারে। কহে "মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে। করিনু দারুণ প্রেম আপনা-আপনি, দুকূলে কলঙ্ক হৈল, না যায় পরাণি॥" এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস। মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

এইরূপ বিভোর হইয়া যে প্রভু এক ভাবেই আছেন, তাহা নহে। ক্রমেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতেছে। নবানুরাগে কিছুকাল থাকিয়া, এখন আর একটি ভাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই,—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এই সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে, বাসকসজ্জা করিতেছেন। একটু পরেই ভক্তগণ প্রভুর মনের ভাব বুঝিলেন। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্পপল্লব সংগ্রহ করিতেছেন, ভক্তগণও তাহাই দেখিয়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে গৃহের মধ্যে আনন্দের সহিত কুসুম-

শয্যা প্রস্তুত হইল। কখনও বা গদাধর, কি নরহরি, কি পুরুষোত্তমকে কিছু-কিছু সাহায্য করিতে বলিতেছেন। গদাধর বরাবর প্রভুর বেশ-বিন্যাস করিতেন। গদাধরকে সখী জ্ঞান হওয়ায় চুপে-চুপে বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি আমার বেশবিন্যাস করিয়া দাও।" গদাধর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় প্রভু আপনা-আপনি বলিতেছেন, "সখি! কাজ নাই, আমার বেশের প্রয়োজন কি? আমি না কৃষ্ণের দাসী!" শেষে গদাধরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "সখি! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ দিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত।" প্রভু তারপরেই বলিতেছেন, "এই দেখ আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরিয়াছি। আমার হৃদয়ে এই শ্যাম-পরশমণি! সখি, আমার হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবন, আর নয়নের ভূষণ সেই মধুর রূপ দর্শন।" এইরূপে গদ-গদ হইয়া প্রভু আপনার প্রতি অঙ্গের ভূষণ বর্ণনা করিতেছেন, আর দুই আঁখি দিয়া প্রেমানন্দ-ধারা পড়িতেছে। প্রভুর বাসক-সজ্জা বাসুঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

"করুণ নয়নে ধারা বহে। অবনত-মাথে গোরা রহে॥ ছায়া দেখি চমকিত মনে। ভূমে পড়ি যায় ক্ষণে-ক্ষণে॥ কমল পল্লব বিছাইয়া। রহে পঁহু ধেয়ান করিয়া॥ বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। বাসক-সজ্জার ভাব করে। বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া। বলে কিছু চরণে ধরিয়া॥"

এই পদটিকে "বাসক-সজ্জার গৌরচন্দ্রিকা" বলে। অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ লীলার ভিন্ন-ভিন্ন রস কীর্ত্তন করিবার আগে, প্রভু সেই সেই রস যেরূপে তাঁহার পার্ষদ-ভক্তগণকে আস্বাদ করাইয়াছিলেন, এবং ঐ ভক্তগণ উহা দর্শন কি শ্রবণ করিয়া যে পদ প্রস্তুত করেন, তাহাকে "গৌরচন্দ্রিকা" বলে। বাসক-সজ্জা কীর্ত্তন করিতে হইলে, উপরের পদটি; কিম্বা ঐ ধরণের একটি পদ প্রথম গাইতে হয়। এইরূপে বাসক-

সজ্জা করিয়া গদাধর, নরহরি প্রভৃতি দুই একটি সঙ্গী লইয়া প্রভু সারা-নিশি বসিয়া, শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু শব্দ শুনিলেই "ঐ এলেন" বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। "পড়ে পাতের উপর পাত, ঐ এলেন প্রাণনাথ"—এই ভাবে বিভোর হইয়া নয়ন মুদিয়া নিশি জাগরণ করিতেছেন। হে ভাবুক! হে রসিক ভক্তগণ! তোমরা এই ভাবটি এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এ ভাবকে বলে "উৎকণ্ঠা"। "উৎকণ্ঠা" কি? না, প্রিয়জনের অপেক্ষা করিয়া, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় মনে যে সমুদায় ভাবের উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। সেইরূপ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না, ইহাতে শ্রীমতীর মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। কোন আচার্য্য হয়ত শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। কিন্তু যিনি যেরূপেই বুঝান না কেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পার্ষদগণকে যেরূপে বুঝাইলেন, এরূপ আর কেহ পারেন নাই, পারিবেনও না। তিনি স্বয়ং রাধার ভাব গ্রহণ করিয়া বাসক-সজ্জা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন বন্ধু আসিলেন না, তখন উৎকণ্ঠার ভাবে আক্রান্ত হইলেন। ভক্তগণ ইহা দর্শন করিয়া এই ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় নবানুরাগ হইতে বিরহ পর্য্যন্ত পরপর সমস্ত ভাব ধারণ করিয়া পার্ষদগণকে দেখাইলেন, এবং তাঁহাদের হৃদয়ে এই সমুদায় ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভাবগুলি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাই বাসুঘোষ বলিতেছেন—

> "গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
> রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানাত কে?"

ঐ পদে আবার বলিতেছেন, "এরূপ জানাইতে শকতিইবা হইত কার?"

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ যে চৌষট্টিরস আপনি আস্বাদ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি অর্থাৎ উৎকণ্ঠা-ভাব লইয়া তাহার মর্ম্ম দেখাইতেছি। সমস্ত রসগুলি বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে আমাদের সাধ্য নাই, এবং করিতে গেলে সেও এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসক-সজ্জা করিয়া নয়ন মুদিয়া বসিলেন। ইহাতে যে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহা পার্ষদগণের হৃদয়ে বসিয়া গেল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা তাঁহারা শুনিলেন; আর সেই সব কথা বলিবার সময় তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেসব ভাব হইল, তাহা তাঁহারা দেখিলেন; এবং তিনি কোন্ কথা কি স্বরে বলিলেন, তাহাও তাঁহারা শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধরের গলা ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন, "সখি! কই কৃষ্ণ ত এলেন না? তোমরা দেখছ না, এ দিকে যে আমার প্রাণ যায়!" সঙ্গীরাও সেইভাবে বিভাবিত হইয়া, ব্রহ্মার সেই দুর্ল্লভ-রসে মগ্ন হইলেন; অর্থাৎ তাঁহারাও ভাবিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিতে আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু কৈ এখনও আসিলেন না? আবার শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-জন তাঁহাদের নিজ-জনদিগকেও এই রসের কিছু অংশ দিলেন। এইরূপে এই রসের আভাস ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন।

শুধু ইহাই নহে। যাহাতে এই রস চিরদিন সকলে আস্বাদ করিতে পারে তাহারও উপায় করা হইল। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে গিয়া তাঁহার কি ভাব হইল,—এ সমুদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণ পদ রচনা করিলেন। এই হইল "মহাজনের পদ"। এইরূপে আধুনিক কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। মহাজনগণ ব্রজলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যে ভাব দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ়তম অংশ শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে ব্যক্ত করিলেন, আর তাঁহার পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচার করিলেন।

কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারা ভাবের জীবন দেওয়া যায় না। ভাবকে জীবন্ত করিতে হইলে, তাহার দেহ সৃষ্টি ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তখন সেই শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন তুমি সেই ভাব জীবে পরিণত করিতে পারিবে। ভাবের দেহ কথা দ্বারা গঠিত হয় বটে, তবে সামান্য কথায় ভাল হয় না। ভাবের যদি সুন্দর দেহ করিতে হয়, তবে সুমধুর কবিতা দ্বারা উহা গঠন করা প্রয়োজন। দেহ গঠিত হইলে দেখিতে সুন্দর হইবে বটে, কিন্তু জীবন্ত হইবে না। সঙ্গীত দ্বারা দেহটির যখন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তখনই ভাব জীবন্ত হইবে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কুসুমশয্যা রচনা করিয়া মহানন্দে নয়ন মুদিয়া চুপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আনন্দে নয়ন দিয়া বারি ধারা পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবার কোন দ্রব্যের কথা মনে পড়িতেছে, আর উহা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, "সখি! শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত সুবাসিত জল আছে ত?" যদি থাকে তবে যাঁহারা নিকটে আছেন, তাঁহারা বলিলেন, "আছে," আর না থাকিলে তখনই ঝারিতে করিয়া আনিলেন। ক্রমে সময় যাইতেছে; আর শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে একটু অধৈর্য্যের ভাব দেখাইতে-ছেন,—একটু ছট্‌ফট্ করিতেছেন, এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। কখন বা পুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, "সখি! একটু এগিয়ে দেখ না, তাঁহার বিলম্ব হইতেছে কেন?" পুরুষোত্তম উঠিলেন এবং একটু দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "স্থির হও, কৃষ্ণ এখনি আসিবেন।" একটু পরে, শ্রীগৌরাঙ্গ "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই" বলিয়া শুইলেন। কিন্তু স্থির হইতে পারিলেন না, আবার উঠিয়া বসিলেন। তখন বলিতেছেন, "সখি! নিদ্রা ত আসে না, এখন কি করি!" ক্রমে উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে। কিন্তু

তাহাতে শরীর জুড়াইবে কেন? শেষে মৃদুস্বরে "উহু মরি" "উহু মরি" বলিতে লাগিলেন। তাহাতেও শান্ত হইতে পারিলেন না। শেষে থাকিতে না পারিয়া সঙ্গীদিগের পানে চাহিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "সখি! রাত্রি কি আর আছে? আমি বাসক-সজ্জা করিয়া এ কি অকাজ করিলাম! ছি! কি লজ্জা! এখন তিনি আসিলে, আমি আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব না।" ইহা বলিয়া,—আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া, একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কান্দিতে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, সঙ্গীরা ধরিলেন। তখন পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "সখি! কৈ আমার প্রাণনাথ ত আসিলেন না? আর আমি সহিতে পারিতেছি না! সখি, রাত্রি যে পোহাইয়া গেল?" সঙ্গীরা নানা ভাবে বুঝাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুর্ব্বার মন প্রবোধ মানিতেছে না। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "চুপ! চুপ! কি শব্দ হইল যেন! ঐ বুঝি এলেন! সখি দেখ ত? আমি একটু রাগ করিয়া বসিয়া থাকি।" কিন্তু সে শব্দ কিছুই নয়। ইহাতে কাজেই আরো অধীর হইলেন। তখন করযোড়ে অতি করুণ স্বরে, প্রাণবল্লভকে বাছা বাছা মিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমার নয়নানন্দ! তুমি কোথা? আমি মান করিব বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিয়াছ? আমি কি প্রকৃত তোমার উপর রাগ করিতে পারি! হে আমার মুরলীবদন! আমি চকোরিণী, তোমার মুখচন্দ্র-সুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ করি। আজ তোমার অধীনা পিপাসায় মরিতেছে, তুমি কৃপাবারি বরিষণ করিলে না! তুমি না আমায় বড় ভালবাসিতে? আমাকে না দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত!

সঙ্গীরাও তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ রসে ডুবিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ এই রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করিয়া যাহাতে উহা চিরকাল

সতেজ অবস্থায় থাকে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে কৃষ্ণ আইলেন না এই উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া, সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া কি বলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাহা স্মরণ করিলেন, করিয়া সেগুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন কথাগুলি প্রভুর মুখে যেরূপ শুনাইতেছিল, লিপিবদ্ধ করিয়া সে শক্তি কিছুই রহিল না। তখন ভাবিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি কবিতায় লিখিলে সেই ভাব কিঞ্চিৎ সজীব করা যাইতে পারে। তখন প্রভুর কথাগুলি দিয়া নানা জনে নানা ছন্দে কবিতা রচিলেন। শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-স্ফরিত কথা নয়, উৎকণ্ঠার সময় তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সকল ভাব হইয়াছিল, তাহাও কবিতায় লেখা হইল। এইরূপে এক এক ভাবের বহু পদের সৃষ্টি হইল। এই উৎকণ্ঠার গুটিকয়েক পদ নিম্নে দিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাবে যে উৎকণ্ঠা, উহা হইতে এই সকল পদের কথা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-ভাবের উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া বলিতেছেন, “সখি! নিশি পোহাইয়া গেল, কৈ আমার প্রাণনাথ ত এলেন না! সখি! আর ত বিরহ-অনলে আমি বাঁচি না। সখি! তোমরা আমাকে এত ভালবাস, এখন আমার বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিয়া উপকার কর। তোমরা জান যে, আমি প্রাণনাথ বিনা বাঁচি না। তোমরা প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না।” একটু থামিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আবার বলিতেছেন, “সখি! এই দেখ আমি অগুরু, চন্দন, ফুলের মালা, থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়াছি। আমি বনে বনে অন্বেষণ করিয়া, ফুল আনিয়া একটি একটি করিয়া তাহার কাঁটা বাছিলাম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগে। দেখ, আমার নিঠুর বন্ধু আমাকে কেন

আনিয়া আর এলেন না।” ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া নিম্নের পদগুলি বান্ধিলেন—

“নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না।
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাঁচে না॥
তোমরা আমার প্রিয়-সখী উপায় বুদ্ধি বল না।
তোমরা জান, মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না॥
বনে বনে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,
বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি, (কেন দিলাম ?)
কিনা, শ্যাম অঙ্গে বাজিবে বলে।
সখি! অগুরু, চন্দন, মালা থরে থরে রেখিছি।
এই দেখ মালতীর মালা আমি গেঁথেছি॥
এমন নিঠুর কালা, পর দুঃখ জানে না।
আনিয়া নিকুঞ্জ বনে এত দিল যন্ত্রণা॥”

পাঠক মহাশয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন—

“কৈ গো বৃন্দে সই, তোমার বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ ?
গগনের চন্দ্র অস্ত গেল ঐ।
করিয়া বাসক-সজ্জা, ছি ছি ছি একি লজ্জা,
আমি পেলাম সই। কৈ গো, নয়নের আনন্দ কৈ ?
কার লাগি বনে আগমন ?”

পড়ে পাতের উপর পাত, “ঐ এল প্রাণনাথ,” চমকিয়া উঠে ধনী!
“আমি গাঁথিলাম ফুলের মালা, সব শুখায়ে গেল,
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে ঐ॥”

উপরের দুটি গীতই এক অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধা উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুল হইয়াছেন। তখন পাগলিনী হইয়াছেন।

(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। (ধুয়া) একে কুলকঙ্কে, শ্যামেরি অঙ্গে, এলায়িতকেশা, ছিন্নভিন্ন বেশা, ইত্যাদি।

তাহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশা আসিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্রোধও উদয় হইতেছে। তাই রাধা বলিতেছেন,—"ত্যাজ সখি কানুর আগমন আশ, ধ্রু। রজনী শেষ ভেল কেবল নৈরাশ॥ ইত্যাদি॥" মহাজনেরা উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন, কিন্তু উহাতে প্রাণ দিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠার প্রকৃত অবস্থা তবু প্রকাশ হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন "কৈ? আমার প্রাণনাথ কৈ? সখি! ফুলের সজ্জা আমার অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে।" তাহাতে তাঁহার পার্ষদগণের মনের মধ্যে যে অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের কবিতায় দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যে করুণস্বরে, কি স্বরের ভঙ্গীতে তাঁহার মনের বেদনাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিবামাত্র হৃদয় শুধু দ্রব হয় না, উৎকণ্ঠার ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা তাঁহাদের কবিতায় প্রকাশ পাইল না।

কিন্তু করুণাময় শ্রীভগবান্ ভাব দিয়াছেন, ভাবের ভাষা কি দেন নাই? ইহা হইতেই পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে ভাবের ভাষা হইল সঙ্গীত। ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভাবগুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ করিতে না পারিয়া, সঙ্গীতের সাহায্যে উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পদে সুর বসান হইল। এই সুর বসান তোমার আমার কার্য্য নহে। কেবল তাঁহারাই পারেন, যাঁহারা ভাবে অভিভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে শুনিলেন, "সখি! আর ত আমি সহিতে পারি না।" যে স্বর-ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথাগুলি বলিলেন, তাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত হওয়ায় যাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য, তাহা তাঁহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইল; অর্থাৎ তাঁহারা সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে সুরধুনী তীরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া নীরব হইলেন। কথা কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মনের ভাব লহরী প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনায় ও কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে। কখন উর্দ্ধমুখে চাহিতেছেন, আর যেন কি দেখিয়া লজ্জায় মুখ হেঁট করিতেছেন; আবার মধুর হাসিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিতেছেন। কখন আপনা-আপনি কথা কহিতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন বা হাসিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদায় দেখিয়া রাধার নবানুরাগে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, পুরুষোত্তমের গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "উহু, আমি কি দেখিলাম! উহু, আমি কি মধুর রূপ হেরিলাম!" কিন্তু তাঁহার মনের ভাব এই কয়েকটি কথায় অতি অল্পমাত্র ব্যক্ত হইল। তবে ব্যক্ত হইল কিসে, না তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে ও গলার স্বরে। এই গলার স্বর শুনিয়া একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি দেখিলে?" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "আমি কি দেখিলাম বলিতে পারি না। আমি দিশেহারা হইয়া গিয়াছি।" অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বলিতে লাগিলেন, "আমি একটি অতি সুন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি।" ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের-রূপ বর্ণনা করিতে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা এখন সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন। কিন্তু রূপ বর্ণনা করার সময় শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বর বিকৃত হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল যে যাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তিনি যেন তাঁহার সম্মুখে। যেন তাঁহার রূপ তাঁহার নয়নে ধরিতেছে না। যেন তাঁহার রূপসুধা নয়নদ্বারা অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিতেছেন। যেন সেই পুরুষ-রত্নকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করিতেছেন। যে কণ্ঠস্বরে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে একটী রাগিণী সৃষ্টি হইল। সে রাগিণী "মায়ুর"

নামে অভিহিত হইল। ভাল কীর্ত্তনীয়ার কাছে মাথুর রাগিণীতে রূপের গীত শুনিবেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া কিরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহা কতক বুঝিতে পারিবেন। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে ক্যাফি, সিন্ধু, খাম্বাজ, বেহাগ, ভৈরবী, আলেয়া, মাপ্পার সুহা, বাগশ্রী, আসাবরী প্রভৃতি কয়েকটি দ্বারা যদিও এই ব্রজের নিগূঢ় ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠ-স্বরে যে সকল রাগরাগিণী সৃষ্টি হয়, তাহাদের শুধু আলাপেই রস প্রস্ফুটিত হয়, কথার পর্য্যন্ত প্রয়োজন করে না। এইরূপ প্রাচীন রাগ-রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখ-ক্ষরিত রসে মিশ্রিত হইয়া এ দেশে আর এক রূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

মহাজনের পদ তাহাকেই বলি যাহার ভাব ও রাগিণী বিশুদ্ধ। আনন্দ-উদ্দীপক রাগিণীতে মাথুরের ভাব হইলে রসভঙ্গ হয়। ভাব যেরূপ, রাগিণী তাহার অনুযায়ী হইলেই প্রকৃত মহাজনের পদ হইল। অনেক মহাজন এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ-শুদ্ধ-পদ সৃষ্টি করিয়া জীবের গোলক গমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ, শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। হে জীব! ভূমি-লুষ্ঠিত হইয়া এই পুরুষোত্তম আচার্য্যকে প্রণাম কর।

এইরূপে মহাজনী পদের সৃষ্টি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এ সকল পদে, জীবের ভাগ্যের নিমিত্ত রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে আবদ্ধ হইল। তাহার পর তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া সেইগুলি জীবন্ত করা হইল। তখন জীবমাত্রে এই সকল মহাজনী পদ আস্বাদন করিতে পারিল। তবে অকৃত্রিম বস্তুটি আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও ভজন করিয়া মন নির্ম্মল করা প্রয়োজন। মন নির্ম্মল না হইলে এ রস

প্রকৃতপক্ষে আস্বাদ করা অসম্ভব ; যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র দর্শনের সুখভোগ করা যায় না। এইরূপে সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার এক একটি পদ গোলকে যাইবার পথ বা একখানি ভবসাগর পারের নৌকাস্বরূপ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে,এই একটি পদ অবলম্বন করিয়া কিরূপে গোলকে যাওয়া যায় ? তাহার উত্তর পূর্ণমাত্রায় দিবার স্থান এ নয়। তবে একটি কথা মনে রাখিবেন। যে জড়জগতে আমরা বাস করি, তাহা লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। গোলকের লৌহ ও কয়লা আর কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাবগুলি ঘনীভূত হইয়া আমাদের সেখানকার বাড়ী, আহারীয় দ্রব্য, শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোলকে যাইবার একটি পথ ভাব ;—সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া সেই পথে যাইতে হয়। হে জীব ! সঙ্গীত অভ্যাস কর। এমন আশীর্ব্বাদ শ্রীভগবানের অতি অল্পই আছে। যদি কেহ বলেন যে সঙ্গীত শিখিবার স্বর কি বোধ তাঁহার নাই, তিনি অন্যায় বলেন। সঙ্গীত অভ্যাস করিতে পারে না, এরূপ দুর্ভাগ্য লোক অতি দুর্লভ। সঙ্কল্প থাকিলে জীবমাত্রই ইহা পারে।

এখন "গৌরচন্দ্রিকার" উদ্দেশ্য অনুভব করুন। মনে ভাবুন কীর্ত্তনে "উৎকণ্ঠার" পালা গীত হইবে। রীতি এই যে, শ্রীগৌরচন্দ্র এই উৎকণ্ঠার রস যেরূপে পার্ষদগণকে দেখাইয়াছিলেন, প্রথমে তাহার একটি পদ গাইতে হইবে। এই পদটি গীত হইলে, "উৎকণ্ঠার রস" বস্তুটি কি তাহা শ্রোতারা প্রথমে বুঝিবেন। ইহা দ্বারা আবার শ্রীগৌরাঙ্গের উৎকণ্ঠা-ভাব হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত হইল। আর যেই এই ভাবটি হৃদয়পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার হৃদয়ে সেই রস ততখানি সৃষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা রসের একটি "গৌরচন্দ্রিকা" শ্রবণ করুন। যথা :—

গৌরাঙ্গ চমকি, বলে "দেখ সখি, শবদ হইল কেনে।"
বন্ধু না দেখিয়া, বলিছে কান্দিয়া, "আর ত সহে না প্রাণে ॥
আসিব বলিয়া, না এল কালিয়া আশায় রজনী গেল।"
কেন বা আইনু, পুড়িয়া মরিনু, অবলা পরাণে ম'ল ॥
পড়িল ঢলিয়া, ইহাই বলিয়া, পরাণের নাহিক আশা।
কহিছে বলাই, রাধা ভাব লই, পঁহুর এরূপ দশা ॥

উপরের ছবিটি প্রথমে হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহার পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

আর গোটা দুই কথা বলিয়া এ অধ্যায় সমাপ্ত করিব। রস আস্বাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার ভাব লইয়া থাকিলে রস হয় না। সুতরাং এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নায়িকার ভাব দেখাইতেছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও দেখাইতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ একবার রাধারূপে, আবার কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। কৃষ্ণের লোভে রাধা কিরূপ ব্যাকুল, তাহা রাধাভাবে প্রকাশ হইয়া, আবার রাধার লোভে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা শ্রীকৃষ্ণভাবে প্রকাশ হইয়া জীবগণকে দেখাইলেন। রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি; আবার রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব হইল, তাহা শ্রীকৃষ্ণভাবে ভক্তগণকে দর্শন করাইতেছেন। এখন এই পদ দুইটি শ্রবণ করুন—

[১]

"আরে মোরা গোরা দ্বিজমণি ॥ রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী ॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী ধারা বহে কমল নয়নে ॥

ক্ষণে-ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মূরছায়॥
পুলকে ভরল তনু গদগদ বোল। বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল।"

[২]

"হরি হরি গোরা কেন কান্দে ?

নিজ সহচরগণ পুছই কারণ, হেরই গোরা-মুখচাঁদে॥
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে টলমল, ঝর-ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
যৈছন শিথিল, গাঁথিল মতিম ফল, খসয়ে উপরি উপরি।
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশ্বাসই পুনঃ পুনঃ, আপনার অঙ্গ নিখরিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই রাই করি, ধরণী পড়ল মূরছিয়া॥
তঁহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়া করিল কোর, কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগ-জন মন তোষে, বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥"

এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সুরধুনী তীরে গমন করিয়াছেন; যাইয়া দেখেন পুলিন ফল-বনে শোভিত। নগরে ঘন বসতি থাকায় পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত। পুষ্পবন দেখিয়া অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন মনে হইল, এবং চারিদিকেই যেন বৃন্দাবন দেখিতে লাগিলেন। কাজেই সুরধুনী যমুনা বলিয়া ভ্রম হইল। ইহাতে রাস-রসে বিহ্বল হইয়া প্রভু দ্রুতবেগে শ্রীবাসের বাড়ী গেলেন এবং ভক্তগণকে সমুদায় বাদ্যযন্ত্র সুমেল করিতে বলিলেন; আর আপনি আনন্দে ডগমগ হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ দিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ একে সেই আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছেন, আবার অনেক দিন পরে তাঁহাকে শ্রীবাস-আঙ্গিনায় পুনরায় পাইয়া ভক্তগণের তখন কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা মনে

অনুভব করুন। বাসুঘোষের নিম্নলিখিত পদে এই লীলার একটু আভাস আছে। যথা—

"বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল। যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল॥
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবনের সমান। সহচরগণ গোপী-সম অনুমান॥
খোল-করতাল গোরা সুমেল করিয়া। তার মাঝে নাচে গোরা জয়-জয় দিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস। রাস-রস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ"

ভাগ্যবান বাসুদেব সেই দিন সেখানে উপস্থিত। রাস-রসের আস্বাদ হইতেছে; এখন তিনি—সেই নাগর কোথায়? নাগর ব্যতীত রাস কিরূপে হইবে? যিনি (শ্রীগৌরাঙ্গ) আছেন তিনি ত তখন নাগর নহেন,—রাধা; কাজেই সকলের মনে কৃষ্ণ-বিরহ উদয় হইতেছে। তখন নাগর আর থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরূপ হইল, তাহা শ্রীল বাসুঘোষ নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—

"সোঙরি পূরব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা। মোহন-মুরলী গোরা অধরে লইলা॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচান্দ অঙ্গুলি চালাঞা করে সুললিত গান॥
নগরে লোক যত শুনিয়া মোহিত। সুরধুনী তীরে তরুলতা পুলকিত॥
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর স্বরে। বাসু ঘোষ ধৈরজ কিরূপেতে ধরে?

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন রাধাভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবান্ হইলেন, হইয়া শ্যামসুন্দর-রূপ ধরিয়া, রাসের রজনীতে যেরূপ মুরলী বাজাইয়াছিলেন, সেইরূপ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন। সেই মধুর মুরলী-রব শুনিয়া ভক্তগণ বিমোহিত হইলেন। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড হইল। যেমন নাগর ব্যতীত রাস হয় না, তেমনি নাগরী ব্যতীতও রাস হয় না।

কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ যদি নাগর হইলেন, তখনই গদাধর রাধা ও নরহরি মধুমতী হইলেন।

"নরহরি-ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া। শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদিয়া॥
গৌর-দেহে শ্যাম-তনু দেখে ভক্তগণ। গদাধর রাধারূপ হইলা তখন॥
নরহরি মধুমতী হৈলা সেই কালে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলে॥
বৃন্দাবন প্রকাশ হৈল সেই স্থানে। গো-গোপী-গোপাল-সনে শচীর নন্দনে॥
অধিষ্ঠান কামদেব শ্রীরঘুনন্দন। অপ্রাকৃত মদন বলিয়া নে গণন॥"

তখন সকলে দেখিলেন যে, সে স্থান ঠিক বৃন্দাবন হইয়াছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ, সখাসখী, এমন কি শ্যামলী-ধবলী প্রভৃতি গাভিগণ পর্য্যন্ত উপস্থিত। তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর সখী সব মণ্ডলী হইয়া কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখন এখানে এই গীতটি দিব—

"কালাচাঁদ-চাঁদ-চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবনী দাঁড়ালো। ধ্রু।*
শ্যামের মাথায় মোহনচূড়া, রায়ের মাথায় বেণী।
চূড়া করে ঝলমল, ঝলমল, বেণী ধরে ফণী॥
গোবিন্দদাস কহে করযোড় করি।
এই পরিবার বৃদ্ধি কর কিশোর-কিশোরী॥"

উপরে ঐ গীতটি দিবার একটি কারণ এই যে, নদীয়ার সুখের দিন আজ হইতে ফুরাইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ নবানুরাগ হইতে রাস পর্য্যন্ত সমুদায় রাধাকৃষ্ণ-লীলারস ভক্তগণকে আস্বাদন করাইলেন। যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা ছিল ও যাহা জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের

---

* ব্রজবিহারের একটি প্রধান-অঙ্গ নৃত্য। শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্যের একটি অস্ফুট-শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। এখানে সে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে বড় ক্ষোভ রহিল।

কৃপায়, তাঁহার পার্ষদগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজের সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাকি রহিল—সেটি মাথুর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ। ব্রজের ভাব-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি দুর্লভ। আমি ব্রজ-গোপী, কি আমি ব্রজের লোক, একথা মুখে বলিলে হয় না বাক্যের নূপুর পায়ে দিয়া, কি উপমার শাটী পরিয়া, গোপী সাজিলে গোপী হওয়া যায় না। অনেকে দেহ-তত্ত্ব, কি ভাগবত-তত্ত্ব, কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কার্য্য মাত্র শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়া বঞ্চনা করেন যে, তিনি ব্রজের লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপমা দিতে পারেন। কিন্তু উপমা যোজন করিতে পারিলেই মন কেন নির্ম্মল হইবে, কৃষ্ণ-প্রেম কেন হইবে? একটি উপমা শ্রবণ করুন যথা—জীবন কিরূপ? না, পদ্মের জলের ন্যায়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? যিনি হৃদয়ে বুঝিতে পারেন যে, জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতরূপে এই উপমার ফলভোগী।

তবে ব্রজের ভাব-প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুর্লভ বলিয়া কি জীব ব্রজের ভজন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীমহাপ্রভু করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের ভজন করিতে হইলে গোপীদিগের অনুগত হইয়া করিতে হয়। তুমি রাধা হইতে পার না,—তাঁহার দাসী হও; তুমি যশোদা হইতে পার না, তাঁহার গণ হও,—হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের যে লীলা তাহা উপভোগ কর। তুমি রাধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য তোমার নাই। তুমি এমন স্থলে শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করাইয়া দর্শন কর। তুমি যশোদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে নবনীত দিতে পার না, যশোদার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজ-বাসীরা যে রস-আস্বাদ করেন তাহার অংশ মাত্র পাইবে। আর যে অংশ

পাইবে, তোমার পক্ষে উহা প্রচুর হইতেও প্রচুরতর হইবে,—তুমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে।

এখানে কোন সরল স্নিগ্ধ ভক্তি-লোলুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা ব্যাপারটা কি? যদি প্রভুর লীলাকথা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিব। কিন্তু আমার জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কখন কি হয় বলিতে পারি না। অথচ বিষয়টি বড় গুরুতর। সুতরাং এ সম্বন্ধে এ স্থানে দিগ্‌দর্শনরূপে কিছু বলিতেছি। একশ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে, রাধাকৃষ্ণের লীলা সমস্ত রূপক-বর্ণনা। আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত আছেন তাঁহারা বলেন এ সমুদায় সত্য। অপর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাঁহারা বলেন যে. এ লীলা সত্য কি মিথ্যা ইহা বিচারের প্রয়োজন নাই। এ ঐতিহাসিক বিচারের সহিত ব্রজের নিগূঢ়রস আস্বাদনের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তর এখানে এইমাত্র দিব যে, যাঁহারা গাঢ়রূপে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে লীলা স্ফুর্ত্তি হয়। তাঁহারা সে লীলার বৃন্দাদেবী, ও তাঁহাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন। ব্রজের নিগূঢ়রস হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটি অবস্থা-বিশেষের প্রয়োজন। সে অবস্থাবিশেষ লাভ করিতে সাধন ভজন ও সময় আবশ্যক। আমার "কাঁলাচাঁদ-গীতা" নামক গ্রন্থ. আমি ব্রজের নিগূঢ়রস বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি এবং পাঠকগণের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি সচিত্র করিয়াছি। সে যাহা হউক, প্রেমের ভজন সম্বন্ধে এখানে গুটি দুই প্রয়োজনীয় কথা বলিব। শ্রীভগবানকে জীবন্ত- প্রীতি দ্বারা ভজনা করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি ভজিয়া শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া মুখে সম্বোধন করা অতি সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে রসের

উদয় হইবে না। যে পরিমাণে একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে উহা চিত্ত মুগ্ধ করে। কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জীবন্ত ছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলোক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে বল্লভ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার কি দয়ার উদয় হয়॥ সেইরূপে যদি কোন জীব নিরাকার ভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে সেটি কি হয়? না,—একটি নির্জীব কবিতা বই আর কিছু নয়। অতএব যদি তুমি স্ত্রীলোক হও, এবং শ্রীভগবান্ পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণনাথ বলিতে পার,—তাঁহাকে প্রাণনাথ বলিবার অধিকার তোমার জন্মে। কিন্তু যখন তুমি তাহা পার না, তখন শ্রীশ্যামের বামে কিশোরীকে দাঁড় করাও, করাইয়া তুমি তাহাদের যুগল-বিলাসের সহায়তা কর। এই নিমিত্ত ভগবানের মানবলীলা ব্যতীত তাঁহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে পারে না। বৌদ্ধ মুসলমান কি খ্রীষ্টান, ইঁহারা কিঞ্চিৎ-মাত্র লীলা পাইয়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রজের নিগূঢ়-রস আস্বাদন করিবার মত ভগবৎ-লীলা ইঁহাদের কিছুমাত্র নাই।

এখন শ্রীভগবানকে বিশুদ্ধ অকৈতব-প্রেমের দ্বারা ভজন করিতে কি কি প্রয়োজন, বিবেচনা কর। প্রথম, শ্রীভগবানের ঠিক মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার একজন মাতা কি পিতা কি উভয়ই থাকা চাই। তাঁহার ভ্রাতা চাই, স্ত্রী কি প্রণয়িনী চাই। তাঁহার মাতা না হইলে কে তাঁহাকে বাছা বলিয়া ডাকিবে? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি ভাই বলিয়া ডাকিবে? কেই বা প্রাণনাথ বলিয়া ডাকিবে? তুমি ত ইহার কিছুই পার না। শুধু তাহাও নয়, তাঁহার যে শুধু একজন মা চাই

তাহা নহে, তাঁহারা নিজেরও একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দুরন্ত শিশু হওয়া চাই। তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের সৃষ্টি হইবে না। তাঁহার একজন সখা হইলেই হইল না, সখার সহিত তাঁহার খেলা করা চাই ; আর তাঁহার নিজেরও ক্রীড়াশীল ও সরল হওয়া চাই, তাহা না হইলে সখ্যরসের স্ফূর্ত্তি হইবে না। সেইরূপ, শুধু যে তাঁহার একটি প্রণয়িনী চাই তাহা নহে মধুর-রস পুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার নিজের নবীন সুন্দর পুরুষ হওয়া চাই, আর তাঁহার প্রণয়িনীরও লাবণ্যময়ী হওয়া চাই। ব্রজরস স্ফূর্ত্তি করিতে কি কি প্রয়োজন, তাহা এখন অনায়াসে বুঝা যাইবে। উহাতে সুন্দর-নাগর চাই, নিভৃত নিকুঞ্জ-বন চাই, সঙ্কেত-বাঁশী চাই, জটিলা চাই। আর চাই কি ?—না, নবানুরাগ, বাসকসজ্জা, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, রাস প্রভৃতি। তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস করিতে না পার তবে একটি বুদ্ধির কার্য্য করিও। মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুরোধে যতদুর পার, বিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তুমি সমুদায় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ভ কর—তাহাতেও ক্ষতি নাই। দেখিবে, কিছুকাল পরে সে সমুদায় ভাব ঘুচিয়া তোমার হৃদয়ে ব্রজলীলা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের নবীন-নটবর-নাগর জয়যুক্ত হউন! যাহার মধুর মুরলীরবে ব্রজাঙ্গনার নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে, তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি ব্রজ-বধূর মুখ-কমল-মধু লুণ্ঠন করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন! যিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জয়যুক্ত হউন

নবম অধ্যায়

নিজ জন নিঠুর, আনে দয়া প্রচুর,
ভক্তজনে চঞ্চল, আনে গভীর অটল,
নব অনুরাগ সুধা ভৃঙ্গ।
যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,
সব সুধা বরিষণ, প্রেম অঙ্কুরেতে শিশির সিঞ্চন,
বলরাম দাস মাগে সঙ্গ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কখন কখন আপন ইচ্ছায় শ্রীবাসের বাড়ী সঙ্কীর্ত্তনে যাইতেন। এইরূপ কি ভাবে একদিন সেখানে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত ভক্ত মহানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন, সে আনন্দে ভক্তগণের বাহ্যজ্ঞান নাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং তাঁহার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন সময় একজন দাসী ব্যস্ত হইয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

শ্রীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক; তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। অভ্যন্তরে রমণীরা তাহার সেবাশুশ্রূষা ও রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার এই পুত্র যে সাংঘাতিক রোগে মারা যাইতেছে, তাহাতে শ্রীবাসের মনে বিশেষ চিন্তা নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি যাঁহার, তাঁহার পুত্র যাঁহার, যিনি জীবমাত্রের গতি, সেই তিনি আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। কাজেই শ্রীবাস রোগাক্রান্ত পুত্রকে রমণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

ডাকিবামাত্র দাসীর সহিত শ্রীবাস দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। তখন কেবলমাত্র চারিদণ্ড রাত্রি হইয়াছে। পুত্রের কাছে যাইয়া দেখেন যে, তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক তারকব্রহ্ম-নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী প্রভৃতি রমণীরা কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্রীবাস বিনীতভাবে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, "যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র মহাপাতকীও নিত্যধামে যায়, সেই শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। সুতরাং আমার পুত্রের যে ভাগ্য তাহা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত লোভ করিতে পারেন। যদি তোমাদের পুত্রের উপর প্রকৃতই স্নেহ থাকে, তবে তোমরা আনন্দ-উৎসব কর। সে শুভক্ষণে জন্মিয়াছিল, নৃত্যকারী শ্রীভগবানের সম্মুখে সে দেহত্যাগ করিল, এই কথা মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে। তোমরা স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল জাতি, যদি আমার এই কথায় মনকে সান্ত্বনা করিতে না পার, তবে অন্ততঃ কিছুকাল ক্রন্দন স্থগিত কর। এমন কি, বাহিরে যে ভক্তগণ আছেন তাঁহারা যেন এই ঘটনার বিন্দুমাত্রও জানিতে না পারেন। কারণ, এই কথা প্রকাশ হইলেই দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে, আর তাহা হইলে আমার প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে।" অতএব, (যথা চৈতন্যভাগবতে)—"কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥" শ্রীবাস বলিতেছেন, "যদি ক্রন্দন-কলরব শুনিয়া প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হয়, তবে আমি তদ্দণ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীবাসের স্ত্রী, ও বাড়ীর অন্যান্য রমণীরা, কতক বুঝিয়া, কতক অনুরোধে, আর কতক ভয়ে, ক্রন্দনে ক্ষান্ত দিলেন, ও অভ্যন্তরের আঙ্গিনায় মৃতপুত্রকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন,—এ সংবাদ কাহাকেও জানিতে দিলেন না। আর, শ্রীবাস প্রফুল্লিত মুখে কীর্ত্তনস্থানে

আসিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কাজেই ভক্তগণ তখন ইহা জানিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু ঐ কথা অধিকক্ষণ গোপন থাকিবার নহে,—কাজেই ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কারণ যিনিই এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন কি, যে শ্রীবাস সদ্য পুত্রশোকরূপ-বাণে বিদ্ধ, তিনি দুই বাহু তুলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই ভক্ত তখন শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চাহিতেছেন; আর ভাবিতেছেন, "প্রভু, এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার সাধ্য? এই শ্রীবাস তোমার একান্ত প্রিয়, ইহার হৃদয়-মাঝারে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই তুমি, তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছ, সেই তুমি তাঁহার একমাত্র পুত্র হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি তাঁহার চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত হইল না, বরং তাঁহার চিত্তে আনন্দ ধরিতেছে না। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ভক্ত!"

প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদের মন নিতান্ত মায়াজালে আবদ্ধ তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে, প্রভু এ কার্য্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তাঁহার সম্মুখে, সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে, কোন বিপদ আসিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল না। কিন্তু হে মুগ্ধ-জীব! তুমি কি আমি ভগবান্ নহি, তুমি আমি শ্রীবাসও নহি,—কাজেই তুমি আমি তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাপকও হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই ঘটনা দ্বারা জগতে একটি কথার উৎপত্তি হইল। সে কথা পূর্ব্বে জগতে ছিল না, সেই কথায় লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে। এই অবতারের সমুদায় কাণ্ডই জীব-শিক্ষার নিমিত্ত। এই লীলা দ্বারা

শ্রীভগবান্ দেখাইলেন যে,—তোমরা যাহাকে দুঃখ বল, ভক্তের নিকট তাহা সুখ। পুত্রশোক অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই। শ্রীবাস মর্ম্মে মর্ম্মে এই বিষম আঘাত পাইয়া, সেই শেল বুকে করিয়া, ভক্তিবলে কি করিল, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন।

তবে তোমরা বলিতে পার যে, শ্রীভগবান্ শ্রীবাসকে কেন এত দুঃখ দিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবাস একটুও দুঃখ পান নাই। যাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, শ্রীভগবান তাঁহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, পুত্রশোকে তাঁহার কি করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু থাকিত, তবে তোমারও ঐ অবস্থায় দুঃখ হইত না। তাহার পর, আর একটি কথা সকলেরই জানা উচিত। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা ইহকালকে স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত। তাঁহাদের নিকট মৃত্যু "চির-বিয়োগ" নয়,—মৃত্যু তাঁহাদের নিকট "নূতন-জীবন ও চির-মিলন।"

বলিয়াছি যে, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের বিষয় শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, একবার শ্রীবাসের, একবার প্রভুর মুখ পানে চাহিতেছেন। এইরূপে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যও ক্ষান্ত হইল। যখন সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গেল, তখন গৌরাঙ্গের বাহ্য হইল। বাহ্য পাইয়া তিনি ভক্তগণের পানে চাহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "কেন আমার অন্তর কান্দিয়া উঠিতেছে?" তখন শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার বাড়িতে কি কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে? কীর্ত্তনে কেন আমার সুখ হইতেছে না? আমার প্রাণ কেন কান্দিতেছে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমার বাড়ীতে, সুতরাং দুর্ঘটনা অসম্ভব।" প্রভু এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

তখন তিনি ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে শীঘ্র বল পণ্ডিতের বাড়ীতে কি কোন বিপদ হইয়াছে?" তখন ভক্তগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। প্রভুকে দুঃখের কথা কেহই বলিতে চাহেন না। কিন্তু শেষে বলিতে হইল। ভক্তগণ তখন কহিলেন, "শ্রীবাসের পুত্র পরলোকগত হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সে কি! কতক্ষণ?" ইহাতে পার্ষদগণ বলিলেন, "এই ঘটনা চারি দণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন, তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল। প্রভু শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া তাঁহার বদনের ভাব দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "শ্রীবাস! তুমি ধন্য! তুমি অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে।" কিন্তু তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাগ করিব? এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। শ্রীবাস তখন প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস যখন বলিলেন, "প্রভু! পুত্রশোক সহিত পারি, কিন্তু তোমার নয়নজল দেখিতে পারি না, প্রভু শান্ত হও, আমার দুঃখ নাই, দুঃখের সম্ভাবনাও নাই," তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শান্ত হইলে, সকলে সেই মৃত শিশুকে বাহিরে আনিয়া শোয়াইলেন। প্রভু তখনই তাহার নিকট যাইয়া ও তাহাকে জীবিত ভাবিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রভুর প্রশ্ন করিবামাত্র সেই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, আর শিশু কথা কহিতে লাগিল! এই

অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে আসিলেন। শ্রীবাসের পরিবারবর্গ ও ভক্তগণ মৃতশিশুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছামত মৃতশিশু উত্তর করিতেছে, যথা, "আমার এ জগতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। প্রভু! কৃপা কর, যেন তোমার চরণে মতি থাকে।" ইহা বলিয়াই তাহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

যখন মৃতপুত্র এইরূপ কথা কহিল, তখন মৃতশিশুর জননী প্রভৃতি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণরূপে জীবিত আছে। শোক জীবের প্রধান দুঃখ। এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বে রমণীগণ মৃতস্বামীর সহিত সহমরণে গমন করিতেন। শোকের কারণ আর কিছু নয়। যিনি শোকাকুল, তিনি ভাবেন যে, তাঁহার প্রিয়জন চিরকালের নিমিত্ত ধ্বংস হইয়া নীরব হইল। আর সে কথা কহিবে না, আর তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। যদি তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি যাহাকে মৃত ভাবিতেছেন, সে জীবিত আছে, তাহা হইলে শোকজনিত দুঃখের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়। মৃতশিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী পর্য্যন্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং আনন্দে পরিপূরিত হইলেন। শ্রীবাসের চারি ভাই একেবারে প্রভুর চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভুকে দেহ, গৃহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিলেন॥ আর একবার বলি কেন, না তাঁহারা পূর্ব্বে এইরূপ বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিলেন, "শ্রীবাস! যখন সংসারে আসিয়াছি, তখন তোমাকে ইহার নিয়মের অধীন থাকিতেই হইবে। তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে ক্লেশ পায়, কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে। তবু তুমি আমার নিজ-জন, যথাসাধ্য তোমাকে একটি সান্ত্বনা বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র পরলোকগত হইয়াছে, তেমনি আমি আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার

পুত্র রহিলাম।” এই কথা শুনিয়া সকলেই শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পরে ভক্তগণ মৃতদেহ লইয়া সৎকার করিতে গেলেন।

সকলেই শোক দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা কেহই ভুলিতে পারিলেন না। সে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধিয়া রহিল। সকলেই বিষণ্ণচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু ও কি কথা বলিলেন? প্রভু যে বলিলেন, এরূপ সঙ্গ কিরূপে ছাড়িবেন, তবে কি তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন? প্রভু ত্যাগ করিয়া গমন করিলে ত একজনও প্রাণে বাঁচিবে না। সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথাটি এরূপ মর্ম্মভেদী যে, উহা লইয়া পরস্পর আলোচনা করিতেও পারিলেন না। সকলেই মনে মনে রাখিলেন।

দশম অধ্যায়

আজু কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।ধ্রু। কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ান॥
চৌদিকে ভক্তগণ কান্দি অচেতন। গৌরাঙ্গ এমন কেনে না বুঝি কারণ॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। কত সুরধুনী গোরার আঁখিযুগে ঝরে॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস। শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাষ।

মাঝে মাঝে এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে দুই একটি কথা বলিতেন, কি কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু অন্য সময় একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একদিন ভক্তগণ শ্রীনিমাইকে বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে যে আনন্দময় ভাব ছিল তাহা হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ

হইলে মুখে যেরূপ চিন্তার নিদর্শন দেখা যায়, সেইরূপ ঘোর উৎকণ্ঠায় তাঁহার মুখচন্দ্রিমা মলিন করিল। ভক্তগণ বুঝিলেন যে, কোন ঘোর উদ্বেগ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সে চিন্তাটি কি কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এরূপ সাহসও কাহারও হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও ফল নাই, যেহেতু প্রভু হয়ত প্রশ্ন শুনিতে কি বুঝিতে পারিবেন না, বা উহার উত্তরও দিবেন না। নিমাই আপনার ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ চতুষ্পার্শে বসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাঁহার চক্ষে জল নাই, যেন হুতাশে নয়নের জল শুকাইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কি অস্ফুট স্বরে "হায় হায়" করিতেছেন! শচী পুত্রের এই হৃদয়বেদনা দেখিয়া দুঃখে রোদন করিতেছেন, কিন্তু নিমাইয়ের মনে কি দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কিরূপে সে দুঃখ অপনয়ন করিবেন, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছেন না।

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক চাহিতেছেন, কখনও বা একটু উঠিয়া উঁকি মারিতেছেন, যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প একটু শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিতেছেন ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে। কখন বা শব্দ শুনিয়া নিকটস্থ ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা দেখ ত কে এলো।" এই কথা শুনিয়া কেহ বাটীর বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, "কৈ? কেহ ত আসে নাই।" তখন আবার নিমাই একটু শান্ত হইলেন। "আবার উঁকি মারিতে লাগিলেন এবং কোন শব্দ হইলে অমনি বলিলেন, আবার দেখিয়া আইস, কেহ আসিয়াছেন কি না।" নিমাই কেন এইরূপ করিতেছেন, কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময় গোপীনাথ সিংহ আসিয়া উপস্থিত।

তাঁহার পানে অতি কাতরভাবে চাহিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "অক্রুর! তবে তুমি সত্যই আসিয়াছ? সত্যই আমাকে অনাথা করিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবে?" এই বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কি?

শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলারস সমুদায় স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া এখন শ্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণ-লীলার আর একপদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। শ্রীনবদ্বীপে এখন "অক্রুর-সংবাদ" পালা আরম্ভ হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এই ভাব বিন্ধিয়া গেল যে শ্রীঅক্রুর আসিতেছেন, আসিয়া তাঁহার কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

এখন উপরের বাসুঘোষের পদটি অনুভব করুন। অক্রুর আসিয়া কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন। অক্রুর আসিতেছেন, আগতপ্রায় কিন্তু,কখন আসিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্রীনিমাই বিভোর। কাজেই উদ্বেগে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, একটু উঠিয়া মুহুর্মুহু উঁকি মারিতেছেন। কোন শব্দ শুনিলেই "কে এলো" বলিয়া ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। একটু শব্দ হইলেই ভাবিতেছেন, "এই এসেছে!"

এখন মথুরার লীলা আরম্ভ হইতেছে। কাজেই শ্রীনিমাই অক্রুরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে ভাব ফুটিতে লাগিল। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ এই রসে এত বিভোর হইলেন যে অক্রুর আসিয়া যেন তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন, আর তিনি অক্রুরকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "অক্রুর, আমার কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না" ইহা বলিয়া এরূপ কাতরস্বরে মিনতি করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা চারিপার্শ্বে বসিয়া প্রভুর ভাব লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীনিমাই আবার বলিতেছেন, "অক্রুর! কৃষ্ণ আমার যতনের ধন, মথুরা স্বার্থ-পরতার স্থান, সেখানে তাঁহার যত্ন হইবে না। তাঁহার হৃদয় ভালবাসার

গঠিত, তিনি ব্রজ ফেলিয়া যাইতে মর্ম্মাহত হইবেন।" নিমাই এইরূপ বলিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন যে, তাঁহার কথা না শুনিয়া অক্রুর তবুও কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তখন আবার বলিতেছেন, "অক্রুরের দোষ কি, আমার কপালের দোষ। বিধি আমার কপালে কৃষ্ণ-বিরহ লিখিয়াছেন, অক্রুর কেবল সেই নির্ব্বন্ধ পালন করিতেছে মাত্র।" শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মুহূর্ত্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া মহাজনেরা নানা পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার একটি পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী রাধা বিধিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"তুই রে বিধি অক্রুর মূর্ত্তি ধরি। আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি॥
যদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি। রাখিস্ তারে যতন করি॥
(আমার যতনের ধন রে)"

এইরূপে শ্রীনিমাই অক্রুরকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে ভাব আরো প্রস্ফুটিত হইল। সে ভাব এই যে, নিদয় অক্রুর তাঁহার কৃষ্ণকে ছাড়িল না, লইয়া চলিল। তখন আরও আকুল ভাবে বলিতেছেন, "অক্রুর! আমার প্রাণনাথকে কোথা নিয়া যাইতেছ? তাহাকে নিয়া গেলে আমি বাঁচিব কিরূপে?" "অক্রুর তোমাকে মিনতি করিতেছি," বলিতে বলিতে তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন, "—আমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, আমার কৃষ্ণকে লইও না।" ইহা বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু ভক্তগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইলে আবার বসিলেন। তখন আবেগ ভরে ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করে রৈলে? তোমরা কেহ যে কোন কথা কহিতেছ না? কৃষ্ণকে যে লইয়া গেল, দেখিতেছ না?" কিন্তু ভক্তগণ এ কথার কি উত্তর দিবেন, তাঁহারা কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—

হরি হরি কি কহব গৌরচরিত। ধ্রু।
অকুর অকুর বলি, পুনঃ পুনঃ ধাবহি, ভাবছি পূরব পিরীত॥
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ লেই যাওই, ডারি শোকরি কূপে?
কো পুন বচন, বোল নাহি ঐছন সব জন রহিল নিচুপে॥
রোই ভকতগণ বোলই পুনঃ পুনঃ তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস॥

তখন "অক্রুর একটু দাঁড়াও, আমি কৃষ্ণকে একবার জনমের মত দেখিয়া লই,"—ইহাই বলিয়া প্রভু অক্রুরের পশ্চাৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণও ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বেশি পরিশ্রম করিতে হইল না। কারণ "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া দু এক পা যাইতে না যাইতে প্রভু একটু কাঁপিলেন, আর দীঘল হইয়া ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন যে প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় না পড়েন, কিন্তু সকল সময় তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ সকল সময় প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্য গতিও বুঝিতে পারেন না। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা ছাড়িয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্যজ্ঞান হইল না। যেহেতু তখনও আপনাকে গোপী ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন যে, কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাবে রোদন করিতেছেন।

এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও রহিয়াছে; তবু উভয় ভাবে অনেক প্রভেদ। ইহার তথ্য পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। পূর্ব্বে নিমাই "কৃষ্ণ"-বিরহে কান্দিতেন, কিন্তু এখন নিমাই আর নিমাই রহিলেন না। এখন তিনি শ্রীমতী রাধা, অথবা একজন গোপী। আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যেরূপ গোপীরা কাতর হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে—

"পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে। পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার। কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার।"

পুনঃ যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"এত মতে আনন্দে সানন্দে দিন যায়। আচম্বিতে উঠে খেদ প্রভুর হিয়ায়॥"

যখন একটু চেতনা হইতেছে, আর ভক্তগণকে সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমি কি প্রলাপ বকিলাম? আমি কি রাধা? আমি না নিমাই?" কিন্তু ইহার উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইতেছেন না, আবার তখনই অচেতন হইতেছেন। এই গোপী-ভাব উদয় হইলে, প্রভু আর শ্রীভগবানরূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসেন নাই। তবু মাঝে মাঝে শ্রীভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন বটে, কিন্তু সে কিরূপে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই যে গোপী-ভাবে কৃষ্ণবিরহ, ইহা অদ্ভুত কাণ্ড। জ্যোৎস্না দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। কেন? না, কৃষ্ণ বিনা কিরূপে রজনী যাপন করিবেন? শ্রীকৃষ্ণকে অক্রুর মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, আর কুব্জা তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা নিমাইয়ের উক্তি, "কুব্জা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ হরে নিল।"

জীবের শিক্ষা এই অবতারের যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা পদে পদে বুঝা যায়। প্রভুর এইরূপ ভাব-পরিবর্ত্তনে বুঝা যায় যে, জীব সাধারণতঃ ভক্তিভাবে শ্রীভগবান ভজন করিয়া ক্রমে মধুর-ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে প্রভু বলিয়া ভজনা করিতে করিতে, তিনি শেষে পদতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে ধরিয়া,—পতি যেমন আপন নারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন,—সেইরূপ করিয়া থাকেন।

নিমাই বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় কেশবভারতী আইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী বলিয়াছিলেন—

"বড় সাধ ছিল মনে নদিয়া-বসতি। কাল হয়ে এল মোর [illegible]।"

নিমাই যে "কে এলো, কে এলো" বলিয়া উঠিতেছেন, সে কি এই কেশবভারতীর নিমিত্ত? কেশবভারতী ব্রাহ্মণ, পরম ভক্ত, অতি শুদ্ধচিত্ত। তাঁহাকে দর্শন মাত্র নিমাইয়ের অন্তরের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ভারতী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া পুলকিতাঙ্গ ও তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "তুমি শুক না প্রহ্লাদ?" এইরূপ স্তুতিবাদ শুনিয়া নিমাই আরো কান্দিয়া উঠিলেন! কেশবভারতী আবার ভাল করিয়া মুখ দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "তুমি শুক কি প্রহ্লাদ নও, তুমি কি বলিতেছি।" যথা চৈতন্যভাগবতে—

"তুমি প্রভু ভগবান জানিনু নিশ্চয়। সর্ব্বজন প্রাণ তুমি নাহিক সংশয়।"
এ বোল শুনিয়া প্রভু ব্যথিত অন্তর। ন্যাসী নমস্কারী বলে বচন মধুর॥
তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়। সে কারণে যেথা সেথা দেখ কৃষ্ণময়॥
বল বল ন্যাসীবর করুণা করিয়া। কবে কৃষ্ণ অন্বেষিব সন্ন্যাসী হইয়া॥
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কবে দেশে দেশে যাব। কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণনাথে মুই পাব॥

পুনঃ যথা চৈতন্যচরিত কাব্যে—

প্রশংসাং স্বা শ্রুত্বা দ্বিগুণবিকলোঽসৌ পুনরপি,
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিত।
ভবান্ দেবোবিষ্ণুর্ব্বিদিতমিমেবং খলু ময়ে
ত্যপাকর্ণ্য শ্রীমান্নসনমিহ কর্ত্তুংস চকমে ॥৫৪॥

কেশবভারতী কাঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় সুরধুনী তীরে একটি সুন্দর বটবৃক্ষতলে বাস করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ভারতীকে দেখিয়া নিমাই বাহ্

পাইলেন ও তাঁহাকে অনেক যত্ন করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না।

একদিন নিমাই পিঁড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল; শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় গিয়াছেন, ইহা নিমাই স্থির বুঝিয়া বসিয়া আছেন। কাজেই কৃষ্ণ-বিরহে দিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে অভিমানে ক্রোধের উদয় হয়। নিমাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র দেখিয়া মনে মনে ক্রোধ করিলেন। ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ বড় নির্দ্দয় এবং কৃতঘ্ন। গোপীদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার একটুও ভাল নয়। আপনি ত্রিজগৎকে মোহিত করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া অনুগতা সরলা গোপীদিগকে মোহিত করিয়া, কুলের বাহির করিয়া, শেষে পরিত্যাগ করা, নিতান্তই নিষ্ঠুরের কার্য্য। এরূপ নিষ্ঠুরকে ভজন করার ফল কি? সুখই বা কি? অতএব কৃষ্ণকে আর ভজন না করিয়া গোপীদিগকে করা ভাল। কারণ তাহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মের নিমিত্ত সমুদয় ত্যাগ করিল। নিমাই অহরহ মুখে কৃষ্ণনাম জপ করিতেন; কিন্তু এই অবধি গোপীদিগকে ভজন করিবেন স্থির করিয়া, মুখে কৃষ্ণনাম জপ ছাড়িয়া দিয়া, একমনে "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু কিছু বুঝেন। আর তাঁহারা প্রভুর মনের ভাব একটু বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া সেই গোপী-নাম জপ শুনিতেছেন। এমন সময় সেখানে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আসিলেন। ইনি আর নিমাই এক টোলে গঙ্গাদাসের নিকট পাঠ করিয়াছেন, অতএব প্রভুকে তিনি খুব চিনেন। নিজেও তখন খ্যাতাপন্ন হইয়াছেন। ব্যাস যেরূপ ন্যায়ের, আগমবাগীশ সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য।

শুনিয়াছেন, নিমাইপণ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাধুপথ ছাড়িয়া দিয়া, "হরিভজা" হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, অথবা শুধু কৌতুহল তৃপ্তির নিমিত্ত, একবার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। দেখেন নিমাইপণ্ডিত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। সকলে নীরব হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহর মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তিনি একমনে "গোপী" নাম জপিতেছেন।

নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া, আগমবাগীশের জিগীষা বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া গেল। দেখেন যে, নিমাই নিতান্ত ভালমানুষ, মুখে দম্ভের চিহ্নমাত্র নাই, বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের জ্যোতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই এরূপ নিরীহ ও ক্ষমতাশূন্য লোকের সহিত কোন তর্ক কি শাস্ত্রালাপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তবে ইহাও ভাবিলেন,—তিনি আগমবাগীশ, আসিলেন আর চলিয়া গেলেন, অথচ কেহ লক্ষ্য করিল না, ইহা হইতেই পারে না। অতএব এই মুগ্ধ ব্রাহ্মণকুমারকে গোটা দুই উপদেশ দিয়া যাইবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! তোমার কার্য্যপ্রণালী শাস্ত্রসম্মত নয়। নিমাই সে কথা শুনুন বা না শুনুন, শুনিয়াছেন যে, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে দিলেন না,অবিচলিত হইয়া "গোপী" "গোপী" নাম জপিতে লাগিলেন। তখন আগমবাগীশ আবার বলিতেছেন, "তোমার এ প্রণালী অশাস্ত্রীয়। কৃষ্ণনাম জপায় পুণ্য আছে, এরূপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। গোপী-নাথ জপিবার বিধি কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোপীনাথ জপা ছাড়িয়া দাও, বরং কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে।"

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে, প্রভু মুখ তুলিয়া আগমবাগীশের কথা শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণানন্দ যাহা বলিলেন, নিমাই তাহার

ভাব বুঝিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ যে কে, তাহা চিনিলেন না। তবে তিনি যে একজন অন্য সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ নিজজন নহেন, ইহা স্বভাবত তাঁহার মনে উদয় হইল। তখন মনে এই ভাব হইল যে, তিনি ত গোপী, আর কৃষ্ণানন্দ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরার লোক। তাই প্রভু কৃষ্ণানন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কৃষ্ণনাম আর লইব না। কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না। কৃষ্ণ নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন।" তখন আগমবাগীশ জিভ কাটিয়া বলিতেছেন, "ও কথা বলিতে নাই, শুনিতেও নাই, আর কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিয়া গোপীনাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।" প্রভু বলিতেছেন, "তুমি কৃষ্ণের দূত হইয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ? তুমি আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।" আগমবাগীশ ইহার ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন প্রভু বলিতেছেন, "তুমি এখনও গেলে না? দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাহির করিতেছি।" ইহাই বলিয়া নিকটে একখানা যষ্টি ছিল তাহা লইয়া, "বাহির হও" বলিয়া ক্রোধের সহিত আগমবাগীশের পানে ধাইলেন। আগমবাগীশ যদি ঐ ভাবের ভাবুক হইতেন, তবে প্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণের দূত ভাবিয়া যেরূপ কথা কহিতেছিলেন, তিনিও সেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর দিতেন। কিন্তু তিনি সে ভাবের ভাবুক নহেন, কাজেই প্রভুর ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই বুঝিলেন যে, একজন অতিশয় বলবান প্রকাণ্ড দেহধারী যুবক যষ্টি হস্তে করিয়া কি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, তিনি আর কি করিবেন? "বাপরে, মারলে রে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইয়া দৌড়াইলেন যে, পশ্চাতে কেহ

তাঁহাকে মারিতে আসিতেছে কি না, ইহা দেখিবার অবকাশও পাইলেন না, অনবরত দৌড়িয়া দৌড়িয়া নিজজনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, কেহ আসিতেছে না, আর নিজজনকে কাছে দেখিয়া অনেকটা সাহসও হইল। তখন ভয়ে ও পরিশ্রমে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহাদের নিকট বলিতে লাগিলেন, "অদ্য একটি ব্রহ্মহত্যা হইতেছিল। কেবল পিতৃপুরুষের পুণ্যবলে প্রাণ পাইয়াছি। বড় ফাঁড়া কাটাইলাম। রাম! রাম! এমন স্থানেও মনুষ্য যায়? যাহা হউক, ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে। নিমাই-পণ্ডিত কি দেশের রাজা হইয়াছে?"

সকলে কৌতুহলী হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, আগমবাগীশ বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত বড় ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমি তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি যে, কতকগুলি অকালকুষ্মাণ্ড তাহার মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর নিমাই "গোপী" "গোপী" বলিয়া নাম জপিতেছে। বেচারার অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। গোপী নাম জপা শাস্ত্রে নাই। ভাবিলাম, ইহাকে একটি সদুপদেশ দিয়া যাই। তাই বলিলাম যে, 'তুমি গোপী-নাম না জপিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর।' এই আমার অপরাধ। ইহাতে কৃষ্ণকে ত অনেক কটুকাটব্য বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়। তাহার পরে করিল কি,—নিমাইপণ্ডিতকে দেখেছ ত, সেই চারিহস্ত লম্বা, অঙ্গে অসুরের ন্যায় বল,—হাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। তখন আমি ভাবিলাম যে, এক দৌড় মারিলে প্রাণরক্ষা হইলেও হইতে পারে। তাই দৌড়িয়া প্রাণ পাইলাম। এখন তোমরা বিচার কর, নিমাইপণ্ডিত কি নদের রাজা?"

আগমবাগীশের গণের নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার ধর্ম্মের উপর বড়

অশ্রদ্ধা। সুতরাং একথা শুনিয়া প্রভুর দোষ-কীর্ত্তনের একটি সুবিধা পাইয়া তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। একজন বলিতেছেন, "কল্য নিমাই-পণ্ডিতের সহিত একত্রে পড়াশুনা করিলাম, অদ্য তিনি কিরূপে গোসাঞি হইলেন?" আর এক জন বলিলেন, "তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় ত অভিমান করেন, কিন্তু আমরাও ত ব্রাহ্মণের তেজ রাখি। তিনি যে ব্রাহ্মণ মারিতে চাহেন, তাঁহার এ আস্পর্দ্ধা কেন হয়?" আর একজনের পিতা একটু বড়লোক। তিনি বলিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত জগন্নাথের বেটা, আমরাও কমলোকের সন্তান নহি।" আর একজন বলিলেন, "তিনি মারিতে যে আসেন, তিনি কি রাজা?" এই কথা শুনিয়া আর এক জন বলিতেছেন, "ইহার প্রকৃত কর্ত্তব্য আমি বলিতেছি। তিনি যেমন আমাদের মারিতে আইসেন, আমরাও তাঁহাকে মারিব, দেখি কে রাখে?"

কাজেই তখন তাঁহারা শ্রীনিমাইকে মারিবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এখন নিমাইয়ের কথা শ্রবণ করুন। তিনি যষ্টি হাতে করিয়া যেমন "বাহির হও" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন, অমনি ভক্তগণও তাঁহাকে ধরিতে উঠিলেন। এদিকে প্রভুর ভাব দেখিয়া আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া ভয়ে দৌড় মারিলেন, কিন্তু আগমবাগীশের ভাব দেখিয়া শ্রীনিমাইয়ের রসভঙ্গ হইল ও তদ্দণ্ডে তাঁহার নিপট্ট বাহ্য হইল। নিমাই অনেক দিবস পর্য্যন্ত গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভোর ছিলেন। সে ভাব দেখিয়া শচী প্রভৃতি ও ভক্তগণ কান্দিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াও প্রভুকে এই ভাবসাগর হইতে উঠাইতে পারেন নাই। কিন্তু আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাঁহাকে চেতন করাইয়া দিলেন।

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ্য পাইয়া হাতের যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ

তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার স্থানে আনিয়া বসাইলেন। প্রভু বসিয়া ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?” ভক্তগণ কিছু বলিলেন না। কিন্তু তবু শ্রীনিমাই সমুদায় জানিতে পারিলেন। তিনি যে যষ্টি হাতে করিয়া আগমবাগীশকে তাড়াইয়াছিলেন, এ সমুদয় তাঁহার স্মরণ হইল। তখন তাঁহার চাঁদমুখ ক্লেশে একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি আর কোন কথা বলিলেন না, বিষণ্ণমনে অবনত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের এই নীরব অবস্থা রহিয়া গেল। কিন্তু তিনি যে কি ভাবিতেছেন ও কি ভাবিয়া ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন যে, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান রহিয়াছে, আর তিনি কোন ভাবে অভিভূত নহেন। এইরূপে নীরবে নিমাই গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু গঙ্গাতীরে বসিলেন, ভক্তগণও একটু দূরে বসিলেন। তখন প্রভু আপন মনে বলিলেন, “কফ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্পলিখণ্ড ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ নিবারণ না হইয়া আরও বাড়িয়া চলিল।” এই কথা বলিয়া প্রভু অট্ট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন বুঝা গেল প্রভুর এই হাসি সুখের নয়,—ক্লেশের।

প্রভুর এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। এই কথার অর্থ কি ? পূর্ব্বে প্রভু বলিয়াছিলেন, “এমন সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিবেন।” এখন বলিতেছেন, “ঔষধে পীড়া না সারিয়া বাড়িয়া চলিল।”—এই দুইটি কথা মিলাইয়া সকলে বিচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা জনের নানা মত, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তবে যিনি যাহাই ভাবুন, একটি বিষয় সকলেই নিশ্চিত বুঝিলেন। অর্থাৎ প্রভু কি একটা নিঠুরালী করিবেন, মনে মনে তাহারই যুক্তি করিতেছেন। তবে

কিরূপে কি করিবেন, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতেছে না। পুত্রের আসন্নকাল উপস্থিত হইলে, পিত-মাতা মুখে বলিতে পারেন না যে, পুত্র মরিবে, কি মরিতেছে। সেইরূপ প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা ভক্তগণ মুখেও আনিতে পারিতেছেন না। এই সময়, নবদ্বীপের অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানুষিক রূপ, সুন্দর বসন, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, গলে মালতীর মালা, অতি সূক্ষ্ম শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা পাইতেছে। দুষ্টলোক ইহা দেখিয়া ঈর্ষা করিতে লাগিল। আবার ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরহরি ও পূর্ণব্রহ্মসনাতন বলিতে লাগিলেন, ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সুখবিলাসের অবধি রহিল না। তাঁহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাঁহার বাড়ীতে বিবিধ উপহার আসিতেছে। যিনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন, তাহার অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। যিনি যখন দর্শন করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মালা, চন্দন ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়া আসেন। এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্টলোকের আর সহ্য হইতেছে না। তাহারা বলিতে লাগিল, "শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল কবে? নিমাইপণ্ডিতের বড় সুখ হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না, কেমন নাগর হইয়া বেড়াইতেছেন? উহার নাগরালি ঘুচাইতে হইবে।" ইহাই বলিয়া যণ্ডার দল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিবে, এই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর এই আগমবাগীশী কাণ্ড।

অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান সমস্ত জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, "শ্রীপাদ! নগরে

পরামর্শ হইতেছে যে, আমাকে প্রহার করিবে, এ কথা আপনি শুনিয়াছেন ?” এ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ আর কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি সন্ন্যাসী হইব। কৌপীন পরিয়া, হাতে করোয়া লইয়া, সেই সমুদায় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। আমার গার্হস্থ্য সুখের নাশ ও ভিক্ষুকের অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয়া হইবে ও তখন স্বচ্ছন্দে তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে।” এইভাবে কিয়ৎক্ষণ আবিষ্ট থাকিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “শ্রীপাদ নিত্যানন্দ! তুমি সাক্ষী থাকিলে, আর চন্দ্র সূর্য্য তোমরা সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে আমার নিজজন বড় দুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ করিবেন, কেহ বা মনের দুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন, কোন কোন ভক্ত মনোদুঃখে আমাকে নিন্দাও করিবেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী রহিলে, আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী হইতেছি না। আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সুখে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আমি সুখে থাকিলে তাহারা সুখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। অতএব এই অবধি আমি দুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনস্তুষ্টি করিব। অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে ঘরের বাহির হইলাম ইহাতে আমার কোন দোষ নাই।”*

এখন এই কথাগুলির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাঁহার নিজজনে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। প্রাণের অধিক ভালবাসা যে বলিলাম, ইহা বাহুল্য বর্ণনা নহে,—অনেকেই তাঁহার নিমিত্ত অনায়াসে প্রাণ দিতেও পারেন। তাহার পরে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার নবীনা ঘরণীর কেবল যৌবনাঙ্কুর হইতেছে।

নিমাই এ সমুদয় নিজজনকে কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? এমন সমুদায় অনুগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে তাঁহার নিষ্ঠুর ও কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কি ইচ্ছা, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে গৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়া পৃথিবীর সমুদায় সুখ ভোগ করুন। প্রভুর অঙ্গে কৌপীন, তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? প্রভু নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ আর তোমরা আমাকে দোষিতে পারিবে না। আমি তোমাদের তুষ্টির নিমিত্ত সংসারে থাকিয়া আনন্দে দিন যাপন ও নৃত্যগীত করিতেছিলাম। কিন্তু জীবের তাহা সহ্য হইল না। বরং আমার উপরে তাহাদের ক্রমে ক্রমে ক্রোধ হইতেছে। আমি এখন সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, তোমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া জীবগণের মনস্তুষ্টি করিব। আমি সন্ন্যাসী হইয়া, কৌপীন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা মাগিব।" একথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিতেছেন, "প্রভু! এমন নিষ্ঠুরবাণী করিও না। মায়ের দশা একবার মনে কর।" প্রভু বলিতেছেন, "সেই জন্য আমি সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীব আমার গার্হস্থ্য-সুখ দেখিয়া হরিনাম লইল না। ইহা তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখিলে। কাজেই আমার গার্হস্থ্য সুখের ও তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কঠিন জীবগণের উদ্ধার হইল না। এখন শ্রীপাদ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমি সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব, না কৌপীন পরিয়া তোমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া জীবগণকে উদ্ধার করিব?" শ্রীনিত্যানন্দ উত্তর করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। নিতাইয়ের নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা

পড়িতে লাগিল। নিতাই ভাবিতেছেন,—প্রভু শ্রীভগবান্। তিনি তাঁহার ত্রিতাপিত জীবগণকে, স্বয়ং কান্থা-করঙ্গধারী হইয়া উদ্ধার করিবেন ; আমি নিবারণ করিলে তিনি শুনিবেন কেন ? আর আমিই বা নিবারণ করিব কি বলে ? কিন্তু আমার কথা আমি ভাবি না, প্রভু যেখানেই গমন করেন, আমি সঙ্গে যাইব। প্রভুর পথ হাঁটিয়া উপবাসে, শীতে, রৌদ্রে ক্লেশ হইবে, তাহাও তত ভাবিতেছি না। কিন্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইবে ? ইহাই ভাবিয়া নিতাই ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়া আবার বলিতেছেন, "প্রভু ! তুমি চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বিধি দিবে বা নিষেধ করিবে ? তবে আমার এই নিবেদন—আর পাঁচজন ভক্তের নিকট এই কথা বলুন, আর যাইবার পূর্ব্বে তোমার বিরহে যেন সকলে না মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলেন ও মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইও না। আমি এখনি যাইতেছি না। আর আমি যাইবার আগে সকলকে বলিয়া কহিয়া স্থির না করিয়া যাইব না।"

একাদশ অধ্যায়

যাই মাগো তোমায় তোমার বধূর কাছে রেখে। ধ্রু।

সদা কৃষ্ণনাম নিও, (যাবার বেলা) নিমাইর এই ভিক্ষে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া অবোধিনী, দুঃখিনী সে অনাথিনী,

যতন করে দিও তারে কৃষ্ণনাম শিক্ষে।

রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলঙ্ক চিরকাল,

জলন্ত অনল সম বলরামের বক্ষে॥

প্রভু এ কথা নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আর কাহাকেও সে ভাবে বলিলেন না। তাঁহার মনের কথা কতক প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সে অন্য ভাবে। কিরূপে—বলিতেছি। বাসু ঘোষের অগ্রজ গোবিন্দ ঘোষ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর আসিয়া একটি সংবাদ দিলেন। এই ঘটনাটি গোবিন্দ ঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"প্রাণের মুকুন্দ হে! আজি শুনিনু আচম্বিত।

কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়, শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ॥

ইহা ত জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা, অবনত মাথে আছে বসি।

নিঝোরে নয়ন ঝুরে, বুক বাহি ধারা পড়ে, মলিন হয়েছে মুখশশী॥

দেখিয়া তখন প্রাণ, সদা করে আন চান, শুধাইতে নাহি অবসর।

ক্ষণেক সম্বিত হৈল, তবে মুঞি নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন উত্তর॥

আমি ত বিবশ হঞা, তাঁরে কিছু না কহিয়া, ধাইয়া আইনু তব পাশ।

এই ত কহিনু আমি, যে কহিতে পার তুমি, মোর নাহি জীবনের আশ॥

শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, গদাধরের বদন হেরিয়া।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়, তবে মুই যাইব মরিয়া॥"

মুকুন্দের নিকট গদাধরের এই সংবাদ বলিতে যাইবার কারণ আছে। প্রথম, গদাধর ও মুকুন্দ এক-আত্মা ও এক-প্রাণ; আর দ্বিতীয়, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, এ সংবাদ মুকুন্দ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছিলেন। তিনি ভাবগতিকে পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রভু আর অধিক দিন ঘরে রহিবেন না। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ। প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ॥
শুন শুন সর্ব্বজন আমার উত্তর। সন্ন্যাস করিব এই দেব বিশ্বম্ভর॥
যাবৎ আছয়ে দেহ নয়ন ভরিয়া। শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবণ পূরিয়া॥
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ গৃহবাস। জননী ছাড়িব আর সব নিজ দাস॥"

প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন, গদাধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন, বলিতেছি। প্রভু নীরবে আছেন, মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। তাঁহার ভক্তগণও নীরবে তাঁহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন। একদিন সকালে উঠিয়া প্রভু অতি কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া ও করুণ ক্রন্দন শুনিয়া ধৈর্য্যহারা হইয়া সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদন দেখিয়া প্রভু তখন আপনা হইতে বলিতেছেন, কল্য নিশিযোগে এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বড় কাতর হইয়াছি, রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত সকলে প্রভুর মুখপানে আগ্রহের সহিত চাহিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে,-একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে বসিয়া সন্ন্যাসের একটি মন্ত্র বলিল। তাহা আমার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিদ্ধিয়াছে। আমি কোনও ক্রমে মন স্থির করিতে পারিতেছি না।" ইহা বলিয়া প্রভু উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কোন ভক্ত বলিলেন, "ইহাতে দুঃখিত হইবার কারণ কি, বুঝিলাম না। কেহ কোন মন্ত্র বলিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কান্দ

কেন। মনে করিলেই ত রোদন সংবরণ করিতে পার ?" প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন্ত্র আমার হৃদয়ে বিষের স্বরূপ জ্বলিতেছে। সে মন্ত্রের কথা মনে করিতেছি, আর আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, "তুমি তিনি।" কিন্তু তোমরা বিবেচনা কর যে, (যথা চৈতন্যমঙ্গলে)—"কেমনে ছাড়িব আমি, প্রিয় প্রাণনাথ। তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন কাজ॥"

"যদিও আমি আর শ্রীভগবান্ এক হইলাম, তবে ভক্তি কি প্রেম রহিল না, শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন না। তাহা হইলে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আমার কি কার্য্য সাধন হইবে ?" প্রভুর এই উক্তিতে সম্ভবতঃ কোন ভক্ত, প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, ইহা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া থাকিবেন, "তুমি তিনি" এ কথা অন্যায় কি হইল ? ঠিক কথাইত বলা হইয়াছে ? যে ব্রাহ্মণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে, সে তোমার তত্ত্ব অবগত আছে বই আর কিছু নয়।

কোন ভক্ত এরূপ বলিয়া থাকিবেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ যে প্রভুর এই দুঃখের কারণ হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহস্যের তরঙ্গ না উঠিলে, মুরারি অত দুঃখের মাঝে কিরূপে প্রভুর সহিত রহস্য করিলেন ? এখন শ্রবন করণ। মুরারিগুপ্ত করপুটে নিবেদন করিতেছেন, "প্রভু! তুমি সেই মন্ত্রকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ কর ;" যথা (চৈতন্যচরিত কাব্যে)—

ইতি শ্রুত্বা গুপ্তঃ সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ।
প্রভো ত্বং ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচনং তত্র কুরুত্বোঃ॥

অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে, "প্রভু! মন্ত্রের অর্থ যদি 'তুমি তিনি' অর্থাৎ 'তুমি আর ভগবান্ এক' এইরূপই হয় তবে তুমি সেই মন্ত্রকে 'তুমি তাঁহার' করিয়া লও। তাহা হইলেই হইল।"*

এই কথা শুনিয়া অতি দুঃখের মাঝেও, শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ঠিক হইয়াছে। তাহাই করিব। যেমন বিষ, তাহার উপযুক্ত প্রতিকার তুমি বলিলে। কিন্তু কি করিব, আমি স্ববশে নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। এ কি শব্দের শক্তিতে হইতেছে? যাহাই বল, আমার সংসারে থাকা হইল না। আমি বুঝিলাম, আমাকে এতদিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল।" এই কথা শুনিয়া গদাধর আর প্রভুর পানে চাইতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে দেবতার গর্জ্জন শুনিলে লোকে যেরূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া দৌড় মারে, সেইরূপ গদাধর দৌড়িয়া যাইয়া মুকুন্দকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলেন। শেষে বলিলেন যে, তাঁহার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। মুকুন্দ ও গোবিন্দ ঘোষও তাহাই বলিলেন। এই কথা বলিয়া তাঁহারা কান্দিতে লাগিলেন।

নিতাই প্রভুর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সংসার ছাড়িবেন। এখন ভক্তগণও একপ্রকার বুঝিলেন যে, প্রভু আর অধিককাল গৃহে থাকিতেছেন না। ভক্তগণ তখন সমুদায় পার্থিব সুখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। তাঁহারা নয়ন মুদিলে প্রভুর রূপ দেখেন। নয়ন মেলিলেও তাঁহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়া তাঁহারা

*প্রভুর স্বপ্নের প্রতিপাদ্য বাক্য 'তত্ত্বমসি'। বেদের এই মহাবাক্যের অর্থ সাধারণে 'সেই তুমি হও' এইরূপ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তাই মহাপ্রভু ভঙ্গীদ্বারা মুরারিগুপ্তের মুখে সেই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ জীবগণকে বুঝাইলেন। "তস্য ত্বম্" ইহা তৎপুরুষ সমাস করিলে তত্ত্বম শব্দ হয়। তস্য অর্থাৎ তাঁহার ত্বং অর্থাৎ তুমি, অসি অর্থাৎ হও।

কাছে বসিয়া থাকেন। যখন আপনারা কথা বলেন, তখনও কেবল প্রভুর কথাই বলেন।

একজন আসিতেছেন, একজন যাইতেছেন পথে দেখা হইলে আগের জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কেমন আছেন, কি করিতেছেন?" —আর যে কোন কথা, কি কোন বস্তু আছে, তাহা ভক্তগণ তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারা শুনিলেন যে, প্রভু তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। কাজেই গদাধর বলিলেন, যে, তাঁহার আর বাঁচিবার সাধ নাই। কেবল গদাধর কেন,—সকলেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভু যদি প্রকৃতই এরূপ নিঠুরালী করেন, তবে তাঁহারা সকলেই প্রাণত্যাগ কি ঐরূপ একটা কিছু করিবেন। তাঁহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই যে, প্রভু কি যে করিবেন তাহা তাঁহারা জানেন না। সকলেই ইহাই বলিয়া দিবানিশি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সকলেরই আহার নিদ্রা সুখেচ্ছা একেবারে গেল।

শচী এ সমুদায় কথা কিছুই জানেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শুখাইয়া যাইতেছেন। মধ্যযোগে নিমাইকে সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন দেখিয়া শচী ভাবিয়াছিলেন যে, পুত্র এতদিন পরে বান্ধা পড়িল, আর বিশ্বরূপের ন্যায় নিঠুরালী করিয়া পলাইতে পারিবে না। কারণ নিমাই সংকীর্ত্তনে পাগল, বাড়ী ছাড়িয়া এরূপ সঙ্কীর্ত্তণ আর কোথায় পাইবে? আর নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সঙ্গীদিগকেই বা কোথায় পাইবে? সুতরাং নিমাই এই সমুদায় সঙ্গীর ও সংকীর্ত্তনের লোভ ছাড়িয়া পলাইবে না। কিন্তু নিমাইয়ের সঙ্কীর্ত্তনে স্পৃহা কমিয়া গেল, নৃত্যগীত এক প্রকার থামিয়া গেল, সঙ্গীদিগের সহিত কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল, কেবল থাকিল;— নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা। শুদ্ধ ইহা নয়। পূর্ব্বে নিমাই আনন্দে ডগমগ থাকিতেন, এখন যেন অতিশয় ব্যথিত, হৃদয়ে যেন শেল

বিদ্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর। শচী আর মনোদুঃখে নিমাইয়ের মুখপানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু সেও শচীর প্রকৃত দুঃখ নয়। নিমাই কি আর ঘরে থাকিবে? আর তিনি কিসে তাহাকে ঘরে আটকাইয়া রাখিবেন? নিমাই তাঁহার কি বিষ্ণুপ্রিয়ার বাধ্য নয়, সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত নয়, আর তাঁহার ভক্তগণেরও নয়। নিমাই এখন আপনা-আপনি বসিয়া কান্দে, কাহারও সহিত কথা কহে না। এমন সময় শচী দেখিলেন যে, কেশবভারতী আসিয়াছেন, আর নিমাইয়ের সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। তখন "নিলে! নিলে! আমার নিমাইকে নিলে!" মনে এই মহা আতঙ্ক হইল। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া দুঃখিনী শচী তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনী, চন্দ্রশেখরের পত্নীকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলেন এবং অতি বিষণ্ণ মনে বলিতে লাগিলেন। (যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে)—"শচী বলে —ভগ্নি শুন, তোমারে কহি যে পুনঃ, আমার জীবন বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাসী দেখিয়ে তারে, বড়ই আদর করে, তা দেখিয়ে মোর লাগে ডর ॥"

শচীর ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিমাই কবে কিরূপে কাহাকে আদর করিল? তাহাতে শচী বলিলেন, "সে দিবস কেশবভারতী নামক একজন সন্ন্যাসী আসিলে, নিমাই তাহার সহিত কথা বলিল আর আদর করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। ইহা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।" ভগিনী বলিলেন, ইহাতে দোষ কি হইল? বোধ হয় কেশবভারতী বড় একজন ভক্ত হইবেন, তাই নিমাই তাঁহাকে আদর করিয়াছে।" শচী বলিলেন, 'ভগিনী! তুমি কি ভুলে গিয়াছ, সন্ন্যাসী নাম শুনিলে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। বিশ্বরূপ আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, তাহাত আর ভুলিবার নহে। আমার বাড়ীর পাশ দিয়া যদি সন্ন্যাসী যায়, তবে আমি অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া হত্যা দিই, যেন

আমার নিমাইকে না নিয়ে যায়। যদি ঘাটে সন্ন্যাসী দেখি, তবে আমার অমনি বোধ হয় যে, সে নিমাইকে ভুলাইয়া লইতে আসিয়াছে।' তখন দুই ভগিনী পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ কথা নিমাইকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। শচী বলিলেন, "ভগিনি! দেখ দেখি নিমাই বাহিরে আছে কি না? স্নানের বেলা হইল, এখনো বাড়ী আসিল না কেন?" ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগিনী বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে নিমাই আসিতেছে।" নিমাই আসিলে, শচী দেখিলেন নিমাই সচেতন আছে। নিমাই জননীকে দেখিয়াই ভক্তিতে গদগদ হইয়া করপুটে পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। নিমাই শচীকে যতবার দেখিতেন, ততবারই ঐ ভাবে প্রণাম করিতেন। যথা চন্দ্রোদয়ে—

"মায়ে দেখি গৌরহরি, দুই হস্তাঞ্জলি করি, প্রণমিল চরণ যুগল।"

শচী চিরজীবী হও বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর বলিতেছেন, "বাপ! আমার নিকটে তোমার মাসী বসিয়া, দেখিতেছনা? উহাকে প্রণাম কর।" এ কথা শুনিয়া,—

"মায়ের আজ্ঞায় তাঁরে, প্রণমিল বিশ্বম্ভরে, তিঁহ তবে সঙ্কুচিত হৈল।"

যদিও তিনি প্রভুর মাসী, তবু প্রভু প্রণাম করায় জড়সড় হইলেন।

শচী সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুত্রের নিকট বলিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ নিমাই ঘরে বসিয়া সংসার করুক। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস হইতেই এই সাধ অতি প্রবল হইয়াছে। কিন্তু নিমাই একেবারে সংসারের সুখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং তাঁহার এক ভাব, নিমাইয়ের অন্য ভাব,—কাজেই পুত্রের নিকট সমুদায় মনের কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন। এখন শচী চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্ব্বেকার সঙ্কুচিত ভাব সকল দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "নিমাই! একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব।

আমাকে ভাঁড়াইবা না, সঠিক উত্তর দিতে হইবে।” নিমাই বলিলেন, “মা, আজ্ঞা করুন।” শচী বলিলেন, “সন্ন্যাসী দেখিয়া অত আদর কর কেন? কেশবভারতীকে সে দিবস তোমার অত ভক্তি দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি।” নিমাই বলিলেন, “মা, ভারতী ঠাকুর পরম ভক্ত, তাহাই আদর করিয়াছি। তাহাতে দোষ কি?” শচী তখন সঙ্কোচ ভাব ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “নিমাই, তুমি আমাকে ভাঁড়াইতেছ। আমার কথার উত্তর দিতেছ না। তুমি কি বিশ্বরূপের মত আমার বুকে শেল মারিয়া ফেলিয়া যাইবে? স্পষ্ট করিয়া উত্তর দাও।” তখন নিমাই বলিতেছেন, “মা, আমায় কি করিতে হইবে আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি স্ববশে নাই। তবে আমি যদি কোথাও যাই, তোমাকে বলিয়া যাইব, তোমার অনুমতি লইয়া যাইব, আর আবার আসিয়া তোমাকে দেখা দিব।”

শচী এ সমুদায় কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া পুলকিত হইলেন। নিমাই সত্যবাদী ; চন্দ্রসূর্য্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথা লঙ্ঘন হইবে না, তাহা শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাঁহার মনের ভাব পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই, আর এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে নিঃশঙ্ক হইলেন। তখন মনের মধ্যে একটি প্রাচীন কথা তাঁহাকে ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটি এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদিন এ কথাটি গোপন করিয়া যে তিনি অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। এখন যখন নিঃশঙ্ক হইলেন, মনে মনে বুঝিলেন যে, নিমাই বিশ্বরূপের মত তাঁহাকে ফেলিয়া যাইবে না, তখন তাঁহার যে সে কাজ ভাল হয় নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল।

শচী বলিতেছেন, "বাপ, আমি তোমার নিকটে একটি বিষয়ে বড় অপরাধী আছি। আমি এতদিন ভয়ে বলি নাই, অদ্য বলিব। তুমি বাপ, অবশ্য আমাকে ক্ষমা করিবে ?" শ্রীনিমাই শিহরিয়া বলিতেছেন, "মা! ও কথা বলিতে নাই। জননীর আবার পুত্রের নিকট অপরাধ কি ? তবে বিবরণ কি, বল শুনিতেছি।" তখন শচী বলিতেছেন, "তোমার দাদা বিশ্বরূপের কথা।" এই কথা বলিতেই নিমাই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, "সে কি! দাদার কথা? দাদার কথা এ জন্মে শুনিব, ইহা আমি কখন আশাও করি নাই। বল বল, আমি শুনিতে বড় ব্যস্ত হইয়াছি।" শচী বলিতে লাগিলেন, "তোমার দাদা যখন আমার বুকে আগুন দিয়া আমাকে ফেলিয়া যায়, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হস্তে একখানি পুঁথি দিয়া বলিয়াছিল, 'মা! নিমাই বড় হইলে তুমি তাহাকে এই পুঁথিখানি দিয়া বলিবে যে, তোমার দাদা তোমায় এই পুঁথিখানি পড়িতে বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি পুঁথি লইলাম না। আমি বলিলাম, আমি কেন দিব ? তুমি নিজেই ত দিতে পারিবে ? তাহাতে বিশ্বরূপ অতি কাতর হইয়া বলিল, 'মা! আমার এ কথা তোমাকে রাখিতেই হইবে। যদি আমি পারি, তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ বাঁচনের কথা কিছুই বলা যায় না। তাই এই পুঁথিখানি তোমার কাছে রাখতে চাই। যদি আমি না পারি, তুমি নিমাইকে দিও তারপর শচী বলিতেছেন, "তখন আমি জানি না যে, বিশ্বরূপ আমার বুকে শেল মারিবে। আমি তাহার বিনয় বচনে মুগ্ধ হইয়া পুঁথিখানি লইলাম।" ইহাই বলিয়া শচী মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইলেন।

নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিয়া একটু অধীর হইয়া বলিতেছেন, "মা, চুপ করিলে কেন ? বুঝিতেছ না যে, তোমার কাহিনী

শুনিতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে?" তখন শচী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "বাপ! আমার বলিতে ভয় করে।" ইহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "মা, তুমি আমাকে ভয় কর, এ তোমার বড় অন্যায়। আমি যাই হই, তোমার পুত্র বই নয়। তুমি শীঘ্র বল, সে পুঁথিখানা কোথায়?" শচী তখন অবনত মস্তকে বলিলেন, "বিশ্বরূপ তাহার পরে সন্ন্যাস করিল। একদিন রন্ধন করিতে করিতে সে পুঁথির কথা মনে পড়িল। সেই পুঁথিখানি আনিলাম, তোমাকে দিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে ভাবিলাম, পড়িয়া শুনিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইল। এই পুঁথি যদি নিমাই পড়ে, তবে হয়ত তাহার মনেও ঔদাস্য হইবে। তাহাই ভাবিলাম যে, পুস্তকখানি নিমাইকে দিব না।" ইহা বলিয়া শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই ইহাতে আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি পুঁথিখানি এখন দাও, আমি উহা দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যগ্র হইয়াছি।" শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি পুঁথি তোমাকে দিব না ভাবিয়া, উহা উনুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।" ইহা শুনিয়া নিমাইয়ের চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। উহা দেখিয়া শচী বলিতেছেন, "বাপ। তুমি রাগ করিবে জানি, তাই আগে ক্ষমা চাহিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া নিমাই লজ্জা পাইলেন, মুখ উঠাইয়া জননীর দিকে চাহিয়া মধুর হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, "আমার দাদার একমাত্র নিদর্শন পুঁথিখানি নষ্ট হওয়ায় স্বভাবত দুঃখ পাইয়াছিলাম। মা, আমাকে ক্ষমা কর। তোরার দোষ কি? তুমি বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত। তুমি ভালই করিয়াছ। তুমি স্বচ্ছন্দ হও, আমিও স্বচ্ছন্দ হইলাম।"

শচীর মনে তদ্দণ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, "নিমাই তুমি যে বলিলে,—যদি যাই, তবে বলিয়া অনুমতি লইয়া

যাইব তবে তুমি কি কোথাও যাইবে? নিমাই বলিলেন, "হাঁ মা, আমার ইচ্ছা আছে, কোন পুণ্যভূমি দর্শনে যাইবে।" ইহা শুনিয়া শচী বলিলেন, "তুমি বল কি? তুমি তিলমাত্র অদর্শন হইলে আমি মরিয়া যাইব।" তখন নিমাই বলিলেন, "মা। তুমি বিপরীত বুঝিতেছ। আমি তোমাদের সুখের নিমিত্তই যাইব।" শচী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাপ, যাহা কর, আমাকে আর দুঃখ দিও না।" ইহা শুনিয়া নিমাই বলিলেন, "মা, তোমার কি কোন দুঃখ আছে? যথা—

"তোমার মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা, তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি।
দশ দিক সুখময়, সদাই তোমার হয়, তোমারে বা কি বলিব আমি?"

শচী বলিলেন, "বাপ, তাহা সত্য, কৃষ্ণ সকলের কর্ত্তা, কিন্তু তুমি আমার সুখ দুঃখ দিবার কর্ত্তা। তুমি বল কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে আছেন তাহাই শুনি, কিন্তু আমি ভিতরে কি বাহিরে তোমাকে বই ত কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না" ইহাতে নিমাই বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমাকে না বলিয়া ও তোমার অনুমতি না লইয়া, কোথাও যাইব না।" শচী বলিলেন, "তা বটে।"

এখন শ্রীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন। তিনি পুত্র, শচী জননী। তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননী। তিনি শচী-জননীর নিকট অনুমতি লইয়া কৌপীন পরিবেন! এইরূপ সাহস কি সামান্য জীবের পক্ষে সম্ভবপর?



দ্বাদশ অধ্যায়

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব, শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে, যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিব গোপিনী হ'য়ে।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে॥
আপন বঁধুয়া বান্ধিয়া আনিব আমি না-ডরাই কারে।
যদি রাখে কেউ ত্যাজিব এ জিউ, নারি বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে সে শ্যাম-নাগরের হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, রাখিব পরাণে তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাস কহে মধুর বচনে, শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি, দারুণ কুলের বাধা॥

নিমাই দাস্য-ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ এই পরিচয় দিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীলা আস্বাদ করিয়া, তাঁহার ভক্তগণকে উহা আস্বাদন করাইতেছিলেন। কিন্তু জীবের দুর্ম্মতি দেখিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত তাঁহার আর একটি কার্য্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, অভক্ত প্রভৃতি কঠিন জীবগণকে উদ্ধার করা। অতএব তিনি সন্ন্যাস করিয়া জীবগণের হৃদয় দ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিণামরূপ বীজ রোপণ করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসের মন্ত্র তাঁহার কর্ণে প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে এই মন্ত্র প্রদান করিবার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রভু গোপীভাবে সন্ন্যাস করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইবেন। যদি সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রভু প্রথম সেই মন্ত্র শ্রবণ করিতেন, তবে হয়ত তদ্দণ্ডে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইত। যেহেতু

তখন তিনি রাধাভাবে বিভোর। রাধাকে যদি কেহ এ কথা বলে যে কৃষ্ণ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই তিনি, তাহা হইলে শ্রীমতী তাহার একমাত্র সুখ ও আশা হইতে বঞ্চিত হইয়া, তদ্দণ্ডে প্রাণে মরিয়া যাইবেন। সেইরূপ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিতে বসিয়া, প্রথমে তাঁহার গুরুর নিকট শুনিতেন যে, সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য "তুমিই তিনি," অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তুমিই ভগবান্ তবে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। এইজন্য পূর্ব্বেই স্বপ্নযোগে শ্রীপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রবণ করিলেন। সেই মন্ত্র শুনিয়া, প্রভু মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া, প্রভুর সেই দুঃখ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কতক কৃতকার্য্যও হইলেন।

প্রভু তখন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিবেন? যদি সন্ন্যাসী হইয়া কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে জীব উদ্ধার পায় না। অথচ সন্ন্যাসের মন্ত্র ভক্তি-পথের বিরোধী সুতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি কিরূপে অবলম্বন করেন? এখন পাঠক, জ্ঞানদাসের উপরিউক্ত পদটি বিচার করুন। প্রভু স্থির করিলেন যে, তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন না। তবে করিবেন কি, না—গেরুয়াবসন পরিধান করিবেন, হস্তে করোয়া ও দণ্ড লইবেন, আর সন্ন্যাস আশ্রমের যত দুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়া সংসার ত্যাগ করিবেন। করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র জপ, কি যোগাভ্যাস না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিবেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। প্রভুর মন তাঁহার পার্ষদগণেরও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা কিরূপে জানিব? তিনি বসিয়া গল্প করিতেন না, কি ধর্ম্ম উপদেশও দিতেন না; তিনি কি করিবেন, না করিবেন, তাহা লইয়া পার্ষদগণের সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন না।

তবে তাঁহার কার্য্যের, কি আবিষ্ট অবস্থায় দুই একটি কথা দ্বারা তাঁহার মনে ভাব কতক জানা যাইত। প্রকৃত কথা, জীব উদ্ধার করা, কি ধর্ম্ম প্রচার করা যে, তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য তাহা বাহিরের লোকে তাঁহার প্রত্যক্ষ কার্য্য, কি কথা দ্বারা জানিতে পারিত না। শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসকে যে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ করেন, তাহা বাহিরের লোকের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যদি নাগরিয়াগণ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, আর তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন তিনি এই মাত্র বলিতেন যে, "তোমরা হরেকৃষ্ণ নাম জপ কর।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, শ্রীনিমাইয়ের প্রধান কার্য্য রসাস্বাদন করা। তিনি ভাব-তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। "আমি জীব উদ্ধার করিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব",—এ কথা তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন না, কি প্রায় কাহাকেও জানিতে দিতেন না। ভক্তগণকে বলিতেন যে, কৃষ্ণ অন্বেষণে তিনি গৃহত্যাগ করিবেন।

তবে হরিনাম প্রচার করা যে তাঁহার অতি প্রধান কার্য্য, তাহা লোকে তাঁহার নানা কার্য্য দেখিয়া প্রকারান্তরে বুঝিতে পারিত। হরিনাম প্রচারের জন্য প্রভু কি করিতেন, বলিতেছি। ভক্তগণ প্রভুর কৃপায়, নূতন নূতন রস আস্বাদন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেন, হইয়া এরূপ শক্তিসম্পন্ন হইতেন যে তাঁহারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের হৃদয় দ্রব করিতে পারিতেন। হরিনাম প্রচারের যে সমুদয় প্রধান বাধা, যাহা অতিক্রম করা ভক্তগণের সাধ্যাতীত, (যেমন জগাই মাধাইকে উদ্ধার), ঐ সকল প্রভু নিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে, তিনি সংসারে থাকিলে হরিনাম প্রচার হইবে না, তাই হরিনাম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "কি কাজ

সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।" তাঁহার সন্ন্যাস কার্য্যটি কেবল মলিন জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।

সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ-রসে ডুবিয়া গেলেন। যাঁহারা তরঙ্গের মধ্য দিয়া বড় নদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা এটা কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, নৌকায় এক একটি তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, আর উহা টলমল করিতেছে। নৌকা যতই অগ্রবর্ত্তী হইতেছে, ততই তরঙ্গ বাড়িতেছে। ক্রমেই বোধ হইতেছে যে, নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে সম্মুখে বৃহৎ একটী তরঙ্গ নৌকার দিকে আসিতেছে দেখা গেল ; দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। তখন মনে হইল, বার বার এইবার বুঝি নৌকা ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ বুঝিলেন যে, আর একটি প্রকাণ্ড রস-তরঙ্গ প্রভুকে আঘাত করিতে আসিতেছে। এবার প্রভুকে একেবারে ডুবাইবে, কি কূল ছাড়াইয়া অকূলে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এইবার বুঝি প্রভুকে তাঁহারা হারাইলেন।

প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কূলের অর্থাৎ গৃহের বাহির করিল। নিমাই এত দিবস কৃষ্ণ-বিরহরূপ-অগ্নি হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর তাহা পারিতেছেন না, উহা অতি প্রবলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে নীরবে রোদন করিতেছিলেন, এখন "প্রাণ যায়" বলিয়া পার্ষদগণের গলা ধরিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোক মনের দুঃখ মনে রাখেন, কিন্তু দুঃখ ক্রমে প্রবল হইতে থাকিলে, পরিশেষে তাঁহাদের এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে, আর তখন মর্ম্মী প্রিয়জনের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীবাসের বাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণকে নিকটে ডাকিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি আর তোমাদের কাছে থাকিতে পারিতেছি না।" যথা—"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। দেখিবারে যাব যথা

বৃন্দাবন ভূমি ॥” তারপর “কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ, আমি তোমাকে কবে দেখিব” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যথা—“কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ নাদে। সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে ॥”

তাহার পরে অঙ্গের জ্বালায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃশ্চিকে দংশন করিলে লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া থাকে। পুত্র-বিয়োগ সংবাদ পাইলেও ঐরূপ গড়াগড়ি দিয়া থাকে। নিমাই কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। পার্ষদগণ চারিপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু একটু শান্ত হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন। গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিলেন, আর নিমাই তাঁহার অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন, এবং নীরবে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, রোদন করিয়া নয়ন পদ্ম-পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে। কথা কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণ রোদন করিতেছেন। নিমাই তখন অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া ভক্তগণকে আরো নিকটে আসিতে বলিলেন, যেন কি বলিবেন। সকলে আরো নিকটে আসিলেন। নিমাই কথা কহিতে গেলেন, কিন্তু—যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

“কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ স্বর। অরুণ কমল আঁখি করে ছল ছল ॥
সকরুণ কণ্ঠ আধ বাণী কহে। সম্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশব্দে রহে ॥”

ক্রমে দৃঢ়-সঙ্কল্পে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতেছেন, “তোমরা আমার চিরবান্ধব, আমাকে বিদায় দাও। আমি যোগী হইব, হইয়া দেশে দেশে আমার প্রাণনাথকে তল্লাস করিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের লাগি এতদিন আমার হৃদয়ের বেগ সহ্য করিয়াছিলাম, আর পারিতেছি না। তোমাদের যদি আমার উপর স্নেহ থাকে, তবে আমাকে

মনোসুখে বিদায় দাও। তোমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু থাকিতে পারিতেছি না।

ভক্তগণ কোন উত্তর করিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। নিমাইও উত্তর শুনিবার অবকাশ পাইলেন না, কথা কহিতে কহিতে ভক্তগণকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। শ্রীনিমাইয়ের দেহে এক সময়ে রাধা-কৃষ্ণ উভয়ে প্রকাশ পাইলেন, পাইয়া উভয় উভয়ের নিমিত্ত প্রাণ উঘাড়িয়া বিরহ দুঃখ বলিতে লাগিলেন। আবার উভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিকরগণকে ডাকিতে লাগিলেন। একবার রাধা-ভাবে "কোথা আমার প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোথা আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার নিভৃত নিকুঞ্জ", বলিয়া রোদন করিতেছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "কোথায় আমার মা যশোদা? কোথায় আমার নন্দ পিতা? কোথা আমার দাদা বলরাম? আমার প্রাণের সখা ছিদাম কি বেঁচে আছে? আমার সুবল? আহা! সুবল আমার চিত্রপটের সহিত কথা কহিত। আর আমার প্রাণেশ্বরী রাধা! আমার কি কঠিন প্রাণ। প্রাণেশ্বরি! তোমাকে ভুলিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি? আহা! আমার সকল কথা একেবারে স্মরণ হইল। ইহাতে আমি কিরূপে বাঁচি? তোমরা সকলে একেবারে মনে উদয় হইলে, আমি কার জন্য কাঁদিব? কোথা আমার সুখের বৃন্দাবন? কোথায় বা যমুনা-পুলিন? কোথায় আমার প্রাণতুল্য মুরলী? কোথা আমার নিধুবন? কোথায় আমার ভাণ্ডীর বন? কোথায় বা আমার গোকুল? কোথায় আমার শ্যামলী ধবলী?"*

---

* "নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥
কতি মোর কালিন্দি যমুনা নিধুবন। কতি মোর বেহুলা ভাণ্ডার গোবর্দ্ধন॥

আবার তদ্দণ্ডে রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—

ভাবান্তরে বলে পঁহু কাহা গুণমণি। না শুনি বিদরে হিয়া সে মুরলী ধ্বনি॥
কবে সে মধুর রূপ হেরিব নয়নে। হিয়াতে চাপিব সেই রাতুল চরণে॥
এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিব। নন্দের দুলাল আমি কোথা গেলে পাব॥

এইরূপে বৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তখন আর থাকিতে পারিলেন না। গলায় উপবীত ছিল, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। ঘোর মুর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ ধূলায় পড়িয়া গেলেন। এই উপবীত তাঁহাকে কূলে আটকাইয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া, সেই রজ্জু ছিঁড়িয়া, কূলের বাহিরে অনন্ত পথে যাইতে, অচেতন হইয়া, দীঘল হইয়া, পতিত হইলেন।

ভক্তগণ "কি হলো কি হলো" বলিয়া প্রভুকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। সজোরে কপালে জলের আঘাত, বায়ু, বীজন, আর কর্ণে অতি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাইয়ের দাঁত ছাড়িয়া গেল, নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষু মেলিলেন। তখন সকলে যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন, আর গদাধর অমনি প্রভুর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন। নিমাই বাহ্য পাইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের স্নেহ আমার কাল হইল। তোমাদের স্নেহে আমি আমার মনোমত কার্য্য করিতে পারি না। তোমাদের নিমিত্ত আমি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপাময়। তোমরা আমাকে

কতি গেল আর মোর ললিতা আর রাধা। কতি গেল আর মোর শ্রীনন্দ যশোদা॥
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়। শ্যামলী ধবলী বলি অনুরাগে ধায়॥

রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা স্নেহে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ লইয়া যাইবেন। তোমরা যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি একবার দৌড়িয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসি। তোমরা আমার এ শূন্যদেহ রাখিয়া কি করিবে। ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমার প্রাণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গিয়াছে॥ ভাই! আমার এ দেহে কি আর কিছু আছে যে, তোমরা রাখিবে? ইহা কৃষ্ণের বিরহে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তোমাদের বিনয় করিয়া বলি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।” তখন ভক্তগণ বিষম বিপদে পড়িলেন। “তুমি বৃন্দাবনে যাও” এ কথা মুখে বলিতে পারেন না। প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িবেন, এ কথা মনে হইলে, তাঁহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন। আবার প্রভুকে রাখেন বা কি বলিয়া? যদি সামান্য রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখেন, তবে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া পলাইবে। ভক্তগণ কি করিবেন, বা কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

গদাধর নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস পান না, কাজেই তাঁহার সহিত কথা কাটাকাটি করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ঘোর বিপদ-কাল উপস্থিত, প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন, কাজেই তাঁহার ভয় একেবারে দূর হইয়া গেল। তখন নির্ভীক ভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রভু! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু আমি উদাসীন। আমি তোমার পাছ পাছ যাইব। কিন্তু তোমার মত কি পরিষ্কার করিয়া বল। তোমার মতে কি গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হয় না? এখন আমার মত কি শুন। তুমি যদি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাও, তবে প্রথমে জননী-বধের ভাগী হইবে। আর জননীকে বধ করিয়া যে ধর্ম্মার্জ্জন, তাহা কেবল বিড়ম্বনা

মাত্র। গদাধর শুধু জননীর দোহাই দিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা আর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। কিন্তু তিনি যে এই দুই জনকেই মনে করিয়া বলিতেছেন, তাহা সকলেই বুঝিলেন।

প্রভু কি উত্তর দেন, শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গদাধরের পানে মুখ ফিরাইলেন। মুখের ভাবে বোধ হইল যেন তিনি গদাধরে কথা শুনিয়া মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "গদাধর! তুমি তোমার বাক্যবাণে বিষ মাখাইয়া আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছ। আমার অতি সরলা, পুত্রবৎসলা বৃদ্ধা জননীর আমা বই আর কেহ নাই। তিনিই আমার সংসার-ত্যাগের প্রধান বিরোধী। তাঁহার ভাবনাই আমার হৃদয়ে জলন্ত আগুনের ন্যায় জ্বলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। কোথায় আমার সেই অগ্নি নিবাইবে, না তাহাই আবার জ্বালিয়া দিতেছ? গদাধর! নিঠুরাপী করিও না। আমার জননীর শেষ দশায় যে, তাঁহাকে আমার বিরহ-বেদনা পাইতে হইবে তাহা মনে করিলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই। গদাধর! আর এরূপ বাক্য-বাণে আমার অঙ্গ খণ্ড না করিয়া, যদি আমাকে ভালবাস, তবে আপন সুখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, আমার বৃদ্ধা জননীকে পালন করিও, তাঁহার নয়ন জল মুছাইও। আর তাঁহার যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয় তাহাই করিও। যাইবার বেলা তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা।"

একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন, "মানুষের বিষম জ্বর হইয়া থাকে, শুনিয়াছ ত? আমারও সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ বিষম জ্বর হইয়াছে। সেই বিষম জ্বরে আমার ইন্দ্রিয়গণ, সংসারের মায়া, সমুদায়ই ভস্ম হইয়া গিয়াছে। আমার প্রাণাধিক বন্ধুগণ! আমার গৃহে থাকিতে কি অসাধ!

তোমাদের সঙ্গ, যাহা ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ, জননীর চরণ-সেবা যাহা আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—ইহা কি স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ব-বশে নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন। আমি গৃহে থাকিবার নিমিত্ত যে মাত্র ইচ্ছা করিতেছি, অমনি যেন আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। যদি তোমরা আমার স্বোয়াস্তি কামনা কর, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি বৃন্দাবনে যাইয়া আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিয়া আসি।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ মস্তক অবনত করিলেন, ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার কথার উত্তর করিতে পারিলেন না। একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের নিকট প্রভু হরিনাম প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন সর্ব্বসমক্ষে সে কথা কিছুই বলিলেন না। তাঁহার এখনকার সমুদায় কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমাকে বিদায় দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইব।"

একটু পরে শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তাহাই হউক। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমাকে আমরা রাখিতে পারিব না। তবে আমাকে এই অনুমতি কর, যেন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। না, আমি ভাল বলিলাম না। আমি কেবল আমার কথাই ভাবিতেছি। প্রভু তুমি যাবে যাও, কিন্তু যে তোমার সহিত যাইতে চাহে, তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দাও।"

নিমাইয়ের তখন সকলকে শান্ত করিবার সময়! কাজেই আপনি শান্ত হইয়া বলিতেছেন, "তোমরা এ ক্ষুদ্র কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর করিতেছ? সওদাগর ধন আহরণের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করে। ধনোপার্জ্জন করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেয়। আমিও বিদেশে সেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জ্জন করিতে যাইতেছি! উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া তোমাদিগকেই দিব।"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! ও কথায় কেহ প্রবোধ মানিবে না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলে, যে প্রাণে বাঁচিবে, তাহাকে তুমি ফিরিয়া আসিয়া প্রেম-ধন-দিও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে হারাই। তুমি চলিয়া গেলেই আমি প্রাণে মরিব। সুতরাং তুমি যে ধন লইয়া আসিবে, তাহাতে আমার কি?"

মুরারি ভাবিতেছেন যে, সংসারের কথায় প্রভু ভুলিবেন না। গদাধর সে কথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথা অর্থাৎ যে কথায় প্রভুর লোভ আছে, তাহাই বলিয়া তাঁহার হৃদয় কোমল করিবার চেষ্টা করিব! ইহা ভাবিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! আমরা ক্ষুদ্র কীট, পিপীলিকা হইতেও অধম। তুমি কৃপাময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভক্তি দিয়াছ। তুমি যদি এখন আমাদিগকে ফেলিয়া যাও, তবে সংসার-ব্যাঘ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে। প্রভু! আপন হাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে, জল সিঞ্চাইয়া পরিবর্দ্ধন করিলে, এখন আপন হাতে সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ? প্রভু! তোমার কি একটুও মমতা হইতেছে না?"

হরিদাস প্রভুর দুইখানি চরণধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, পড়িয়া এই মাত্র বলিলেন, "আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি, তোমাকে অর্পণ করিলাম, গ্রহণ কর।" এ পর্য্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুকুন্দ সেই ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া দিলেন; যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

মুকুন্দ কহয়ে "প্রভু পোড়য়ে শরীর॥ অন্তর পোড়য়ে প্রাণ না হয় বাহির।"

মুকুন্দ বলিতেছেন, "প্রভু! দেশদেশান্তরে যাইবে, ইহা কি সহ্য করা যায়? আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্তু জ্বলিয়া যাইতেছে। প্রভু! তুমি আমাদের প্রাণ! প্রাণের প্রাণ! তুমি কোথাও যাইবে এ কথা মনে করিতেও পারি না।" এই কথা বলিতে বলিতে মুকুন্দ

উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। অমনি সকলের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তখন ভক্তগণ অস্থির ও দিশেহারা হইয়া "প্রভু ক্ষমা দাও" বলিয়া সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীভগবান্ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবান্ ইচ্ছামাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন, কিন্তু অবুঝ ভক্তকে বুঝাইতে পারেন না। কাজেই শ্রীনিমাই তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন ; যথা চৈতন্যমঙ্গল—

ভকতের দুঃখ দেখি ভকতবৎসল। অরুণ করুণ আঁখি করে ছল ছল॥
গদ গদ স্বর, কথা না বাহির হয়। সকরুণ দিঠে প্রভু ভক্ত পানে চায়॥

পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তোমরা শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের! তোমরা আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে পার। প্রথমতঃ আমি এই পথে বৃন্দাবন যাইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার তোমাদিগকে আমি একেবারে ফেলিয়াও যাইতেছি না। আমাকে তোমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আমি যেখানে থাকি, তোমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে যাইও, আমিও মধ্যে মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। তোমরা যখনই সংকীর্ত্তন করিবে, তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।" শ্রীবাসের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঠাকুরমন্দিরে আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে। আর এক কথা বলি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন—কি আমার জননী, কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া, কি তোমারা ভক্তগণ,—তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন। আমি তোমাদের নিকট এই কথা অঙ্গীকার করিলাম।" এই কথা শুনিবামাত্র ভক্তগণের একটি কথা মনে পড়িল। সেটি তখন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি এই যে,

নিমাই শ্রীভগবান, আর কিছু নহেন। তখন সকলে ভাবিতে লাগিলেন, প্রভুর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি যতদূর স্বীকার করিলেন সেই ভাল। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময় এবং তোমার ইচ্ছা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। আমরা নির্ব্বোধ বলিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে চেষ্টা করি। তবে একটি নিবেদন। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ, দেখিও যেন তোমার বিরহে কেহ প্রাণে না মরি।"

নিমাই মধুর হাসিয়া জনে জনে বার বার প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এখন চণ্ডীদাসের পদটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ—"নামের প্রতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কি না হয়।"

শ্রীনিমাই "অঙ্গের পরশ" দিলেন কাজেই সকলে অনেকটা শান্ত হইলেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

এ বোল শুনিয়া, প্রভু সে হাসিয়া, সবারে করিয়া কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া, সবা সম্বোধিয়া, প্রবোধ উত্তর বলে॥
শুন সর্ব্বজন, আমার বচন, সন্দেহ না কর কেহ।
যথা তথা যাই, তোমা সবা ঠাঁই, আছি হে জানিও এহ।

সন্ধ্যাকালে প্রভু হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া মুরারীর গৃহে গমন করিলেন, এবং উভয়ে দেবগৃহে উঠিলেন। প্রভু মুরারিকে নিকটে বসাইয়া মধুর বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মুরারি! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ত্রিজগতে ধন্য। তাঁহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কৃপা হয়। আমার অভাবে, তুমি তাঁহাকে আশ্রয় করিও।" মুরারী অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। মুরারিকে যেরূপে সান্ত্বনা করিলেন, সেইরূপে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া নিমাই সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহারে কি বলিয়া শান্ত করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে শ্রীরূপ কাতরে বলে আমা হতে না হ'ল ভজন।
আমি দীন হীন ছার শত কোটি স্পৃহা যার, কি গুণে পাইব সে চরণ॥
শুনরে দুর্ব্বার মন, বৃথা কর আকিঞ্চন, যাহাতে নাহিক অধিকার।
শ্রীরূপ বলে শুন বলাই, এসো বসে গুণ গাই পাও না পাও ছাড় সে বিচার॥

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর গোপন থাকিল না। ভক্তগণের কাছে তাঁহাদের পত্নীরা শুনিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট শচী শুনিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিত্রালয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ কথা শুনিলেন। লোকে যে নিঠুরালি করিয়া তাঁহাদিগকে সংবাদ দিল তাহা নয়। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিবেন। নিমাইয়ের সংসার, কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া। তাঁহার পিতা নাই, ভ্রাতা-ভগিনী নাই, পুত্র-কন্যা নাই। নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি জননীকে ও আপনার পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। অতএব নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল ঐ দুইজনের। নিমাই সন্ন্যাস করিলে ঐ দুজনের যেরূপ সর্ব্বনাশ হইবে, এরূপ আর কাহারও নয়! নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিবার এই দুইজন যেরূপ প্রতিবন্ধক, এরূপ আর কেহ নহে। অতএব যদি কেহ তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারেন, তবে এ দুইজনে। কাজেই সকলে, আকার ইঙ্গিতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয় বস্তুর গতিক ভাল নহে, এই বেলা তাঁহারা উপায় করুন।

নিমাই প্রতিশ্রুত আছেন যে, জননীর অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। বোল

বৎসরের পরম সুন্দর, পিতৃ-মাতৃ-বৎসল, স্নিগ্ধ, সাধু ও পণ্ডিত পুত্র তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ায় তাঁহার একটি রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেটি বায়ু রোগের মত। নদীয়ায় সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। সন্ন্যাসী দেখিলেই ভাবিতেন যে, সে আগে বিশ্বরূপকে লইয়া গিয়াছে, এখন নিমাইকে লইতে আসিয়াছে। যদি কোন সন্ন্যাসীর সহিত নিমাইয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা দেখিতেন, অমনি ঠাকুর-ঘরে যাইয়া হত্যা দিতেন। আর বলিতেন, "ঠাকুর! তুমি দেখ, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সেবা করিতেছি। তুমি স্বামী ও পুত্র লইলে আমি তোমার ও আমার নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে লইও না। তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর যে, নিমাই আমার এক শত বৎসর বাঁচিয়া সংসারে থাকিয়া ঘরকন্না করুক।" শচী সঙ্কীর্ত্তন ভালবাসেন না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, পিঁড়ায় বসিয়া, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উহা বন্ধ করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া যান ও নিমাই ঘরে আসিয়া শুইয়া থাকে, ইহার নানা মত চেষ্টা করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিমাই, কখন নরহরি, কখন বা শ্রীবাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, নিমাইকে শুইতে পাঠাইয়া দাও।"

নিমাই যে জগৎপূজ্য হইয়াছেন, নিমাই যে কৃষ্ণকথায় মত্ত থাকেন, নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার মেয়েদের ডাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুবনমোহিনী বেশে সাজাইয়া তাম্বূলের বাটা হাতে দিয়া রজনীতে পুত্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচীদেবীর তখন সম্পদের সীমা নেই। আর সংসারের একমাত্র ও সম্পূর্ণ কর্ত্রী তিনিই। নিমাইয়ের শয়ন-ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। উত্তম-পালঙ্ক শয্যা, বালিশ, মশারি প্রস্তুত করিয়া শয়ন-ঘর সুখের স্থান করিয়াছেন।

কিন্তু নিমাই ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? শুধু তাই নয়। নিমাই এক একবার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছেন, আর শচী কান্দিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "বাছার এইবার হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া গেল।"

সাংসারিক সুখে কিছুতেই নিমাইয়ের লোভ জন্মাইতে পারিলেন না দেখিয়া, শচীর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি মনে ভয় যে, পুত্র চলিয়া যাইবে। রাত্রিরে স্বপ্নে "নিমাই" বলিয়া কান্দিয়া উঠেন, আর দিবানিশির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও স্বস্তি পান না। ভরসার মধ্যে নিমাইয়ের বাক্য, অর্থাৎ তিনি না বলিয়া কোথাও যাইবেন না। কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি স্বভাবত ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। যদিও তিনি জানিতেন, নিমাই সত্যবাদী, নিমাইয়ের কথা—পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও—লঙ্ঘন হইবার নহে, তথাচ তিনি জানিতেন যে, তিনি নিমাইকে কখন কোন কথায় "না" বলিতে পারিবেন না।

শচী অর্দ্ধক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। যাঁহারা নিজজন, তিনি প্রথমে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই সন্ন্যাস করিবে একথা মুখে আনিতে পারেন না, ঠারে-ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা—"তুমি শুনেছ নিমাই নাকি কি করবে, সে নাকি আমারে অকূলে ভাসাইয়া পলাবে?" তাঁহারা বলিলেন যে, তিনি ইহার-উহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই মাতৃ-বৎসল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য রাখিতে পারিবেন।

শচী এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। নিকটে বসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শচীর বয়স তখন

অন্ততঃ সাতষট্টি বৎসর। ইহার মধ্যে আটটি কন্যার শোক পাইয়াছেন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-জনিত বিষম-বিয়োগ সহিয়াছেন এবং দেবতুল্য পতি হারাইয়াছেন। চিরদিন দুঃখের বোঝা বহিয়া বহিয়া তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন হওয়ায় তিনি কুব্জ হইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে যে অবধি নিমাই কৃষ্ণবিরহে অভিভূত হইয়াছেন, সেই অবধি চিন্তায় চিন্তায়, আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। পুত্রের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, "নিমাই! কি শুনছি যে?"

পূর্ব্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি। বলিয়াছি যে তাঁহার অসীম সাহস, তিনি স্বচ্ছন্দে এ ভরসা করিলেন যে, তাঁহার ন্যায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাস করিতে যাইবেন। কিন্তু এ সময় নিমাই জননীর বদন, তাঁহার দীনহীন বেশ, এলোথেলো কেশ জীর্ণশীর্ণ দেহ চিরদুঃখিনীর মুখ দেখিয়া মস্তক হেঁট করিলেন। শ্রীভগবানের সাহস সেই মুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল।

নিমাই একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ভালই করিয়াছ। আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমিই তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। কিন্তু কোন্ মুখে করিব ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। মা! তুমি আমাকে যেরূপ পালন করিয়াছ, জগতে এরূপ কোন মাতা কোন সন্তানকে করিতে পারে না। তোমার দুগ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্য্য করিলে। আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পড়াইলে, শুনাইলে, তখন পিতার কার্য্য করিলে। এখন তুমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছ, তুমি শোকের উপর শোক পাইয়া জর-জর। আমি তোমার একমাত্র

পুত্র। এখন আমার কর্ত্তব্য কার্য্য তোমাকে পালন করা,—আপনার প্রাণ দিয়া তোমার সেবা করা। না মা?"

শচী পুত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, বা করিলেন না। শচী কোন উত্তর না করিলে, নিমাই বলিতেছেন, "মা! লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অশুভক্ষণেও জন্মে। মা! আমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম, পুত্র জন্মিয়া থাকে। মা, আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, আমার দ্বারা তোমার প্রতিপালন হইল না।"

নিমাইয়ের আয়ত নয়ন দুটি জলে পুরিয়া যাইতেছে, কিন্তু অতি কষ্টে উহা সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শচীর নয়নে জল নাই, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এক দৃষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন; যেন পুত্রকে হারাইবেন জানিয়া, জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন। নিমাই বলিতেছেন, "এ জন্মে আমাদ্বারা তোমার ঋণ শোধ হইল না। আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পারিব না। তবে, মা তুমি সদাশয়া, তোমার নিজগুণে আমার এই ঋণ শোধ করিয়া লইবে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। এখন মা! আমাকে খালাস দাও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাইব। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার সুখ ও মঙ্গল হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও।"

এ কথা শুনিয়া শচীর মূর্চ্ছিত কি জড়বৎ হইবার কথা। কিন্তু ঘোর বিপদকাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার স্থির ও সজীব রহিলেন,—নিমাইয়ের কথায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে অস্ফুটস্বরে, পুত্রের পানে চাহিয়া, একটি শব্দ

উচ্চারণ করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শব্দটি—"বিষ্ণুপ্রিয়া ?" নিমাই আবার মস্তক হেট করিলেন। আপনাকে একটু সামলাইয়া বলিতেছেন, "মা! তাহার তত দুঃখ হইবে না। যদি আমি নির্দয় হইয়া, কি অন্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইতে পারিত। যদি আমি নিজ সুখে বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ক্ষোভের কারণ হইত। কি আমি মোটে এ জগতে না থাকিতাম, তবে তাহার দুঃখ হইত। আমি থাকিব,—তবে একটু দূরে। তাহাতে তাহার দুঃখ কেন হইবে ? আমি সাধুপথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে, তাহাতে সে কেন দুঃখ পাইবে ? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার হইয়া সে তোমার সেবা করিয়া সুখ পাইবে, জীবে তাহার দুঃখে উপকৃত হইবে, তাহাতেও তাহার সুখ হইবে। আর তুমি, তাহাকে, ও সে তোমাকে, আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। দুই জনে পরস্পরে ব্যথার ব্যথী,—আমার কথা কহিয়া বড় সুখ পাইবে। তবে মা! আমার এই নিবেদন, তাহাকে কৃষ্ণনাম শিক্ষা দিও, এই আমার ভিক্ষা!

বৃথাপুত্র তোমার জন্মেছিল উদরে। ধ্রু।
হলো না হলো না (আমা হতে) প্রতিপালন তোমারে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার জলন্ত আগুনি, গৃহে রহিল সে হয়ে অনাথিনী,
মা যতন করে রেখো তারে। (মা জননি গো)"

শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। সে সাধ আমার মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম আমার সে সাধ পুরিল না। সাধ ত পুরিল না, তবে তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়া দিই। নিমাই! আমার বড় সাধ ছিল যে তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও, তোমার পদমর্য্যাদা ও ধন হউক। আমার পুত্রবধূ হউক, তোমার সন্তান

হউক, আর আমি সে সব লইয়া নদীয়ায় বসতি করি। আর আমি তোমাকে এইরূপ রাখিয়া মরিয়া যাই, আর তুমি একশ বৎসর বাঁচিয়া থাক। সে সব সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে, ধন ও মর্য্যাদা হয়েছে, কিন্তু সবই আমার দুঃখের কারণ হইল। নিমাই! তুই পথে হাঁটিবি কিরূপে? তুই যখন হাঁটিস, তখন পা বহিয়া যেন রক্ত পড়ে। তাও যাউক। নিমাই, তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইবি। যথা—"এ হেন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥ ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। কেমনে সহিবে ইহা এ দুঃখিনী মায়॥" (চৈতন্যমঙ্গল)

বৈরাগী হইয়া দ্বারে দাঁড়াইবি, তোকে মুষ্টিভিক্ষা দিবে, অমনি আর এক বাড়ী যাইবি, নিমাই! তোকে কে রান্ধিয়া দিবে? আর যদি কেহ আমার উপর দয়া করিয়া রান্ধিয়াও দেয়, তোকে বসিয়া কে খাওয়াইবে? আমি তোর খাবার সময় তোর সম্মুখে বসিয়া, কত ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া, তোকে মাথার দিব্য দিয়া, দুটা খাওয়াই। তাহা আর তোকে কে করিবে? নিমাই! এই যে সব আমি বলিতেছি, ইহা এখনই মনে হইল, এমন নয়। এ সব আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখিয়াছি। তুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কান্দিয়া কান্দিয়া আমাকে বলিত, আর তোমার যে সমুদয় ক্লেশ হইবে, তাহাও আমার মন আপনা আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে, আমার এ সুখসম্পদ থাকিবে না। আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, তোমার ন্যায় পুত্র আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই! তুমি আমাকে ও বউমার কৃষ্ণসেবা করিতে বলিতেছ। তিনি মাথার উপর। কিন্তু নিমাই! আমরা তোমার ভজন করিয়া থাকি, কৃষ্ণের ভজন করিতে পারি না। ইহাতে কি তিনি আমাদের উপর ক্রোধ করিবেন? যদি

করেন, আমরা মেয়েমানুষ, আমরা কিরূপে তাঁহাকে সন্তোষ করিব ?” শচী একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, “নিমাই ! আমার নিকট অনুমতি চাহিতেছ, ভাল। আমার দুঃখ আমি অনায়াসে সহিব। যদিও তোমাকে তিলমাত্র না দেখিলে মরি, তবু তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি না হয় যে কটা দিন বাঁচিব আরো দুঃখ পাইব। কিন্তু পরের মেয়ে আমার নিরপরাধিনী বউমা, তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইব ?” যেমন অপরাধী বিচারকের অগ্রে ভয়ে করযোড়ে থাকে, শ্রীভগবানও সেইরূপ শচীর অগ্রে করযোড়ে অপরাধীর ন্যায় দীনভাবে বসিয়া। শচীর কথা যত শুনিতেছেন, ততই তিনি মাথা হেঁট করিতেছেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শচী আবার বলিতেছেন, “নিমাই ! তুমি যে কি ধর্ম্ম পালন করিতেছ, তাহা আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি না। তোমার সর্ব্বজীবে দয়া দেখিতে পাই ; কেবল জনকয়েক ছাড়া,—আমি, বিষ্ণুপ্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই এরা সকলেই মরিয়া যাইবে। তা হইলে তোমার কি ধর্ম্ম হইবে ? তবে কি, যে তোমার যত নিজজন, তুমি তাহাব প্রতি তত” নিঠুরালী করিবে ? —এই কি তোমার বিচার।” যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—“সর্ব্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ। না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥ আগেত মরিব আমি পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া। মরিবে ভকত সব বুক বিদরিয়া॥”

নিমাই তখন করযোড় করিয়া বলিলেন, “মা ! ক্ষমা দাও। তোমার কাতরধ্বনি আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। তুমি যদি এরূপ মর্ম্মাহত হও, মনোসুখে বিদায় না দাও, তবে আমি যাইব না।” তখন শচী রুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “মনোসুখে আমি তোমাকে সন্ন্যাসী করিব তা আমি কিরূপ পারি ? তবে তোমার যদি সুখ হয়, তবে আমি সব দুঃখ সহিব।” তারপর আবেগভরে বলিলেন, “নিমাই !

তুমি যখন এ কথা বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমি বাধা দিব না। তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথা মাকে বলিলে মা কষ্ট পায়। আমি তোমাকে সরলভাবে অনুমতি দিলাম। তবে মনোস্থখে অনুমতি দেওয়া আমার অসাধ্য। যেহেতু আমি মা, ও তোমা বই আমার কেহ নাই।"

এখন পাঠক বিচার করুন যে, শ্রীভগবান জিতিলেন, না শচী জিতিলেন। আমরা বলি, শ্রীভগবান জিতিলেন—ইহার রহস্য বলিতেছি। নিমাই তিনপ্রকারে মায়ের নিকট বিদায় লইতে পারিতেন। প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি শচীর যে স্নেহ, তাহারই শক্তিতে; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাকে বুঝাইয়া; আর তৃতীয়তঃ, তাঁহার ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত করিয়া। নিমাই শেষোক্ত দুই পথ ঘৃণা করিয়া অবলম্বন করিলেন না। তাঁহার জননীর গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত, আর শচী তাঁহাকে গর্ভে ধরিবার কিরূপ উপযুক্তা হইয়াছিলেন তাহা জগতে জানাইবার নিমিত্ত, প্রথম পথটি অবলম্বন করিয়া শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই বলিলেন "মা! সন্ন্যাসী হইয়া গমন করিলে আমার মঙ্গল হইবে।" অমনি শচী বলিলেন, "তবে তুমি যাও।"

অনুমতি দিবা মাত্র শচীর হৃদয়ে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তাহা যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিতেছেন, "একটি কথা আমি বলি, দেখ দেখি তোমার মনে ধরে কি না। এত অল্প বয়স সন্ন্যাসের সময় নয়। কিছু কাল পরে গেলে কি হয় না? বাড়িতে ভক্তগণ আছেন, তাঁহাদের লইয়া এখন সংকীর্ত্তন কর, তাহার পরে যাইও।"

নিমাই শুধু শচীর নিঃস্বার্থতার বলে অগ্রে বিদায় লইয়া পরে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় (অর্থাৎ বুঝাইয়া); ও তৃতীয় পথ (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য) অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, "মা! আমি নদীয়ার এই সম্পত্তি ছাড়িয়া,

তোমা হেন জননীকে অকূলে ভাসাইয়া যাইব, ইহা কি আমি স্ববশে থাকিলে পারি? আমি স্ববশে নাই। বিয়োগ আর সংযোগ শ্রীভগবান করেন। আমরা তাঁহার ইচ্ছাধীন। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁহাকে ভজন করা। সংসারে লিপ্ত হইয়া আমরা তাঁহার চরণ হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া তাঁহার চরণ পাই। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে —"সংসার আরতি করি মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণ আরত্তি করি ভব তরিবারে ॥"

"ভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই। সংযোগ বিয়োগ তিনিই করেন। তিনি গলায় ফাঁসী দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমিও পরম সুখে যাইতাম, কেবল তোমার আর অন্যান্য যাঁহারা আমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন তাহাদের নিমিত্ত যাইতে পারিতেছি না। তোমরা আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে দিবেন না, লইয়া যাইবেন। তাঁহার হাতেই তুমি আমাকে সমর্পণ কর। তুমি ত দিবানিশি আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাক। মা! আমি সত্য বলিতেছি যে, সংসার ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আমার মঙ্গল হইবে। আমার মঙ্গল হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমাকে সঁপিয়া দিলে তুমি তাঁহাকে পাইবে, আর তোমার নিমাইকেও পাইবে। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে "(ওমা) কেন্দ নাকো আর নিনাই বলে, কৃষ্ণ বলে কান্দ। কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাইচাঁদ ॥"

"তাহা যদি না কর, পরিশেষে তাঁহাকেও হারাইবে, তোমার নিমাইকেও হারাইবে। তাই মা, বলিতেছি, তুমি মনোসুখে বিদায় দাও যে, আমি সুখের সহিত বৃন্দাবনে যাইয়া সুখময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি।" এই কথা বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, "মা! তুমি ত আমার মনোবেদনা সমুদয় জানো। মা! কৃষ্ণবিরহে আমার নয়ন

শ্রাবণের মেঘের মত হয়েছে, দিবানিশি আমার হৃদয় পুড়িতেছে, আমার যে আগুণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবাইতে পারিবেন না। বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে। কিন্তু তোমার কথা মনে হওয়ায় এই সঙ্কল্প করি যে তোমাদের বুকে শেল আঘাত করিয়া যাইব না কিন্তু এ ইচ্ছা হইবা মাত্র—" অমনি নিমাই নীরব হইলেন। শচী দেখেন, নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে। তখন ব্যস্ত হইয়া কোলে করিলেন। "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কর্ণকুহরে অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেকে দৌড়িয়া আসিল, নিমাইয়ের চক্ষে জলের ছাটি মারিতে মারিতে তাঁহার নিঃশ্বাস পড়িল, একটু পরে তিনি নয়ন মেলিলেন। শচী বুঝিলেন যে, পুত্রকে আর রাখিতে পারিবেন না। বলিতেছেন, "নিমাই তুমি কি চেতন আছ?" নিমাই বলিলেন, "হ্যাঁ মা।" তখন শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমি শুনেছি যাহারা সন্ন্যাসী হয় তাহারা পিতাকে পিতা, মাতাকে মা, বলে না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে আমাকে কি আর মা বলিবে না?" প্রভু দেখিলেন, জননী পাগল হইতেছেন, বুঝিবার অবস্থা তাঁহার নাই। ফল কথা, এ পর্য্যন্ত শচী যে কি শক্তিতে এরূপ স্থির হইয়া কথা বলিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। অতি বৃদ্ধা, শোকাকুলা, তাহাতে স্ত্রীলোক, শ্রীভগবান্ শচীর ঘাড়ে যে বোঝা চাপাইলেন, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না—পাগলের মত দুই একটা অর্থশূন্য কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের তখনও একটি কার্য্য বাকী আছে। শচী বিদায় দিয়াছেন বটে, কিন্তু "মনোসুখে" নয়। তাঁহার নিকটে মনোসুখে বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু ভগবান্ দেখিলেন, শচী আর দুঃখের বোঝা বহিতে পারিতেছেন না। যাহা চাপাইয়াছেন, তাহাই অধিক হইয়াছে।

তখন তাড়াতাড়ি জননীকে জ্ঞান দিলেন। যথা—“(শচীর) সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ-বুদ্ধি হৈল। আপন তনয় বলি মায়া দূরে গেল।”

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে তাহাদের সকলের প্রাণ শ্রীভগবান্। সেই ভগবানের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় সম্বন্ধ! তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ং আগমন করিয়া, সন্ন্যাসী হইবেন, হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণরূপ অভয় প্রদান করিবেন। শচী ভাবিতেছেন, “এ অতি শুভ কথা। আমি তিনলোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী যে, শ্রীভগবান্ আমার উদরে জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই শ্রীভগবান্ জীবের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শুভকর্ম্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন, ইহাতে বাধা দিতে আমার দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?” তখন শচী ভাবিতেছেন, তাঁহার ত ইহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। বরং গাঢ় আনন্দ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; ইহাই ভাবিয়া-বলিতেছেন, “বাপ নিমাই! তুমি কে, আমি তাহা জানিয়াছি। আমি তোমার মা নই, তুমি আমার পুত্র নও। তুমিই সকল জীবের মা ও বাপ। তুমি কৃপা করিয়া আমার গর্ভে জন্ম লইয়াছ। যতদিন মনোসুখে আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি এখন মনোসুখে, তোমার প্রতি প্রিয় যে জীব, তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিবে। এ বড় শুভ কথা। তুমি কৃপা করিয়া আমার সম্মান বাড়াইবার নিমিত্ত, আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। আমি মনোসুখে অনুমতি দিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে সন্ন্যাস কর।” শচী যে অতি জ্ঞানের ও উত্তম কথা বলিলেন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা লইয়া পরে একটু বিচার করিব। যখন শচী এই কথা বলিতেছেন, তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া গলিয়া পড়িতেছেন। যেই মাত্র এই কথা বলা সাঙ্গ হইল, অমনি শচীর জ্ঞান লোপ হইল।

তিনি জ্ঞান হারাইয়া বাৎসল্য-প্রেমে অভিভূত হইলেন। যথা—"জগত দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়। কারো বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়॥ এত অনুমানি শচী কহিল বচন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন। মোর ভাগ্যে এত দিন ছিলে মোর বশ। এখন আপন সুখে করগে সন্ন্যাস॥ পুনর্ব্বার শচীমাতা মায়াচ্ছন্ন হৈল। 'হায় কি করিলাম বলি' ভূমিতে পড়িল॥" অভিভূত হইয়া শচী দুইরূপ দুঃখে জরজর হইতে লাগিলেন। প্রথম এই যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইল; আর দ্বিতীয়, তিনিই তাঁহাকে বৈরাগী করিলেন। তখন এই দুঃখে আহত হইয়া শচী ইহাই বলিয়া ধূলায় পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—"আমি কি বলিতে কি বলিলাম। মা হয়ে নিমা'য়ে বিদায় দিলাম॥"

দুইটি সুখ একেবারে আসিলে যেরূপ কোনটিই ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না, দুইটি দুঃখও এক সময়ে আসিলে সেইরূপ উভয়ের একটিও পূর্ণ পরিমাণে দুঃখ দিতে পারে না। তাই শচী প্রাণে মরিলেন না। শচী তখন কেবল "নিমাই নিমাই" বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

শচী যে কথা মুখ দিয়া একবার বলিয়াছেন, তাহাতে যে আবার 'না' বলিবেন, সেরূপ মেয়ে তিনি নয়। তিনি নিমাইয়ের মা ও তাঁহারই মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই যে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে একবারও এ কথা বলিলেন না যে, "নিমাই! আমি কি বলিতে কি বলিয়াছিলাম। নিমাই! আমি বিদায় দিই নাই, আর যদি দিয়া থাকি সে আমার ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়াছিল। আমি কখনই যেতে দিব না।" তবে ইহাই বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, "কি কৈলাম? আমার নিমাইকে পথের ভিখারী করিলাম? বাছার ত কোন দোষ নাই! বাছা ত আমার উপর নির্ভর করিয়াছিল। নিমাই আমার

মাতৃবৎসল! আমাকে না জানাইয়া কোন কাজ করে না। নিমাই যোগ্য হইয়াছে, তবু মা বই জানে না।” তাহার পরে নিমাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “নিমাই! তোমার আমাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কু-লোকে তোমাকে কু-পরামর্শ দিয়া ঘরের বাহির করিতেছিল। তুমি তাহাদের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া আমার উপর নির্ভর করিয়াছিলে। তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি আর কিছু তোমাকে যেতে দিব না। কেমন নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! এই নবীন বয়স, ভুবনমোহন রূপ; তোমাকে কৌপীন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম!” শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়া আপনার অঙ্গে হেলান দিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, “মা! সত্য কি পাগল হইলে? ও কি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীকৃষ্ণ তোমার জিহ্বায় বসিয়া অনুমতি দিয়াছেন। কেন কান্দিতেছ? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি? এ যে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত ত্যাগ নয়,—চির-মিলন। আমি যে নিমাই, তাহাই আছি; আর তুমি আমার যে মা, তাহাই আছ। আমি যেখানে যাই, তুমি যেখানে থাক,—আমি যাহা তাহাই থাকিব, তুমিও যাহা তাহাই থাকিবে। আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা; এ সম্পর্ক কোন কালে যাইবার নহে। তুমি যেমন আমার কথা দিবানিশি ভাবিবে, আমিও তেমনি তোমার কথা তিলমাত্র ভুলিতে পারিব না। না হয় কিছুকাল দেখাদেখি না-ই হইবে; তাহাতে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই দুঃখ, তাহা কোন যুগে হইবে না। মনে ভাবো, আমি যেন ধন উপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদেশে যাইতেছি! অন্যের পুত্র বৃথা ধন আনিয়া জননীকে দেয়; আমি তোমাকে অক্ষয়, অব্যয়, পরম ধন আনিয়া দিব। শান্ত হও, তোমার মলিন মুখ আমি কিরূপে দেখিব? তাহা হইলে আমি কিরূপে

যাইব ? তুমি বলিলে, আমি সকলের উপর করুণ, কেবল তোমাদের উপর নিদয়। মা! শ্রীভগবান্ যে তাঁহার নিজ-জন, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন। কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার ভক্ত উহা সহিবে। সন্তানেও জননীর প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কারণ সে জানে যে জননী উহা সহিবেন। যেখানে গাঢ় স্নেহ, সেখানে পদে পদে এরূপ নিঠুরালী হইয়া থাকে। মা! আমার অত্যাচার তুমি ব্যতীত অন্যে কেন সহিবে ?" ইহা বলিতে বলিতে জননীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! আমি স্ববশে থাকিলে কি, তোমা হেন জননীকে এই বৃদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পারি ? আমি যাইব, না থাকিব, এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি। কিন্তু এ কথা উদয় হইবা মাত্র যেন আমার হৃদয় বিদরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মা! আমি থাকিতে পারিলাম না, সংসারের সুখ-ভোগ আমার কপালে নাই। তাই বলিয়া তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সুখ মিছা, আর প্রকৃত যে সুখ, আমি তাহার নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি।"

তখন শচী আচল দিয়া নিমাইয়ের নয়ন-জল মুছাইতে লাগিলেন, আর বলিতেছেন, "বাপ! যদি তুমি যাইবে, তবে বিশ্বরূপের মত নিঠুরালী করিও না; আমার চাঁদ, আমার এই কথাটি রাখিও। আমাকে মাঝে মাঝে দেখা দিও, আর আমাকে সর্ব্বদা তোমার সংবাদ দিও!" শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা, সে কি ? এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিল, যে আমি তোমাকে ফেলিয়া যাইব, আর আসিব না আর তোমাকে ভুলিয়া থাকিব ? মা! আমি তা পারিব কেন ? আমার সন্ন্যাসী হওয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনের আর একটি উপলক্ষ্য মাত্র। সন্ন্যাসী হইলাম বলিয়া তোমার চরণে অপরাধ করিব না। যে সন্ন্যাসে তোমার সহিত সম্পর্ক লোপ হয় সে সন্ন্যাসের মুখে ছাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব,

যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব।" তখন শচী নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাপ! তুমি যখন অন্যের বাড়ী যাও, তখন আমি অস্থির হইয়া দ্বারে বসিয়া থাকি। সেই তুমি বৃন্দাবন যাইবে। তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। দেখিস্ নিমাই, জননী-বধের ভাগী হইস্ না। তোকে লোকে বড় নিন্দা করিবে।"

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "মা! তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। তুমি, কি তোমার দুঃখিনী বধূ, কি ভক্তগণ, যিনি "অনুরাগে" ভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে পাইবেন।* আর জননী! আরো বলি, যখন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হইবে, তখনই তুমি আমার দর্শন পাইবে মা! তুমি ভাবিতেছ, আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব। আমার আবার ভয়, পাছে তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও। আমার প্রতি তোমার যে গাঢ় ভালবাসা তাহা যাহাতে কিঞ্চিৎ শিথিল না হয়, তাই তোমার বধূকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম। উভয়ে উভয়কে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।"

শচী চিরদিন রন্ধনপটু। তাঁহার পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবা রন্ধন করিয়া খাওয়ান। যাহা পুত্র ভালবাসেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনোসুখে তাহাই উত্তম করিয়া রন্ধন করেন, আর মনোসুখে তাহাই বসিয়া পুত্রকে খাওয়ান। এই তাঁহার সুখের সীমা, ইহার অধিক সুখ তিনি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন না। শচীর এখন সেই কথা মনে প'ড়িল। বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি কি ভালোবাসো, তাহা আমি যেরূপ জানি জগতে আর কেহই সেরূপ জানে না। তোমার আমা ভিন্ন আর কাহারও রন্ধন ভাল লাগে না।

* "অনুরাগ কথাটিতে চিহ্ন দিলাম। কারণ শুনিয়াছি যে এখনও যিনি অনুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান।

নিমাই! আমি এখন সেই কথা ভাবিতেছি; অপরের রন্ধন খাইয়া তোর পেটও ভরিবে না, আর শরীরও কাহিল হইয়া যাইবে।"

শ্রীনিমাই বলিতেছেন, "মা! তুমি এ কথা ভাবিও না যে, আমি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি যেরূপ কর, সেইরূপ প্রত্যহ করিও। আমার নিমিত্ত আমার প্রিয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া রন্ধন করিয়া, আমি যেখানে বসিয়া ভোজন করি, সেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়া আমাকে ভোজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিও। আমি তাই ভোজন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিব। আমি যে ভোজন করিলাম, ইহার প্রত্যয়ের নিমিত্ত তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন দিব। সে সুখ তোমার,—এখন আমাকে নয়নের উপর রাখিয়া যে সুখ পাও, তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণ অধিক হইবে। আরও বলি, মা! তুমি বলিলে যে, তোমার সাধ যে নবদ্বীপে আমি ঘর-কন্না করি। তাই তোমার সুখের নিমিত্ত, আমি কিছুকাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, নদীয়ায় গৃহস্থালি করিব।"

শ্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণ আলোচনা করিতে পারেন না,—করিতে গেলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়া করিতেছি। ভক্তগণকে একটু বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত, এখন এ কাহিনী ক্ষান্ত দিয়া, গোটা দুই কথা লইয়া বিচার করিব। শ্রীশচী পুত্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "নিমাই! এখন গৃহত্যাগ না করিয়া আমার মৃত্যুর পর করিলে ভাল।" এইরূপ কথা কিছুদিন পরে নিমাইকে কেশবভারতীও বলিয়াছিলেন, আর অদ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইঁহারা বিজ্ঞলোক, অত্যন্ত জ্ঞানবান, অন্যের কার্য্যপ্রণালী বিচার করিতে পটু। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই। কেহ এ কথাও বলেন যে যদি তিনি, গৃহত্যাগ করিবেন, তবে বিবাহ

করিলেন কেন? এ সম্বন্ধে অধিক না বলিয়া বলরাম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিব। যথা—

যত বিজ্ঞ জনে প্রভুরে নিন্দয়ে। বলে 'কেন ছাড়িলেন বৃদ্ধা মায়ে, ॥
কেহ কেহ বলে অতি বিজ্ঞ হয়ে। 'কেন শ্রীগৌরাঙ্গ করিলেন বিয়ে?
বৃদ্ধা জননী নবীনা ঘরণী। ছাড়ি ভাল কাজ করেন নাই তিনি॥
গৃহ ছাড়িবেন যদি মনে ছিল। বিয়া নাহি করা তাঁর ছিল ভাল॥
এই সব কথা বলে বিজ্ঞ লোকে। কি উত্তর দিব? শুনি বসি দুঃখে॥
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। ভুবনে উঠিল ক্রন্দনের রোল॥
নদে মাঝে তাঁর শত্রুপক্ষ ছিল। কাতরে তাহারা কান্দিতে লাগিল॥
'হেন মহাজন চিনি নাহি মোরা।' অনুতাপে দগ্ধ আগে হ'ল তারা॥
নবীনা ঘরণী আর বৃদ্ধা মাতা। সন্ন্যাসের কালে গোরার না থাকিত॥
তবে বল তাঁর সন্ন্যাসের কালে। কেন কান্দিবেক ভুবনে সকলে?
করুণায় যদি জীব না কান্দিত। তবে কি কেহ বৈষ্ণব হইত?
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। তখন অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিল॥
যত গৌড়বাসী কান্দিতে লাগিল। সেই কালে কত সন্ন্যাসী হইল॥
কেহবা শোকেতে পাগল হইয়া। কত শত দিন বেড়াল ভ্রমিয়া॥
'কি হলো, কি হলো' শুধু এই রব। 'হায় হায় হায়' করে জীব সব॥
ইহাতে জীবের হিয়া দ্রব হলো। তবে ভক্তি-বীজের অঙ্কুর হইল॥
নবীন সন্ন্যাসী সোণার বরণ। সদা ঝুরিতেছে কমল নয়ন॥
অতি দীর্ঘকায় সুবলিত অঙ্গ। কৌপীন পরেছেন আমার গৌরাঙ্গ॥
াত্র জীবের হিয়া দ্রব হয়। 'মনু মনু' বলি পড়ে রাঙ্গা পায়॥
আদরে শ্রীগৌরাঙ্গ ধরে তারে বুকে। বলে, 'প্রিয় শুন হরি বল মুখে' ॥
এইরূপে গৌর জীব উদ্ধারিল। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় তাহাতে ত্যজিল॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ-জন তাঁর। তাঁহাদের দুঃখে জীবের উদ্ধার॥

যেবা হয় অতি নিজ-জন তাঁর। দুঃখ দেওয়া তারে স্বভাব তাঁহার ॥
বলেন তাহারে, যে নিজ-জন তাঁর। "আমার দৌরাত্ম্য সহিবে কে আর ?"
যখন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় স্পষ্টত বলিল ॥
"তোমাদের দুঃখে জীবের মঙ্গল। দুঃখ নিবে কি না স্পষ্ট করি বল ?
বড়ই মলিন হ'লো সব জীব। তোমাদের আঁখি জলেতে শোধিব ॥
কারে দুঃখ দিব, কে আর সহিবে। তোমাদের দুঃখে জীব উদ্ধারিবে ॥
দুহে ইহা শুনে শিরে দুঃখ নিয়ে। অনুমতি দিল গদ গদ হয়ে ॥
ক্ষুদ্র লোকে ভাবে বড় দুঃখ পেল। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগ্য বলি নিল ॥
যখন গৌরাঙ্গ করিলা সন্ন্যাস। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হলো সর্ব্বনাশ ॥
আর যত তাঁর প্রিয় ভক্তগণ। সকলের সঙ্গে সদাই মিলন ॥
কেবল কান্দিল শচী বিষ্ণুপ্রিয়। শূন্য নদীয়ার ঘরেতে শুইয়া ॥
অতএব শুন ওহে ভক্তগণ। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর নিজ-জন ॥
নিজ-জন বলি দিল এ দুঃখ। তুমি ভাব দুঃখ তাদের মহাসুখ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী না হ'ত। বলাই কি তারে চিনিতে পারিত ?

সন্ন্যাস-আশ্রম সৃষ্টি করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য জীবকে সংসারের অনিত্যতার উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিতে উত্তেজিত করা। মহাজনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেখাইয়া থাকেন যে, জীবগণ যে সুখকে সুখ বলে, তাহা তাঁহাদের ন্যায় মহাজন পা দিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর, স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই ; সন্ন্যাসীর, উদর পূর্ত্তি করিয়া অন্ন সেবা করিতে নাই ; সন্ন্যাসীর, ব্যঞ্জন কি অন্নের অন্য উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। তাঁহাদের শীতের নিমিত্ত গাত্রে অন্যের পরিত্যক্ত ছেঁড়া বস্ত্র এবং লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কৌপীন পরিধান করিবার অধিকার আছে মাত্র।

সন্ন্যাস-আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্য জীবের নিকটে শ্রদ্ধা আহরণ

করা। যে ব্যক্তি পরমার্থের নিমিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাঁহাকে লোকে সহজেই ভক্তি করে ও তাঁহার উপদেশ মান্য করে। শ্রীভগবান্ এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবেন। তিনি তাঁহার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এরূপ অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিলেন যে, সামান্য জীবে তাহা পারে না। তিনি সাত্তষট্টি বৎসর বয়স্কা শোকাকুলা জননী শচীদেবী ও চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, এই দুই জনকে ফেলিয়া চলিলেন। আর সমস্ত গৌড়দেশ ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। যদি তিনি শচীর মৃত্যু অন্তে গমন করিতেন ও আদৌ বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার সন্ন্যাসে কান্দিবে কেন?

শ্রীভগবান্ শচীকে জ্ঞান দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া পরে আবার তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন, প্রভু এ কাজ কি ভাল করিলেন? যদি জ্ঞান দিলেন, তবে আবার লইলেন কেন? জননীকে জ্ঞান দিয়া ফাঁকি দিয়া অনুমতি লইলেন, শেষে তাঁহাকে আবার অকূলে ভাসাইলেন, এ কাজ কি ভাল করিলেন? এ কথার একটু বিচার করিব। এ কথার বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা উঠিবে। যাঁহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব মানেন, তাঁহারা, তাঁহার সহিত তিনরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। একদল বলেন যে, তিনিও যে, আমিও সে; অতএব তাঁহার ভজনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন এক পৃথক বস্তু নহেন, তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না, লইতেও পারেন না,—লওয়া কি দেওয়া আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য থাকে, সাধন করিয়া ধন আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না,—যাহা আছে তাহাও হারাইব। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে শাস্তা ও দাতা বলিয়া ভজনা করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান্ দণ্ড

করিবেন, যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারি তবে পুরস্কার পাইব। এই শ্রেণীর জীবের ভজন, সুতরাং দুইরূপ। একরূপ, "হে ভগবান্! পাপ মার্জ্জনা কর," আর একরূপ, "হে ভগবান্! আমাকে ভাল ভাল দ্রব্য দাও।"

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন যে শ্রীভগবানের ভজন-প্রণালী আমাদের সংসার দ্বারা আমরা জানিতে পাই। আমরা জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকি। যাহার সহিত আমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাই, সেও আমার সহিত সেইরূপ পাতায়। যথা, আমি যদি একজনের বন্ধু হই, তবে সেও আমার বন্ধু হয়। আমি যদি কাহারও সহিত স্ত্রীরূপ সম্বন্ধ পাতাই তবে আমি তাঁহার স্বামী হই। যদি প্রভু বলিয়া কাহারও সহিত সম্পর্ক করি, তবে তিনি আমার সহিত দাস সম্পর্ক স্থাপিত করেন। এইরূপে জীবগণ সমাজ-আবদ্ধ কি পরিবার-আবদ্ধ হইয়া বাস করে। সেইরূপ, শ্রীভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সম্বন্ধ পাতাও, তিনিও তোমার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তুমি তাঁহাকে সখা বলিয়া ভজনা করিলে তিনি তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায়, তুমি তাঁহাকে পুত্ররূপে ভজনা করিলে তিনি তোমাকে পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত চারি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ সমুদয় সম্বন্ধ পাতাইবার উপায়, ভক্তি আর প্রেম। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে মুখে "নাথ" কি "বন্ধু" বলিলে লাভ নাই। তাঁহার উপর প্রকৃতই সেইরূপ ভাব হওয়া চাই, তবে তিনিও সেইভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রকৃতই এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইবার অধিকারী হয়েন। মন্ত্রতন্ত্রের বলে, কি উপমা-অলঙ্কার পরিয়া, কি বাক্য-ঢক্কা গলায় দিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ

করা যায় না।—এই সম্বন্ধ স্থাপন, তত্ত্বকথার দ্বারা, কি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া করা যায় না।

এরূপ ভজনে যাগ যোগ, যজ্ঞ, পূজা কি কোন গুপ্ত-প্রকরণ কিছু থাকিল না। এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ-সাধনের প্রয়োজন থাকিল না। কারণ যাঁহার কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাঁহার নিকট চাহিতে হইবে কেন? স্ত্রী কি কখনও স্বামীর কাছে বলেন, "আমাকে পোষণ কর?" অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন—ভক্তি, প্রেম-ভক্তি ও প্রেম। প্রেম-ভক্তি গেল ত সব গেল, প্রেম-ভক্তি থাকিল ত সব থাকিল।

শ্রীভগবান্ শচীর প্রেম হরণ করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমে শচীর জ্ঞান আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন। আর দেখিলেন যে, নিমাই জীবগণের উপকারের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন। তখন এরূপ শুভকর্ম্মে বাধা দিতে নাই, ইহাই বুঝিয়া তিনি যে বস্তুকে পুত্র ভাবিতেন, তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট হইল। অগ্রে তিনি শ্রীভগবানের একমাত্র জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়ায় তিনি একজন সামান্য জীব মাত্র হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহার বিমল সুখের প্রস্রবণ যে অতি প্রিয় বস্তুটি ছিল, জ্ঞান পাইয়া তাহা হারাইলেন। শচী জ্ঞান পাইলেন বটে, কিন্তু পুত্রটি হারাইলেন। কাজেই শ্রীভগবান্ আবার শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া, মাতৃরূপ যে দুর্ল্লভ পদ তাহাই তাঁহাকে দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রিয় ও সুখের বস্তুটি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশ্য জ্ঞানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন কারণ ছিল না, তবু জ্ঞান যাওয়ায় "হা নিমাই" বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভালবাসার সেবা করিতে হইলে এইরূপ কান্দিতে হইবে। কারণ যেখানে

ভালবাসা সেইখানেই বিরহ। বিরহ লইতে যদি আপত্তি থাকে তবে ভালবাসা পাইবে না। যদি প্রেমোত্থিত সুখ চাও, তবে বিরহরূপ দুঃখ লইতে হইবে। যাহার বিরহরূপ দুঃখ নাই, তাহার মিলন-সুখও নাই। এই বিরহে ভালবাসাকে পুষ্টি ও নির্ম্মল করে। তাই নিমাই শচীকে বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি মাঝে মাঝে শচীকে দর্শন দিবেন, তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন, নিমাই সর্ব্বদা তাঁহার নয়নের নিকট থাকিলে তাহার শতাংশের এক অংশও সুখ পাইবেন না।

ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, তবে যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা হৃদয় কোমল হয়—অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি, দয়া, স্নেহ, মমতা ইহার কিছুই থাকিবে না। এ সমুদয় না থাকিলে, ইহা হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা পাইবে না বটে, কিন্তু এ সমুদয় হইতে যে সুখোৎপত্তি হয় তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ একটি নীরস শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ জ্ঞানী হও, তবে শ্রীভগবান্ কি কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদের হইতে কোন সুখও পাইবে না। প্রেমের চর্চ্চা কর, তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগ করিতে পাইবে, ও বিয়োগজনিত দুঃখ কাজেই ভোগ করিতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ শচীর প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার সুখ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আপনি তাঁহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাঁহার জ্ঞান হরণ করিলেন, আর "হা নিমাই" বলিয়া কান্দিবার মহা ভাগ্য দিলেন।



চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কিবা হইল দুর্গতি, বিষ্ণুপ্রিয়া গুণবতী, কি ক্ষণে আনিনু তোমা ঘরে।
দিবানিশি কান্দাইনু, সুখ মাত্র নাহি দিনু, প্রিয়ে! কৃপা করি ক্ষম মোরে॥
করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ, জগ-মাঝে সবে করে সুখী।
সুখ নাহি দিনু তোরে, জন্মের মত দেশান্তরে চলেছি, একাকী তোমারে রাখি॥
বলরাম দাস গায়, স্বামী পানে বালা চায়, দু'নয়নের তারা নাহি চলে।
শুখাইল মুখ-ইন্দু, অঙ্গ কাঁপে মৃদু মৃদু, মূরছিয়া পড়ে পতি কোলে॥

নিমাই জননীর নিকট, তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, অনুমতি লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শচী মর্ম্মাহত হইয়া বাহ্যজ্ঞান প্রায় হারাইয়া, অভ্যাসবশতঃ সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। শচীর এই দুঃখ-ভাব ঘুচাইয়া, নিমাই কিছুকাল সংসারী হইবেন, তিনি জননীকে সেই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর নিকট বিদায় লইয়াছেন বটে, কিন্তু চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া নববালা, সেই সরলা, পতি-প্রাণা, পতি-গৌরবিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে বাকি আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন। সেখানে কাণাঘুষা শুনিলেন, তাঁহার স্বামী নাকি নিজমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িবেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামী—যাঁহার হৃদয় কেবল ভালবাসা দ্বারা গঠিত,—যে ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু ভরসাই বা কি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গৃহে আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনিমাই রজনীতে ভোজন করিয়া খট্টায় শয়ন করিলেন, একটু নিদ্রাও গেলেন। এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া অল্প-স্বল্প বেশবিন্যাস করিয়া হাতে পানের বাটা, আর একখানি রেকাবিতে চন্দনের বাটী ও ফুলের

মালা লইয়া পতির শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, পতি ঘুমাইয়া আছেন, বস্ত্রের দ্বারা সমুদয় অঙ্গ আবৃত, কেবল বদনখানি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্য্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ হইতে অনাহূত দ্রুতগমনে আসিয়াছেন, কেন না—স্বামীর কাছে শুনিবেন যে, লোকে যে জনরব করিতেছে তাহার অর্থ কি? সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া দুটা অন্ন মুখে দিয়া শীঘ্র শীঘ্র পতির শয়নগৃহে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ভাগ্যক্রমে সে দিবস প্রভু সঙ্কীর্ত্তনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি বলিবেন, এ সমুদায় কথা মনে মনে শতবার রচনা করিয়াছেন। আর পতির নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি দাঁড়াইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিলেন, তাঁহার বল্লভের ভাগ্যে ত প্রায় নিদ্রা হয় না; একটু ঘুমাইতেছেন, এখন জাগান কর্ত্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন, ভালই হইয়াছে, এই সুযোগে পদতলে বসিয়া মুখখানি দেখি। তখন পানের বাটা ও হস্তের রেকাবি নিঃশব্দে খট্টার নিম্নে রাখিলেন, ও ঐরূপ নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে,—যেন কত অপরাধ করিতেছেন,—স্বামীর পদতলে বসিলেন। বসিয়া মহাসুখে অতি গৌরবের সহিত, পতির মুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। পতির শ্রীপদে হস্ত-স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। কারণ, শীতকাল, তাঁহার করতল শীতল, উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত; সুতরাং তাঁহার করতল-স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবনা। ইহা ভাবিয়া সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধ্যে, ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। যখন বুঝিলেন যে করতল উষ্ণ হইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে, চৌরগণ যেরূপ অতি নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে দ্রব্যকে স্থানভ্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীমতী

পতির চরণ দুখানি হস্তদ্বারা উঠাইতে লাগিলেন। মনে মহা-ভয় পাছে পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি তাঁহার প্রতি সে রাত্রি সুপ্রসন্ন,—নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পতির দুটি অভয় পদ উঠাইয়া আপনার হৃদয়ে ধরিলেন। এই যে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার উষ্ণ-হৃদয়ে স্বামীর পদতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের আরাম হইবে; দ্বিতীয়তঃ ভাবিলেন যে তাঁহার বুকের মধ্যে কুচিন্তা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পোড়াইতেছে—স্বামীর শীতলপদ-স্পর্শে উহা নির্ব্বাণ হইবে; তৃতীয়তঃ বরাবর ভাবিতেছেন যে, স্বামীর অভয়-পদে একবার শরণ লইবেন, তাহাই এখন লইলেন। শ্রীপদ হৃদয়ে ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পতির প্রসন্ন-বদন দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, ত্রিভুবনে এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর নাই! পদস্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত হইল, আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরো প্রফুল্লিত হইল। হাস্য ও রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সুখ ও দুঃখও সেরূপ। অধিক হর্ষ হইলে রোদনের উৎপত্তি ও অধিক রোদনে হাস্যের উৎপত্তি; অধিক দুঃখে সুখের উৎপত্তি ও অধিক সুখে দুঃখের উৎপত্তি। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজগতে আর কেহ নাই—তাঁহার এ ভাগ্য কি থাকিবে! ইহাই মনে উদয় হওয়ায় নয়ন দুটি জলে পূরিয়া গেল, আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নীরবে রহিলেন, কিন্তু নয়ন-জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান না পাইয়া ভাসিয়া চলিল, আর উহার এক বিন্দু পতির শ্রীপাদপদ্মে পড়িল। এই উষ্ণ-নয়নজল পায়ের উপর পড়িবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন, তাঁহার প্রিয়া পদতলে বসিয়া তাঁহার চরণ দুইখানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহা

দেখিবামাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল,—তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রিয়াকে উরুর উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন ?" যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

দুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর, চরণ বাহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে, বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা॥
"মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি, কান্দ কি কারণে জানি, কহ কহ ইহার উত্তর।
থুইয়া উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুছে বাণী মধুর অক্ষর॥

এই মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার উত্তর দিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না ;—তাঁহার ধৈর্য্য-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আর ধারণার বেগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরো ব্যস্ত হইয়া প্রিয়ার অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন মুছাইতে লাগিলেন। তাহাতে বিপরীত ফল হইল —হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িয়া উঠিল। শ্রীনিমাই তখন অতি কাতর হইলেন। ভাবিলেন, হৃদয়-বেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। কাজেই, ধৈর্য্য ধরিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, প্রিয়ার নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন ও প্রিয়ার হৃদয়ের দুঃখ তরঙ্গে মুখে যে নানা ভাব খেলিতেছে, তাই একদৃষ্টে সজল-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার বলিতেছেন, "প্রিয়ে ! আমাকে কেন দুঃখ দিতেছ ? আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার কথা বল। এই ত আমার ক্রোড়ে বসিয়া আছ। আর তুমি পতিপ্রাণা, তোমার আবার দুঃখ কি হইতে পারে ?" নিমাই দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না, স্বামীর কোলে অল্প অল্প কাঁপিতেছেন, কেবল স্থান গুণে মূর্চ্ছিত হইতেছেন না। নিমাইয়ের দ্বারা নানা প্রকার আশ্বাসিত ও সেবিত হইয়া শেষে পতির মুখপানে চাহিলেন। নিমাই দেখিলেন,

দৃষ্টি কোডে পূর্ণ। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "তুমি নাকি মাকে অকূলে ভাসাইয়া যাইবে ?" তিনি প্রথমে "আমাকে" বলিতে গিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন "মাকে"। শ্রীনিমাই যদিও বুঝিলেন, এবং পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার সন্ন্যাসের জনরব শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তবুও মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আরও বুঝাইয়া বল, ফেলে যাব সে কি ?" বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা নয় যে সন্ন্যাস শব্দ মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, "তোমার দাদা যাহা করিয়াছিলেন, তুমি নাকি তাহাই করিবে ?"

নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বলিল ? আপনা-আপনি অহেতুক কেন দুঃখ পাইতেছ ?" ইহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া পতির হস্তখানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমার মাথা খাও ঠিক কথা বল।" ইহাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, "কত দিন পরে তোমার দেখা পাইলাম, এখন তোমার চাঁদমুখ দেখিব, না কেবল কান্না-কাটা করিব ! যখন যেখানে যাই, তোমার অনুমতি না লইয়া যাইব না। এখন ও সমুদয় ভুলিয়া যাও।" ইহা বলিয়া প্রিয়ার সহিত নানাবিধ হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিলেন।

প্রভুর এ সমস্ত গার্হস্থ্যরস পূর্ব্বে ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। তখন সমস্ত নিশা সঙ্কীর্ত্তনে যাইত। কেবল যখন ভাবে বিভোর থাকিতেন, তখনই সঙ্কীর্ত্তনে গমন করিতেন না। কাজেই তাহাতে শ্রীমতীর কি ? উভয় সময়েই তিনি বঞ্চিতা। কিন্তু শচীমার মনের বাসনা কি, তাহা তিনি জানিতেন ও সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার সাধ যে নিমাই অন্ততঃ কিছুকাল ঘরকন্না করেন। প্রভু তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া বলেন যে, তাঁহার এই সাধ তিনি যথাসাধ্য পূর্ণ করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবকে তখন হৃদয়ে

লুকাইয়াছিলেন, এবং চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পতি, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বল্লভার সহিত যেরূপ হাস্যকৌতুক করে, প্রভু প্রিয়ার সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই নূতন ভাব দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন।

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী কাটিল। নববালা সমস্ত নিশা চোকে চোকে আনন্দ পান করিলেন, হৃদয়ে যেন আনন্দ আর ধরিতেছে না। তখন স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়ে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড় সুখ হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। তখন ভাবিতেছেন—আমি কি ছার যে আমার এ সুখ চিরদিন থাকিবে। ইহা ভাবিয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পতি-পানে চাহিয়া সেই সন্দেহ গেল না, বরং যেন আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখ-পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, যদিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন, কিন্তু সে সমুদয় বাহ্য, প্রকৃতপক্ষে তিনি যেন অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন তাঁহার মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার নিমিত্ত স্বামীর মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিয়া সন্দেহ গেল না, বরং বদ্ধমূল হইল। তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কান্দিতেছ কেন ?"

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সরলা স্ত্রীর মুখের ভাব দেখিয়া কান্দিয়া ফেলেন, এইরূপ ভাব হইল। কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "কৈ, এই ত আমি হাসিতেছি।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এ কথায় প্রবোধ মানিলেন না। পতির দুইখানি হস্ত লইয়া আপনার বুকে ধরিলেন, আর বলিলেন, "তোমার ভাব আমার নিকট একটুও ভাল বোধ হইতেছে না। যদিও আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, যেন তুমি আমাকে ফাঁকি দিতেছ।

তবে কি তুমি সত্যি মার ও আমার গলায় ছুঁরি দেবে? যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

প্রভুর কর বুকে নিয়া, পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, মিছা না বলিহ মোর ডরে। হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী, পলাইবে মোর অগোচরে!

এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে নিমাইয়ের শেল মারিবার সময় উপস্থিত হইল। কাজেই প্রভু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! হিত বাক্য শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। উভয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিলে। তুমি তাই কর, আমিও তাই করি। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি নামের স্বার্থকতা কর।" পতি যাহা বলিলেন, তাহা সমুদয় তিনি শুনিতে পাইলেন না, তবুও স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহাদের ছাড়াছাড়ির কথা হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ শুকাইয়া গেল, তবে তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, না, কারণ তাঁহার সম্মুখে কি বিপদ, তাহা তখন সম্যক্‌রূপে মনে ধারণা করিতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ করিও না। আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না। তুমি মাকে ত্যাগ করিলে, মা মরিয়া যাইবেন, আর লোকে তোমাকে নিন্দা করিবে।" আরও কি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ এক কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া যে অবধি এই বিপদের কথা শুনিয়াছেন, সেই অবধি উপরের কথাগুলি এবং এইরূপ আরো অনেক কথা চেষ্টা করিয়া মনে মনে যোজন করিয়াছিলেন। কারণ ঐ সকল কথা পতিকে বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবেন, কিন্তু সময় কালে অধিকাংশ কথা ভুলিয়া

গেলেন। কেবল "আমি তোমার কাছে আসিব না, জননীকে বধ করিও না," এইরূপ দুই একটি কথা বার বার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বাল্য-প্রেয়সীর তাঁহাকে বাড়ী রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দুই ভাবে বিভোর হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার প্রিয়াকে,—তাঁহার অতি ভালবাসার পাত্রীকে দুঃখ দিতেছেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আবার, তাঁহার বালিকা স্ত্রীর তাঁহার ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন স্বামীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, দয়ার উদ্রেক হইতেছে। কাজেই প্রিয়ার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া চাহিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাই বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব আছে? তোমাকে দুঃখ দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় দুঃখ পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার নিমিত্ত দুঃখ পাইব? তোমাকে দুঃখ দিতেছি আর আমি দুঃখ পাইতেছি, ইহা কি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি? বিষ্ণুপ্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত এ সমুদয় করিতেছি, ইহাতে তোমার ও আমার দুইজনেরই ভাল হইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া পতির এই কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার হৃদয়ে ভাল করিয়া স্পর্শ করিল না। তিনি যেন আপনা-আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আজ কয়েক দিন আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি সব জানি, আমি ত সে উছটের কথা এক দিনও ভুলি নাই।" এই কথা বলিয়া পতির মুখপানে চাহিয়া বলিতেছেন, "হাঁগো সত্যবাদি! আমার পায়ে উছট লাগিলে, তুমি না বলেছিলে, এই যে আমি আছি, তোমার ভয় কি?" ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আবার বলিতেছেন, "তোমার দোষ

কি? তুমি ত গুণনিধি। আমার কপালে বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এ সব কি? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না তুমি তামাসা করিতেছ? তুমি কি আমাকে ভয় দিতেছ?" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এ স্বপ্নও নয়—তামাসাও নয়,—সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার তখন ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহা থাকিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এ যেন স্বপ্ন নহে—সত্য, শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "প্রিয়ে! আমি সত্যই তোমাকে ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইব, এখন মনোসুখে আমাকে অনুমতি দাও।"

এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "তুমি বল কি? তুমি যাবে কোথা? তুমি কেন যাবে? ইহা নাকি আবার হয়! আমি মাকে এখনই ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে না হয় পায়ে ঠেলিলে, তাঁহাকে আর এই বৃদ্ধকালে ফেলে যাইতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের নিকট যে চলিলেন, ইহার অনেক কারণ আছে, এক কারণ এই যে, স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের আশ্রয় লইতে চলিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে ধরিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। তারপর বলিতেছেন, "প্রিয়ে! একটু ধৈর্য্য ধর। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ; তোমাকে দুঃখ দিতেছি, তাহাতেও ক্লেশ। কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা, সমুদয় দুঃখ আমার ঘাড়ে না দিয়া, ইহার কিছু অংশ তুমি লও। আর মার নিকট আমি অনুমতি লইয়াছি, এখন তোমার নিকট অনুমতি লইব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তুমি বল কি! মা অনুমতি দিয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ। হাঁ; তিনি মনোসুখে অনুমতি দিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা অনুমতি দিয়াছেন! তা দিতেও পারেন! তিনি আর কদিন বাঁচিবেন? বল দেখি আমি এ চিরজীবন কিরূপে কাটাইব? তুমি আমাকে কার হাতে রাখিয়া যাইবে? মা-ত অল্পকাল পরেই চলিয়া যাইবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা করিবে?—ইহাই বলিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। আবার বলিতেছেন, "আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি মাকে ফেলিয়া যাইও না, উহাতে তোমার অধর্ম্ম হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে, তার মানে আমাকে ত্যাগ করবে। তার জন্য তুমি বাড়ী কেন ছাড়বে? না হয় আমি বাপের বাড়ী থাক্‌ব।" ইহাই বলিয়া উত্তরের জন্য পতির মুখপানে চাহিলেন। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই; তাই আবার বলিতেছেন, "তাহাতে হবে না! আচ্ছা! আমি বিষ খেয়ে, কি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর ছাড়িও না, মাকে ত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম ও লোকনিন্দা ঘাড়ে করিও না। তুমি সন্ন্যাসের দুঃখ লইও না।" যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—

কি কহিব মুঞি ছার, আমি তোমার সংসার, সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লয়ে, মরি যাই বিষ খেয়ে, সুখে নিবেসহ নিজ ঘরে॥

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সব কথা বুঝিতেছ না। এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি, ক্রন্দনও করিয়াছি, তবু জীবে হরিনাম লইল না! এখন আমি ও আমার নিজ-নিজ সকলে একত্র হইয়া, রোদন করিয়া, জীবের হৃদয় দ্রব করাইব। আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিলে,—মা রোদন করিবেন, তুমি রোদন করিবে। তখন জীব আমার বৃদ্ধা জননীর অবস্থা, আর আমার প্রাণপ্রিয়া—তোমার অবস্থা দেখিয়া আমাকে কৃপার্ত্ত হইবে,

হইয়া হরিনাম লইবে। তাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি ও তোমার নিকট লইব। মাকে ও তোমাকে কান্দাইতে হইবে, তাহা না হইলে জীব উদ্ধার হইবে না।”

এ কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন, “আজ আমি লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমাকে মনের কথা বলিব। আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে আর কে আছে? তোমার রূপে ও গুণে পশু পক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে, লোকে আমাকে দেখাইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে। আমি পথে তাহাই শুনি, ঘরেও তাহাই শুনি,—এমন কি, আমি শুনি যেন ত্রিজগৎ কেবল তোমার রূপ ও গুণের কথা বলিতেছে। সেই তুমি—আমার স্বামী, আমার সামগ্রী। দেখ, আমি তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি আমার কাছে আইস না, ভাল করিয়া আমার সঙ্গে কথা কও না। এমন কি, তোমার মুখখানি যে একবার ভাল করিয়া দেখিব, সে অবকাশও তুমি দেও না। কিন্তু তাহাতেও আমি দুঃখ করিতাম না। ভাবিতাম, আমারই ত স্বামী? আবার যখন তুমি কীর্ত্তন করিতে, আমি একা শুয়ে ভাবিতাম যে, আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি আমাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, তুমি মোর নিজ প্রাণনাথ।
বড় প্রীতি আশা ছিল; দেহ মন সমর্পিল, এ নব-যৌবনে দিবে হাত॥

দেখ, সে সাধও আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে তোমার দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া তোমার দুঃখ কেন হইবে? তুমি বাড়ী ছাড়িয়া যাইও না। কে তোমাকে রান্ধিয়া দিবে? কে তোমার সেবা করিবে? আবার পথে হাঁটিবে কিরূপে? তোমার

পা দুইখানি যেন শিরীষ ফুল। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া, যদি না বলিয়া যাও আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও, এ অনুমতি আমি দিতে পারিব না।" যথা—কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে। শিরীষ কুসুম যেন, সুকোমল শ্রীচরণ, ডর লাগে পরশিতে হাতে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "প্রিয়ে, সংসারের সুখ, তোমাদের স্নেহ, সবই ত্যাগ করিতেছি। এ সমুদয় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। আমার প্রাণ জরজর হইয়াছে। তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাও কেন। তুমি আপনিই বলিলে, তুমি আপনার সুখ চাও না, আমার সুখের নিমিত্ত আমাকে ঘরে রাখিতে চাহিতেছ। তুমি যেমন বুঝ, তেমনি বলিতেছ। কিন্তু ঘরে থাকিলে আমার সুখ হইবে না, আমাকে ছেড়ে দাও আমি বৃন্দাবনে যাই, তবেই আমি বাঁচিব।" বিষ্ণুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "যদি বৃন্দাবনে গেলে সুখী হও, তবে যাও, আমাকে সঙ্গে লও। দেখ রাম যখন বনে গমন করেন, তখন সীতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? তোমাকে সঙ্গে লইলে আর আমার সন্ন্যাস হইল না, আর তাহা হইলে জীবের নিকট করুণা পাইব না। আমায় কাঙ্গাল, তোমায় কাঙ্গালিনী হইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে! আমি তোমার, যেখানে থাকি সেইখানেই তোমার। আমাকে যাইতে দেও, দিয়া হৃদয়ের মধ্যখানে আমাকে রাখিয়া, তোমার বিরহ যন্ত্রণা দূর করিও। তোমার বিরহও আমি ঐ উপায়ে সহ্য করিয়া থাকিব। শুন, তোমাকে সার কথা বলি। নয়নের অন্তরালে গমন করিলে তাহাকে বিচ্ছেদ বলে না। প্রীতি ছিন্ন হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে। আমি চলিলাম, কিন্তু আমি আমার প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া যাইতেছি।

তা লইয়া গেলে তুমি কিরূপে বাঁচিবে, আমিই বা কিরূপে বাঁচিব? সুতরাং আমি তোমারই থাকিব, কেবল স্থানান্তরে বাস করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার, আমি তোমার। আমি জীবের দুঃখে দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি তোমার পতি, তুমি পতিপ্রাণা, তুমি আমার সহায়তা কর।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুইখানি হাত ধরিলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া মুখখানি উঠাইয়া পতির মুখপানে চাহিলেন, নয়নে নয়নে মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন। যথা—

"প্রিয় করে ধরি, অনুমতি মাগিতে, মুরছে পড়িলা তছু ঠাঁই।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ হাহাকার করিয়া প্রিয়াকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিতে লাগিলেন, "উঠ! তোমার ত জীবন আছে? তোমাকে ত বধ করি নাই? প্রিয়ে! দেখিও, আমাকে নারী বধের ভাগী করিও না। উঠ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া উঠ। আমি তোমাকে চিরদিন দুঃখ দিয়া অদ্য তোমার কোমল হৃদয়ে শেল আঘাত করিতেছি। কিন্তু তুমি পতিপ্রাণা, পতির অপরাধ না লইয়া, জীবিত হইয়া আমার প্রাণদান কর।" ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়া নয়ন মেলিলেন, ও একটু সজীব হইয়া উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় শুখাইয়া গিয়াছে, নয়নে তখনও জল আইসে নাই; নয়নে একটু জল আসিলেই প্রাণ রক্ষা হয়। কাজেই বিহ্বলের ন্যায় বকিতে লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, "আমি কি করিব বলিয়া দাও। তুমি গেলে আমি কি হইলাম? আমি ত সধবা থাকিব? তুমি আমার স্বামী, তাহা বলিতে দিবে ত? আমি তোমার স্ত্রী, লোকে ইহা ত বলিবে? না, আমি এখন ত্রিজগতে একাকিনী হইব? আমাকে সবে ভাগ্যবতী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে, তুমি

তাহাই করিয়া যাইও। আর একটি কথা বলি", ইহাই বলিয়া পতির একখানি হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে লোকে আমাকে কি বলিবে? পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আমাকেই নিন্দা করিবে। বলিবে যে, ইঁহার ঘরণী অতি নিঠুর, কালসাপিনী; তা না হইলে এ যৌবনকালে ইনি সংসার কেন ছাড়িবেন? সংসারে যদি ইহার সুখ থাকিত, তবে কি ঘর ছাড়িয়া বনবাসী হইতেন? সত্য করিয়া বল, আমি কি ত্যক্ত করিয়া তোমাকে ঘরের বাহির করিলাম?" প্রভুর সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রলাপ বর্ণনা করিয়া বলরাম দাস এই পদটী প্রথিত করেন, যথা—

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল, কত না নিন্দিল মোরে।
সে ত অভাগিনী, হেন গুণমণি, কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার, পতি কি যৌবনকালে।
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া, গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী, পতি দেশান্তরি করে।
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া, লোকে গালি পাড়ে মোরে॥
আমি কি তোমায়, দিয়াছি বিদায়, সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া, তাহে লোক পরিবাদ॥
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি, একা মোর সর্ব্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভুবন, আর বলরাম দাস॥

শ্রীগৌরাঙ্গ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; এবং তাঁহাকে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তখন একটি চতুর্দ্দশ-বর্ষিয়া বালিকার নিকট শ্রীভগবান্ পরাজিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেন। শচীর প্রেম হরণ করিয়া লইয়াছিলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন;

এবং তাঁহাকে জ্ঞান দিয়া বলিতেছেন, "কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাগলের মত বকিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ একাই সকলের পতি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাই কর, তবে নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ পাইবে।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন জ্ঞান পাইয়াছেন। সুতরাং প্রভুর তত্ত্ব উপদেশগুলি অতি মিষ্ট লাগিতেছে, ক্রমেই হৃদয়ের জ্বালা অপনয়ন হইতেছে, আর শান্তি আসিতেছে। যখন মনে সম্পূর্ণরূপে শান্তি হইল, তখন দেখেন যে, তাঁহার পতি আর নাই, আছেন "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু!"

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর এই রূপ দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। একটু সামলাইয়া ভক্তিতে গদগদ হইয়া গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন; করিয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমি অবলা বালিকা, আমার প্রতি এ ভাব কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা গেলেন? আমি তাঁহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না! ঠাকুর! তুমি কি আমার স্বামী? তাহা যদি হও তবে আমি তোমার চরণে কোটি প্রণাম করি, তুমি আবার আমার স্বামীর মত হও।" যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

দূরে গেল দুঃখ শোক, আনন্দে ভরিল বুক, চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিতে।
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুর্ভুজ দেখিয়া, পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তাতে॥

ঐশ্বর্য্য প্রেমের নিকট পরাজিত হইল, শ্রীভগবানের ভক্তি প্রীতির অগ্রে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট আবার পরাজিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাজেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুই বাহুদ্বারা প্রিয়াকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধ্বী বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমার নিমিত্ত শ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? লোকদৃষ্টে ত্যাগ করিব।

মাত্র, কিন্তু তুমি যখনই আমার বিরহ-বেদনায় কাতর হইবে, তখনই আমি আসিয়া তোমাকে জুড়াইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ নাই। বিরহ হইলেই, মিলন-সুখ কাহাকে বলে, তাহা তুমি প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে পারিবে।"

তখন গাঢ় আলিঙ্গনে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে জল আসিল, শ্রীগৌরাঙ্গের কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে জ্ঞান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জ্ঞান তাঁহার প্রেম ধ্বংস করিতে পারে নাই, বরং উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তবুও জ্ঞান পাইয়া তিনি প্রভুর সমুদয় লীলা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি স্বেচ্ছাময়, আমাকে দাসীর পদ দিয়াছিলে, যেন আমার উহা থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করিবে তাহাতে আমি দুঃখ লইব, এ ত ভাগ্যের কথা। তুমি মনোসুখে শুভকার্য্য কর, কেবল এই করিও, যেন আমার চিত্ত তোমার চরণ হইতে ক্ষণকালও বিচলিত না হয়।"

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "তাহাই হউক। আমার তোমাকে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ উপকৃত জীবগণে, তোমার কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

(শচীদেবীর উক্তি)

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে সকল ভকত লয়ে।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে আর না দেখিব চেয়ে ॥
আর কি দু' ভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া ফুকারি সদাই নিমাই কোথাও নাই।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি)

নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দরে না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ ॥
কেবা হেন জন, আনিবে তখন আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ি বধূর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায় ॥

গোবিন্দের কড়চা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনাশক্তিও বেশ আছে, সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কর্ত্রী হয়েন। গোবিন্দ গৃহশূন্য হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর সুখ পায়েন না। ইহার উপর পুত্রবধূ তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। পুত্রের কাছে নালিশ করেন, পুত্র তাঁহার স্ত্রীকে ধমকান, কিন্তু সে মুখে।

এই গোবিন্দ দায় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোন দিকে যাইবেন। শেষে মনে হইল যে,

নদীয়ায় নাকি একটা কাণ্ড হইতেছে। ভাবিলেন সেখানেই যাব। ইহাই ভাবিয়া নদীয়ায় আসিলেন, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁ গা, তোমরা বলতে পারো, নদে যে অবতার হয়েছেন, তাঁহার বাড়ী কোথা?" তাহাতে একজন বলিলেন, "ঐ যে তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন।"*

প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করিতেছিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্যস্থানে পরম সুন্দর একজন যুবাপুরুষ স্নান করিতেছেন, আর তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক তেজস্কর সাধুলোক প্রতি কার্য্যে তাঁহাকে অতীব ভক্তি দেখাইতেছেন। গোবিন্দ তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, যে, সেই যুবাপুরুষটিকে দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিতেছেন এমন রূপ ত কখন দেখেন নাই। রূপ যেন আঁখিতে ধরিতেছে না। কাজেই মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য্য আছে, গোবিন্দ ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না। নয়ন দিয়া রূপ যেন ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম আস্বাদীয় সামগ্রী সম্মুখে থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোবিন্দের নয়নে জল আসিল, ও বদন ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তখন গোবিন্দের মনে হঠাৎ একটি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বকথার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "এ বস্তুটি শ্রীভগবান্। কেননা, এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে না। তাহার পরে, আমি কে, আর উনি কে? উনি বা কোথা, আমি

* মহাত্মা শিশিরকুমার যখন এই খণ্ড লেখেন, তখন গোবিন্দের কড়চা নামক একখানি পুঁথির গোড়ার কয়েকটি পাতার নকল পান। ইহার সুন্দর বর্ণনা তাঁহার মন আকৃষ্ট করে। উহা পাঠ করিয়া তিনি গোবিন্দের কথা লেখেন। কয়েক বৎসর পরে ঐ গ্রন্থ ছাপা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে ইহা আধুনিক গ্রন্থ। তাই ৬ষ্ঠ খণ্ডের পাদটীকায় ইহা জানান।—প্রকাশক।

বা কোথা ? এইমাত্র আমি উহাকে দেখিলাম, কিরূপ মানুষ জানি না, কোন গুণ আছে কি না জানি না, আমি মরি কি বাঁচি তাহাতে উহার কোন লাভালাভ নাই, আমি যে উঁহাকে এ স্থান হইতে দেখিতেছি তাহাও উনি জানেন না, কিন্তু তবু উনি মন প্রাণ সমুদয় হরণ করিয়া লইলেন। এখন্ আমি উঁহার অতি অল্প সন্তোষের নিমিত্ত আমার এই প্রাণ শতবার দিতে পারি। অতএব ইনি ভগবান, সর্ব্ব জীবের প্রাণ।"

এই গ্রন্থকারের মনেও শ্রীগৌরাঙ্গ-চর্চ্চা করিতে ঠিক এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। তবে আমি (লেখক) কঠিন-হৃদয় বলিয়া আমার মনে উহা ছাড়া আর একটু অধিক উদয় হইয়াছিল। আমি ভাবিলাম যে, যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্ না হইয়া, শুধু পরম ভক্ত বলিয়া পার্ষদগণের মন হরণ করিতেন, তবে তিনি উহা আপনি গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যাইতেন। তাহাও নয়, যদি কেহ বলেন যে মহাজন মাত্রই জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা হইলেও পারেন। তাহা সত্য। কিন্তু মহাজনেরা তাহাদের পার্ষদ কি শিষ্য-গণের চিত্তের অল্প কিছু অংশ নিজেরা লইয়া অবশিষ্ট শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত রাখেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের—এমন কি শ্রীঅদ্বৈত (যিনি তখন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রধান) অবধি সকলেরই—মন গৌররূপে একেবারে পুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে পরমভক্ত হইয়াও, ভগবানে তাঁহাদের যেটুকু ভক্তি ছিল, তৎসমুদয় শ্রীগৌরাঙ্গকে অর্পণ করেন।

শ্রীযীশুখ্রীষ্টের মত পরম-বস্তু দুর্ল্লভ। কত কোটি লোক তাঁহাকে ভজনা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের পুত্র বই নয়, এবং তিনি তাঁহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়া, অল্প কিছু আপনি লইয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীমহম্মদও কত কোটি লোকের উপাস্য, কিন্তু তবু তিনি শ্রীভগবানের "দোস্ত"

অর্থাৎ সখা ভিন্ন আর কিছু নয়। তিনিও তাঁহার ভক্তগণের ভক্তির অল্প অংশ স্বয়ং লইয়া অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের সমুদয় ভক্তি, সমুদয় চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। এরূপভাবে অপর কাহাকেও কোন কালে জীব আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান্ না হইলে তিনি কখনই পার্ষদগণের সমুদয় চিত্ত হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন না, আর তাঁহারাও তাঁহাকে সমুদয় মনপ্রাণ দিতেন না,—দিতে পারিতেনও না। আরও ভাবুন, শ্রীগৌরাঙ্গ যদি শুধু পরম-ভক্ত হইতেন, তবে তাঁহার পার্ষদগণের যে ভগবদ্ভক্তি উহা আপনি লইতে সাহস পাইবেন কেন? গোপীগণ যমুনার জল আনিতে গিয়া, তাঁহাদের মন প্রাণ সমুদয় যে হারাইয়া আসিয়াছিলেন, এ সমুদয় যে কবির বর্ণনা নয়, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। শ্রীখণ্ডের নরহরিরও এই দশা হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া একেবারে আপনার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া, আপনার দশা আপনি বহুতর পদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটি এখানে দিতেছি, যথা—

মরম কহিব সজনি কায়, মরম কহিব কায়। ধ্রু।
উঠিতে বসিতে, দিক নিরখিতে, হেরি এ গৌরাঙ্গরায়॥
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, সকলি গৌরাঙ্গময়।
এ দুটি নয়ানে, কত বা হেরিব, লাখ আঁখি যদি হয়॥
জাগিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমার সখি?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌর হরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ, হিয়ায় রহিল বাঁধা॥

তাহার পরে নরহরি, ব্যথিত-হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত সঙ্গিনী খুঁজিতে লাগিলেন, যথা—

কে আছে এমন মনের বেদন, কাহারে কহিব সই।
না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেঁই সে তুহারে কই॥
বেলি অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপ নিরখিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়া আনু॥
সঙ্গে ননদিনী, কাল ভুজঙ্গিনী, কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, বয়ান শুখায়ে গেল॥
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর, চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গচাঁদের, রূপের পাথারে, সাঁতারে না পাই থা॥
গৌর কলেবর, করে ঝলমল, শারদ চাঁদের আলো॥
সুরধুনী তীরে, দাঁড়াইয়া আছে, দুকুল করিয়া আলো।
বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল।
নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিনু, ননদী হইল কাল॥
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিন্ধিল কুসুম শরে।
রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ-মাধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে।
কুল-শীল তার, সব ভাসি যায়, গৌরাঙ্গ অনুরাগে॥

গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়া গিয়া কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিয়া ভক্তগণ সহ গৃহে চলিলেন, গোবিন্দ পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীর দ্বারে প্রভুকে রাখিয়া, স্ব স্ব গৃহে আর্দ্র-বস্ত্র ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। গোবিন্দ আর কোথায় যাইবেন, সেখানেই

দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলিলেন। প্রভু তখন গোবিন্দকে স্নান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ স্নান করিয়া আসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। এইরূপে গোবিন্দ তাঁহার প্রাণেশ্বরের বাড়ীতে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর বাড়ীতে তখন দুইটি সেবক হইলেন, ঈশান ও গোবিন্দ। প্রভুর তত্ত্বাবধায়ক দামোদর পণ্ডিত। এই দামোদর পণ্ডিত মুরারি গুপ্তকে বলেন যে, প্রভুর আদিলীলা তাঁহার ন্যায় আর কেহ জানেন না। এই সমুদয় কাহিনী তাঁহার লিপিবদ্ধ করা উচিত। তাই নীলাচলে প্রভুর গৃহের একপার্শ্বে বসিয়া মুরারি গুপ্ত একটি একটি করিয়া লীলা বলেন, আর দামোদর পণ্ডিত অতি সহজ সংস্কৃত শ্লোকে উহা গ্রন্থিত করেন। তাহাকেই "মুরারী গুপ্তের কড়চা" বলে।

দামোদর পণ্ডিত প্রভুর বাড়ীর সমুদয় দেখাশুনা করেন। পরম পণ্ডিত, পরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিছু মানেনও না। নিজে ও তাঁহার অন্য চারি ভ্রাতা উদাসীন। তিনি প্রভুর বাড়ীতে থাকেন; আর সমুদয় সংসারের তত্ত্বাবধান করেন। তখন নিমাইয়ের সংসার বড়মানুষের মত। প্রভু শচীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, তিনি কিছুকাল সংসারী হইবেন। দেড় মাস কাল প্রভু শচীদেবীর অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন। তখন প্রভু ব্রজলীলা-রস আস্বাদনে নিরস্ত থাকিলেন এবং তাঁহার বিভোর অবস্থা তখন আর রহিল না। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া পূজা আহ্নিক করেন, পরে ভোজন করিয়া শয়ন করেন। তখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পানের বাটা লইয়া স্বামীর পদতলে উপস্থিত হয়েন। অতি অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়া প্রভু বহির্ব্বাটিতে আসিয়া

উপবেশন করেন। দিবানিশি প্রভুর বাড়িতে লোকের সমাগম। যত লোকে প্রাতে গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তাঁহারা বাটীতে ফিরিবার সময় প্রভুকে প্রণাম করিতে আইসেন। এতদ্ভিন্ন কেহ ভব-রোগের, কেহবা দেহরোগের নিমিত্ত, আর ভক্তগণ দর্শন করিতে, আগমন করেন। যিনি যাহা উত্তম দ্রব্য পান, তাহা অবশ্য প্রভুর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এই রূপে প্রভুর ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। আবার যেমন পূর্ণ হইতেছে, তেমনি ব্যয়ও হইতেছে। ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, সাধু, ভক্ত, অতিথি, ইহাদের প্রভুর বাড়ীতে অবারিত দ্বার। প্রভু যেন দ্বারকা লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। শচীদেবীরও রন্ধন করিতে আলস্য নাই। শচীদেবী যে একা সমুদয় রন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও করেন, আর ভক্তগণের পরিবারেরা আসিয়াও সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে না, যেহেতু প্রভুর বাড়ীতে প্রত্যহ মহোৎসব, আর ভাণ্ডার যেন অক্ষয়।

অতিথি, কাঙ্গাল ও সাধু ব্যতীত এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অন্নের প্রার্থী ছিলেন;—তাঁহারা ভক্তগণ। প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন, ও তাঁহার প্রসাদ পাইবেন, ইহা সকলেরই ইচ্ছা। সুতরাং ভোজন করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবার নিমিত্ত শচী অল্প একটু স্থান পাইতেন বটে, কিন্তু ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়াহুড়ি হইত। প্রভু ভোজন করিতেছেন,—ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাঁহাদের সুখ। কেনই বা সুখ না হইবে? শ্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে কাহার না সুখ হয়? প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া ভক্তগণকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বড় ডাকিতে হইত না, আপনিই পাত লইয়া বসিতেন। অন্যান্য ভক্তগণকে ডাকিলে তাঁহারা বলিতেন, "আপনি ভোজন করুন, আমরা দেখি।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া কখন নিরস্ত হইতেন, কখন বা হইতেন না। তবু এইরূপে প্রভু বসিলে অবশ্য তাঁহার সহিত দশ বিশ জনকে বসিতে হইত। ভোজনকালে প্রভু হাস্য রহস্য করিতেছেন, তার সহিত রঙ্গ করিতেছেন। মা ভাবিতেছেন, যেন নিমাই দুগ্ধপোষ্য বালক,—"নিমাই ইহা খা, আর একটু খা, আমার মাথা খাইস," এই তাঁহার আলাপ। প্রভু কখন মার উপর কপট রাগ করিয়া আহারে বিরত হইতেন। আর শচীর তখন সাধ্যসাধনরূপ অপরূপ দৃশ্য হেরিয়া কে না মুগ্ধ হইতেন? প্রভুর ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণ কাড়াকাড়ি করিতেন।

অপরাহ্নে প্রভু হয়ত একটু পাশাখেলা করিলেন, না হয় কৃষ্ণ-কথায় যাপন করিলেন। অল্প বেলা থাকিতে নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাহির হইবার সময় গদাধর তাঁহার কেশসজ্জা করিয়া দিলেন। নিমাই অতি অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান করিলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, দিয়া ভক্তগণের সহিত নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তনে কি কৃষ্ণ-কথায় রত হইলেন। তাহার পরে নিমাই আহার করিয়া উত্তম-শয্যায় শয়ন করিলেন।

এই যে প্রভু সংসারীর ন্যায় দ্বারকা লীলা করিতেছেন, কিন্তু ইহা দর্শন করিয়াও লোকের মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রভুর বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তন অহোরহ হইতেছে; প্রভুর বাড়ীর চারি পার্শ্বে, নদীয়ার প্রতি গলিতে, প্রতি পাড়ায় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। তবু প্রভু আত্মগোচ থাকেন। বহুক্ষণ শচীর নিকট থাকেন; নিশি বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত যাপন করেন। এইরূপে প্রায় দেড় মাস শ্রীনিমাই গৃহস্থালী করিলেন। প্রভুর যত নিজজন সকলেই, প্রভু যে সন্ন্যাসী হইবেন, ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন। যথা—

নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে। হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ। পাসরি রহিলা সবে প্রভুর গমন॥

অগ্রহায়ণ মাসে এক দিবস সন্ধ্যাকালে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পিঁড়ায় বসিয়া কৃষ্ণ-কথা রসে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় একটি যুবক ব্রাহ্মণ-কুমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় প্রভুর পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আলো আছে, সুতরাং সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখেন যে ব্রাহ্মণকুমারটি পরম সুন্দর, আর যেন ভাবে বিভোর। প্রভু তাঁহার পানে চাহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন দুই বাহু প্রসারিয়া, "লোকনাথ এসেছ?" বলিয়া আঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে বুকে করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই লোকনাথ যশোহর জেলার তালখড়ির পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইঁহার কাহিনী আমার কৃত "শ্রীনরোত্তম-চরিত" গ্রন্থে বিবৃত আছে। সুতরাং এখানে তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। লোকনাথ নদে-অবতারের কথা শুনিয়াই, প্রভুকে না দেখিয়াই, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে চির-পরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিলেন, পঞ্চ দিবস নিকটে রাখিলেন, পরে এই কথা বলিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন যে, "তুমি যাও, সেই তীর্থস্থানে বাস কর, আমিও সত্বর সন্ন্যাসী হইয়া সেখানে আসিতেছি।"

এইরূপে প্রভু পৌষ মাস কাটাইলেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী যাঁহার যেরূপ অধিকার তিনি সেই ভাবে, যথা,—শচী পুত্রভাবে, বিষ্ণুপ্রিয়া পতিভাবে, পুরুষোত্তম সখাভাবে, গদাধর প্রাণনাথভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুভাবে,—প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে আস্বাদ করিলেন। ইহাতে, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন তাহা এক প্রকার ভুলিয়া, তাঁহারা যে, "সুখের পাথারে" সন্তরণ দিতেছেন, তাহাও একটু ভুলিলেন। আনন্দের উপভোগে যেরূপ সুখ, উহার প্রত্যাশায় ও গত আনন্দের ধ্যানে, তদপেক্ষা অধিক সুখ। আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে উপভোগ-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

মিলন-সুখ শ্রীভগবানের নিজস্ব-ধন। উপভোগে সুখের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়, এবং তখন বিরহ প্রয়োজন হয়। যেমন আহারান্তে পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়ৎকাল উপবাস প্রয়োজন। এই বিরহে প্রীতি ও মিলনসুখ পরিবর্দ্ধিত হয়। এই নিমিত্ত রাসের রজনীতে শ্রীভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। এইরূপে সুখের জোয়ার আসিয়া যখন নবদ্বীপ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার নিজ-জনের আস্বাদ করিবার শক্তি হ্রাস হইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সময় হইল।

প্রভু পর দিবস গৃহত্যাগ করিবেন। কিন্তু সকলে প্রাত্যহিক মহোৎসব ও সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন আছেন,—প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর কাহারও মনে নাই। প্রভু প্রত্যূষে উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ আনন্দময়, চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। সমস্ত দিবস ভক্তগণ ও জননীর সহিত আনন্দে যাপন করিলেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া আহার করিলেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ সহ নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রভু জানিতেছেন যে, আর সে নগরে বেড়াইবেন না। তাই মনে-মনে তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলি প্রভৃতির নিকট বিদায় লইতেছেন। নগর ঘুরিয়া আসিয়া প্রভু তাঁহার অতিপ্রিয় স্থান সুরধুনী-তীরে উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি বহুদিন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছেন; আবার ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ-কথাও কহিয়াছেন,—আর কহিবেন না! স্থির গঙ্গানীরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শীতকাল—জল অতি পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে স্রোত চলিয়াছে, এই জলে বয়স্যগণ ও ভক্তগণ লইয়া কত কোন্দল ও কেলী করিয়াছেন,—আর তাহা করিবেন না! সে স্থান হইতে বিদায় লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিয়া আপনার পিঁড়ায় বসিলেন,—আর সেখানে বসিবেন না!

তখন ভাবিতেছেন, নবদ্বীপবাসিগণের নিকট বিদায় লইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃন্দাবনে ছড়াইয়া পড়িলে মুরলীধ্বনি করিতেন, আর তাহারা উচ্চ-পুচ্ছ হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিত। এখন পিঁড়ায় বসিয়া মনে মনে নবদ্বীপবাসিগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা কেহ ভক্তি-কথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয়-কার্য্যে বিব্রত ছিলেন। হঠাৎ তাঁহাদের হৃদয়মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীমুখ স্ফুরিত হইল। তখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, আর সারি-বান্ধিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সকলেরই হস্তে ফুলের মালা ও চন্দন, সকলেই উপাদেয় আহারীয় সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভক্তগণ সেখানে গেলেন এবং আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুও প্রফুল্ল বদনে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন তাঁহারা এক এক করিয়া চন্দন, ফুলের মালা, উপাদেয় আহারীয় দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রভুর কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। প্রভু আপনার ফুলের মালা লইয়া একজনের গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার গলে মালা পরাইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মালা দিলে, প্রভু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র স্নেহ থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর।" এই রঙ্গ প্রতি জনার সহিত হইতে লাগিল। এমন সময় শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত। দরিদ্র শ্রীধর প্রভুকে আর কি দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া আসিয়াছেন। তখন আর প্রভুর সঙ্গে শ্রীধরের কোন্দল নাই, তাঁহাকে অদেয় কিছুই নাই। লাউটি সম্মুখে রাখিয়া শ্রীধর প্রভুকে প্রণাম করিলেন, আর প্রভু সহাস্তে

শ্রীধরকে আদর-আহ্বান করিলেন। তারপর প্রভু মনে মনে ভাবিলেন শ্রীধরের প্রদত্ত লাউটি ভোজন করিতে হইবে। তাই জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, এই লাউ দিয়া পায়স রান্না কর।" এইরূপে সারি সারি ভক্তগণ আসিয়া প্রভুর বাড়ী পরিপুর্ণ করিতেছেন ও মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি হইতেছে। আর প্রভু মিষ্টভাষে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। ক্রমে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। তখন ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া সহাস্য বদনে প্রভু আহার করিতে বসিলেন ;—আর তিনি নবদ্বীপের বাড়ীতে আহার করিবেন না! শচীর সহিত আলাপ করিতে করিতে প্রভু ভোজন করিতেছেন। শচীর ইচ্ছা নিমাই সমুদায় আহার করেন। নিমাই মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাই করিলেন। আহারান্তে প্রভু আপনার শয়ন-কক্ষে গেলেন, এবং শচীমাতা যাইয়া আপন ঘরে শয়ন করিলেন,—শচী ঠাকুরাণী প্রাতে উঠিয়া পুত্রের মুখ আর দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীনিমাইচাঁদ শয়ন-কক্ষে যাইয়া উত্তম শয্যায় বসিয়া প্রিয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, সেদিন আর ঘুমাইয়া পড়িলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া পতির গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, নিমাইচাঁদ "এস এস" বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিলেন। প্রাণেশ্বরকে অতিশয় প্রফুল্ল দেখিয়া প্রিয়াজীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। আর তাঁহার মনে একটা সাধ ছিল তাহা প্রবল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "তুমি অনুমতি করিলে আজ আমি তোমাকে সাজাইব।" নিমাই বলিলেন, "আমি অনুমতি দিব, কিন্তু আগে বল তুমিও তারপর আমাকে সাজাইতে দিবে?" বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীকার করিলেন, তবে ভাবিলেন যে পুরুষমানুষ আবার সাজানো-গোজানোর কি বুঝে? বিষ্ণুপ্রিয়া পতিকে সাজাইবেন সঙ্কল্প করিয়া, সাজাইবার সজ্জা সঙ্গে আনিয়াছেন। এখন পতিকে

সাজাইতে বসিলেন। প্রথমে স্বামীর শ্রীমুখে বিন্দু বিন্দু অলকা-তিলকা দিয়া সাজাইলেন। তার পর, যেখানে-যেখানে শোভা পায় চন্দন দিয়া, গলায় মালতীর মালা দিলেন। শেষে নিজ হস্তে একটি খিলি লইয়া পতির মুখে দিলেন। সজ্জা শেষ হইলে শ্রীমতী অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে সলজ্জভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া মহাসুখে পতির চাঁদমুখ দেখিতে লাগিলেন। একটু পরে শ্রীনিমাই বলিলেন, "এসো, এখন আমার পালা,"—ইহা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিতেছেন যে, পুরুষ মানুষও সাজাইতে জানে। বেশবিন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ একেবারে ত্রৈলোক্য-মোহিনী হইল। যথা, চৈতন্যমঙ্গলে—

"তবে মহাপ্রভু সে রসিকশিরোমণি। বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি॥
সুন্দর ললাটে দেয় সিন্দুরের বিন্দু। দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর। শশিকালে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥" শেষে,—ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ নিরখে বদন।"

এখানে আমি বলরাম দাস-কৃত বিষ্ণুপ্রিয়ার বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি। যথা—

চাঁদবদনী ধনী, প্রিয়া মৃগ-নয়নী॥ ধুয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী আমার তড়িৎ-প্রতিমা। কোথা পাব কিবা দিব তাহার উপমা॥

কাঞ্চনবরণী ধনী নবদ্বীপময়ী। অধিষ্ঠাত্রী দেবী মোর সুখে গুণ গাই॥
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষ্ণুপ্রিয়া। সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া॥
নবীনা প্রিয়াজী, সবে যৌবন উদয়। লজ্জায় মুগুধা ধনী অধোমুখে রয়॥
চঞ্চল চরণে গৃহ কোণেতে লুকায়। শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ-মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায়॥
পদ্ম-গন্ধ বহে মরি সুরস অধর। দিবানিশি মত্ত তাহে গৌরাঙ্গ-ভ্রমর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণ-শশী গৌরাঙ্গ চকোর। যার রূপ-সুধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর॥

গৌর-প্রেমে গরবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেহ পদছায়া॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়। বলরাম দাসে ধনি রেখো রাঙ্গা পায়॥

উপরের এই ছবিটি কেন দিলাম? শ্রীভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এরূপ রূপ আর দেখিতে পাইবেন না। এই বেলা রূপটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন। আবার তাঁহার সুখের শেষ-রজনীতেই-বা বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পতিকে সাজাইবেন, এরূপ ইচ্ছা তাঁহার কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর লীলাখেলার এও একটি অঙ্গ। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া প্রিয়ার পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রিয়ার প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা হইতে প্রিয়ার অধিক সুখ আর কি হইতে পারে? বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাতে সুখে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু লজ্জা পাইয়া গৃহকোণে লুকাইলেন। এইরূপ লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে শেষে ধরা পড়িলেন, কি ধরা দিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানা রস-বিথারে প্রীতির বন্যা উঠাইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীনিমাই প্রিয়ার সহিত এরূপ রসকৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ আর কখনও করেন নাই।

এখন কোন পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যাওয়ার নিশিথে প্রভু কেন এরূপ করিলেন? তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়া কেবল বিষ্ণুপ্রিয়ার, তাঁহার বিরহজনিত দুঃখ আরো তীক্ষ্ণতর করিলেন বই ত নয়? কিন্তু এরূপ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বিরহ, উহা অগ্নিশাখার ন্যায় জ্বলিতে থাকুক। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি করিয়া কি করিলেন, না—সেই বিরহরূপ-দীপে যাইবার বেলা একটু তৈল ঢালিলেন, আর গোটা দুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন।

যখন প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ দুটি জীবে ছাড়াছাড়ি হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহাদের মধ্যে কি কথা হয় শ্রবণ করুন।

প্রিয় বলিতেছেন, তুমি আমাকে ভুলিবে না ত ?

প্রিয়া উত্তরে বলিলেন, "তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিব।" শেষে প্রিয় বলিলেন, "আমি তোমার রূপ হৃদয়ে পূরিয়া লইয়া যাইব, ও সেই ছবি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব।"

প্রীতি-ডোরে আবদ্ধ দুটি জীব, বিচ্ছেদের পূর্ব্বদিন এইরূপ ভাবে কথা কহিয়া থাকেন। এ কথা আর কেহ বলেন না যে, "তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও"; যদি বলেন, সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে। প্রীতির অঙ্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। যে প্রীতি ক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়, সে প্রকৃত প্রীতিই নয়। বিরহে প্রকৃত প্রীতি ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হয়। বিরহে প্রিয়জনের রূপ, গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্য্য এক একটি অগ্নিশিখারূপে হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে। সেই শিখাগুলি প্রিয়-বস্তুর দূতস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রথম প্রথম এ গুলিতে হৃদয় দগ্ধ করে, কিন্তু পরিণামে এই এক একটি শিখা হৃদয়ের এক একটি কোটর প্রফুল্ল করে। কিম্বা প্রিয়জনের এই অঙ্গের লাবণ্য, গুণ ও প্রত্যেক প্রীতির কার্য্যকে প্রীতি-অঙ্কুরের এক-একটি বৃক্ষমূলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সমুদয় দ্বারা প্রীতির-অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত ও সজীব হইয়া হৃদয়ে আবদ্ধ থাকে। প্রিয়জনের প্রত্যেক কার্য্যকে তাঁহার প্রিয়া লীলাখেলা ভাবিয়া থাকেন। প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলাখেলা তাঁহার প্রিয়ার এক একটি সুখের প্রস্রবণ। সুতরাং যে প্রিয়জনের অধিক-লীলা, তাঁহার প্রিয়ার অধিক দুঃখের ও পরিণামে অধিক-সুখের প্রস্রবণ হয়। প্রিয়জন তাঁহার প্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করেন। তাঁহার বিয়োগে, নয়ন জলে

সেই সমুদয় লীলাখেলারূপে বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরে কুসুমিত হয়, বা সুপক্ক রসাল ফল ধারণ করে।

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, "সখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান না? যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজপথে দাঁড়াইলাম। প্রকাশ হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা, কুটিলা সকলে দাঁড়াইয়া। কাজেই একটি কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, সেই কুঞ্জের প্রতি চাহিলেন ও সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার নয়ন ও আমার নয়নে মিলন হইল। তখন আমি মনে ভাবিতে লাগিলাম—

([illegible] সুর)

বন্ধু, আমার কে আছে? [illegible]?

তখন আমার প্রসন্ন বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন—

(গীত)

যেতে যেতে, রথ হ'তে, কি কথা বলিতেছিল, মুখের কথা মুখে রইল;

আমার মুখপানে চেয়ে, নয়ন-জলে ভেসে গেল।

(কে জানে মা, তার কথা তিনি জানেন)

(অভিপ্রায় বুঝি, যাবার মন তার ছিল না)

(তা নৈলে কেন, যাবার বেলা কেন্দে গেল)

সখি! বন্ধুর সেই কান্দা-বদন, আমার হৃদয়ে দিবানিশি জ্বলিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ যাইবার বেলা তাঁহার এই কান্দা-বদনটী শ্রীরাধার হৃদয়ে, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী-স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সঙ্গিনী বড় দুঃখ দিয়াছিল, কিন্তু আবার অপার সুখও দিয়াছিল, কারণ সে প্রিয়ের ভালবাসার একজন সাক্ষী। এই জন্ত জীবের ভজন-সাধন সুলভের নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত প্রীতি-বর্দ্ধনের

নিমিত্ত, শ্রীভগবান্ নরলীলা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নর-লীলা কি মধুর! তিনি যতই মনুষ্যের মত লীলা করেন, ততই উহা মধুর হয়। বৈষ্ণবধর্ম্মে, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আছে। আহা! শ্রীবৈষ্ণবেরা কি ধন্য!

যাঁহারা শোকাকুল, লোকে তাঁহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, "তোমরা তোমাদের হারান প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হও। কিন্তু বিস্মৃত হওয়া শোকের ঔষধ নয়, স্মরণ করাই ঔষধ। শোকাকুল জনকে আমাদের বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের হারান প্রিয়বস্তুকে ভুলিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার কথা দিবানিশি চিন্তা করুন, তাঁহার গুণ স্মরণ ও রূপ ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু যে শোকের যন্ত্রণা লাঘব হইবে তাহা নয়, ঐ শোকে হৃদয় নির্ম্মল করিবে ও পরিণামে ঐ শোক হইতে বিমল আনন্দ হইবে।

তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক।" অতএব তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইবার বেলা, যতদূর সম্ভব, তাঁহার প্রতি প্রিয়ার প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া যাওয়া অসংলগ্ন কার্য্য নহে। যেহেতু তাঁহাতে প্রীতির ন্যায় জীবের পক্ষে সৌভাগ্য আর নাই।

প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা গেলেন। রজনী ছয় দণ্ড আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে নিশ্চিন্ত হইয়া পতির কোলে ঘুমাইতেছেন। শ্রীনিমাই তখন আস্তে আস্তে উঠিলেন। আর ঐরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার শিওরের বালিস বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে, (আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে) রাখিলেন। তার পরে আপনার চরণের উপর হইতে প্রিয়ার বাম চরণ উঠাইয়া পার্শ্বের বালিসের উপর রাখিলেন। যথা—

নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীবাম চরণে। পার্শ্বে উপাধানোপরি করিয়া রক্ষণে ॥
বক্ষস্থলে নিজ গণ্ড-উপাধান দিয়া। বাহির হইল গোরা দ্বার উদ্ঘাটিয়া ॥

তৎপরে প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়া ধীরে-ধীরে তাঁহার কোল হইতে সরিয়া পালঙ্ক হইতে নামিলেন এবং নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন। তারপর রাত্রিবাসের বসন-ভূষণ ত্যাগ করিয়া ও সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আঙ্গিনায় আসিলেন। শেষে মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, সদর দ্বার খুলিয়া বাটির বাহিরে আসিলেন। তখন নিজ ভবনকে, শ্রীনবদ্বীপধামকে ও জননীকে সম্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন এবং দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া, সেই শীতকালের শেষ-রাত্রিতে, শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। তখন আর শরীরে সুখ দুঃখ বোধ নাই। ক্ষণকাল পরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আর্দ্রবস্ত্রে দ্রুতগমনে কাটোয়া অভিমুখে চলিলেন। যথা—লোচনদাসের পদ—

"শয়ন মন্দিরে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, উঠিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে ॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া, আইলা সুরধুনী তীরে।
দুই কর জুড়ি, নমস্কার করি, পরশ করিল নীরে ॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, কঞ্চননগর পথে।
করিলা গমন, শুনি সব জন, বজর পড়িল মাথে ॥
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সেও শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে, এ দাস লোচন গায় ॥"

যে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ পার হইলেন, নবদ্বীপের লোক তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হইল, "নিরদয়ের ঘাট"। যথা শ্রীবংশীশিক্ষা—

"এ ঘাটের নাম আইজ হইতে। নিরদয় ঘাট জানিহ নিশ্চিতে ॥"

বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসুখে ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। সেই সুখ অন্তর্হিত হওয়ায়, একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন দেখেন যে, পার্শ্বে পতি নাই। তিনি একটু সরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া,—যেহেতু ঘর অন্ধকার,—পালঙ্কে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া প্রথমে কোন শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালঙ্কে নাই বুঝিয়া, "তুমি কোথা গেলে" বলিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের কপাট খোলা। পতি ঘরে নাই বুঝিয়া উঠিয়া পিঁড়ায় আসিলেন। সেখানেও তাঁহার কোন উদ্দেশ পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে ঘোর উদ্বেগ উপস্থিত হইল। ভাবিতেছেন "এত প্রত্যুষে তিনি কোথায় গেলেন? এমন সময় একাকী ত তাঁহার কোথাও যাইবার কথা নয়! তিনি না আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?" আবার তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত রাত্রে যত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি যে ভাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক কার্য্য একেবারে মনে উদয় হওয়ায়, সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। যথা, লোচনদাসের পদ—

"এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া, শিরে মারে করাঘাত॥
"মুঞি অভাগিনী, সকল রজনি, জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, ঘোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া॥"
কাঞ্চন নগর, গেল বিশ্বম্ভর, জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগধয়ে মন, না পাইল শচী দেখিবারে॥"

একবার ভাবিতেছেন, জননীকে সংবাদ দিবেন, ভাবিতেছেন,

হঠাৎ তাঁহাকে কেন ভয় দিবেন ? কিন্তু আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া জননীর ঘরে চলিলেন, পিঁড়ায় উঠিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বসিয়া পড়িলেন। তখন দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, আর মৃদুস্বরে ডাকিতেছেন, "মা উঠ! মা উঠ!"

শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দের মাঝে "নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন," এই চিন্তাটি সজীব হইয়া ছিল। কাজেই আনন্দে মগ্ন থাকিলেও, কোন একটা শব্দ শুনিলে, অমনি এই উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় যে, "ঐ বুঝি নিমাই গেল।" সঙ্গে সঙ্গে বুক দুরদুর করিয়া উঠে, আর জিজ্ঞাসা করেন, "কি ও?" বিষ্ণুপ্রিয়া যেই "মা উঠ!" "মা উঠ!" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা শচী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়াই বলিতেছেন, "কে ও, যেন মা বিষ্ণুপ্রিয়া? সংবাদ কি? নিমাই ত ভাল আছে?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমি মা, তিনি ঘরে ছিলেন, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া শচী প্রথমে "সে কি!" বলিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং তাহার পর দুয়ার খুলিলেন। এখন বাসুঘোষের এই পদটী শ্রবণ করুন—

"শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি, ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
'শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অন্তে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাই দু-নয়নে, শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলু থালু বেশে ধায়, বসন না রয় গায়, শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতিউতি, কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥

ধুয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ধ্রু
আমি ডাকি নিমাই বলিয়া॥
তা শুনি নদের লোকে, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়, গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা?
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে, কাঞ্চননগর পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি, আমার গৌরাঙ্গহরি, পাছে জানি মস্তক মুড়ায়।"

শচী রাজপথে প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ছায়ার মত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। শচী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পাইতেছেন না। গলার শব্দ অধিক দূরে যাইতেছে না ভাবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "মা আমিও ডাকি, মা তুমিও ডাক।" বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, "আমি কি বলে ডাকিব?" বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে যাহাই বলিয়া ডাকুন, প্রকাশ্যে আর কোন শব্দ করিলেন না। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল, দুই একটি লোকের সহিত দেখা হইতে লাগিল। তখন দুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শচীর কাঁকলী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, শেষে বসিয়া পড়িলেন। তখন দেখেন, তাঁহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আসিতেছে। শচী বাহির বাটীতে বসিয়া, (যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তীর্থযাত্রার ও গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন)। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক লোক ও তাঁহার ভৃত্য ঈশান আসিতেছে দেখিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন, আর আপনি ঈশানকে লইয়া বাহির দুয়ারে রহিলেন।

যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুর ভক্ত। তাঁহাদের নিয়ম

ছিল যে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী প্রত্যাগমন করা। সেই নিয়মানুসারে তাঁহারা প্রত্যুষে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সে দিবস তাঁহারা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক সকালে ও দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। প্রভুর বাড়ী গঙ্গার নিকট। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে, শচী "নিমাই, নিমাই" বলিয়া যে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তাঁহাদের কর্ণে গিয়াছিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলে প্রভুর বাড়ীর দিকে চলিয়া আসিলেন। নিতাই আসিলেন, শ্রীবাস আসিলেন, আর বাসুঘোষও আসিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, তাহা বাসুঘোষ এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন :—

"সকল মহন্ত মেলি, সকালে সিনান করি, আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি, শচী কান্দে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি। ধ্রু
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাল কোন তন্ত্র, কিবা হৈল কিছু নাহি জানি॥
গৃহ-মাঝে শুয়েছিনু, ভালমন্দ না জানিনু, কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কেবা নিঠুরাই কৈল, পাথারে ভাসাঞা গেল, রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ ভায়া, শচীর এমন দশা মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখাই ঠারি, গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।"

ভক্তগণ দ্রুতগতিতে আসিয়া দেখেন, শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ হেলান দিয়া বসিয়া। শচীকে ওরূপ সময়ে বাহির দুয়ারে দেখিয়া সকলে আরো ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাস "ব্যাপার কি?" বলিয়া শচীকে সুধাইলেন। তিনি নিতাইয়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আমি কিছু জানি না। রাত্রে শুয়েছিলাম, চিন্তায় চোখে নিদ্রা নাই, কখন নিমাই কি করে। বউমা আসিয়া আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিলাম। তখন বাহিরের কপাট খোলা

দেখিয়া বুঝিলাম, নিমাই বাহিরে গিয়াছে। বউমাকে, কার কাছে রাখিয়া যাইব বলিয়া, সঙ্গে লইয়া পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য। এখন নিমাইকে যেখানে পাও, আমাকে আনিয়া দাও।" তাহার পরে ঈশানের দিকে চাহিয়া, কপালে করাঘাত করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন যে, "নিমাই নিশ্চিত আমায় ফেলে চলে গেছে;"—মুখে বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাসুদেব ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নীচের চিত্রটি তাঁহার স্বচক্ষে দেখিয়া অঙ্কিত, যথা—

"পড়িয়া ধরণী তলে, শোকে শচীদেবী বলে, লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্যরতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, সোনার পুতুলি গোরাচাঁদে॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার। আই কেন রয়েছেন বাহির দুয়ার॥
অঙ্গুরী অঙ্গদবালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠমালা, খাট পাট সোনার তুলিচা।
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি, মুঞি প্রাণ ধরিয়াছি মিছা।
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদীয়া আঁধার হৈল, ছটফট করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, যেথায় গৌরাঙ্গ পাব, কাঁদিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে নিমাই দিবে, বিনামূল্যে কিনে লবে, হব মুই তার দাসের দাসী॥
বাসুদেব ঘোষ ভণে, শচী [illegible]॥"

এই কথা [illegible] মহান্তগণের [illegible] বজ্রাঘাত হইল। [illegible]ক্ষণকাল [illegible] কথা কহিতে পারিলেন না। কথা স্ফুটিলে [illegible] মায়ের দিকে চাহিলেন, চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া শচীকে বলিলেন, "মা, ব্যস্ত কি! আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া দিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" তিনি জননীকে সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, মহান্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "তোমরা কি বুঝো?

শ্রীবাস বলিলেন, "মনকে বঞ্চনা করিয়া কি লাভ ? আমার বিশ্বাস প্রভু নিতান্তই জন্মের মত ঘর ছাড়িয়াছেন।" আবার সকলে নীরব হইলেন। সর্ব্বনাশ হইলে মনের ভাব যেরূপ হয়, সকলের তাহাই হইয়াছে। সকলে ভাবিতেছেন যে এখনি মরিলে বাঁচেন। এক জন বলিলেন, "প্রভু-শূন্য নদীয়ায় বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই, আমি বাহির হইলাম, সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে যেখানে পাই সেখানে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার সঙ্গে থাকিব।" ইহাতে সকলেই "আমারও ঐ কথা" বলিয়া উঠিলেন। আবার পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, "প্রভু নিশ্চিত সন্ন্যাস করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কোথাও গিয়াছেন। সেখানে তল্লাস করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ করিয়া লই। কেহ বৃন্দাবনে, কেহ নীলাচলে, কেহ বারাণসীতে, কেহ পাণ্ডুপুরে চল। এইরূপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্লাসের সুবিধা হইবে!" নিতাই বলিলেন, "এই উত্তম যুক্তি। তবে প্রভু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, কাটোয়াতে কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইবেন। অগ্রে সেখানে দেখা কর্ত্তব্য। সেখানে যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে তল্লাস করিব। আমি কাটোয়ায় চলিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহায়তার নিমিত্ত জনকয়েক বিজ্ঞ ধীর ভক্ত দাও। কারণ তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলেই হইবে না, তাঁহাকে কোন গতিকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে।"

এই কথা শুনিয়া অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাবো"। শ্রীবাস বলিলেন, "সকলে গেলে চলিবে না। প্রভুর বাড়ী আগলাইতে ও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ একটু ফাঁক

পাইলেই তাঁহারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিবেন। শুধু তাহা নয়, তাঁহাদের কাছে না থাকিলে তাঁহারা হুতাশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, আমি তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত থাকিলাম। পরে যদি কোন দিক হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, তখন কি করিতে হইবে তাহার পরামর্শের নিমিত্ত বিজ্ঞলোকের প্রয়োজন। তোমরা জন পাঁচেক শ্রীপাদের সহিত গমন কর। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

"চন্দ্রশেখর আচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর। বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর।
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়। প্রবোধিয়া শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥"

তখন এই পাঁচজন যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, পিতৃস্থানীয়, প্রভুর গৌরবের পাত্র। কাজেই নানা কারণে তাঁহাকে যাইতে হইল।

শচী ঈশানের অঙ্গে হেলান দিয়া এবং মালিনী প্রভৃতি গর্ব্বিতা রমণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আসেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া একটু দূরে অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে কিরূপ দেখাইতেছে, না, পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনী। তাঁহার নয়নে বারি কি পলক নাই, ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও যে চিনিতে পারিতেছেন, তাহা বোধ হইতেছে না। বিষ্ণুপ্রিয়ার নবযৌবন সময়, কাঁচা সোণার বর্ণ। গত নিশিতে রসিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে সাজাইয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মস্তকের সেই ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে, বদনে অলকার চিত্র যেমন তেমনই রহিয়াছে। এখন ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন! আর তাঁহার সমবয়স্কা রমণীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। চারি-দণ্ড পূর্ব্বে ত্রিলোকের মধ্যে তিনি ভাগ্য-বতী ছিলেন, এখন ত্রিলোকের মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী! একটু পূর্ব্বে সমুদয় ছিল, এখন কিছুই নাই—আশা পর্য্যন্ত গিয়াছে!

নিতাই মহান্তদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আবার সেখানে আসিলেন। আসিয়া শচীকে (ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে) শুনাইয়া বলিতেছেন,— "ত্রিলোক-জননি! তোমার পুত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। তিনি বস্তু কি, তাহা ভাবিয়া তোমরা আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি যাহাকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তিনি যে একেবারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কি ভাবে কোথা গিয়াছেন আমরা কেহ কিছু জানি না। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, আমরা তাঁহার তল্লাসে বাহির হইলাম। যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমরা সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়া তাঁহাকে ধরিব। ধরিয়া আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" এই কথা বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি পাঁচ জন কাটোয়ার দিকে তীরের ন্যায় ছুটিলেন!

ষোড়শ অধ্যায়

"তোমরা কেউ দেখেছ যেতে। ধ্রু। সোণার বরণ গৌরহরি অনেক সন্ন্যাসী সাথে
তাঁর ছেঁড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢুলু ঢুলু যায়, যেন পাগলের প্রায়।
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে, দণ্ড করোয়া হাতে॥" (প্রাচীন পদ)

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শীতে, আর্দ্র বস্ত্রে কাটোয়া অভিমুখে বিদ্যুৎ গতিতে চলিয়াছেন। এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, তিনি কোথা যাইতেছেন, তাহা শুধাইবার অবকাশও লোক পাইতেছে না। এইরূপে প্রভু কাটোয়ায় সুরধুনী তীরে, বটবৃক্ষতলে, কেশব ভারতীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যথা—

"কণ্টকনগরে গেলা দ্বিজ বিশ্বম্ভর। যেখানে বসিয়া আছে সেই ন্যাসীবর॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে। সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ণ স্মরে॥

কোথা হতে এলে তুমি যাবে কোথাকারে। কি নাম তোমার সত্য
কহত আমারে

প্রভু কহে শুন গুরু ভারতীগোঁসাঞি। কৃপা করি নাম মোর
রেখেছে নিমাই॥

বসিয়া আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস। তোমার নিকট এলাম দেহ ত
সন্ন্যাস॥

লোচন বলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিবে এত
বড় দায়॥"

ভারতী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, যেন বিদ্যুৎ-মণ্ডিত একটি সুবর্ণ-বর্ণের পুরুষ বিদ্যুৎ-গতিতে আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। সন্ন্যাসী গোঁসাই তখন দিশেহারা হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া, "নারায়ণ" "নারায়ণ" স্মরিয়া বলিতেছেন, "কে তুমি বাপু আমাকে প্রণাম কর?" তখন নিমাই করজোড়ে বলিলেন, "আমি আপনার কৃপা-প্রার্থী, আমাকে নিমাই বলিয়া ডাকিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে আপনার চরণ দর্শন করিয়াছি। তখন আপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমাকে সন্ন্যাস দিবেন, তাই আমি আসিয়াছি। এখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি দয়াময় সন্ন্যাস-মন্ত্র দিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।" ভারতীর তখন সমুদয় কথা স্মরণ হইল ও তিনি সমুদয় কথা বুঝিলেন। বলিতেছেন, "বাপু! তুমি উপবেশন কর, বিশ্রাম কর, তাহার পর তোমার সহিত এ সমুদয় কথা হইবে।" ইহা বলিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া বসাইলেন। বাসুঘোষ শ্রীনিমাইয়ের সহিত সন্ন্যাসীর কাটোয়াতে মিলন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর। সুরধুনী তীরে তরু ছায়া যে সুন্দর।

তার তলে বসি আছে গৌরাঙ্গসুন্দর। কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী। সতী ছাড়ে নিজ পতি যপ ছাড়ে যতী॥
কাঁখে কুম্ভ করি তারা দাঁড়াইয়া রয়। চলিতে না পারে সেও নড়ি
হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর যে দেশেতে ছিল! সে-দেশে পুরুষ-নারী
কেমনে বাঁচিল?
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া, কেহ বলে মা-বাপেরে
এসেছে বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধরেছিল গর্ভে। দৈবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন্ নারী পেয়েছিল পতি। ত্রৈলোক্যে তাহার সম
নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে। সন্ন্যাসী না হও, না মুড়াও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা/পিতা! সাধ আছে কৃষ্ণ-পদে বেচিব
এ মাথা॥
হেনকালে কেশবভারতী মহামতি। দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তি বর। বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥"

নিমাইয়ের মুখপানে চাহিয়া ভারতী নানা ভাবে বিভোর হইলেন। দুঃখে যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। মনের মধ্যে ভাবের উপর ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। কিন্তু যত রূপ ভাবই আসুক, এই নবীন-পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, ইহা মনের মধ্যে স্থির-সঙ্কল্প করিলেন।

তবে বাধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়ের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, তাহাই ভাবিবার নিমিত্ত, নিমাইকে বসাইয়া, মনে মনে গাঢ় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চজন কাটোয়ার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। মনে মনে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কাতর হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন, "প্রভু, তুমি দয়াময়, ভক্তবৎসল, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও! আমাদের দর্শন দাও! প্রভু, নিদয় হইও না! যদি তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে না পাই, তবে আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমাদের প্রাণ নিরাশে তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া যাইবে।" সকলে যতই ভারতীর স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই বুক দুরদুর করিতেছে, ততই কাতর হইতেছেন, পা আর চলিতেছে না,—কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে বটবৃক্ষ দেখিলেন, একটু পরেই দেখিলেন যে, নিমাই দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো করিয়া বসিয়া আছেন!

তখন সকলে একসঙ্গে "ঐ যে প্রভু" বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে প্রভুর দিকে দৌড়িয়া চলিলেন। হরিধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। অমনি পরস্পরের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। তখন ভক্ত-পঞ্চজনের আনন্দে বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। প্রভু সহাস্ত বদনে বলিলেন, "এসো, এসো; তোমরা আসিয়াছ, বড় ভালই হইয়াছে।" ভক্তগণ আসিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ!" আবার বলিতেছেন, "আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাইব।" 'বৃন্দাবন' নাম করিবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন-জলে বদন ভাসিয়া গেল; তখন আবার তিনি ভারতীর পানে চাহিয়া করজোড়ে বলিতেছেন, "গোসাঞি! তোমার পাদপদ্মে আমার এই দেহ অর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে

ভবসাগর পার কর, যেন আমি অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই।” এই কথা বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইল।

ভারতী গোসাঞি নিমাইয়ের প্রতি-অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, “বিধির কি সুন্দর সৃষ্টি! কি অদ্ভুত প্রেম! এ বস্তুটি না আমি সে দিবস শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম? যাহা হউক, ইহাকে আমি সন্ন্যাস দিব না। নবনীত কি রৌদ্রে রাখিতে আছে? রাখিলে গলিয়া যাইবে! এই কমনীয় বস্তুটি অপেক্ষাও কোমল ও মধুর। ইহাকে দর্শনমাত্র ইঁহার প্রতি আমার কোটি পুত্রের স্নেহ হইয়াছে।” সতৃষ্ণ নয়নে ভারতী নিমাইয়ের চাঁদমুখখানি দেখিতেছেন, আনন্দে নয়নে জল আসিতেছে, আর উহা তিনি কষ্টে-স্রষ্টে নিবারণ করিতেছেন। সেই মুহূর্ত্তে স্মরণ হইল যে, ইঁহার জননী আছেন, আবার নবযৌবনা ঘরণী আছেন। তখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রুক্ষভাবে বলিতেছেন, “নিমাই! তুমি অন্য স্থানে গমন কর, আমা হতে তোমার সন্ন্যাস হইবে না।”

ভারতীর স্থান সুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট। সেই পথে লোক যাইতেছে, আর বৃক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। দেখিতেছে যে, জন কয়েক উদাসীন,—কারণ চন্দ্রশেখর ছাড়া আর সকলেই উদাসীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসীর বেশ,—আর তাঁহাদের মধ্যস্থানে একটি অপরূপ বস্তু বসিয়া। শ্রীনিমাইকে দর্শন করিবামাত্র মনে একটি ভাবের উদয় হইত। সেটি এই যে, “এ বস্তুটি কি? এটি কি আমাদের মনুষ্য-জাতীয়?” তাহার পরে বোধ হইল, যেন মনুষ্য অপেক্ষা কোন বড় জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কোন দেববংশীয় হইবেন! অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাঁহারা আর কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এরূপ কাঁচা সোনার বর্ণ, এরূপ নির্দোষ

সুললিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এরূপ লাবণ্যময় ভঙ্গি, এরূপ সুচারু-চিক্কণ কেশ, এরূপ কমল নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজানুলম্বিত বাহু, এরূপ ক্ষীণ কটি, এরূপ হিঙ্গুলমণ্ডিত ওষ্ঠ করতল ও পদতল, এরূপ সুদীর্ঘ কায়া কখন দর্শন করেন নাই। সচরাচর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা দিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের মুখ পূর্ণিমার চন্দ্র হইতেও যে মনোহর হয়, ইহা কে কবে বিশ্বাস করিত? মনুষ্যের যে এরূপ তেজ হইতে পারে,—অর্থাৎ কাহাকে দেখিবামাত্র মনের প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তিত হয়,—ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস করিতেন না। নিমাইর মুখ দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে নানাবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটির অন্তরে মনুষ্যমাত্র নাই, এবং ইহার সমুদায় গুণ আছে। ক্রমে ক্রমে মনে আরও নানা ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সে কিরূপ ভাব তাহা তাঁহারা পরস্পরে যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন একজন আর একজনকে বলিতেছেন, "এই ব্রাহ্মণ কুমারটিকে দেখিয়া কেন আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে? কেন আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?"

এইরূপে ঘাটের পথে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। যাঁহারা ঘাটে যাইতেছিলেন, তাঁহারা আর ঘাটে না যাইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। স্নান করিয়া কি জল লইয়া যাঁহারা গৃহে যাইতেছিলেন, তাঁহারা অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন। এইরূপে সেখানে ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যখন ভারতী বলিলেন যে, তিনি নিমাইকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিবেন না, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ করপুটে বলিলেন, "গোসাঞি! আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।" ভারতী এ কথার উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "সে কথা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সন্ন্যাসের সময় আছে। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে রাগ নিবৃত্তি হওয়া কঠিন বলিয়া তাহার পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, "গোসাঞি! আমি তোমার আগে কি বলিতে জানি। পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম দিতে নাই, তবে যাহাদের অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি ভব-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া দয়াময়ের কার্য্য কর।" তখন ভারতী বলিতেছেন, "তোমার সন্তান-সন্ততি হয় নাই, তোমার জননী বর্ত্তমান, আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারিব না। যেখানে ইচ্ছা যাইয়া তুমি মন্ত্র গ্রহণ কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞি! আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত এই জনম; আমি বৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহার ভজন করিয়া জনম সফল করিব। আমার আর বিলম্ব সহিতেছে না, আমি সংসারডোরে আবদ্ধ আছি, আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিউন। আপনি আমার জননী প্রভৃতির কথা বলিতেছেন, আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট অনুমতি লইয়া আসিয়াছি, এখন কেবল আপনার কৃপা সাপেক্ষ রহিয়াছে।"

যাহারা সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। যাহারা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহারা সম্মুখের লোকের নিকট উপরিউক্ত কথাবার্ত্তার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন। যাহারা কুলবধূ, তাঁহারা জ্যেষ্ঠাগণের নিকট শুনিতেছেন। ইহারা সকলে শুনিলেন যে ঐ ভুবনমোহন যুবকটি, তাঁহার অতি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র পুত্র। আবার তাঁহার নবযৌবনা পত্নী আছেন। এ সমুদয় ফেলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আরো শুনিলেন যে; নদীয়ার যে অবতার

হইয়াছেন, তিনিই এই যুবক। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়. বুদ্ধি ও চিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহারা তখন নিজেদের চিরদিনের সমস্ত বাসনা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহার স্থানে একটি নূতন বাসনা তাঁহাদের উদয় হইয়াছে। সেটি এই যে, যেন এই নবীন পুরুষ-রত্ন সন্ন্যাসী না হন। আর ভারতীরও সেই ইচ্ছা দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। যে কথাবার্ত্তা হইতেছে, সকলেই আগ্রহের সহিত কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতেছেন। নিজেরা কোন কথা বলিতেছেন না, সকলেই নীরব। যখন যাঁহার একটি আখর শুনিতে ব্যাঘাত হইতেছে, তিনি অমনি চুপে চুপে তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে উহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিলেন যে, যুবকটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, তখন উপস্থিত কি পুরুষ কি নারী, সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভারতী বলিতেছেন, "তোমার মাতা ও পত্নী তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা ধন্য! তবে সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন না যে, সন্ন্যাস-আশ্রম পদার্থটি কি? এ আশ্রমে কত দুঃখ, নিশ্চিত তাঁহারা কিছুই জানেন না। নিমাই! তোমাকে আমি হৃদয়ের কথা বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের ও এ জগতের অতি আদরের ধন। তোমার অঙ্গ স্ত্রীলোক হইতেও কোমল। তুমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জান না। তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার কোন ক্রমে উচিত নয়। প্রথমতঃ ঐরূপ করিলে আমি তোমার জননী ও পত্নী বধের ভাগী হইব। তাহার পরে সন্ন্যাসের দুঃখ তুমি বহুদিন সহ্য করিতে পারিবে না, তুমি আপনিও প্রাণে মরিবে। এ কাজ করিলে জগতে আমি নিন্দার ভাগী হইব, আর পরকালে

কষ্ট পাইব। আমি সন্ন্যাসী, আমার হৃদয়ের যত কোমল ভাব সমুদায় আমি শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি আমার কেহ নহ, তবু তোমাকে সন্ন্যাস দিব একথা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন ভাব দেখি তোমার জননী ও পত্নীর কি দুঃখ হইবে? নিমাই! ঐ চেয়ে দেখ! এই সমুদয় লোক তোমাকে কেহ চিনে না, তুমি সন্ন্যাস করিবে শুনিয়া ইহারা হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে।" তখন নিমাই সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের পানে চাহিলেন, অমনি যাঁহারা পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে, এমন কাজ কখন করিও না!" একজন বলিলেন, "বাপু! এই সুন্দর দেহে এই যৌবনকালে কৌপীন পরিলে দেশের লোক পাগল হইয়া যাইবে।" স্ত্রীলোকেও নানা কথা বলিতে লাগিলেন। এমন কি, কুলবধূগণ,—অবগুণ্ঠন দ্বারা যাঁহাদের মুখাবৃত, তাঁহারাও মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা আমার বাবা ও মা. কারণ আমার প্রতি তোমাদের সেইরূপ স্নেহ দেখিতেছি। যদি আমার অঙ্গে রূপ থাকে, যদি আমার যৌবন উদয় হইয়া থাকে, তবে এই বেলা আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিন, যেখানে আমার প্রাণেশ্বর, আমার নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ শ্রীকৃষ্ণ আছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহ্য হারাইলেন। তখন "আমি বৃন্দাবনে যাব, আমার প্রাণনাথের সেবা করিব," এই ভাবে আনন্দে আত্মহারা হইয়া, দুই বাহু তুলিয়া কটি দোলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি মুকুন্দ সমুদয় ভুলিয়া গিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আর পাছে কাটোয়ার কঠিন মাটিতে শ্রীনিমাই পড়িয়া আঘাত পান, এই ভয়ে নিতাই, দুই বাহু প্রসারিয়া নিমাইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে

লাগিলেন। কাটোয়ায় তখন নবদ্বীপের উদয় হইল। চন্দ্রশেখর মনে মনে ভাবিতেছেন, "বাপু, খুব নাচ! এখানে আর বাধা দিবার কেহ নাই। তোমার মা আর তোমাকে নাচিতে বাধা দিতে পারিবেন না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ভ করিলে, তাঁহার নয়ন দিয়া জল ছুটিতে আরম্ভ করিল। যেমন পিচকারী দিয়া জল চলে, এইরূপ নয়ন হইতে জল ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী সকল লোক স্নাত হইতে লাগিলেন। তবে সে আর বেশী কিছু নহে; কিন্তু উপস্থিত সকল লোকের হৃদয় একেবারে বিলোড়িত হইল,—সকলে সেই রসে মজিয়া গেলেন। তখন কেহ নৃত্য করিতে, কেহ গীত গাহিতে, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভারতীর তখন আবার সেই পুরাতন ভাব মনে উদয় হইল। ভাবিতেছেন, "এটি মনুষ্য নয়, দেবতাও নয়, এটি স্বয়ং—তিনি। কারণ আমার চিত্ত তাহাই বলিতেছে। ইহাকে আমি 'না' কিরূপে বলিব? আবার মন্ত্রই বা দিই কি বলিয়া? মন্ত্র দিলে ত আমাকে প্রণাম করিবেন? আর স্বয়ং ভগবান্ আমাকে প্রণাম করিবেন, তবে ত আমার সাধন-ভজনের খুব ফল হইল!" ভারতী তখন আপনার চিত্তকে আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর ন্যায় হইয়াছেন। তখন উঠিলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া বসাইলেন।

তখন ভারতী বলিতেছেন,—"নিমাই! আমি এখন বুঝিলাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ,—তুমিই সর্ব্বজীবের প্রাণ।" কিন্তু এই কথা বলিবামাত্র নিমাই ভারতীর দুইখানি চরণ ধরিয়া পড়িলেন, এবং তাঁহাকে কিছু বলিতে না

দিয়া, নিজেই বলিতেছেন, "গোসাঞি! একে দুঃখে আমি মৃত, আমার জনম বিফলে গিয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ ভজন্ করিতে না পারায় আমার মরণ বাঁচন সমান হইয়াছে। আবার তাহার উপর আপনি অনুচিত কথা বলিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। গোসাঞি! আমাকে খালাস করিয়া দিন্ আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আমি বৃন্দাবনে যাই।"

ভারতী বলিতেছেন, "তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান, আমাকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝিলাম। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে রোধ করিব আমার কি ক্ষমতা। তবে অন্যের যে গতি, আমারও সেই গতি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই মাত্র বলিলে যে, তুমি তোমার জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছ। সেখানে তোমার তাঁহাদের নিকট আবার বিদায় লইতে বিচিত্র কি? অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তাঁহাদের নিকট সমস্ত পরিষ্কাররূপে বলিয়া কহিয়া, আবার বিদায় লইয়া আইস। যাঁহাকে তুমি জননী বলিয়া জান ও যাঁহাকে তুমি পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারা যদি তোমাকে সন্ন্যাসে অনুমতি করেন, তবে আমি কোন্ ছার আমি কেন তাহাতে বাধা দিব? যদি তুমি তাঁহাদের নিকট সমুদয় বলিয়া কহিয়া অনুমতি লইয়া আমার নিকটে আসিতে পার, তবে তুমি যখনই বল তখনই তোমাকে সন্ন্যাস দিব।"

ভারতী ভাবিতেছেন, "নিমাই আর সকলের নিকট অনুমতি লইতে পারিবেন না; আর যদিও পারেন, তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমি এমন স্থানে চলিয়া যাইব যে আমাকে আর খুঁজিয়া পাইবেন না।" যথা চৈতন্যমঙ্গল—

"এত অনুমানি সন্ন্যাসী করিল উত্তর। সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাঁই লইবে বিদায়। তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তাঁর ঠাঁই॥

সাক্ষাতে সবার ঠাঁই বিদায় হইয়া। আইসহ মোর ঠাঁই সবা বুঝাইয়া॥
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায়। আসন ছাড়িয়া মুই যাব অন্য ঠাঁই॥"

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "যে আজ্ঞে, আমি তাঁহাদের অনুমতি আনিতে চলিলাম!" এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ অভিমুখে ছুটিলেন। পাঠক! একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে, এ অবস্থায় এরূপ কার্য্য সামান্য জীবে করিতে পারে না। ভক্তগণ এই অননুভবনীয় কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, প্রভু অনুমতি আনিবার নিমিত্ত প্রকৃতই নবদ্বীপ মুখে ছুটিলেন, তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমরাও আসিতেছি।" এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়াইলেন।

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ "যে আজ্ঞা" বলিয়া নবদ্বীপমুখে যাইতে উদ্যত হইলে ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি স্বয়ং ভগবান্; ইঁহাকে ত্রিজগতে কেহই রোধ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত ইনি জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় লইতে পারিয়াছেন, আর এই নিমিত্তই তিনি শতবার চেষ্টা করিলেও শত-বারই অনায়াসে অনুমতি লইতে পারিবেন। সেখানে আমি আর কেন শ্রীভগবান্‌কে দুঃখ দিতেছি? বিশেষতঃ একবার তাঁহারা অনুমতি দিবার সময় অবশ্য বহু দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সেই দুঃখ কেন আমি আবার দিব? তাহার পর, শ্রীভগবানের কাছ হইতে আমি কোথা পলাইব?" এই সমুদয় কথা মনে উদয় হওয়ায় ভারতী প্রভুকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর।" এই কথা শুনিয়া প্রভু ফিরিয়া আসলেন। তখন ভারতী বলিতেছেন, "নিমাই, আমি

তোমাকে রোধ করিতে পারিলাম না, আর ত্রিলোকে কেহই পারিবে না, কিন্তু একটি কথা ভাবিয়া দেখ। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিব। আমি তোমাকে মন্ত্র দিলে তুমি আমাকে গুরু বলিবে, তাহাতে আমি অপরাধী হইব। সুতরাং আমার তাহাতে পতন হইবে।" অতএব তোমার গুরু হইলাম সত্য, কিন্তু তুমি আমার ভব সাগরের কাণ্ডারি হও; দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়। তোমার গুরুর যদি অধোগতি হয়, তবে ত্রিলোকে তোমার বড় কলঙ্ক হইবে। ভারতীর তখন এরূপ ভাব যে প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করিলেন না। এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে প্রভুকে সন্ন্যাসে অনুমাত দিয়াছেন, এখন কাজেই কিছু বলিতে পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। যখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিতে অসম্মত হইলেন, আর সেই সঙ্কল্পে দাঢ্যতা দেখাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের একটু আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভু আবার নবদ্বীপে জননী ও ঘরণীর অনুমতি লইতে চলিলেন, তখন সে আশা আর একটু বৃদ্ধি পাইল। এখন ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাস দিবেন স্বীকার করিলেন, সেই কথা ভক্তগণের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিদ্ধিয়া গেল, তাই দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উপস্থিত লোক সকল যখন শুনিলেন যে, ভারতী সন্ন্যাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা পরম ব্যথিত হইলেন, আর অনেকে সঙ্কল্প করিলেন যে এরূপ গর্হিত কার্য্য কখনই করিতে দিবেন না। যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, এ কাজটাই অশাস্ত্রীয়, অতএব ভারতীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন। যাঁহাদের হৃদয় কোমল, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকেরা ভাবিতেছেন যে,

ভারতীর ও নিমাইয়ের পায়ে ধরিয়া এই কার্য্য বন্ধ করিবেন। যাহারা গোঁয়ার, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন ব্রাহ্মণকুমারের কর্ণে মন্ত্র দিতে যান, তবে মন্ত্র দিবার অগ্রেই তাঁহার গলদেশ ধরিয়া বহিস্কৃত করিয়া দিলেই হইবে।

এদিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, "অদ্য আমি তোমার কৃপায় সুস্থ হইলাম।" ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ! একটু কৃষ্ণমঙ্গল গান কর, আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইব।" নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি ত সব জান। বল দেখি বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণ কি আমায় দেখা দিবেন? আমি ত তাঁহাকে পাইব?" নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া, অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মেসো, বলিতে গেলে এক মাত্র তিনিই তাঁহার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। তাঁহাকে প্রভু অনেক সময় বাপ বলিতেন। শচী তাঁহার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বধূমাতা। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, নিমাইকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি ভাবিতেছেন, "নিমাইয়ের জননী ও তাঁহার বধূমাতার নিকট যাইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের সেই হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়া পলায়ন করিয়াছে। কি করিয়া আমি এ সংবাদ লইয়া যাইব! তদপেক্ষা মা গঙ্গা আছেন, তাহাতেই প্রবেশ করিব, তাহা হইলে আমার সব দুঃখ দুর হইবে। যে পারে সে এ সংবাদ তাঁহাকে বলুক গিয়া।"

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে লাগিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে ধরিতে উঠিলেন, আর উপস্থিত সকলে হরি হরি ধ্বনি করিতে

লাগিলেন। কাটোয়ার লোক যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা এই দলে মিশিয়া ও ভক্তিরসে ডুবিয়া যাইতেছেন। হরিধ্বনি শুনিয়া আরও অনেক লোক দৌড়িয়া আসিতেছে! ক্রমে খোল করতাল আসিতে লাগিল ও দলে দলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, হরিনাম ও কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাটোয়া টলমল করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ভিন্ন গ্রামস্থ লোক আসিতে লাগিল। তাঁহারা এরূপ অভিনব ও মধুর রস কখনও পান করেন নাই। আর নিজে শুনিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না, তাই নিজ প্রিয়জনকে উহার অংশ দিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল,—তখন দৌড়িয়া নিজজনের কাছে গিয়া ডাকিলেন, "ওরে শীঘ্র আয়, দেখে যা।" তাহার ভাব দেখিয়া শুধু যে নিজ-জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের অন্ত লোকও দৌড়িল। এইরূপে নানা দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল। প্রভু যে কি শক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা অননুভবনীয়। কাটোয়া নগর বাহিরের লোকে পরিপূর্ণ হইল এবং ভক্তির তরঙ্গে লোক একেবারে উন্মত্ত হইল। প্রভাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়া উপস্থিত। যথা—"নবদ্বীপ হতে গদাধর নরহরি। আসিয়া মিলিল তারা বলি হরি হরি॥" তাঁহাদিগকে প্রভুর নিজ জন ভাবিয়া, লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা আসিয়া আকুল-ভাবে "হা প্রভু" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পড়িলেন। প্রভুর তখন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি তাঁহাদিগকে উঠাইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিলেন, "আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া নরহরি ও গদাধরের হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন প্রভাত হইয়াছে। একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ ও আগন্তুক অসংখ্য লোক সারা নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়া যাপন করিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, "তাঁহারা নাচেন কেন?

ইহা কি নাচিবার সময়? শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর তাঁহারা নাচিতেছেন! তাঁহাদের হৃদয় কি এত কঠিন?" ইহার উত্তর এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে নাচিলেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীবাস মৃত পুত্রকে ভিতরের আঙ্গিনায় শোয়াইয়া রাখিয়া বহির্ব্বাটিতে নৃত্য করিয়াছিলেন। "ভক্তিতে মন নিবিষ্ট হইয়াছে" ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, মনোভৃঙ্গ শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধু পান করিতেছে। যখন মনোভৃঙ্গ সেই পাদ-পদ্মমধু পান করে, তখন ভক্ত উন্মত্ত হইয়া দুঃখ ভুলিয়া যান, জগতে যে দুঃখ আছে ইহা মনে ধারণা করিতেও পারেন না, এবং তাঁহার বোধ হয়, যেন ত্রিজগতকে লইয়া সেই ত্রিজগতের নাথ দিবানিশি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত যে অসংখ্য লোক আসিতেছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মমধুর আস্বাদ পূর্ব্বে জানিতেন না;—এই প্রথমে আস্বাদ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সারানিশি নৃত্য করিলেন। এখন প্রভাত হইলে তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, সুখের নিশি পোহাইয়া দুঃখের দিন আসিয়াছে।

কাটোয়ায় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমি তাহা কি বর্ণনা করিব? সে ঢেউ অদ্যাপি রহিয়াছে। আমার সেই সোণার-চাঁদের চাঁচর কেশগুলি অদ্যাপি কাটোয়ায় আছে। ভক্তগণ তাহা গঙ্গা-তীরে প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর একটি স্তম্ভ করাইয়া দিয়াছেন। পাছে তাঁহার সন্তানগণ জীবের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া, প্রভু দ্বারকাতে তাঁহার সন্তান-সন্ততি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ অবতারে সেই নিমিত্ত তিনি সন্তান উৎপাদন করিলেন না। প্রভু আমার এ জগতে যে আসিয়াছিলেন, তাহার চিহ্নের মধ্যে সেই কেশগুলি আছে।

এই নৃত্যকারী সোণার-পুতুলটি আজ কাঙ্গালের বেশ ধরিয়া

বৃক্ষতলবাসী হইবেন, এই কথা সকলের মনে উদয় হইল। তখন সকলেই ভাবিলেন—"সে কি? তা হবে না,—তা করিতে দেওয়া হবে না।" আবার ইহাও মনে হইল, "এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে দেওয়া-না-দেওয়া তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর এই সন্ন্যাসী যদি এরূপ যুক্তি করে, তবে এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহারা কি করিতে পারে?" তখন জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে বলিলেন, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।" প্রভু অমনি তাঁহাদের দিকে সাশ্রুনয়নে এরূপ কাতর ভাবে চাহিয়া করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহারা কাঁদিয়া আকুল হইলেন ও প্রকৃতই ক্ষমা করিলেন; আর—অপর লোকদিগকে বলিলেন, "না, আমরা পারিলাম না, তোমরা পার ত যাইয়া নিষেধ কর। নিষেধ করিলে তাঁহার যে দুঃখের উদয় হয়, তাহা সহ্য করিতে আমরা পারিলাম না।" তখন আর একদল সাহস বান্ধিয়া গেলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে যাইতেছি, ইহাতে আমার দুঃখের সম্ভাবনা কি? বাবা! তোমরা কি পাগল হলে? আমি না অভাগ্য ছাড়িয়া ভাগ্য আহরণ করিতে যাইতেছি?" প্রভু এই কথাগুলি এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠস্বরে বলিলেন যে, যাঁহারা তাঁহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন, "ইনি ত ভাল কথাই বলিতেছেন? ইনি ত সাধুপথই অবলম্বন করিতেছেন? ইহাকে নিষেধ না করিয়া, বরং এই পথ অবলম্বন করিতে দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।" কাজেই তাঁহারাও নিরস্ত হইয়া বলিতেছেন, "কই আমরাও ত পারিলাম না। তোমরা আর যদি কেহ পার তবে চেষ্টা কর।" তখন গর্ব্বিতা স্ত্রীলোকেরা কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সরিয়া যাও, আমরা দুটো কথা বলে দেখি।" তাঁহারা বলিলেন, "ও গো বাছা! তোমার না মা

আছেন? লোকে বলিতেছে, তাই শুনিতেছি যে, তোমার জননী ও ঘরণী আছেন। তুমি যদি এ কাজ কর, তবে আমরাই দুঃখে মরিয়া যাইব। তখন বাপু, তোমার মায়ের ও স্ত্রীর কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি?" প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মা! তোমরাই আমার জননী, আমার প্রতি তোমরা একটু দয়া কর। আমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত জলন্ত আগুণে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছে। আমার জননীকে আমি ইচ্ছায় কি ফেলিয়া আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না পারিয়া আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে বৃন্দাবনে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করযোড়ে তাঁহাদিগকে বলিতেছেন, "মা! আমি তোমাদের সন্তপ্ত পুত্র, আমাকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।" প্রভু যখন করুণ স্বরে ও করুণ নয়নে চাহিয়া এই কথা বলিলেন, তাঁহারা তখন বুঝিলেন যে, নিমাইকে নিবৃত্ত করা তাঁহাদের কর্ম্ম নয়। এইরূপে দলে দলে লোক হাসিতে হাসিতে মায়ারজ্জু লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, আর প্রভু নানা কথা বলিয়া সকলকেই কান্দাইয়া নিরস্ত করিতেছেন।

হঠাৎ এ কথা মনে হইতে পারে, "উপস্থিত অসংখ্য লোকে একটি যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না, একথা কিরূপে বিশ্বাস করি?" কিন্তু একটু স্থির হইয়া শুনুন, তাহা হইলে সব বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে যখন দুর্ব্বলা যুবতী পতির চিতারোহণ করিতে যাইতেন, তখন কি লোকে তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিত না? তাঁহার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন, পুরোহিত—সকলেই তাঁহাকে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সন্তান থাকিলে তাহাকে সেই সতীর কোলে বসাইয়া দিতেন, আর সে মাতার গলা ধরিয়া কাঁদিত।

উপস্থিত সহস্র সহস্র লোকে তাহাকে নিষেধ করিতেন, নানা প্রকার ভয় দেখাইতেন। কিন্তু একটি শিশু অপেক্ষাও যে দুর্ব্বলা, সেই রমণী উপস্থিত সকলকে করায়ত্ত করিতেন ও তাঁহারাই আবার তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন,—তাঁহাকে চিতায় বসাইয়া অগ্নি প্রদান করিতেন। মনুষ্যের বাহুবল কতটুকু? নিমাইয়ের বল তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

তবে শ্রীনিমাই সন্ন্যাস করিবেন বলিয়া, লোকে এত অধীর কেন হইতেছে, সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলিতেছি। কোন একটি স্ত্রীলোক মরিতেছে দেখিয়া ভিন্ন লোকে বিগলিত হয় না। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যদি সতী হইতে যায় তবে সেই ভিন্ন লোকেও কাঁদিয়া আকুল হয়,—কেন? যাঁহারা সতীদাহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বের লোক হাহাকার করিয়া রোদন করিতে থাকে। তখন তাহাদের ঔদাস্য উদয় হয় ও ভগবানের চরণের দিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ বা সতীদাহ দর্শন করিয়া সন্ন্যাসী, কেহ বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত পাগলও হইয়া যায়। এমন কি যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তাহার চতুষ্পার্শস্থ লোক পবিত্র হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মের নিমিত্ত যে ত্যাগ, উহা দর্শনে লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। শ্রীভগবান্ যে আছেন, আর শ্রীভগবদ্ভজন যে জীবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, ইহা অপেক্ষা তাহার বড় প্রমাণ আর হইতে পারে না। ঐরূপ, যদি কেহ সংসারের সুখ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিধান ও হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও লোকের মন স্বভাবতঃ দ্রবীভূত হয়। তবে যদি সন্ন্যাস গ্রহণ দেখিয়া কাহারও মন বিগলিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে সন্ন্যাসী, হয় ভণ্ড না হয় কাঙ্গাল, অর্থাৎ

তাহার এমন ধন জন কি সম্পত্তি নাই যাহা তাহার ত্যাগ করিতে হইবে, তখন তাহার সন্ন্যাসের নিমিত্ত লোকে তত বিগলিত হয় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিবেন, ইহা যদি তাঁহার মনে ছিল, তবে তাঁহার জননী পরলোকগত হইবার পর সন্ন্যাস করিলে, এবং আদপে বিবাহ না করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাসে এত কারুণ্য রসের উদয় হইত না। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের কথা স্মরণ করুন। তখন তাঁহার শোকাকুলা জননীর বয়স ৬৭ বৎসর ও তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান। আর তাঁহার ঘরণীর বয়স ১৪ বৎসর। নিমাইয়ের সম্পত্তির অবধি নাই। বয়স ২৪, রূপের তুলনা নাই, আবার প্রেমে তাঁহার কমল-নয়ন দিয়া অনবরত ধারা পড়িতেছে। এই বস্তু ছিন্ন-কাঁথা গায়ে দিয়া, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া যদি কাটোয়ার লোকের হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের অপরাধ কি? শুধু তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে লোকের চিরদিনের সঞ্চিত পাপ ক্ষয়, হৃদয় নির্ম্মল ও তাহাতে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শ্যামের মুখের মুরলীর ন্যায় উন্মাদকারী। তাঁহার নৃত্য দর্শনে সমস্ত অঙ্গ বিবশীকৃত হয়। কাটোয়ার লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শুনিতেছেন, আর সেই সুবর্ণ পুত্তলী তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। আবার যদি এই সমুদয় ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল হইতেছেন বলিয়া শ্রীনিমাই একটু দুঃখ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত লোকের দুঃখ কিছু লাঘব হইত। কিন্তু তাহা নয়, সন্ন্যাসী হইবেন বলিয়া যেন নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছে না। তাই গর্ব্বিতা রমণীগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে যাইয়া বলিতেছেন, "বাপু হে! তুমি দুঃখে কাতর না হইয়া আনন্দে নাচিতেছ কেন? উহা তো আর দেখা

যায় না। তোমার আনন্দ দেখিয়া আমাদের হৃদয় আরো বিদীর্ণ হইতেছে।

তখন সে স্থল ক্রন্দনময় হইল। যিনি তখনই আসিয়াছেন, তিনি লোকের ভীড়ে অগ্রবর্ত্তী হইতে না পারিয়া, অগ্রের লোককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ব্যাপারটা কি?" সে কথায় কে উত্তর দিবে? উত্তর দিতে কাহারও ক্ষমতা কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাঁহার বার বার অকিঞ্চনে হয়তো কেহ বলিবেন,—"ব্যাপার কি, অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখ। শুন নাই যে, উনি সন্ন্যাসী হইতেছেন?" আগন্তুক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি! উনি কে?" ইহাতে অপর ব্যক্তি উত্তর দিলেন,—"উনি কে, জান না? উনি নিমাইপণ্ডিত, বৃদ্ধা-জননী ও যুবতী-স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়া আজ সন্ন্যাসী হইতেছেন।" তখন আগন্তুক ব্যক্তি ভাবিতেছেন —"নিমাইপণ্ডিত ত ইহার আপনার কেহ নহেন, তবে তার জন্য ইনি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছেন? শুধু তাহাও নহে, সকলেই দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া পাগল হইতেছে।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাসী হইতেছেন তাহাতে তোমার কি?" এ কথার উত্তর দিবার কিছু নাই। তাই তিনি একটু ভাবিয়া বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলিতেছ, তাঁহার মায়ের আর কেহ নাই। তাঁহার মায়ের কি উপায় হইবে?" আগন্তুক তবু বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তাঁহার মা কান্দুন, কিন্তু তুমি কান্দ কেন?" অপর ব্যক্তির তখন কথা কাটাকাটি করিতে ভাল লাগিতেছে না, তাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এখানে দাঁড়ায়ে ফুটানী না করে একটু আগে যেয়ে দেখ, তুমিও আমার মত কান্দবে।"

সপ্তদশ অধ্যায়

"অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে মুড়ালে মাথা"

এই অবস্থা। যদি লোকের শোক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া আবার শতগুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছেন, যেন তাঁহার আনন্দ ধরিতেছে না। কখন বা বৃন্দাবনের দিকে চাহিয়া, "আমি এলাম, আমি এলাম" বলিয়া (যেন কাহারও কথার উত্তরে তিনি বলিতেছেন) সেই দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনা লাভ করিয়া ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আর কত বিলম্ব ?" তখন সেখানে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ সেখানে বসিয়া কান্দিতেছেন, কেহ বা সেখানে থাকিতে না পারিয়া দূরে যাইয়া কান্দিতেছেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে কেহ বা নীরবে রোদন করিতেছেন। কেহ কেহ এত অধীর হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না,—বুক চাপড়াইতেছেন, কি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। কেহ "কি হলো" "কি হলো" বলিয়া অন্যের নিকট সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মাননীয় লোকের চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি যাইয়া মানা কর,—কখনও সন্ন্যাসী হইতে দিও না। তুমি অবশ্য পারিবে।" কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থায় লোকের ভীড় ঠেলিয়া, এলোথেলো কেশে ও বেশে নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া বলিতেছেন, "বাপ, তুমি সন্ন্যাসী হইও না।" অন্য রমণী জনা-জনার উপাসনা করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে, "ওরে, তোরা

দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস ? শীঘ্র উহার জননীকে সংবাদ দে। তিনি লোক পাঠাইয়া বান্ধিয়া বাড়ী লইয়া যাউন।" আবার কেহ বাহ্যজ্ঞান হারায়েছেন, কেহ বা অচেতন হয়ে মাটিতে পড়িয়া আছেন, কেহ একেবারে উন্মাদ হয়েছেন, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছেন। আবার কেহ ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও "নিমাই কোলে আয়" বলিয়া তাঁহাকে কোলে করিতে যাইতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, আর সেই ভাবে তিনি শিরে করাঘাত করিতেছেন। আবার কেহ অধিরূঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া—তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়াতে—নিমাইয়ের মত নৃত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যে আবার বহুতর লোক খোল করতাল সহ আসিয়া দলবদ্ধ হইয়া এখানে ওখানে মহা কলরব করিয়া "হরি হরয়ে নমো" গাহিতেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর সন্ন্যাস না হইতেই এই, হইলে না জানি কি হইবে!

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে বলিলেন, "বাপ! এ কার্যের যে নিয়ম আছে তাহা তুমি সমুদয় কর। আমি তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।" এই আজ্ঞা পাইয়া চন্দ্রশেখরের মনে কি ভাবের উদয় হইল তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীয়। শচীর বিশ্বাস, তাঁহার খ্যাপা ছেলে অনেকটা অন্যের পরামর্শে খ্যাপাম করে। নিমাই তাহাদের আপনার কেহ হইলে তাহারা খ্যাপাইত না। চন্দ্রশেখর নিমাইয়ের নিজজন। তিনি অবশ্য তাঁহার খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা ভাবিয়া শচী চন্দ্রশেখরকে তাঁহার পুত্র ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখরকে প্রভু বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার

সন্ন্যাসের সহায়তা কর।" চন্দ্রশেখর ভাবিতেছেন, "প্রভুর যেরূপ গতিক, যদি আমি না থাকিয়া শচীদেবী এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকেই সন্ন্যাসের সমস্ত উদ্‌যোগ করিতে বলিতেন। এ আদেশটি আমাকে না করিয়া প্রভু যদি অন্যকে করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আমি শচীদেবীকে ও বধূমাতাকে যাইয়া কি বলিব? ইহাই ত বলিতে হইবে যে, আমি আপন হাতে তাঁহাদের দুর্ল্লভ-ধনকে বাড়ী না আনিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি! প্রভু! তুমি চিরদিন বড় নির্দ্দয়;—আমি এই কার্য্য করি, আর তুমি আনন্দে নৃত্য কর? যাহা হউক, আমি আর নদীয়ায় যাইব না, গঙ্গায় প্রবেশ করিব।"

চন্দ্রশেখর মনে যাহাই ভাবুন, মুখে দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। কেবল, "যে আজ্ঞা" বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তবে তাঁহার বড় কিছু করিতে হইল না। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যে সমুদয় দ্রব্য প্রয়োজন, লোকে শুনিবামাত্র, তাহা আপনারাই আনিতে লাগিল। যখন সতীদাহ হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। তেমনি কান্দিতে কান্দিতে লোকে দধি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, ফুল, চন্দন প্রভৃতি ভারে ভারে আনিয়া আয়োজনের স্থান পূরিয়া ফেলিল। চন্দ্রশেখর স্নান করিয়া আসিয়া কৃষ্ণপূজা করিতে বসিলেন।

এমন সময় নাপিত আসিল। নাপিত কেন আসিলেন, তাহা শ্রীভগবান্ জানেন। তাঁহার আসিবার ইচ্ছা মাত্র ছিল না। কাটোয়ার নাপিত দিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পদস্থ, তাই তাঁহাকে ডাকা হইল, আর তিনি আসিলেন। নাপিত আসিবার সময় সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, কারণ তিনি সন্ন্যাসের একজন প্রধান সহায়। নাপিত স্বচ্ছন্দ মনে আসিলেন, আর সেইরূপে নিশ্চিন্তভাবে প্রভুর আগে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আজ্ঞা, ঠাকুর?" প্রভু কি কহিলেন তাহা প্রাচীন পদে

এইরূপে বর্ণিত আছে—যথা—"খালাস করহে নাপিত বৃন্দাবনে যাই। তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়॥"

তখন নাপিত বুঝিতে পারিলেন ব্যাপার কি? তাই তিনি বলিলেন—"ঠাকুর! এই কাটোয়ায় নাপিত ঢের আছে, যাহাকে পার ডাক, আমা হতে তোমার ও কাজ হবে না।" তখন প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তুমি উপবেশন কর। আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার এই কেশগুলি আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। আমি সেই বন্ধনদশায় বড় দুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে খালাস কর, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন!" নাপিত বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি ত বল্‌লে তোমাকে খালাস করিয়া দিতে। আর আমি তার উত্তর করিলাম যে ঢের নাপিত আছে, তাহাদের কাহাকেও ডেকে নিয়ে এসো, আমা হইতে ইহা হবে না।"

প্রভু বলিলেন, "নাপিত, তুমি আমাকে খালাস করিয়া দাও, তোমার সৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে ও তুমি সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইবে। অন্তিমে তুমি বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারিবে।"

নাপিত বলিলেন, "আমি সৌভাগ্য চাহি না, যাহা আছে তাহাও যাউক। আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া খসিয়া তাহাতে পোকা পড়ুক। আর ঠাকুর তুমি বৈকুণ্ঠের লোভ দেখাইতেছ? আমার সঙ্গে আমার নিজজন ঘোর নরকে যাউক, তবু ঠাকুর আমা হতে তোমার ওকাজ হবে না।" যথা, "চৈতন্যমঙ্গলে"—

মোর ভাগ্যনাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়। কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ। বংশ মোর নরকে যা'ক শুনহ গৌরাঙ্গ॥*

*এই গ্রন্থের অনেক স্থান চৈতন্যমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত আছে, তাহা ছাপা পুস্তকে নাই। নাপিতের সহিত প্রভুর যে কথাবার্ত্তা তাহা ছাপার চৈতন্যমঙ্গলে সমুদায় নাই।

শ্রীভগবান, জননী, ঘরণী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া, ভারতীকে বাধ্য করিয়া শেষে ক্ষুদ্র নাপিতের নিকট পরাস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। একটু পরে প্রভু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমার কেশ মুণ্ডনে তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ দুঃখ দিতেছ?" নাপিতও ঐরূপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমিও কি ত্রিজগতে আর নাপিত পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কাজ করিতে বলিতেছ? ঠাকুর! যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সন্ন্যাসী না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কাজ কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্ন্যাস কর, কিন্তু মাথা ক্ষৌরী করিও না!" যথা—

"যে কর সে কর তুমি না কর মুণ্ডন।"

প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস! মুণ্ডন না করিলে হয় না। মুণ্ডন করা সন্ন্যাসের নিয়ম।" নাপিত বলিলেন, "তবে আর তোমার সন্ন্যাস করা হইল না, আমি ত পারিবই না, আর কোন নাপিত যে পারিবে তাহাও বোধ হয় না। আমি বড় কঠিন, তবু পারিতেছি না, অন্যে কেন পারিবে? ঠাকুর, তোমাকে মনের কথা বলি। অনেকের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি, কিন্তু তোমার যেমন সুন্দর কেশ, এমন কেশ আমার বাবার কালেও দেখি নাই। এই সুন্দর কেশে আমি ক্ষুর দিতে পারিব না। কারণ ক্ষৌর করিতে গিয়া হাত কাঁপিবে, তোমার মাথা

কাঁকড়া হোসেনপুর নিবাসী শ্রীপ্রাণবল্লভ চক্রবর্ত্তী একজন প্রধান চৈতন্যমঙ্গল-গীতগায়ক। তাঁহাদের ঘরে প্রথমে লোচনের পদ সুরে গাঁথা হয়। তাঁহারা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এই চৈতন্যমঙ্গল গীত গাইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের ঘরে লোচনের হস্তলিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। উহার এক খণ্ড নকল আমাকে দিয়াছেন ও উহা যত্ন করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে। উহা হইতেই উপরের কয়েকছত্র লওয়া হইল।

কাটিয়া ফেলিব, শেষে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।" তখন প্রভু অতি করুণস্বরে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস। বিলম্বে আমার হৃদয় বিদরিয়া গেল। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত, আমি তোমার সেই ঠাকুরের অন্বেষণে যাইতেছি। আমাকে খালাস করিয়া দাও। হরিদাস! আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।" নাপিত এক দৃষ্টে নিমাইয়ের মুখ দেখিতেছেন। একটু দেখিয়া বলিতেছেন, "বুঝেছি! তাই বল, আমি ভাবিতেছিলাম তোমার নিমিত্ত এমন করিয়া প্রাণ কান্দে কেন? তুমি সেই সকলের নাথ সকলের কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ। আমি মূর্খ বলিয়া তুমি আমাকে ফাঁকি দিতেছ। ঠাকুর, আমি অতি হীন, অতি নীচ জাতি, তুমি আমাকে বধ করিতে এবার ধরাধামে আসিয়াছ? ঠাকুর! আর একজনকে ডাক।" প্রভু দেখিলেন বড় বিপদ, তখন কতক মিনতি, কতক আজ্ঞার ভাবে বলিলেন, "হরিদাস! তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়া দাও, সন্ন্যাসের শুভক্ষণ আসিতেছে, আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে বন্ধন দশায় রাখিয়া যে দুঃখ দিতেছ, তাহা মনে কর। আমি তোমাকে মিনতি করিতেছি।"

নাপিত অনেকক্ষণ প্রভুর সহিত বাক্-যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কথা-বার্ত্তা সকলে চুপ করিয়া শুনিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া অবুঝ-ভক্তে ও চক্রী-ভগবানের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথম জয় দেখিয়া সকলে তাহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীভগবান না পারিয়া, প্রভুত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞা করিলেন। তখন নাপিত নাচার হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। নাপিত প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি তোমার আজ্ঞা পালন করি, তবে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। আবার তুমি ভগবান, তোমার আজ্ঞা পালন না করিলেও সর্ব্বনাশ। ঠাকুর তুমি আর একটু বিবেচনা কর। আমার যে কাজ

তাহাতে পায়ের নখ ফেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় দিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? আর ইহাতে আমার ও তাহার সর্ব্বনাশ করিব। ঠাকুর, আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের মধ্যে ধন্য, আবার কাহার নাপিতের কার্য্য করিব?" প্রভু তখন বলিলেন, "হরিদাস! তুমি তোমার ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মধুমোদকের ব্যবসা অবলম্বন কর। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া খালাস করিয়া দেও, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন।" *

তখন নাপিত অধোবদনে অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। নাপিত যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশা ফুরাইল। নাপিত যে প্রভুর মুণ্ডনে আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে লোকের কোন আশার সঞ্চার হওয়া অন্যায়; যেহেতু যে বস্তু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়াছেন, তিনি কি আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের

*প্রভু কহে নিজগুণে দেহত সন্ন্যাস। "হইও না সন্ন্যাসী নিমাই মুড়াইও না কেশ॥"
কাঞ্চন নগরের লোক সব মানা করে। "সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরে যাহ ঘরে॥
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধ হলে রাগের নিবৃত্তি। তবে ত সন্ন্যাস দিতে হয়ত উচিত॥"
এই বোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী। "তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ। তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন॥"
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞি। "সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই॥"
এ কথা শুনিয়া প্রভু আনন্দে উল্লাস। নাপিত ডাকাইল তবে মুরাইতে কেশ॥
নাপিত বলয়ে "প্রভু করি নিবেদন। এরূপ মনুষ্য নাই এ তিন ভুবন॥
তব শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পায়। যে বল সে বল প্রভু কাঁপে মোর গায়॥
কার পায়ে হাত দিয়া কামাইব নিতি। অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি॥"
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়। "না করিও নিজ বৃত্তি" ঠাকুর কহয়॥
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে। অনন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্ণুলোকে॥
কাঞ্চন নগরের লোক কাতর হৃদয়। বাসুঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয়॥

ধর্ম্মই এই। যিনি নাস্তিক, কিছুই মানেন না তিনিও বিপদকালে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কি নীচ লোকের দ্বারা দৈবক্রিয়া করিয়া থাকেন। যখন নাপিত মুণ্ডন করিতে স্বীকার করিল, তখন সকলে বুঝিলেন সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত। নিমাই সংসারের বাহির হইলেন। নিমাই গেলেন আর রাখিবার উপায় নাই। ভারতী কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়! কেবল সেই এক কার্য্য বাকী। এখন ভারতী যদি মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে ঘরে রাখিলে রাখা যাইতে পারে। অতএব ভারতীকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হইবে না। ইহাই সাব্যস্ত করিয়া সকলে ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

বিজ্ঞলোকে বলিতে লাগিলেন, "ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে সন্ন্যাস দিয়া অশাস্ত্রীয় কাজ করিও না। পঞ্চাশের পূর্ব্বে কাহাকে সন্ন্যাস দিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া কেবল নারীবধের ভাগী হইবে। কারণ ইহার বৃদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী ঘরণী আছেন, তাঁহার আবার সন্তান সন্ততি হয় নাই।" ভারতী বলিলেন, "শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে পঞ্চাশের পূর্ব্বে রাগের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া সন্ন্যাস দিতে নাই। কিন্তু এ বস্তুটী মনুষ্য নয়, তাহা আপনারা সকলে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইঁহার জননী ও ঘরণীর সম্মতি লইয়া সন্ন্যাস করিতেছেন।" বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "গোসাঞি, তুমি দেখিতেছ না যে, অসংখ্য লোক দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়াছে? তুমি একটু কৃপা করিলেই লোকের এই দুঃখ অপনীত হয়।"

ভারতী মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপর অত্যাচার হইতেছে, যেহেতু তিনি নিরপরাধ। তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিদ্রূপ

ভাবে বিজ্ঞজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার ত দয়া মায়া না থাকিবার কথা। এই বস্তুটি, ইনি বালক, এখন ইঁহার হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল আছে। ইহার নিমিত্ত তোমরা শোকাকুল আছ। আমাকে উপাসনা না করিয়া কেহ উহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিবৃত্ত কর না ?" বিজ্ঞজন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর ! এ তোমার অন্যায় কথা। ইহার কি এখন জ্ঞান আছে ? ইনি প্রেমে উন্মত্ত, হয়ত আমাদের কথা ইঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। তোমার ত সহজ জ্ঞান আছে, তুমি কেন এরূপ গর্হিত কাজ কর ?"

তখন বলবান যুবকগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "আপনারা একটু সরিয়া যাউন। সন্ন্যাসী বড় কঠিন। এ অনুনয় বিনয়ের কাজ নয়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আমরা দিতেছি। এই বলিয়া যুবকগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, সন্ন্যাসী যে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবধ্য ইহা ভুলিয়া, যষ্ঠী হস্তে করিয়া ভারতীকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং সকলে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, গালি দিতে লাগিল। শেষে মারিতে উদ্যত হইল। কেহ বা ইহাও বলিতে লাগিল যে, "সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় একটি শীকার পাইয়াছেন, আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না।" কেহ বলিল, "তোকে বধ করিলে পাপ নাই। তুই সন্ন্যাসী নয়, তুই হিংস্র পশু।" কেহ বলিল, "আর বিলম্ব কি ? তর্জ্জন গর্জ্জনের কাজ নহে। দেখিতেছ না, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে ? চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে যে, এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে। সকলে উহাকে ধর, ধরিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল, তাহার পরে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার ওপারে লইয়া ফেলিয়া দিয়া এস।"

ভারতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যদি বধ করিতে পার, তবে বন্ধুর কার্য্য করিবে। এই যে বস্তুটি দেখিতেছ, ইনি

স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন। ইহাকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। ত্রিজগতে কেহ পারিবেও না। তাহা যদি পারিত, তবে এই যে ওঁর পিতৃ স্থানীয় ওঁর মেশো সম্পর্কীয় আচার্য্য রত্ন বসিয়া আছেন, উনি কি পারিতেন না? তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলকের অধিকারীকে কৌপীন পরাইয়া কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে। এ কলঙ্ক আমার কিছুতেই যাইবে না। ত্রিজগতে ভক্তমাত্রেই আমাকে শাপ দিবে। অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে বধ কর, করিয়া আমার যন্ত্রণা দূর কর। ইহা বলিয়া ভারতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিরদিনের উপার্জ্জিত জ্ঞান এক বিন্দুও তখন রহিল না। তখন তিনি প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ নিমাই! তোমার মনে কি এই ছিল?" তখন লোকে বুঝিলেন, ভারতী নিরপরাধ।

এদিকে আকুল নাপিতকে শ্রীগৌরাঙ্গ অতিশয় মিনতি করিয়া কাতরস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিতপ্রায়! আমাকে সংসার-বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই।" নাপিত তখন বাহ্য-জ্ঞান পাইলেন, এবং প্রভুর অগ্রে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহাকে সাহস দিতে লাগিলেন।

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়া থাকেন যে, তাহারা তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকর্ম্মান্বিত না হইলে, কি মুগ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য না করিলে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ভক্তগণ দুঃখে বলিয়া থাকেন, "জীব! তোকে ধিক্! তুই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীভগবান্‌কে কৌপীন পরাইলি?" কিন্তু জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলিব। শ্রীভগবান্ যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রেই

—কি ভক্ত কি অভক্ত, কি নিজজন কি ভিন্নজন,—সকলেই সন্তপ্ত হৃদয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

যখন নাপিত প্রভুর অগ্রে বসিলেন, তখন বোধ হইল যেন ত্রিভুবন হাহাকার করিয়া উঠিল। উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রই "কি হ'লো, কি হ'লো" বলিয়া চুপ চাপ করিয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কেহ বা একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন ; কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন আর বহুদিন সংজ্ঞা লাভ না করিয়া "নিমাই নিমাই" বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে পরের কথা। প্রভুর নিজ-জনের তখন অচেতন হইলে চলিবেনা জানিয়া, তাঁহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়া বসিয়া থাকিলেন ঃ কিন্তু তাঁহারা বস্ত্রে মুখ ঝাঁপিলেন। যথা "মুণ্ডনের কালে বস্ত্র মুখে দেয় ঝাঁপ।" (চৈতন্যমঙ্গল)। আমি এখানে লেখনী রাখিলাম এবং মহাজনগণ এই স্থানটি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর অনন্ত কোটি লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নতি করিতে করিতে যাইতেছে ; শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বাসরঘরে যাইতে পায়ে উছট লাগিয়াছিল ; ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, "নিমাই পণ্ডিত ! তোমার সংসার-সুখ নাশ হউক !" শাস্ত্রে যে ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই পদ আছে, যথা—"সন্ন্যাস কৃৎ শমো শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ,"—এতদিন পরে এ সমুদয় সফল হইতে চলিল। নাপিত অগ্রে বসিলেন। নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর চরণ স্পর্শ করিবামাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন। তিনি ক্ষৌর করিবেন কি, প্রেমে থর-থর কাঁপিতে লাগিলেন, নয়ন জলে পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি একেবারে অন্ধ হইলেন। যাঁহারা পশ্চাতে

ছিলেন, তাঁহারা শুনিলেন যে প্রভু ক্ষৌর করিতে বসিয়াছেন। তখন সকলে নিরাশ হইয়া, যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইভাবে মনের বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইদণ্ডে অনেকে মনে মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর গৃহে যাইবেন না। কেহ বা এরূপ সঙ্কল্পও করিলেন যে, নবীন-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বনে যাইবেন। সহজ-জ্ঞান কাহারও ছিল না। যাঁহারা দূরে আছেন তাঁহারাও অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "মুণ্ডন কতদূর হইল?" "মুণ্ডন কি শেষ হইল?" "মুণ্ডন কি হইতেছে?" কিন্তু মুণ্ডন হইবে কি? নাপিত ক্ষুর রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন। একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চাৎ দিকে যাইতেছেন। আর, প্রভু স্বয়ং মোহিত হইয়া সেই ভঙ্গীর নৃত্য দেখিতেছেন। শেষে প্রভু মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিত প্রায়, তুমি আমাকে খালাস কর।" এ কথা শুনিয়া নাপিত যেন জাগ্রতোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া ক্ষৌর করিতে বসিলেন। কিন্তু নাপিতের হাত কাঁপিতে লাগিল, হাতের ক্ষুর পড়িয়া গেল, শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন তাঁহার গাত্রে পদ্ম-হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। নাপিত আবার শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু একা নাপিতের দোষ কি? প্রভুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন! প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! আমাকে ক্ষমা দাও, আমি একটু নৃত্য করিয়া লই।" বৃদ্ধা জননী ও নবীনা ঘরণী ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস লইবার জন্য ক্ষৌর হইতে বসিয়া, "আমি একটু নৃত্য করিয়া লই" এ কথা বলে এরূপ অধিকার, ত্রিজগতে এক আমাদের প্রভু ছাড়া আর কাহারও নাই। আবার কখন বা প্রভু নাপিতের কর

ধরিয়া দুইজনে নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর যিনি অতি কৃপাপাত্র তাঁহার কর ধরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন। তবে এরূপ ভাগ্য অতি অল্প জীবেরই হইত। নাপিতের উপর প্রভু বড় সদয়, কারণ নাপিত তাঁহাকে খালাস করিতেছেন। এইরূপে ক্ষৌরকার্য্য আর শেষ হয় না। এখানে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"হেন সে কারুণ্য প্রভু গৌরচন্দ্র করে। শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণ। এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর। গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে। প্রেম-রসে মহা-কম্প বহে অশ্রুধারে॥
বোল বোল করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার। ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে। ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে॥"*

কেশ মুণ্ডন শেষ হইল; আর এ সংবাদ লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া

*"তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি ক্ষুর দিল সে চাচর কেশে।
করি অতি উচ্চ-রব কান্দে যত লোক সব নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চননগরে। ধ্রু।
যতেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
"কি হৈল কি হৈল" বলে হাতে নাহি ক্ষুর চলে প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়॥
মহা উচ্চরোল করি কান্দে কুলবতী নারী সবাই প্রভুর মুখ চায়ে।
ধৈরজ ধরিতে নারে নয়ন-যুগল ঝুরে ধারা বহে নয়ন বাহিরে॥
দেখি কেশ অন্তর্ধান অন্তরে দগধে প্রাণ কান্দিছেন অবধৌত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ শোকানলে আনচান এ দুঃখ ত সহনে না যায়॥

পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে কাহারও সাহস হইল না। তখন প্রভু স্নান করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখে যাঁহারা সে কথা শুনিলেন, তাঁহারাও দৌড়িলেন। সকলে গগনভেদী হরিধ্বনির সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। কেশবভারতীর স্থানে তিনি একক বসিয়া রহিলেন। এদিকে নাপিত তাঁহার অস্ত্রগুলি লইয়া বিপদে পড়িলেন। তাঁহার সে গুলির আর প্রয়োজন নাই, তিনি আর ক্ষৌরকার্য্য করিবেন না। সে গুলি কোথাও রাখিয়া বিশ্বাস হইল না। তখন উহা মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গায় চলিলেন। গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া অস্ত্রগুলি টান দিয়া দূর জলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রভুর কেশের সমাধি অদ্যাপি কাটোয়ায় বিরাজিত। নাপিতের সমাধি “মধু মদকের” সমাধি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনিয়াছি সেখানে গড়াগড়ি দিলে পাপী তাপীর হৃদয় পবিত্র ও শীতল হয়।

প্রভু স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে ভারতীর নিকটে আসিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্র বস্ত্রে সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন। প্রভু আসিতেছেন দেখিয়া ভারতী তিন খণ্ড অরুণ-বস্ত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন,—ইহার একখানি কৌপীন, আর দুইখানি বহির্ব্বাস। ভারতীকে বস্ত্র-হস্তে দাঁড়াইতে দেখিয়া নিমাই দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া বস্ত্র মাগিলেন। ভারতী অর্পণ করিলেন। নিমাই তখন সেই তিনখানি বস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধরিলেন। নিমাই যখন কৃতার্থ হইয়া অরুণ-বসন মস্তকে করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যেন ত্রিভুবন গলিয়া গেল। শুধু ইহাই নহে। আমার রসিকশেখর গৌর সেই বস্ত্র মস্তকে করিয়া করজোড়ে সেই লোক সমুদ্রের নিকটে অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “হে আমার সুহৃদগণ! বাবা, মা! তোমরা অনুমতি কর, আমি এখন

ভবসাগর পার হইব, তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই।”*

এ কথার কে উত্তর দিবে? ইহার যে একমাত্র উত্তর অর্থাৎ রোদন তাই সকলে একস্বরে করিয়া উঠিলেন। ভারতী আসনে বসিয়া, নিমাই মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বাম দিকে বসিলেন। সতী-দাহের সময় যখন চিতাতে অগ্নি প্রদান করা হয়, তখন লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্ব্বকার আর্ত্তনাদ তখন ক্ষান্ত হইয়া যায়। সেইরূপ সেই অসংখ্য লোক চুপ করিলেন। প্রভু তখন শান্ত হইয়াছেন, দক্ষিণ দিকে মস্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, “গোঁসাঞি, আমাকে স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন। আপনি উহা শ্রবণ করুন। দেখুন আমাকে সেই মন্ত্র, কি পৃথক্ মন্ত্র দিবেন।” ইহাই বলিয়া প্রভু চুপে চুপে ভারতীর কর্ণে তাহা বলিলেন। সন্ন্যাসের মন্ত্র অতি গোপনে রাখা হয়, কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “এই সন্ন্যাসের মহামন্ত্র; তুমি যে ইহা পাইবে, তাহা তোমার পক্ষে বিচিত্র কি?” আর সেই সঙ্গে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

ভারতীর নিকট মন্ত্র লইবার অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে তাঁহাকে মন্ত্র

*মুড়াইয়া চাঁচর চুলে স্নান করি গঙ্গাজলে বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভকতগণ উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।
অরুণ দুখানি কানি ভারতী দিলেন আনি আর দিল একটি কৌপীন॥
মস্তকে পরশ করি পরিলেন গৌর-হরি আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে॥
এত বলি গৌরাঙ্গরায় ঊর্দ্ধমুখ করি ধায় দিক্ বিদিক্ নাহি মানে।
ভক্তজনের পাছে লোটায় লোটায়ে কান্দে বাসুদেব হা কাঁদ কান্দনে॥

দিয়া শিষ্যও তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন! এইরূপে শ্রীভগবান্ প্রকারান্তরে আপনার মর্য্যাদা রাখিলেন। কেশব ভারতী মন্ত্র পাইয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। তৎপর তিনি প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিলেন। কেশব ভারতী তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাঁহার মুখে সে মন্ত্রের রস-শোষণ শক্তি যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে। কিন্তু তখনও সমুদয় কার্য্য শেষ হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের তখন পুনর্জ্জন্ম হইল, সুতরাং প্রথম আশ্রমের সমুদয় (নাম পর্য্যন্ত) লুপ্ত হইয়া গেল। এখন তাঁহার নূতন নাম রাখিতে হইবে। কেশব ভারতী ভাবিতে লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন। ভারতী শিষ্য ভারতী হয়; কিন্তু সন্ন্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। আর নিমাই যে তাঁহার কি আর কাহারও শিষ্য, ইহার কোন প্রমাণ রাখিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিমাইয়ের নাম পাইলেন। কেহ বলেন নাম দৈববাণী দ্বারা উপস্থিত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হইল, আবার কেহ বলেন সরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নামটী বলিয়া দিয়াছিলেন। তখন কেশব ভারতী নিমাইয়ের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নিমাই! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য করাইলে, অতএব তোমার নাম হইল—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য"

ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন। শ্রীজগন্নাথ-শচী-নন্দন নিমাই এখন হইলেন ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। জগতের যত পুরুষ সকলেই এখন তাঁহার পিতা, আর যত রমণী সকলেই তাঁহার মাতা। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী—

অনন্ত পথে। তিনি শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যখন নিমাইপণ্ডিত কৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল, তিনি তাঁহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নবদ্বীপ গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না, গৃহ-মধ্যে বাস করিতে আর পারিবেন না। তাঁহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাঁশের একখানি যষ্টি, যাহাকে "দণ্ড" বলে; কমণ্ডলু অর্থাৎ কাঠের কি নারিকেল মালার জল-পাত্র; একখানি কৌপীন; আর দুই খানি বহির্ব্বাস; এবং শীত নিবারণের নিমিত্ত একখানি ছেঁড়া কাঁথা। নিমাইয়ের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করায় তাঁহার শয্যায় শয়ন করিবার এবং উপকরণ সহিত অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দ্দনের অধিকারও রহিল না।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য এখন একলা, ত্রিগতে তাঁহার আর কেহ নাই। কিরূপ একলা তাহা একটি ঘটনায় বুঝা যাইবে। প্রভুকে হারাইলেন ভাবিয়া গদাধর বিনীত হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণভাবে গদাধরকে বলিলেন, "আমি একলা, আমি অদ্বিতীয়, আমার আবার সঙ্গী কে?" ইহা শুনিয়া গদাধর ভয়ে আর কিছু কহিতে পারিলেন না।

প্রভুর নামকরণ হইবামাত্র সকলেই মুখে মুখে উহা শুনিতে পাইলেন। তখন কেহ কৃষ্ণ, কেহ চৈতন্য, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর সেই মুহূর্ত্তের ভাব দেখিয়া তখনি সে কলরব থামিয়া গেল।

প্রভুর নাম যেমাত্র রাখা হইল, অমনি তিনি, "আমি বৃন্দাবনে আমার প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও," বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু লোকের ভিড় বলিয়া দৌড় মারিবার সুবিধা

পাইলেন না। এই সুযোগে ভারতী উঠিয়া, "কৃষ্ণ চৈতন্য দাঁড়াও, ফিরিয়া আইস, তোমার দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া যাও," বলিয়া ঐ দুইটি বস্তু হস্তে করিয়া প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিলে, ভারতী তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু দিলেন।* তখন প্রভু ভক্তগণের প্রতি নির্দয় ও পাষাণবৎ এবং জীবের প্রতি সদয় হইয়া, সেই লোকসাগরের মাঝে দণ্ড ও কমণ্ডলু হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে নিজ ভক্তগণ সকলে চরণে পড়িলেন, এবং ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই অনন্ত লোক, সেই সঙ্গে "গোঁসাঞি! পরিত্রাণ কর," বলিয়া প্রণাম করিলেন।

আজ আমাদের প্রাণের নিমাই "গোঁসাঞি" হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের আদরে বিবশীকৃত হইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের দর্শন-সুখ উৎপাদন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, সেই নবীন বয়সে, কাঙ্গাল বেশ ও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জীবের অগ্রে হরিনাম শিক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন। দীর্ঘকায়, সুবলিত অঙ্গ, পরমসুন্দর, সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীনপুরুষ-রতন যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া, জীবের অগ্রে কৃপাপ্রার্থী হইয়া ছল-ছল নয়নে দাঁড়াইলেন, তখন সকলেই ভাবিলেন যে, "হে ভগবান্! তুমিই সাধু! তুমিই ভক্ত! তুমিই দয়াময়! তুমিই মহাজন! তুমিই ধন্য! পতিব্রতা যে স্বামীর চিতায় পুড়িয়া প্রাণ দেয়, সে তাহার নিষ্ঠা তোমার কাছেই পাইয়াছে। রাজ্য-সুখ ত্যাগ করিয়া যে শক্তিতে সাধুগণ কঠোর সাধনা করেন, সেও তাঁহারা তোমারই নিকট পাইয়াছেন!"

* ইহার মধ্যে একটি অর্থাৎ (দণ্ড) আমার নিতাই সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন।

তখন বোধ হইতে লাগিল যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, দীনভাবে, দীনবেশে, কাতর-স্বরে, করজোড়ে, মনুষ্যরূপ কীটের নিকট, কৃপা ভিক্ষা করিয়া যেন বলিতেছেন, "জীবগণ! আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি নিরপরাধ, আপাততঃ কিছু দেখিয়া তোমরা আমাকে নিন্দা কর, কিন্তু অপেক্ষা কর, ক্রমে বুঝিবে যে আমার কোন দোষ নাই। তোমরা জানিবে আমি তোমাদের, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই সব; এই যে দুঃখ দেখ, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; এই যে জগতে প্রলোভনের নানা বস্তু রহিয়াছে, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত; আমার প্রাণ তোমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল, তোমরা আর কত কাল আমাকে ভুলিয়া থাকিবে?" *

শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের মালা, রক্তবর্ণ নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড; দণ্ডে বঙ্কিমভাবে একটু আশ্রয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে বলিতেছেন, "মা! বাবা! আমাকে অনুমতি কর, আমি ব্রজে যাই। মা! বাবা! আশীর্ব্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা! বাবা! যাইবার বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা। তোমরা সকলে আমার শ্রীহরিকে ভজন কর, তিনি বড় কৃপাময়।"

হে কৃপাময় পাঠক! তুমি প্রভুকে কি ভিক্ষা দিবে না?—ঐ বেশে তোমার দ্বারে প্রভুকে কি চিরদিন দাঁড় করাইয়া রাখিবে? তখন উপস্থিত সকলেই এই সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, সংসারে থাকিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাঙ্গালবেশ ধরিয়া লোক-সমাজে দাঁড়াইলেন, তখন কি

---

*আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে। আমি জানি সে ত ভালবাসে না আমারে।
লক্ষ লক্ষ জনম গেল, তবু মোরে না খুঁজিল পরাণ শুকায়ে গেল মরি আছি রে।

তরঙ্গ উঠিল তাহার একটু আভাষ মাত্র বর্ণনা করা যাইতে পারে, তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। মনে কর চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইয়াছে। বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ্য-সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। মস্তকে ভুবনমোহন কেশ, কিন্তু উহা এলাইয়া স্কন্ধে পাড়য়াছে। ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়ায় কেশ ধূলাবৃত হইয়াছে। বালিকার পরিধানে অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মণিমুক্তায় ভূষিত। এই অবস্থায় সেই পতিবয়োগিনী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "হে ঠাকুর! এই দীন কাঙ্গালিনীকে তোমার অভয়-চরণে স্থান দাও।" তৎপরে অঙ্গের মণিমুক্তা উন্মোচন করিয়া এবং পট্টবস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিল। সেই পট্টবস্ত্র ও আভরণ ঠাকুরের অগ্রে রাখিয়া প্রফুল্ল বদনে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর! এ সমুদয় দ্রব্যে আমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি ইহা গ্রহণ কর, আর উহার বিনিময়ে আমাকে তোমার শ্রীচরণের ধূলি কর।"

এরূপ দর্শন যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে যদি মদ্যপ কি লম্পটও হয়, তবুও সেও তদ্দণ্ডে সঙ্কল্প করে যে সে আর তুচ্ছ সুখের নিমিত্ত কুকর্ম্ম করিবে না। যদি কন্যার পিতা, মাতা কি অন্যান্য নিজজনে এই চিত্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সংসারে ঔদাস্য আসে, ও শ্রীভগবানে মন আকৃষ্ট হয়। নবীন-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জীব সকল কান্দিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আর বাড়ী যাইবেন না। তখন পিতা আপনার পুত্র, স্ত্রী আপনার স্বামী, রুগ্ন আপনার রোগ, কুলবধূ আপনার লজ্জা, বণিক আপনার ধন ভুলিলেন!

অষ্টাদশ অধ্যায়

অমন করে যাস্ না, যাস্ না,
ধীরে ধীরে চল, গজগামিনী। ধ্রু।
তুই, নয়ন মুদে চলে যাবি।
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি॥ (রাই উন্মাদিনী)

শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ভিক্ষা ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াই পশ্চিমাভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্ব্বে ঐরূপ একবার দৌড় মারিয়াছিলেন, কিন্তু দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবারেও দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন্ কেন? মনের ভাব যে, এক নিশ্বাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিম দিকে দৌড় মারিলেন, তখন গদাধর প্রভুর নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, এবং নরহরি, দামোদর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন। আর সেই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল। হে ভক্ত! এই পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন?—

"উভ হাতে শঙ্কর* বলে। রথ রাখ যমুনার কূলে॥"

এই লক্ষ-লোকে "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে "উভ হাতে" ডাকিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "প্রভু দাঁড়াও, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। আমাদের কোথা ফেলিয়া যাও?"

সকলেরই মনে বোধ হইল যে, তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাওয়া প্রভুর

* পদকর্ত্তার নাম "শঙ্কর"।

নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁহাদের তখন চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধন হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা নিমাইয়ের, নিমাই তাঁহাদের। কাজেই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিমাইয়ের গমন তাঁহাদের নিকট যেন নির্ম্মমতার কার্য্য বোধ হইতেছে। নিমাইকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন। তখন সকলে বলিতেছেন, "তুমি চলিলে ভাল, আমাদেরও নিয়া চল, আমাদের কার কাছে রাখিয়া যাও?"

যখন সেই লোক-সমুদ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দূরও যাইতে পারিলেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন, তখন গোপীরা রথের অগ্রে পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! যদি নিতান্তই যাইবে, তবে তোমার রথ আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া গমন করুক।" তখন শ্রীকৃষ্ণ কাজেই রথ হইতে নামিয়া, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহার রথের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন যে, তাঁহার বৃন্দাবনের পথ লোকে বন্ধ করিয়াছে। লোকের ভিড়ে তাঁহার যাইবার পথ নাই, সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গমন-পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তখন তিনি অতি মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, যাইবার পথ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "বাবা! মা! তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাদের কৃপা করুন। তোমরা গৃহে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। আমিও শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম। আমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস করিলাম, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি হাস্যাস্পদ না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, ভারতী প্রভৃতি

আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কেশবভারতী বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য! আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।" শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোসাঞিির যে আজ্ঞা।"

তখন প্রভু চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে দেখিলেন। চন্দ্রশেখর শচীর ভগ্নীপতি, শচীর বাড়ীর নিকট বাস করেন,—প্রভুর একমাত্র নিজ-জন। ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না—আর কাহাকেও তাঁহার বিশ্বাস নাই। সকলে জুটিয়া তাঁহার নিমাইকে পাগল করেছে, পাগল করে ঘরের বাহির করেছে,—এই তাঁহার মনের সন্দেহ। সুতরাং নিমাইকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে আর কাহাকেও পাঠাইতে বিশ্বাস হয় নাই। যদি তাঁহার পতি জগন্নাথ মিশ্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তাঁহাকেই পাঠাইতেন। তিনি নাই, কাজেই তাঁহার ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়াছেন। সেই চন্দ্রশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন; তাহা ত করিতে পারেনই নাই, অধিকন্তু নিমাইকে আপন হাতে সন্ন্যাসী করিয়াছেন! চন্দ্রশেখর আপনাকে শ্রীনন্দের ন্যায় দুর্ভাগ্য ভাবিতেছেন। যশোদা নন্দের হাতে দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়া দেন। নন্দ পুত্রকে মথুরায় হারাইয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ভাবিতেছিলেন, "আমার শুধু হাতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শচী দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কৈ, আমার নিমাই কৈ?' বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া আমার মুখপানে চাহিবেন,—তখন আমি কি বলিব?" একবার ভাবিতেছেন, গঙ্গায় প্রবেশ করিবেন; আবার ভাবিতেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে যাইবেন।

নিমাই ও চন্দ্রশেখরে চারি চক্ষে মিলন হইল। নিমাই এ পর্য্যন্ত

রাধাভাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়া আছেন। প্রাণেশ্বরের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু যে মাত্র চন্দ্রশেখরে ও তাঁহাতে নয়নে নয়নে মিলন হইল, তাহাতে কি হইল ?—"অমনি মনে পড়িল নদেভূম।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার আরামের বাড়ী, তাঁহার বাড়ীর সুখের মালঞ্চ, তাঁহার গঙ্গার পুলিন, তাঁহার সমুদয় খেলার স্থান, তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তগণ, তাঁহার পুত্র-বৎসলা মাতা, তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা নবীনা ভার্য্যা,—এ সমস্ত তাঁহার হৃদয় আকাশে একেবারে উদয় হইল।

মুক্ত-জীবের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর বস্তু ত্রিজগতে আর নাই, কিন্তু মুক্ত-জীব হইতে মুগ্ধ-ভগবান্ আরও মনোহর ও সুন্দর। অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া সুন্দর হয়েন, আর শ্রীভগবান্ মায়ামুগ্ধ হইয়া সুন্দর হয়েন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধারার স্থানে নয়নাশ্রুর সৃষ্টি হইল। নিমাই আপনি বসিলেন ; আর দুই হস্তে চন্দ্রশেখরকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন ; এবং বাহুদ্বারা তাঁহার গলাটী ধরিয়া গদগদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! শিশুকালে যখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়, তখন তুমি আমার পিতার কার্য্য করিয়াছিলে। এখন তুমি আমার বন্ধন মোচনের সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য্য করিলে। বাপ! তুমি বাড়ী যাও, যাইয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিও। দেখিও যেন তিনি আমার বিরহে প্রাণে না মরেন। আর যাহারা আমার নিমিত্ত দুঃখ পাইবেন, তাঁহাদের সকলকে আমার মিনতি জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের নিমাই এজন্মে কেবল তাহার নিজ-জনকে দুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল। তাঁহাদিগকে বলিবে, তাঁহাদের নিমাই আর ঘরে যাইবে না। তাঁহাদিগকে আরও বলিবে যে, নিমাই যেদিন গদাধরের

পাদপদ্ম দেখিয়াছে, সেইদিনই তাহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে, আর—যার নিমাই তারই হয়েছে।" যথা—

"আর ত ঘরে যাবুই না। ধ্রু।
তোমরা গৃহে যেয়ে ইহাই বলো। এত দিনে, যার রাধা তারি হলো॥
যদি আমার কথা বাড়ী পুছে। বলিও, পাদপদ্ম পেয়ে মিশায়েছে॥"

এই কথা বলিতে বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি তখন বিহ্বল হইয়া চন্দ্রশেখরকে, এবং তিনি যাহা ও যাহাদের, এ সমুদয় একেবারে ভুলিয়া গেলেন। এমন কি, আপনাকেও ভুলিলেন। তখন, "প্রাণবল্লভ! আমি এই আইলাম" বলিয়া আবার দৌড়িলেন। ইহাতে সেই সমুদয় লোক তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িল, মনে হইল এই লোকসমূহকে যেন তিনি বান্ধিয়া লইয়া চলিয়াছেন। কাটোয়ার পশ্চিমে তখন বন ছিল। প্রভু সেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোকেরাও প্রবেশ করিল। প্রভু ক্রমেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল। কারণ তাহারা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিতেছিল না।

প্রভু কটির ডোরে কমণ্ডলু বাঁধিয়া, আর হাতে দণ্ড লইয়া দৌড়িয়াছেন। প্রভু যেমন দৌড়িতেছেন, কটিতে তেমনি করঙ্গ দুলিতেছে। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় দৌড়িতেছেন, আর লোকসকল পাছে পড়িয়া থাকিতেছে। শেষে তিনি—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ ব্যতীত অপর সকলের আঁখির বাহির হইলেন। এই কয়েক জনের ভয় যে, প্রভু একবার নয়নের অন্তরালে গেলে আর তাঁহাকে ধরিতে পারিবেন না। তাই তাঁহারা প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত দৌড়িয়া না পারিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিতেছেন "প্রভু! ধীরে গমন করুন। আমরা আর দৌড়িতে

পারিতেছি না। হে আমার প্রাণের ভাই! তোমার অভাগা ভাইকে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ?” আবার জিভ কাটিয়া ভাবিতেছেন, “আমার ভাই! আমার ভাই কে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি? উনি না শ্রীভগবান্? ভাই বলে আর ডাকিব না, প্রভু বলে ডাকিব। আমার প্রভু দয়াময়, ভবসাগরের কাণ্ডারী, আমাকে ভবসাগর পার করিতে বলিব।” ইহাই ভাবিয়া ডাকিতেছেন, “হে প্রভু! হে দীননাথ! হে কৃপাসাগর! আমি দীন, আমি ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, আমাকে উদ্ধার না করিয়া কোথা যাইতেছ?” পাঠক এখন বুঝিতেছেন যে, নিতাইয়ের তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। নিতাই যে এত ডাকিতেছেন, ইহাতে প্রভু “হাঁ” কি “না” কিছুই বলিতেছেন না। এমন কি, তিনি যে সে ডাক শুনিতে পাইতেছেন, তাহাও বোধ হইতেছে না। প্রভু একমনে দৌড়িতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে কেবল নিতাই প্রভুর পশ্চাতে, অল্প দূরে; আর সকলে এত দূরে পড়িয়া গিয়াছেন যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই তাঁহাদের নয়নের বাহির হইতেছেন। কিন্তু তবু নানা প্রকারে আবার তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইতেছেন। যেহেতু, প্রভু সোজা পথে না যাইয়া, কখন পশ্চিম, কখন বা পূর্ব্ব মুখো যাইতেছেন। তখন তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান কতক রহিত হইয়াছে।

এদিকে কাটোয়াবাসীগণ প্রভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিসর্জ্জন দিয়া লোকে বিষণ্ণচিত্তে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, সেইরূপ শোকাকুল হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্রমে, ধীরে ধীরে, একে একে সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেরই মনে, কি দেখিলেন, তাহাই কেবল জাগিতেছে। সংসারের কিছু ভাল লাগিতেছে না। সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে, কেহ বা নীরবে

বসিয়া রোদন করিতেছেন। যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, তাঁহাদিগকে আবার যাঁহারা দর্শন করিলেন, তাঁহাদেরও চিত্ত নির্ম্মল হইল। কাটোয়ার ও কাটোয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল। সে তরঙ্গের লহরী অদ্যাপি সেখানে আছে, অদ্যাপি সেখানে পাষাণসদৃশ জীবও গমন করিলে দ্রবীভূত হয়েন; কেহবা কিছুকালের নিমিত্ত একেবারে উন্মাদ হন। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়া, "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তাঁহার এক বুলি হইল "চৈতন্য"! কোন কথা কহিলেই, তিনি কেবল "চৈতন্য" এই কথা বলিতে লাগিলেন। সাত দিবস পরে তাঁহার নয়নে জল আসিল, আর তাঁহার ঘরণী তাঁহাকে দুটো অন্ন খাওয়াইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নাম আপনা আপনি সাধ করিয়া, "চৈতন্যদাস" রাখিলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মী-ভক্ত। প্রধানতঃ তাঁহাকে লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি এক অপূর্ব্বভাবে অভিভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ করিয়া সখীকে বলিয়াছিলেন, "সখি! আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব না। যাহাতে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও নিকটে রাখিব না। আমি সেই নিমিত্ত কেশ মুণ্ডন করিব, নীল সাটী ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিব।" সখী বলিলেন "শ্রীমতি! শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তুমি কাহাকে ভজিবে?" তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "মহেশকে ভজিব, গণেশকে ভজিব। তাঁহারা দয়াময়, ভক্তের দুঃখ বুঝেন। যাহা চাহিব তাহাই পাইব। আমি প্রীতির লাগি, সব ত্যাগ করিলাম। আমি সেই এক বিন্দু প্রীতির আশায়, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া দিলাম। আমি মোমের বাতি জ্বালাইয়া কুঞ্জে বসিয়া রহিলাম, আর আমার নিঠুর-বন্ধু আমার উদ্দেশ না লইয়া, যাহারা প্রীতির মর্ম্ম জানে

না, সেই সমুদয় রমণীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অতএব প্রীতির ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। আমি অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিব।"* কিন্তু, শ্রীমতীর যে অন্যায় ক্রোধ, তাহা সখীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। আর সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীমতী অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য যে, শ্রীভগবান্‌কে "নিঠুর" বলে ? কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বলে, "তোমাকে আমি চাহি না, তুমি দূর হও।" প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীমতী এই অধিকার পাইয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবেরা ধন্য ! অন্যে প্রেমময়, দয়াময় বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্তুতি করেন। অন্যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত বহু দুঃখ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা শ্রীমতীর দ্বারা তাঁহাকে "নিঠুর" "নিদয়" বলাইলেন, তাঁহাকে শ্রীমতীর পায়ে ধরাইলেন, গোপীর প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাকে পাগল করাইলেন। অন্যে শ্রীভগবানের তল্লাস করিয়া বেড়ান, আর বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানের দ্বারা বিষণ্ণচিত্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ক্রোধ হইবে, এই ভয়ে অন্যের মুখ শুকাইয়া যায়, আর বৈষ্ণবগণের যে শ্রীভগবান্, তিনি, শ্রীমতীর ক্রোধ হইবে এই ভয়ে, তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকেন। প্রীতি যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিধর বস্তু, যাহার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীমতীকে "দাসখত" লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে মানদণ্ড আস্বাদন করেন ও করান, তখন তাহা ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দূত ভাবিয়া তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে বাড়ীর বাহির করেন, তাহাও পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই স্মরণ আছে। এখন প্রভুর ভক্ত

ওরে নামে নাই মোর কাজ। (ওকে যেতে বল আমার কুঞ্জ হতে)
আমি জালিয়া মোমের বাতি। জাগিয়া পোহানু রাতি॥

পুরুষোত্তম আচার্য্য দেখাইতেছেন যে, শ্রীমতীর মান কবির কল্পনা নয়; প্রকৃত পক্ষে, জীব অতি-প্রীতিতে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে।

শ্রীনিমাই যখন মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তখন পুরুষোত্তম আচার্য্য ভাবিলেন যে, এরূপ নির্দ্দয় প্রভুকে ভজন করিতে নাই। যিনি কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার ভক্তগণকে এরূপ মর্ম্মে আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাকে বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ সমর্পণ করিতে নাই। ইহাই ভাবিয়া, পুরুষোত্তম ক্রোধ করিয়া, যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের সাধুগণ ভক্তিধর্ম্মকে ঘৃণা করেন, সেই বারাণসী নগরীতে দ্রুতবেগে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ-মত, অর্থাৎ "আমিই তিনি", এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল "স্বরূপ দামোদর।"

ইঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে পূর্ব্বে একবার ভক্তগণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। হে জীব! তাঁহার কার্য্য বিচার কর। শ্রীভগবানের উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া, তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন, একথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীব কি কখন ভগবানের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে?

এই পুরুষোত্তম,—শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, অর্থাৎ "শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ এক দেহে মিলিত"—এই শাস্ত্র প্রচার করেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যেরূপ অটল বিশ্বাস, সেরূপ প্রভুর কোটি কোটি ভক্তের মধ্যে অপর কাহারও ছিল না। এই স্বরূপ দামোদর,—যিনি প্রভুকে সর্ব্বান্তঃকরণে জানিতেন যে, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ও সনাতন এবং ত্রিভুবনবাসী সকলের উপরের কর্ত্তা,—ক্রোধ করিয়া সেই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

হে জীব! স্বরূপ যাহা করিলেন, এরূপ মনুষ্য কখন যে করিতে পারে,

তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার কার্য্যটি মনে একবার অনুভব কর, তাহা হইলে শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রেমের খেলা তাহা বুঝিতে পারিবে। কলহ ও প্রীতি এই ছুটি এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম, সেখানেই কলহ। যেখানে কলহ নাই, সেখানে জানিবে যে প্রীতির সহিত একটু ভক্তি মিশান আছে। এমন হইতে পারে যে, পতি পত্নীতে অতিশয় প্রেম আছে, অথচ কলহ একেবারে নাই। সেখানে একজন অপরকে অতিশয় ভক্তি করেন, অর্থাৎ মনে মনে আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই শ্রীভগবানের উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব হয়। প্রেমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এই প্রেম-কলহে প্রীতির বর্দ্ধন হয়, তাহা সকলে জানেন।

নিত্যানন্দই শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্য কোন ভক্ত পারিতেছেন না। প্রভু মধ্যে মধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর মূর্চ্ছিত হইয়া নিশ্চল ভাবে পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার লাগ পাইতেছেন, নতুবা তাহাও পাইতেন না। আমার অভিন্ন-কলেবর বলরাম দাস দুরন্ত মাঠে প্রভুদ্বয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই কবিতাটি লিখিয়াছেন :—

নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন, কটি বেড়া রাঙ্গা বাস।
সন্ন্যাস করিয়া, করঙ্গ বান্ধিয়া, ধায় গোরা ঊর্দ্ধশ্বাস॥
কটির দড়িতে, করঙ্গ ঝুলিছে, হাতে দণ্ড করি ধায়।
কে জানে তার মন, ভাবেতে বিভোর, কোথা যায় গোরারায়॥
লক্ষ লক্ষ লোক, সকলি উন্মত্ত, ধূলায় পড়িয়া কান্দে।
শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি পাণি, দৃষ্টি বাঁধা গোরাচাঁদে

গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত, নিতাই দেখিল চখে।
গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল, সদা চোখে গোরা রেখে॥
নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে, পাগলের মত ধায়।
নয়ন মুদিয়া, নিতাই দৌড়িছে, দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই॥
নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নারে, কিন্তু বিশ্রামিতে নারে।
মাত্র এক বার আড়াল হইলে, ধরিতে নারিবে তাঁরে॥
নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত, নিতাই চলিতে নারি।
প্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, দাঁড়া ভাই কৃপা করি॥
আছাড়ে আছাড়ে, হাড় ভাঙ্গি গেল, আমি তোর বড় ভাই।
তুহার সন্ন্যাসে, ভুবন আঁধার, চোখে না দেখিতে পাই॥
তুমি ফেলে গেলে, আমি তো না পারি, আর মোর নাহি কেহ।
কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ, আমা সঙ্গে করি লহ॥
বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই, কোথা কি উত্তর দিবে।
নাহি কিছু জ্ঞান, উত্তান নয়ন, নিমাই ভুলেছে সবে॥
নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে, ভাই বলি না পাইব।
পতিত পাবন, কাঙ্গালের ধন, বলি এবে সে ডাকিব॥
"কোথা দীন-বন্ধু, অধম নিতাই, বড় দুঃখে ডাকে তোরে।
দীন-বন্ধু নাম, সফল করহ, এ হেন কাঙ্গাল তরে॥"
এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ, মুরছিয়া পড়ে ধরা।
পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে, উত্তান নয়ন গোরা॥

কোলে শোয়াইল, ফেন বহে মুখে। হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে॥
জল বিন্দু নাই, বাঁচাই নিমাই। "এক বিন্দু জল, এনে দে রে ভাই॥"
দুরন্ত সে-মাঠ, কোথা লোক জন। নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ কথা নাহি সরে। নিতাইর হিয়া, যায় বিদরিয়ে॥

বলে, "আয় আয়, আয় জীবগণ। তোদের কামনা, হইল পূরণ ॥
দীন দয়াময়, গোলক-আশ্রয়। সন্ন্যাস করিয়া, শোয়ালি ধরায় ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, তু মানুষ জাতি। নির্দয় নিষ্ঠুর, চির-বন্ধু-ঘাতী ॥
তোরা ত আনিলি, নদিয়া হইতে। তোরা সবে দিলি, দণ্ড প্রভু হাতে ॥"
উঠিল গৌরাঙ্গ, চাহে ইতি উতি। আবার ধাইল, বৃন্দাবন প্রতি ॥
যদি না গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাসী হইত। তবে কি জীব, হরি নাম নিত ?

প্রভু মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল না। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে লাগিলেন। প্রভুর ক্লান্তি নাই; ভক্তগণ কিন্তু ক্লান্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রভু এমনি দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দও তাঁহাকে হারাইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষণ্ণ মনে দাঁড়াইলেন ;—কিন্তু প্রভু নাই !

তাঁহারা সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল না। ভক্তগণ সে স্থান ছাড়িয়াও যাইতে পারেন না, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ ভক্তগণকে আশ্বাস দিতেছেন ; বলিতেছেন, "ইহা কি হইতে পারে ? প্রভু আমাদিগকে ফেলে যাইবেন, ইহা কিরূপে হইবে ?" সারানিশি সকলে বসিয়া, কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রাত্রি শেষ হইতেছে, সমস্ত জগৎ নীরব ; এমন সময় তাঁহারা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন শুনিলেন, কেহ যেন করুণস্বরে রোদন করিতেছেন। তখনি বুঝিলেন যে, আর কেহ নয়, প্রভুই রোদন করিতেছেন। কারণ ওরূপ করুণ-স্বরে রোদন করে ত্রিজগতে আর কাহার সাধ্য ? যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ অতি করুণ স্বরে,—যে স্বরে সমস্ত

ত্রিভুবন কারুণ্যরসে পরিপ্লুত করে,—প্রভু অনেক দুরে কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া মাঠের মধ্যে গমন করিলেন; তখন শুনিলেন একটি অশ্বত্থবৃক্ষতল হইতে ধ্বনি আসিতেছে। তাঁহারা আরও দৌড়িলেন; নিকটে গমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের জীবনের জীবন প্রভু, শূন্য গায়ে একখানা কৌপিন মাত্র পরিধান করিয়া, বাম হস্তে গণ্ড রাখিয়া, আত্মহারা হইয়া, চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন। আর রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমাকে কি দর্শন দিবে না?" আবার বলিতেছেন, "আমি যে আর সহিতে পারিতেছি না! আমি কোথা যাবো? কোথা গেলে তোমাকে পাবো? কৃপাময়! আমাকে কি তুমি আর দেখা দিবে না? তুমি ত আমার মন জানো? আমার মন যে আমার কথা শুনে না! আমার মন যে তোমার প্রতি ধায়! আমি ত কত করিয়াও মনকে নিবারণ করিতে পারিলাম না।"

ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন করিতেছেন তাহা শুনিয়া. চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, প্রভু করেন কি? এরূপ করিতে থাকিলে কি করিয়া জীব উদ্ধার হইবে? সমস্ত জগৎ যে বিগলিত হইয়া যাইবে?*

একটু পরে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিলেন। ভক্তগণ যে তাঁহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতেও

* এই স্থানটিকে "বিশ্রামতলা" বলিয়া বোধ হয়। লোচনের বাসস্থানের অর্থাৎ কো-গ্রামের নিকট বিশ্রামতলা বলিয়া যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাহার তলায় প্রভু বসিয়াছিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তলদেশ পবিত্র স্থান বলিয়া ভক্তগণ অদ্যাপিও সেখানে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। সেখানে গৌর-মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে।

পারিলেন না। কারণ বাহ্য-জগতের সঙ্গে তখন তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পমাত্র ছিল, এবং যেটুকু ছিল ক্রমে তাহাও গেল। পূর্ব্বে কখন নয়ন মেলিয়া, কখন বা মুদিয়া, গমন করিতেছিলেন। কিন্তু যখন বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পাইল, তখন স্থির-নয়ন হইল, তারা উর্দ্ধে উঠিল, আর উহা অল্পমাত্র দেখা যাইতে লাগিল। প্রভু তখন যে বাহিরের আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা তাঁহার পদচালনাতে বুঝা যাইতেছিল। চক্ষু মুদিয়া যদি কেহ হাঁটিতে থাকে, কি নিদ্রিতাবস্থায় যদি কেহ পদবিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেরূপ পদে পদে পদস্খলন হয়, প্রভুরও তাহাই হইতে লাগিল। প্রভুর পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তবে কি আছে, না—ধূলা-মাখা। ধূলা কোথা হইতে আসিল? পদস্খলন হওয়ায় প্রভু কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন বা একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া ধূলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতে পারিতেছেন, কখন বা পারিতেছেন না। প্রভুর স্থির-চক্ষু উর্দ্ধে স্থাপিত, কটিতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, আর উহা শ্রীঅঙ্গে বার বার আঘাত করিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। প্রভুর মূর্চ্ছিত অবস্থায় উহা খুলিয়া লইতেও সাহস হইতেছে না।*

প্রভু চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না; এই যে তাঁহার শরীরে ব্যথা বোধ নাই, এই যে ক্ষুধা কি তৃষ্ণা বোধ নাই, নিদ্রা কি

---

*অগ্রে পশ্চাতে কিছু না করে বিচার।
সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি হীন কলেবর। কোথা যান ইতি উক্তি নাহি ত ঠাওর॥
পথ বা বিপথ কিছু নাহিক জেয়ান। পথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন॥
কখন উন্মত্ত প্রায় উঠেন উর্দ্ধস্থানে। কখন বা গর্ত্তে পড়ে তাহা নাহি জানে॥
চলি চলি কখন পড়েন যাই জলে। কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

ক্লান্তি বোধ নাই, কিন্তু তত্রাচ ভিতরটি যে সম্পূর্ণরূপে সজীব রহিয়াছে, তাহা তাঁহার অপরূপ প্রলাপ দ্বারা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা যোগী, তাঁহারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরেতে মন নিযুক্ত করেন। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও এই যোগাভ্যাস অর্থাৎ মন সংযম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যোগীগণের উপায় অবলম্বন করেন না। জীবাত্মা দেহকে সজীব করেন, আর পরমাত্মা জীবাত্মাকে সজীব করেন। জীবাত্মার প্রীতি দেহের সঙ্গে, আর পরমাত্মার প্রীতি জীবাত্মার সঙ্গে। এই জীবাত্মাকে লইয়া দেহ ও পরমাত্মা টানাটানি করেন। জীবাত্মা স্ত্রীলোক,—দেহ তাহার উপ-পতি আর পরমাত্মা পতি। জীবাত্মাকে দেহের সহিত অল্পে অল্পে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করাকেই "যোগ" বলে। জ্ঞানী-লোকের পরমাত্মা তেজোময় আকাশ, আর ভক্তের পরমাত্মা পরমসুন্দর নবীন-পুরুষ। জ্ঞানী-লোক মরিয়া ধরিয়া ধমকাইয়া ও জোর করিয়া, কুলটারূপ জীবাত্মাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, তাঁহাকে (জীবাত্মাকে) পতির (পরমাত্মার) সহিত মিলাইতে চাহেন।

জীবাত্মারূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির সঙ্গসুখে এত মোহিত হইয়া থাকেন যে, সেই দেহরূপ উপ-পতি যে অল্পদিনের বই নয়, ও পরিণামে দুঃখের কারণ হয়, তাহা ভুলিয়া যান। এই নিমিত্ত জ্ঞানীলোকে জীবাত্মাকে শাসন করেন। কিন্তু ভক্তগণ জীবাত্মাকে শাসন না করিয়া তাহাকে পরমাত্মার রূপে গুণে মোহিত করেন, এবং এইরূপে দেহের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া, শ্রীভগবানের সহিত তাহার মিলন করাইয়া দেন। আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। জ্ঞানী জনে, জীবাত্মা কুলটাকে দেহরূপ উপ-পতি হইতে কোন সুখ ভোগ করিতে না দিয়া,

পরমাত্মারূপ পতির সহিত তাঁহার "যোগ" ঘটান। কিন্তু ভক্তগণ, পরমাত্মারূপ তাঁহার পতি যে দেহরূপ উপ-পতি হইতে অধিক সুখকর, ইহা দেখাইয়া পতির সহিত তাঁহার মিলন করান। জ্ঞানী লোকে সেই নিমিত্ত দেহরূপ উপ-পতিকে উপবাস প্রভৃতি বহুপ্রকারে দুঃখ দিয়া, উহাকে জীবাত্মা-কুলটার নিকট সুখকর না করিয়া দুঃখকর করেন। কিন্তু ভক্তগণ জীবাত্মা-কুলটাকে দেখাইয়া দেন যে, পরমাত্মারূপ পতি হইতে যে বিমলানন্দ উৎপত্তি হয়, তাহা দেহ-সম্ভোগের সুখ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীরা সেই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংস করেন, যাহাতে জীবাত্মা আর দেহ হইতে কোন সুখ না পায়। আর ভক্তগণ ইন্দ্রিয় সজীব রাখিয়া উহা দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদ করাইয়া, জীবাত্মার উহাতে লোভ জন্মাইয়া দেন। জ্ঞানী-জন, কুপ্রবৃত্তি না হয়, সেই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে একেবারে নষ্ট করেন। কিন্তু ভক্তেরা ইন্দ্রিয়গুলি ধ্বংস না করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান, ও উহাদের দ্বারা অতি পবিত্র আনন্দ উপভোগ করেন।

জ্ঞানী লোকে তেজ অর্থাৎ শক্তির উপাসনা করেন, এবং তাহাতে যে শক্তি পান, তাহা দ্বারা তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তগণ পরম-সুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজনা করিয়া, চিরদিনের একটি— "তুমি আমার, আমি তোমার"—সঙ্গী লাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, না—পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর, ও তাঁহার রূপে নয়ন শীতল, ও অঙ্গ-গন্ধে নাসিকা উন্মাদ করে। আর তিনি কিরূপ, না—সরল, স্নিগ্ধ, সুবোধ, রসিক ও নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রস্রবণ। এখন গীতার শ্লোক স্মরণ করুন। যথা, আমাতে যে যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপে ভজনা করি। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে যিনি যেরূপে ভজনা করেন, তিনি তাহার নিকট সেইরূপে উদয় হন। যিনি জ্ঞানী তিনি তেজরূপ ভগবান, আর

যিনি ভক্ত তিনি নবীন-নাগররূপ ভগবান্ পাইয়া থাকেন। যোগীগণ শক্তিসম্পন্ন হয়েন, কারণ তাঁহারা শক্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভক্তগণ শক্তি প্রার্থনা করেন না,—তাঁহারা ঐশ্বর্য্যকে অতি হেয় মনে করেন। কেন? যেহেতু ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই, বরং দুঃখ ও বিপদ আছে। খর্জ্জুর-বৃক্ষ সকল দেশেই আছে। এখানে খর্জ্জুর-বৃক্ষ হইতে রসের সৃষ্টি হয়, অন্য দেশে লোকে রস না লইয়া, উহার ফল লইয়া থাকেন। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা দেহরূপ বৃক্ষ হইতে ফল লয়েন, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা রস লয়েন।

ভৃঙ্গ গুণ্ গুণ করিয়া অতি চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন নিশ্চল ও নীরব হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণের চিত্ত-ভৃঙ্গ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মমধু পান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাঁহার বাহ্য-জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখনই তাহার যোগ-সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণও পরম যোগী, অথচ তাঁহাদের যোগাভ্যাস করিতে বনে গমন, কি নানাবিধ কঠোর সাধনের প্রয়োজন করে না। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া, তাঁহার জীবগণকে দেখাইয়াছিলেন যে, ভক্তগণ পরম যোগী। শ্রীগৌরাঙ্গ এই যে গমন করিতেছেন, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্কমাত্র নাই; এমন কি, ভক্তগণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও তাঁহার সেই অদ্ভুত নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রসে টলমল করিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, তখন তাঁহার রাধাভাব একেবারে গিয়াছে, যাইয়া দাস্যভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তাঁহার শ্রীমুখের অর্দ্ধস্ফুটিত গোটাকয়েক বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভাগবতে লেখা আছে যে, অবন্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে,

ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় ভজন করা। ইহাই ভাবিয়া তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, শ্রীমুকুন্দ-চরণ ভজন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিক্ষুকের বচনটি এই :—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

প্রভু যাইতে যাইতে হঠাৎ এই শ্লোকটি আপনি আপনি উচ্চারণ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারা শুনিলেন। এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি আপনি কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "সাধু! সাধু! হে ব্রাহ্মণ! তুমিই সাধু! তোমার সঙ্কল্প অতি উত্তম। আমিও তোমার অনুবর্ত্তী হইব। আমি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমুকুন্দের সেবা করিব।" পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,: নিমাই দেহ-ধর্ম্ম সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছেন, হৃদয়ের তরঙ্গ তাঁহার দেহ-ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দেখিতেছি যে, সেই প্রবল তরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অন্যান্য "ভাব", ও সমুদয় "স্মরণ" ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদয় ভুলিয়াছেন,—নবদ্বীপ ভুলিয়াছেন, কি ছিলেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার কে কে আছেন তাহা ভুলিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত যে সহস্র সহস্র লোক বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া আছেন তাহার কণা মাত্রও তাঁহার মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদয় সুখ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন তাহাও তাঁহার মনে নাই। তাহার পরে তিনি যে রাধাভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতেছিলেন তাহাও ভুলিয়াছেন। তাঁহার মনে কেবল ঐ একটি ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিয়া ভব-সাগর পার হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে, উহা হৃদয়ে স্থান না পাইয়া কথা দ্বারা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

ইহার পূর্ব্বদিন সমুদয় ত্যাগ করিয়া, নয়ন মুদিয়া মৃত্তিকায় আছাড় খাইতে খাইতে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত গমন করিয়াছেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

গেল গৌর না গেল বলিয়া। হায় অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর। জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় দারুণ বিধি কি কাজ সাধিলি। সোণার গৌরাঙ্গ মোর কারে বা দিলি॥
আর কে সহিবে মোর যৌবনের ভার। বিরহ-অনলে পুড়ে হব ছারখার॥
বাসুঘোষ কহে কারে দুঃখ কব। গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥

এ দিকে নবদ্বীপের অবস্থা বাসুঘোষের উপরের পদে কিছু জানা যাইবে। পদটি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় যে যে কাণ্ড করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও নবদ্বীপবাসী শুনেন নাই। কাটোয়ায় যে কাণ্ড হইতেছে তাহা যিনি দর্শন করিলেন, তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। সেই কারণে হউক, বা বড় দুঃখের কথা বলিয়া কেহ ইহা প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে দৌড়িলেন না বলিয়াই হউক, প্রভুর বাড়ীর নিজ-জনে, কি ভক্তগণে, কেহই এ কথার কিছু শুনিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় সকলে পথপানে চেয়ে রহিলেন।

ক্রমে সমস্ত দিন গেল, নিত্যানন্দ কি অপর কেহ নবদ্বীপে ফিরিলেন না। আবার কেহ কেহ রহিতে না পারিয়া তল্লাসে কাটোয়াভিমুখে ছুটিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হইয়া পড়িয়া রহিলেন, অথবা

প্রভুর বাড়ি আগলিয়া রহিলেন। ক্রমে রজনী হইল, কোন সংবাদ আসিল না। শচী বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে জল বিন্দুও দিলেন না। আর ভক্তমাত্রেই উপবাসী রহিলেন। শচী মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন, আর উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনাবৃতা, পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া শুইয়া আছেন। ভক্তগণেরও ঐ দশা, তাঁহারা শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে পারিতেছেন না। মাঝে মাঝে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা হইতেছেন, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, আবার চমকিয়া উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, "ও নিমাই! নিমাই! তুই বাড়ী ফিরে আয়, তোর সঙ্কীর্ত্তনে মানা করব না।" নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে লইতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের সমুদয় অপরাধ, শচী তল্লাস করিয়া নিজের অপরাধ কিছুমাত্র পাইতেছেন না। তবে ঐ এক অপরাধ, যে তিনি সঙ্কীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তাই ঐ কথা বারংবার বলিয়া, আপনার নিমাই যে নির্দ্দোষ তাহাই সাব্যস্ত করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাঁহার পতি "মদনমোহন"। সে কথা পরে বলিতেছি। তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "যা ছিল কপালে।" যথা—

সবে এক বোল বলে "যা ছিল কপালে!" (চৈতন্যমঙ্গল)

যখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাধা ভাবে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও সেই লীলারসে অভিভূত হইয়া সেই সমুদয় রসাস্বাদন করিতেন। তাহার সাক্ষী শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া পতির আগমন প্রতীক্ষায় বেশভূষা ও নানাবিধ সজ্জা, অর্থাৎ বাসক-সজ্জা করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস-আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে;

আর বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ আসিতেছেন না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আসিলেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া রাধাভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন। যথা—

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
(তোমার) বদন-সরসীরুহ, মলিন যে হৈয়াছে, সারানিশি করি জাগরণে॥
(যাও গৌর) তুয়া সনে মোর কিসের পিরীতি। ধ্রু
এমন সোনার দেহ, পরশ করিলে কেহ, না জানি সে কেমন রসবতী॥
নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হয়েছ ওহে, অবহু কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে যেয়ে, মার্জ্জনা করগে হিয়ে, তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥
গৌরাঙ্গ করুণ-ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি, কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ।
হরিনামে জাগি নিশি, অমিয়-সাগরে ভাসি, গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥

চৈতন্যমঙ্গল গীতে শুনিতে পাই যে, এক দিবস শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন-ঘরে আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার বল্লভ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাহাতে তিনি হাহাকার করিয়া পার্শ্বে বসিয়া আপন জীবিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথা—

হরি বলে হরি বলে, প্রাণনাথ আমার গো,
কেন দাও ধূলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ।
সোণার অঙ্গে ধূলা লেগেছে। ইত্যাদি।

এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ বাড়ী থাকিতেন, কি যদি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতেন বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় তাঁহার নাম লইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও বলিতে পারিতেন—

গৌর বলে গৌর বলে, প্রাণপ্রিয়া আমার গো—ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত করজোড়ে অতি কাতর স্বরে বলিতেছেন, "হে বিশ্বম্ভর!

হে গুণনিধে! হে দীনবন্ধো! তুমি কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিলে? আমি ভুবন অন্ধকার দেখিতেছি।" যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাংনিধে
হে দীনোদ্ধারণাবতার ভগবন হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দৃশো দিশোঽন্ধতমসীকৃত্যাখিল প্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ॥

সকলেই মনে ভাবেন যে, তাঁহাতে ও প্রভুতে যত প্রীতি এরূপ আর কাহারও সঙ্গে নাই। সকলেই ভাবেন যে প্রভু যাহা করেন তাহা প্রায় তাঁহারই জন্য। সকলেই ভাবিতেছেন, প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর প্রভু তাঁহারই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহাকে ও অন্যান্যকে ত্যাগ করিয়াছেন। যিনি সকল চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই,—শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি এই জন্যই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে যে এই অপরাধে ভাল করিয়া দণ্ড দিবে?"

হরিদাস বলিতেছেন, "মনে বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুকে আমি তিলে হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে! প্রভুকে বহুক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবু ত হৃদয় ফাটিতেছে না? তাই বুঝিলাম প্রাণ বড় কঠিন! তাই বুঝিলাম প্রভুর উপর যে আমার প্রীতি উহা বাহ্য, আর সেই নিমিত্ত আমি প্রভুকে হারাইলাম! আমার কপট-প্রেমে তাঁহাকে কিরূপে বাধ্য করিব?"

কিন্তু নিমাইচন্দ্রের শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীবাস প্রভৃতি কাহারও কথা মনে নাই। তাঁহার যে কেহ ছিলেন, কি আছেন; তাঁহারা যে শোকে পুড়িতেছেন, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা যে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাইচন্দ্রের কি? তিনি মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন, আর সমুদয় ভুলিয়াছেন।

মুরারি বড় গম্ভীর। আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া কাহাকেও বা সান্ত্বনা করিতেছেন। ইহাও বলিতেছেন, "তোমরা এরূপ অদূরদর্শী কেন? তোমরা এরূপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ঘরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে? কিন্তু মুরারি অধিকক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার যে শান্তভাব ও গাম্ভীর্য্য সে সমুদয় বাহ্য। তিনি কথা কহিতে কহিতে "হা নাথ!" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে কি তিনি বৃন্দাবনে মুকুন্দ-ভজন করিতে চলিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত নিরাশা-সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছেন তাঁহাদের জন্য কিছু দুঃখ—সে ত অনেক কথা, তাঁহাদের কথা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে নাই। এখন চৈতন্যমঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরে এক পার্শ্বে ধূলায় পড়িয়া আছেন। এমন সময়ে উঠিয়া বসিলেন এবং অতি প্রবল বিরহ-তরঙ্গে অভিভূত হইয়া, করজোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন,—"হে নাথ! হে হরি! কৃপা করিয়া এই বেলা দর্শন দাও! যেহেতু আমার প্রাণ বুঝি যায়। হে মদনমোহন! তুমি একটিবার দর্শন দাও, আমি জন্মের মত তোমাকে দেখিয়া মরি।" *

শ্রীনিমাই চলিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন, এই বাসনায় সর্ব্বেন্দ্রিয় এরূপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি যে ব্রজধামে চলিয়াছেন, ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, অনিদ্রা ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছে না। কিন্তু যাইতে যাইতে হঠাৎ

* হরি এই বেলা দাও দরশন। ধ্রু।
ভুবনমোহন গৌরাঙ্গ।
দাও দরশন, মদনমোহন,
বিদায় হই জনমের মত॥—চৈতন্যমঙ্গল গীত।

তিনি দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তখন নিতাই দেখিলেন, প্রভু পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই তিনি বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভুও নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িয়া, অঘোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। আর যাইতে পারেন না,—শ্রীপদ আবদ্ধ হইল; আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না,—ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া "হে মদনমোহন হরি! দর্শন দাও," বলিয়া কাতর-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, প্রেম-রজ্জু-স্বরূপ হইয়া গৌরাঙ্গের দুটি পদ বন্ধন করিল।*

সূর্য্য গ্রহগণকে ও গ্রহগণ সূর্য্যকে, পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আকর্ষণ জীবন্ত হইলে তাহাকে প্রীতি বলে। সেইরূপে শ্রীভগবান্ জীবগণকে, জীবগণ ভগবানকে, ও জীবগণ পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নির্জীব শক্তি। জীবগণ যে আকর্ষণ করেন, সে জীবন্ত শক্তি, উহা পরিবর্দ্ধনশীল ও উহা তাঁহাদের করায়ত্তে আছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রভু আবদ্ধ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? বাসুদেব নামা একজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এইরূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আপনারা সকলেই জানেন, শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও সকলের উপরের কর্ত্তা। আর ইহাও জানেন যে, তিনি স্বেচ্ছাময়। কিন্তু তিনি আপনার একটী কর্ত্তা করিয়াছেন, সেটি প্রীতি। অতএব জীবগণ যেমন

* প্রেম-ফাঁসে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্তসিংহ।
চলিতে না পারে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ॥
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিল।
অঘোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিল॥—চৈতন্যমঙ্গল।

তাঁহার অধীন, কর্ত্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। শ্রীভগবান্ বড় জিদ করিয়া, সমুদয় উপেক্ষা করিয়া, "মত্ত সিংহের" স্তায় যাইতেছিলেন। নিতাই যে পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন, তাহা কর্ণেও যাইতেছে না। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রীতির অতিসূক্ষ্ম-রজ্জুতে প্রভু বান্ধা গেলেন, আর নিতাইয়ের অঙ্গে এলাইয়া পড়িলেন। প্রভু সেই রজ্জু ছিঁড়িবার নিমিত্ত লপ্টালপ্টি করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে রজ্জু ছিঁড়িলেন,—যেহেতু তিনি অসীম শক্তিধর; শেষে নয়ন-জল মুছিলেন, আবার গতি পাইলেন, আবার পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন!

প্রভু এবার আরো দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া চলিলেন। কিন্তু শচী "নিমাই!" বলিয়া কাঁদিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া "মদনমোহন" বলিয়া ডাকিতেছেন, ভক্তগণ "প্রভু" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ ও রোদন সূক্ষ্মরজ্জুরূপে সৃষ্টি হইয়া প্রেমফাঁসরূপে পরিণত হইতেছে। এই সমস্ত প্রেমফাঁস প্রভুকে চারিদিকে ঘিরিতেছে। তিনি অসীম শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া এ সমুদায় রজ্জু ছিঁড়িতেছেন। কিন্তু ইহা খণ্ড খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে, পরিশ্রম হইতেছে। ইহাতে শচীর "বাছা" আর বড় অগ্রগামী হইতে পারিতেছেন না,—কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

এইরূপে নিমাই তিন দিবস রাঢ়ে ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, বৃন্দাবনের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। একবার সঙ্কল্প করিয়া প্রভু নিজ শক্তিতে দুই ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর মুখো গমন করিলেন। এদিকে নবদ্বীপবাসীগণ পশ্চাতে টানিতে লাগিলেন। তাঁহারা টানিয়া টানিয়া আবার তাঁহাকে দুই ক্রোশ পশ্চাতে হটাইলেন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে ছিলেন, তিন দিনের দিনও প্রায়ই সেখানে। অথচ এই তিন দিবস রজনী কেবল হাঁটিয়াছেন, আর প্রথম দিবস কেবল

দৌড়াইয়াছেন। প্রভু অনবরত চলিয়াছেন, পিপাসা শান্তি নিমিত্ত একবার বিশ্রামও করেন নাই, অথচ তিন দিনের দিন বাড়ীর নিকটেই আছেন!

এইরূপে তিন দিবস-রজনী গেল। প্রভু জলস্পর্শও করেন নাই, ভক্তগণও করেন নাই। প্রভু জলস্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহা স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিরূপে তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভু যখন ঘোর অচেতন দশা প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাঁহাকে কোনগতিকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী লইয়া যাইবেন। প্রভুকে শান্তিপুরে লইতে পারিলেও তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে লওয়া হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসীর নিজগ্রামে যাওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রভুকে কিরূপে শান্তিপুরে লইবেন দিবানিশি তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। শেষে, কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া বহুদুর গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শান্তিপুরের অপর পারে দুই চারি ক্রোশ দূরে। ভক্তগণ নানা উপায়ে প্রভুকে শান্তিপুরের এত নিকটে আনিয়াছেন।

নিমাই নয়ন অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রমেই আশালতা বাড়িতেছে,—প্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন এ ভরসা ক্রমেই বলবতী হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরু চরাইতেছে। প্রভু অন্ধের ন্যায় গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিগ্রহের প্রতি চাহিলেন। তাঁহাদের নয়ন-ভৃঙ্গ কাজেই পরিণামে প্রভুর মুখ-পদ্মে আকৃষ্ট হইল। প্রভুর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের হৃদয় বিলোড়িত হইল। ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের নিকট বোধ হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়ু বহিতেছে, জগতে কেহ দুঃখী নাই, তাঁহাদেরও দুঃখ নাই। জগতে

আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই আনন্দের প্রস্রবণ শ্রীহরি, আর সেই শ্রীহরি কপট-সন্ন্যাসী বেশ ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন। তখন রাখালগণের জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভুর এই একটি অচিন্তনীয় শক্তি ছিল। এমন কি তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াও কখন কখন জীবের "হরি বলে, বাহু তুলে" নাচিতে হইত। রাখালগণ এই আনন্দজনক হরিধ্বনি করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর অচিন্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছিলেন, এরা না রাখাল ? এরা হরি বলে কেন ? এরা নাচেই বা কেন ? প্রভু ত ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই ? ইহারা ত কখন সাধন ভজন করেন নাই ? ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাঘা করিয়া ভাবিতেছেন, "সাবাস ! বুঝিলাম এ অবতারে তুমি রাখাল পর্য্যন্ত প্রেমে উন্মত্ত করিবে।" কিন্তু তাহাদের অধিকক্ষণ প্রভুকে প্রশংসারূপ আনন্দভোগ করা হইল না, যেহেতু প্রভু হঠাৎ দাঁড়াইলেন।

প্রভু দাঁড়াইলে, তাঁহারাও দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, প্রভু দাঁড়াইয়া নয়ন উন্মীলিত করিলেন, করিয়া মস্তক অবনত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, হরিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় প্রভু দাঁড়াইয়াছেন। এখন সেই মধুর-ধ্বনি শুনিতেছেন।

এইরূপে প্রভু নয়ন মেলিয়া, কান পাতিয়া, কোন্ দিক হইতে হরিধ্বনি আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রভু তখন সেই দিকে চলিলেন। সে সময় নয়ন মেলিয়া যাইতেছেন,

আর পদস্খলন হইতেছে না। তবু ভক্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে পারিলেন না।

রাখালগণ প্রভুকে আগমন করিতে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, ভক্তিতে গদগদ হইয়া, তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। প্রভু কথা কহিলেন,—এই প্রথম। তিনি বলিতেছেন, "বাপগণ! উঠ; উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। বাপ! আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই। আমার কর্ণ বহুদিন উপবাসী আছে, তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া প্রাণদান কর।"

আমাদের নবদ্বীপচন্দ্র যে তিন দিবস পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তিন দিবস পূর্ব্বে যে, তাঁহার যত প্রিয়স্থান ও প্রিয়জন সমুদয় জনমের মত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী যে তাঁহার নিমিত্ত বিষাদসাগরে হাবু ডুবু খাইতেছেন, তাঁহার ত্রিজগতের মধ্যে ভাগ্যবতী নবীনা ভার্য্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। প্রভু যে তিন দিবস অনাহারে ও অনিদ্রায় আছেন, তাঁহার যে চলিয়া চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাঁহার পদ্মপুষ্পের ন্যায় কোমল পদে যে চলিয়া ব্রণ হইয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ নাই। বহুদিন হরিনাম শুনেন নাই, এই দুঃখে তিনি অন্য সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন রাখালগণের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে তাহাদের নিকটে দৌড়িতেছেন।

তিনি ঘোর অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এ অচেতন অবস্থা কিছুতেই ভঙ্গ হয় নাই। অনিদ্রায়, অনাহারে, পথের ক্লেশে, রৌদ্রে শীতে কি পিপাসায় তাঁহার চেতন হয় নাই। নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাতে চীৎকার

করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শতবার ডাকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেতন হয় নাই। কিন্তু হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি স্থির হইলেন, চেতন পাইলেন ও নয়ন মেলিলেন। জীবগণ ক্ষুধায় মরে, তৃষ্ণায় মরে, অনিদ্রায় মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু-বিরহে মরে। কিন্তু প্রভু ইহাতে মরেন নাই। প্রভু তিন দিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহাতেই মরিয়াছিলেন। জীবগণ অনাহারে থাকিয়া আহার করিয়া, কি অনিদ্রায় থাকিয়া নিদ্রা-আরাম ভোগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহারা মরিয়াছিল, এখন আহার করিয়া কি নিদ্রা গিয়া প্রাণ পাইল।

প্রভু বলিতেছেন, "আমি মরিয়াছিলাম, হে রাখালগণ! তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়া বাঁচাইলে।" প্রভু রাখালগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদের মস্তকে শ্রীকর স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "বাপু! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। শ্রীভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। বাপ! তোমরা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে? বুঝিলাম, তোমরা ব্রজের রাখাল হইবে।" *

তখন রাখালগণ বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া ক্ষণেক নৃত্য করিল। প্রভু যে বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এ ভাব তাঁহার মনে মধ্যে ছিল। তাই ভাবিতেছেন যে, ব্রজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই, আর এই রাখলগণ সেই বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে শিখিয়াছে। প্রভু বলিতেছেন, "বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে। আর একটু উপকার কর। বল দেখি, বৃন্দাবনে

---

* ও ব্রজের রাখালগণ! এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখালে ॥ ধ্রু ॥
আমি বৃন্দাবনে যেতে ছিলাম। নাম শুনে খেয়ে এলাম ॥
এই যে আমি মরে ছিলাম। নাম শুনে প্রাণ পেলাম ॥
আমার কর্ণ উপবাসী ছিল। হরিনামে আবার প্রাণ এল ॥ (প্রাচীন পদ)

কোন্ পথে যাব ? অতি দুঃখে হাসি পায়। প্রভুর প্রশ্নে একটি হাসি পাওয়ার কথা। বৃন্দাবন পশ্চিম-উত্তরে। প্রভু নয়ন মুদিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণে আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাপ! বৃন্দাবন কোন্ পথে যাব ?" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি কাছে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের প্রতি কিন্তু প্রভুর লক্ষ্য নাই। যে মাত্র রাখালগণের কাছে বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমনি শ্রীনিত্যানন্দ দেখিলেন বড় সুযোগ উপস্থিত। তিনি পশ্চাৎ হইতে তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিয়া শান্তিপুরের পথ দেখাইতে বলিলেন। রাখালগণ সঙ্কেত করিয়া প্রভুকে শান্তিপুরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। প্রভু তখন সেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

সেই সময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, তুমি দ্রুতগতিতে শান্তিপুরে যাও। সেখানে যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু থাকেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন একখানি নৌকা লইয়া এই পারে অপেক্ষা করেন। আমি কোনক্রমে প্রভুকে সেই ঘাটে লইয়া যাইব। যদি তিনি শান্তিপুরে না থাকেন, তবে তুমি তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপে পাইবে, তাঁহাকে শীঘ্র নৌকা লইয়া আসিতে বলিবে। বাড়ী যাইয়া সকলকে প্রভুর সন্ন্যাসের কথা বলিবে আর বলিও যে, আমি প্রভুকে শান্তিপুর লইয়া গেলে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, তখন তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবেন। জননীকে এখন এ কথা বলিও না।" কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে আজ্ঞা বিবেচনাসঙ্গত, কাজেই চন্দ্রশেখর অতি কষ্টে প্রভুকে ছাড়িয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সকলে বুঝিলেন।

বিংশ অধ্যায়

"নবীন সন্ন্যাসী দেখি। রূপে ঝুরে আঁখি সখি।"

শ্রীনিত্যানন্দের কথা কি বলিব? প্রভু নিতাই! তোমাকে কি ধন্যবাদ দিব? আহা! ধন্যবাদ ত অনেককেই দিয়া থাকি, হৃদয়ে কি তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিব? তাহাও ত সকলে করিয়া থাকে। অতএব হে নিত্যানন্দ! হে বিশ্বরূপের অভিন্ন-কলেবর। হে জীবের বন্ধু! আমি তোমার ধার শুধিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

প্রভু শান্তিপুরের প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাহার পশ্চাতে একটু দূরে মুকুন্দ ও গোবিন্দ। প্রভুর তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা। চিত্ত একটি ভাবে বিভোর, সুতরাং বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার প্রায় সম্বন্ধ নাই। চক্ষু উন্মীলিত, পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্যান্য দ্রব্যও দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাতেও ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে না। মনে ইহাই ভাবিতেছেন যে, অবন্তিনগরের বিপ্রের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া একমনে গোবিন্দভজন করিবেন। আবার "এতাং সমাস্থায়" শ্লোকটী পড়িলেন। আবার শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিলেন। আবার বলিতেছেন, "সাধু বিপ্র! তোমার সঙ্কল্প জীব মাত্রের অনুকরণ করা উচিত।" ইহাই বলিতেছেন, আর গমন করিতেছেন। এমন সময় বুঝিলেন যেন তাঁহার পশ্চাতে আর কেহ আসিতেছেন।

প্রভুর স্থির-নয়ন পথ-পানে রহিয়াছে, চিত্ত উপরি-উক্ত ভাবে বিভোর রহিয়াছে। যদিও পশ্চাতে কেহ আসিতেছে জানিতে পারিলেন, তবু নয়ন-তারা স্থান-ভ্রষ্ট করিলেন না। পথের দিকে চাহিয়া কতক মনে মনে, কতক যেন পশ্চাতে লোকের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া

বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর কত দূর ? নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রভুর স্বর প্রশ্নাত্মক। তখন ভাবিলেন এ সুযোগ ছাড়া নয়। তাই অমনি প্রভুর কথার উত্তর করিয়া বলিতেছেন, "বৃন্দাবন আর অধিক দূরে নয়।" প্রভু এই কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যেমন যাইতেছিলেন সেইরূপ পথ-পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন। মনের মধ্যে আনন্দ রহিয়াছে যে, বৃন্দাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন। সে ভাবের একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন "বৃন্দাবন কতদূর" জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে উহা ভঙ্গ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি যে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিল, তাহা কিছুমাত্র জানিবার চেষ্টা করিলেন না, পূর্ব্বের মত মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ ইহাতে ঠকিলেন। ভাবিয়াছিলেন তিনি প্রভুর কথায় উত্তর দিলে, আর তাঁহার গলার স্বর শুনিলে, প্রভু তাঁহার দিকে চাহিবেন। কিন্তু প্রভু চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন, প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার এই সুযোগ, এখন উহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রভুর ভাবগতিক নিতাই যেরূপ জানেন এরূপ আর কেহ জানেন না। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর যতদূর চেতনা হইয়াছে এখন তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারেন। অতএব এখন পরিচয় দেওয়াই উচিত। ইহাই বলিয়া দ্রুতপদে প্রভুর অগ্রে গমন করিলেন, এবং পথ আগুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আমি নিত্যানন্দ।"

এইরূপ "আমি নিত্যানন্দ", কত বার, কত প্রকারে, কত চেঁচাইয়া, প্রভুকে জানাইয়াছেন ; কিন্তু প্রভুকে চেতন করিতে পরেন নাই। এখন অগ্রে দাঁড়াইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিলেন, তখন প্রভু মুখ উঠাইলেন। মুখ উঠাইয়া কমল-নয়নে নিতাইয়ের পানে চাহিলেন।

দুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল। মনে ভাবুন, সন্ন্যাসের পরে এই প্রথম দেখা। মনে ভাবুন, নিতাই হারাধন পাইলেন। ইহাতে তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইয়া আসিল, নয়নে শতধারায় জল, আর কণ্ঠে অতি বেগের সহিত ক্রন্দনের রব আসিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর হয়ত নিপট্ট-বাহ্য হইবে, আর নিপট্ট-বাহ্য হইলে তাঁহার যে মনস্কাম, তাহার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। ইহাই ভাবিয়া নিতাই,—স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় শক্তিধর বলিয়া,—মনকে বশীভূত করিলেন। বদনে চিত্তবিচলিতের কোনরূপ চিহ্নও দেখাইলেন না।

প্রভু মুখ উঠাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না। বুঝিলেন যে, লোকটি পরিচিত বটে। অন্তত: ইহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, আর এ ব্যক্তি কে, তাহা ঠিক নিরাকরণ করিতে পারিতেছেন না। সেই নিমিত্ত নিতাইয়ের মুখে, দুই পরিসর নয়ন রাখিয়া, তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় নিতাই, প্রভুর ভাব বুঝিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! চিনিতে পারিতেছ না, আমি তোমার নিত্যানন্দ!" প্রভু তখন একটু চিনিতে পারিলেন; বলিতেছেন, "তোমাকে যেন চেন চেন করি? যেন শ্রীপাদ?"

তখন নিতাই করযোড়ে বলিলেন, "সেই অধমই বটে। আমি তোমার নিত্যানন্দই বটে।" প্রভু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি শ্রীপাদ? তুমি বল কি? তাও ত বটে! শ্রীপাদই ত বটে! তুমি এখানে কিরূপে আইলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতেছি, তুমি কিরূপে আমাকে ধরিলে? আমি যে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" পাছে প্রভুর নিপট্ট বাহ্য হয়, এই ভয়ে বেশী কথা না বলিয়া কেবল বলিলেন, "আপনি চলুন বলিতেছি। লোকমুখে শুনিলাম

আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, তাই আমিও আপনার পাছে পাছে আসিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে। এই আপনার লাগ পাইলাম। এখন চলুন কথা কহিতে কহিতে যাই।"

প্রভু তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন "বড়ই সুন্দর! বড়ই বুদ্ধির কাজ করিয়াছ। চল এখন দুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া নির্জ্জনে এক মনে শ্রীমুকুন্দের ভজন করিব।" প্রভু অধিক কথা বলেন, ইহা নিতাইয়ের ইচ্ছা নয়। তাই বলিতেছেন "এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন, কথা কহিতে কহিতে যাইব। প্রভু চলিলেন। নিতাই অগ্রে, প্রভু পাছে। নিতাই পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন এইরূপে প্রভুকে ভুলাইয়া একেবারে গঙ্গার ধারে লইয়া যাইবেন। দুই চারি পা যাইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ, শ্রীকৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিবেন ?" নিতাই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠাইলে, হয়ত সেই পূর্ব্বকার মত ঘোর বিহ্বলতা আসিয়া পড়িবে, তাই প্রভুর কথায় সহানুভূতি না দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন ওসব থাক, চল অগ্রে বৃন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়া কিরূপে কৃষ্ণের দর্শন পাই তাহার যুক্তি করিব।" শ্রীনিতাই প্রভুকে কখন "আপনি," কখন "তুমি" বলিতেন।

প্রভু মস্তক অবনত করিয়া ও পথপানে চাহিয়া চলিতেছেন। একটু যাইয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া আমি কি করিব বলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব। আবার কি করিব বলিতেছি। জয় রাধে শ্রীরাধে বলিয়া রাধাকুণ্ডের ধূলায় গড়াগড়ি দিব।"*

* নিতাই বলরে কতদূর বৃন্দাবন। আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন। ধ্রু।
কবে বৃন্দাবনে যাব, মাধুকরী করে খাব, রাধাকুণ্ডে গড়ি দিব।
(জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া কি কি করিবেন এই সমুদয় মনের খেয়াল বলিতে আরম্ভ করা মাত্র গদগদ হইয়াছেন। নিতাই দেখিলেন যে, ভাব বড় ভাল নয়, আবার কপাল পুড়িবার উপক্রম। তখন প্রভুর উত্থিত ভাব-তরঙ্গকে রোধ করিবার আশায় বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার এ সমুদয় কথা এখন আমার ভাল লাগিতেছে না। ক্ষুধায় পিপাসায় তুমিও কাতর, আমিও কাতর। আগে বৃন্দাবনে যাই, ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করি, পরে মুকুন্দ-ভজনের যুক্তি করিব।"

নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ পাইতেছেন, এ কথা শুনিলে প্রভু একটু দয়ার্দ্র হইবেন। হয়ত তাঁহার নিজেরও ক্ষুধা-পিপাসা বোধ হইবে, ও বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ সজীব হইবে। তাহা হইলে অতিরিন্দ্রিয়গণের শক্তি হ্রাস হইবে। প্রকৃতই নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া প্রভু একটু চুপ করিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। খানিক গমন করিয়া ধীরে-ধীরে ভয়ে-ভয়ে, আবার নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন, আর কতদূর আছে?" এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দের সম্মুখে প্রকাশ হইল। নিতাই চিন্তার বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে অভিভূত, সংজ্ঞাশূন্য। ভাবিতেছেন, "প্রভুকে ত শান্তিপুর মুখে লইয়া যাইতেছি, প্রভুও বৃন্দাবন পথ-ভ্রমে শান্তিপুরের পথে চলিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যও ক্রমে হইতেছে। যদি একবার প্রভু মস্তক তুলিয়া সূর্য্যের পানে চাহিয়া দেখেন, তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব-দক্ষিণে গমন করিতেছেন। যদি প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরাভিমুখে লইয়া যাইতেছি, তবে স্বেচ্ছাময় হয়ত রাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে এমনি দৌড় মারিবেন যে, আমি

আর ধরিতে পারিব না।" এই চিন্তায় নিতাই অভিভূত। এমন সময় প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃন্দাবন 'আর' কতদুর ?"

এই যে প্রভু 'আর' শব্দটী ব্যবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন যে বৃন্দাবনের খুব নিকটে আসিয়াছি, প্রভুর এই ভ্রম হইয়াছে। তখন তাঁহার কি কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর এই ভ্রমই তাঁহার সহায় হইবে। নিতাই বলিতেছেন, "আর কতদুর ? শ্রীবৃন্দাবন অতি নিকট।" নিমাই আবার চলিলেন। একটু যাইয়া আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "শ্রীপাদ ! শ্রীবৃন্দাবন খুব নিকটে বলিলে, কিন্তু কত নিকটে তা ত বলিলে না ?"

তখন সুরধুনী তীরস্থিত গ্রামের বৃক্ষাদি দেখা যাইতেছে। এমন কি অতিদূরে একটী বটবৃক্ষও দেখা যাইতেছে। এটি শান্তিপুরের অপর পারে। নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি একটু হাঁটিয়া চল, বৃন্দাবনে ত এলাম।" প্রভু আর ভাল মন্দ না বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া চলিলেন। সেখান হইতে বটবৃক্ষটি পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। নিতাই আপনি আপনি বলিতেছেন, "বৃন্দাবনে ত এলাম। অদ্যই বৃন্দাবনে যাইব।"

এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু দাঁড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার বদনের ও কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবন যে এত নিকটে তাহা প্রভু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেছেন না। প্রভু বলিতেছেন, "বৃন্দাবন অদ্যই যাইব ? সেকি ? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি না।" নিতাই বলিলেন, "আমার কথা বুঝা কষ্ট কি ? আমি তবু তোমারে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। ঐ একটি বড় বৃক্ষ দেখিতেছ ?" প্রভু একটু ঠাহরিয়া দেখিয়া বলিতেছেন, "হাঁ।

ঐ ত, বোধ হয় বটবৃক্ষ।" নিতাই বলিতেছেন, "তাই বটে! আবার উহার ধারে একটী নদী দেখিতেছ?" প্রকৃত সেখান হইতে সুরধুনীর গর্ভ কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছিল। প্রভু আবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একটী নদী বটে। ঐ বৃক্ষটি ও নদীটি কি?" তখন নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, "ওটি শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবট, উহার আঙ্গিনায় যাইয়া বিশ্রাম করিব। আর ঐ নদীটি যমুনা।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, প্রথমে তিনি একেবারে নিতাইয়ের কথা বুঝিতে পারিলেন না, ক্রমেই নিতাইয়ের কথার ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অবাক হইয়া "নিতাই রহস্য করিতেছেন কি না তাহা বুঝিবার নিমিত্ত," তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত রহিলেন। প্রভুরও কথা ফুটিল। বলিতেছেন, "আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ বৃন্দাবন? আমার কোন মতে প্রত্যয় হয় না। আমার ভাগ্যে বৃন্দাবন দর্শন কি আছে? আর এত শীঘ্রই বা বৃন্দাবনে কিরূপে আইলাম?"

নিতাই বলিলেন, "প্রভু তুমি এখন চল। বংশীবট আঙ্গিনায় বিশ্রাম করিয়া, যমুনার জলে স্নান করিব। একটু দ্রুত চল, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে।"

যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের প্রকৃতি কেবল বিপরীত দ্রব্য দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের হৃদয় কুসুম হইতে কোমল, এবং বজ্র হইতেও কঠিন। তাঁহাদের বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে তীক্ষ্ণ, আর সারল্য দশম বৎসরের বালিকা হইতেও অধিক। শ্রীনিমাইচাঁদ শ্রীনিতাইয়ের সামান্য প্রবঞ্চনায় ভুলিলেন। তখন বলিতেছেন, "তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়া যমুনায় অঙ্গ মার্জ্জন করি।" ইহাই বলিয়া এমনি দ্রুতবেগে চলিলেন

যে, প্রভু খানিক অগ্রবর্ত্তী হইলে নিতাই জানিতে পারিলেন। নিতাইও দৌড়াইয়া চলিলেন। নিতাইও দৌড়িতে খুব মজবুত। দুইজনকেই ধরা কঠিন, তবে নিতাইকে ধরা কিছু সহজ, তাহা ভক্তগণ জানেন।

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে প্রভুকে লইয়া গঙ্গার ধারে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিবেন। যেহেতু শ্রীঅদ্বৈত আসিয়াছেন কি না ইহা তিনি জানিতেন না। নিতাইয়ের মনের ভাব যে, যদি তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পান, তবে দুই জনে প্রভুকে অবশ্য শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীনিমাই অদ্বৈতকে বড় মান্য করেন, তাঁহার কথা প্রায় লঙ্ঘন করেন না। কিন্তু নিমাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলেন, নিতাইও অমনি পশ্চাতে ছুটিলেন। প্রভু তীরে পৌঁছিলেন এবং বিশ্রাম না করিয়াই গঙ্গাকে যমুনা ভাবিয়া, ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝম্প দিবার সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে :—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পর-প্রেম-পাত্রী দ্রব-ব্রহ্ম-গাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী, জগৎক্ষেম ধাত্রী পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্র পুত্রী॥

ভাগ্যক্রমে শ্রীঅদ্বৈতের নৌকাও সেই সময়ে সেই ঘাটে লাগিল, নৌকায় তিনি ও আরো কেহ কেহ ছিলেন।

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। নয়ন মুদিত, দুই হস্ত মস্তকে, নয়নে আনন্দ ধারা বহিতেছে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ায় প্রভুর আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তবু দেখিতেছেন যেন একটি সোণার বিগ্রহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দেখিতেছেন, সুবলিত ও প্রকাণ্ড দেহ, পরিসর বুক ও "মুঠে পাই কটিখানি"। আর দেখিলেন, শরীর দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিলেন, প্রভুই বটে।

কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে

লাগিল। যাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগিবে বলিয়া নদীয়ার পথে লোকে ফুল ছড়াইতেন, যাঁহাকে হৃদয়ে কি নয়নের উপর রাখিয়াও মনের বেগ মিটিত না, আজ তাঁহার একি দশা! তিনি আজ প্রায় উলঙ্গ, স্নান করিয়াছেন তাহাতে আরো উলঙ্গ দেখা যাইতেছে, সে জ্ঞান নাই। শীত-কালে স্নান করিয়াছেন, গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, কিন্তু গাত্রমার্জ্জনী নাই; আর্দ্র কৌপীন পরিয়া আছেন, উহা ত্যাগ করেন এরূপ দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু যদি কোনখানে দাঁড়াইতেন, তবে শত শত লোকে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া করজোড়ে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিত। এখন তিনি একাকী, তাঁহাকে দুটা কথা বলে এমন লোক নাই। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিতেছেন, "হে বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি উহাতে প্রবেশ করি।" শ্রীঅদ্বৈত অতি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন করিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রভুর যে তখন গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, ইহা জানিলে হয়ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেন, কান্দিয়া তাঁহার ভ্রমের অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ করিতেন না।

প্রভু যমুনায় স্নান করিয়াছেন— এই আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাঁহার রস-ভঙ্গ ও কাজেই ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন, সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত।

শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দও সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রভু চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "শ্রীপাদ! ইনি অদ্বৈত আচার্য্য না?" নিতাইয়ের এখন অনেক সাহস হইয়াছে। ওপারে শান্তিপুর, ঘাটে নৌকা, আর অদ্বৈত উপস্থিত। প্রভু আর যাইবেন কোথা? তখন আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না, সুতরাং স্পষ্টভাবে বলিলেন, "প্রভু। তিনিই বটে।"

শ্রীঅদ্বৈতকে পাইয়া, নিমাই অতি আনন্দিত হইলেন। তখন আর্দ্রগাত্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমিও আসিয়াছ? বেশ করিয়াছ। এখন আমরা সুখে মুকুন্দ-ভজন করিব।"

একটু পরেই মনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় বলিতেছেন, "আমি বৃন্দাবনে তুমি কিরূপে জানিলে? শ্রীঅদ্বৈত তখন বুঝিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার এই ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে হৃদয় আবার দ্রব হইল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। উত্তর করিতে গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

প্রভু উত্তর না পাইয়া এবং শ্রীঅদ্বৈতকে রোদন করিতে দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিবার নিমিত্ত, একবার নিতাইয়ের আর একবার অদ্বৈতের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, শ্রীপাদ! আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? আমি বৃন্দাবনে আসিলাম, আসিতে পথে দেখি তুমি অগ্রে দাঁড়াইয়া। আবার খানিক আসিয়া দেখি যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য উপস্থিত। ইহা কিরূপে সম্ভবে? সত্য কি আমি বৃন্দাবনে না কোথায়? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগ্রত আছি?" নিতাই কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আর উত্তর করিতে হইল না। প্রভুর একেবারে নিপট্ট বহ্য হইল। তখন ব্যাপার কি সমুদয় একেবারে পরিষ্কাররূপে বুঝিলেন। বুঝিলেন ওপারে শান্তিপুর। বুঝিলেন নিতাই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া বৃন্দাবনের নাম করিয়া শান্তিপুরের ওপারে লইয়া আসিয়াছেন।

প্রভু মনে বড় ব্যথা পাইলেন। বৃন্দাবনে যাইয়া মুকুন্দ-ভজন করিবেন এই আনন্দে বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় এক প্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই যমুনায় স্নান করিলেন, এত পথ হাঁটিলেন ও

দেহের ক্লেশ এত লইলেন এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই, বরং যে স্থান হইতে বৃন্দাবনমুখো গমন করিয়াছিলেন, প্রায় সেইখানেই আছেন। তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু ভগবানের ক্রোধ তাঁহার প্রীতির ন্যায় কেবল মধুর। শ্রীনিমাই ক্রোধে ও দুঃখে নিতাইকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিলে? এত বংশীবট নয়, এ ত যমুনা নয়,—এ যে গঙ্গা! তুমি আমাকে ভুলাইয়া নিয়া আসিলে? শ্রীপাদ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া ভাই বলিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে? আমার সঙ্গীরা একে একে বৃন্দাবনে গেলেন, কেবল আমারই যাওয়া হইল না। শ্রীপাদ! আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে ত আর পেলেম না!"*

প্রভুর ক্ষোভ বাক্যে নিত্যানন্দ ধরা পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত সমুদয় অবস্থা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে সুরধুনীকে যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া নিতাই প্রভুকে আনিয়াছেন। নিতাই যখন মস্তক অবনত করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "তোমারে জীব প্রতারণা করিতে পারে না। শ্রীপাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন। গঙ্গার পশ্চিম ধারে যমুনা বহিয়া থাকেন—ইহা

* নিতাই এত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। ধ্রু।
তুমি জাহ্নবী দেখায়ে বল ঐ দেখা যায় যমুনা।
তুমি ভাই হয়ে ভাই এই করিলে, ব্রজে যেতে দিলে না।
আমার খেলার সাথী সব গিয়াছে, আমার যাওয়া হল না।
আমি যার লাগি সন্ন্যাসী হলেম, তারে বুঝি পেলাম না।

(প্রাচীন পদ)

শাস্ত্রের কথা। প্রভু করুণা কর, তোমার ভক্তগণ প্রতি একবার নয়ন মেল। এই শুষ্ক কৌপীন পরিধান কর।" অদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার সহিত সমভিব্যাহারে কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়াছিলেন।

"আমার যাওয়া হইল না" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "বহুদিন উপবাসী আছেন, দাসের গৃহে পদার্পণ করুন, করিয়া এক মুষ্টি অন্ন গ্রহণ করুন, নৌকা প্রস্তুত।" প্রভু এ কথার উত্তর করিলেন না। নিতাইয়ের দিকে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এই নিমিত্ত বুঝি তুমি আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে ভুলায়েন নাই, অগ্ন তিনি ত্রিভুবনে দেখাইলেন যে, তুমি কিরূপ ভক্তবৎসল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন যে, আমি পুত্তলি, আর আমাকে সূত্রে বাঁধিয়া তিনি নাচাইয়া থাকেন।"

নিতাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু সে কিছুক্ষণের নিমিত্ত। শেষে বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার যে এই সমুদয় নিজজন, ইহাদের প্রতি কি একটু করুণা করিবে না? জীবে তোমার করুণা পাইল, কিন্তু ইহারাও ত জীব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু! আমাদের প্রতি সদয় হও। কেহ যে প্রাণে মরে নাই সে কেবল তোমার ইচ্ছায়। এখন নৌকায় উঠ। দুটা অন্ন মুখে দাও, দিয়া প্রাণধারণ কর।" ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত নিমাইয়ের হস্ত ধরিলেন।

নিমাই অদ্বৈতের কথা ফেলিতেন না। তখনও তিনি কোন কথা বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুকুন্দ ও গোবিন্দ আসিয়াছেন, প্রভুরা উঠিলে তাঁহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল তখন নিতাইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা পিপাসার উদয় হইল। নিত্যানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম কুবের পণ্ডিত। তাঁহার আনন্দ নিত্য

বলিয়া নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার কার্য্য নৃত্য করা ও অন্যকে নৃত্য করান। তাঁহার কার্য্য আপনি অনন্দ ভোগ করা ও অন্যকে আনন্দ দেওয়া। তাঁহার এ ভোগ কেন? এখন প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া গঙ্গার মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্বৈত, নিমাইয়ের দুই পার্শ্বে প্রহরী স্বরূপ বসিয়া, সুতরাং আবার তিনি স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ হইলেন। তখন একটু কোন্দল করিবার ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ওগো ঠাকুর! বাড়ীতে ত নিয়ে যাচ্ছ, দুটো পেটভরে খেতে দিতে পারিবে ত?" অন্য সময় হইলে শ্রীঅদ্বৈত ইহার উপযুক্ত উত্তর দিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রভুর সন্ন্যাস-জনিত দুঃখ জাগরিত হইয়াছে, কাজেই তিনি এইমাত্র বলিলেন, "তাই হবে।" কিন্তু নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল লাগিতেছে না, তাই বলিতেছেন, "ওরূপ নয়, স্পষ্ট করিয়া বল। প্রভু লইলেন দণ্ড, কিন্তু দণ্ড পাইলাম আমি। অদ্য চারি দিবস জল-বিন্দু মুখে দেই নাই। আমিও দেই নাই, প্রভুও দেন নাই। কিন্তু উঁহার কি? উনি ঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ পান করিতেছেন, আমাদের হুতাশে কোথাকার প্রেম কোথা পলাইয়াছে। একে হুতাশ, তাহার পরে দৌড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। অনাহারে কতদিন দৌড়ান যায়? তাই বলিতেছি, বাড়ী নিয়া যাইতেছ ভাল, যত চাইব, তত অন্ন কিন্তু দিতে হইবে।"

কিন্তু অদ্বৈতের কোন্দলে রুচি হইতেছে না। তিনি নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া সকৃতজ্ঞ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে সকলেই পরিতৃপ্ত করিয়া তোমাকে অন্ন দিবে। বাপ রে বাপ! এ কয়েক দিবস মানুষ ত দূরের কথা পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আহারাদি করে নাই।" নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে লাগিলে দেখা গেল, ইহার মধ্যেই

তীরে বহু লোক জড় হইয়াছে। নৌকা দেখিবামাত্র সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নিতাই বলিতেছেন, নৌকা হইতে শীঘ্র নামিয়া চল, শ্রীভগবানের আকর্ষণে, দেখিতে দেখিতে এত লোক হইবে যে তখন যাইতে পারিব না।" প্রভু সকল গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পদধৌতের জল আসিল। শ্রীঅদ্বৈত আপনি প্রভুর পদধৌত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে শ্রীনিমাই একটু বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহা হইতে ক্ষান্ত দিলেন। পদধৌত করিয়া সকলে উত্তম আসনে বসিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি এক কাজ কর। দ্বারে কতকগুলি বলবান্ দ্বারী নিযুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চূর্ণ হইয়া যাইবে।" শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন। নিতাই আরো বলিলেন "কৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে যেন বিলম্ব না হয়।" একটু তাড়াতাড়ি করিবার কথা বটে, চারি দিবস মুখে জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅদ্বৈতের সম্পত্তির অবধি নাই, নানাবিধ দ্রব্যে ভাণ্ডার পূর্ণ। অতি অল্প সময়ে মহা আয়োজন হইল। ঠাকুর-ঘরে তিন পাত্রে ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের কিরূপ আয়োজন হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরত্রিক আরম্ভ হইল, গৌর নিতাই ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া নিতাই ও গৌরকে লইয়া অদ্বৈত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন যে, শুভ্র বস্ত্রাবৃত দুইখানি পীড়ি, আর তাহার সম্মুখে কদলী পত্রে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে। প্রভু অন্নকে নমস্কার করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "হরিদাস কোথা? হরিদাস ও মুকুন্দ?" শ্রীভগবানের নিকট জাতিবিচার নাই।

মুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে যবন; প্রভু, হরিদাস বলিয়া ডাকিলে, হরিদাসের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি করজোড়ে

বলিলেন, "প্রভু, ক্ষমা দিউন, আমি পিঁড়ায় থাকিয়া ভোজন দর্শন করিব।" মুকুন্দও ঐ কথা বলিলেন। দুইজনেরই তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে নিতান্ত আপত্তি দেখিয়া প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। দিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন, "একখানি পাতা দাও, আর অল্প দুটি অন্ন দাও।" শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "আবার পাতা দিব কি ? পীড়ির উপর উপবেশন কর।" প্রভু বলিতেছেন, "সে কি ? শ্রীকৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব ?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, "ও একই কথা, তুমি উপবেশন কর।" ইহা বলিয়া প্রভুর হাত ধরিয়া পীড়ির উপরে বসাইলেন।

শ্রীনিমাই অন্নের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এত অন্ন কি হইবে, সমুদয় উঠাইয়া লও, অল্প কিছু রাখ।" অদ্বৈত বলিলেন, "উঠাইয়া আর লইব না। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার কর।" নিমাই তখন বলিতেছেন, "এত অন্ন খাইতে পারিব না ; আর সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই।" অদ্বৈত তখন বলিলেন, "তুমি প্রভু, তোমাকে মিনতি করি, ভোজন কর।"

অদ্বৈতের কথা প্রভু অমান্য করিতে পারিলেন না, কাজেই বসিতে হইল। তখন বলিলেন, "এ সমুদয় উপকরণ লইয়া যাও। সন্ন্যাসীর উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই।" ইহাতে অদ্বৈত বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা দাও। সমুদয় ভোজন করিতে হইবে, না করিলে আমি আত্মহত্যা হইব।"

তখন নিমাই বলিতেছেন, "আচার্য্য ! আমার কর্ত্তব্য দুটী মাত্র অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করা। গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে দমনে রাখিব ?" নিমাই এই কথা মনে মনে যে ভাবেই বলুন, বাহিরে দেখাইলেন যেন সরলভাবে বলিতেছেন। তখন অদ্বৈত হাসিয়া বলিলেন, "নীলাচলে প্রত্যহ পর্ব্বত-প্রমাণ অন্ন আহার কিরূপে কর ?

ঠাকুর, সন্ন্যাসী হয়েছ, ভাল, আমরা ত জানি তুমি কেমন? এ সমুদয় রঙ্গ বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন? প্রভু, ক্ষমা দাও, অদ্য চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রন্ধন করিয়াছি সমুদয় ভোজন করিতে হইবে। তাহা না কর, তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিব।" ইহা বলিয়া প্রভুর দক্ষিণ হস্তখানি আপনি ধরিয়া জল দ্বারা ধৌত করিলেন। তাহার পর নিতাইয়েরও ঐরূপ করিলেন।

শ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহারও হাতের পুতুল হইতে বড় নারাজ। একটু পুর্ব্বে নিতাই তাঁহাকে হাতের পুতুল করিয়াছেন বলিয়া ধমকাইয়াছিলেন। কিন্তু তবু নিমাই স্নেহের বশ, ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রতি নিমাইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রদ্ধা নাই, এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। যখন শ্রীঅদ্বৈত জিদ করিয়া,—যেন হাতে ছুরি করিয়া সম্মুখে বসিয়া—বলিতে লাগিলেন, "তুমি যদি ভোজন না কর আমি তোমার সাক্ষাতে মরিব," তখন প্রভু অল্পে অল্পে ভোজন করিতে লাগিলেন, আর কথা কহিলেন না।

নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রভু একটি আস্বাদ করিয়া আর একটিতে হাত দিতে যাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "ওটা বুঝি ভাল হয় নাই, যদি ভাল হইয়া থাকে আমার মাথার দিব্য আর একটু খাও।" প্রভু করেন কি, দস্যুহস্তে পতিত, কাজেই আর একটু খাইলেন। এইরূপে অগ্রে বসিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সীতাদেবী দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। গুরুতর ভোজন হইতেছে আর বলিতেছেন, "আর কত খা'ব?" অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, "আমার মাথা খাও, এই ব্যঞ্জন আর একটু আহার কর।"

কিন্তু শ্রীনিতাইকে ভোজন করাইতে কোন দুঃখ পাইতে হইতেছে

না। ভাইকে হারায়েছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার করিতেছেন, কাজেই নিতাই সন্ন্যাসের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক মনে ভোজন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন না, উদর আর কিছু গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন অদ্বৈতের সঙ্গে কোন্দল করিবার শক্তি ও সেই সঙ্গে ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, "আমি তখন জানি পেট ভরিবে না। চারি দিনের উপবাস, এই ক'টা অন্নে কি আমার পেট ভরে? আমার অদৃষ্টে অদ্য উপবাস আছে তাহা মনে মনে জানিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে আচার্য্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লই যে, আমাকে পেট ভরিয়া দুটা ভাত দিতে হইবে; তা পেট ভরিল না,—পেট ভরিল না" ইহা বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন, "আমি জানি যে, তোমার সন্ন্যাস সমুদয় মিথ্যা, কেবল ব্রাহ্মণ বধ করা তোমার উদ্দেশ্য! তুমি এখন পর্ব্বত-প্রমাণ অন্ন খাইতে পার। সব যদি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি? শুদ্ধ তাও নয়, আমরা অত অন্ন পাইবই বা কোথায়? তুমি সন্ন্যাসী, তীর্থ করিয়া বেড়াও, ফল মূল ভোজন করিয়া জীবন যাপন কর, অদ্য দুটা অন্ন পাইলে, কৃতার্থ হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, সন্ন্যাসীর লোভ করিতে নাই।"

তখন শ্রীনিতাই, "এই নে, তোর ভাত নে" ইহাই বলিয়া যেন ক্রোধ করিয়া, হস্তে এক দলা ভাত লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের গায়ে দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, "আজ অবধূতের ঝুটো আমার অঙ্গে লাগিল, অদ্য আমি পবিত্র হইলাম!" ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, "ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, ইহাকে তুমি ঝুটো বলিলে, তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে। আমার

মত এক শত সন্ন্যাসীকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলে, তবে এই অপরাধের দণ্ড হয়।”

শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, “আবার সন্ন্যাসী! আবার সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ? উহা আমা দ্বারা আর হবে না। সন্নাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল,— সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম্ম, পদ, বিধি সমুদয় গেল।”

তখন দুই প্রভু আচমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাইকে যত্ন করিয়া উত্তম শয্যায় বসাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপিলেন, যত্ন করিয়া শোয়াইলেন, আর আপনি পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতে গেলেন। ইহাতে নিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে ঢের নাচাইয়াছ, আর কাজ নাই। এখন যাও মুকুন্দ, গোবিন্দ, হরিদাস প্রভৃতিকে, আর নিজের মুখে, দুটা অন্ন দাও গিয়া।”

শ্রীঅদ্বৈত তাহাই করিলেন; প্রভু একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅদ্বৈতের গণ খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইলেন ও বাদ্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী, প্রভু তাঁহার অতিথি, তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, এখন কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিদ্যাপতির এই পদ গাওয়াইতে লাগিলেন, যথা—

“কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
আর হাম প্রিয় দূর দেশে না পাঠাও আঁচল ভরিয়া যদি ধন পাও॥”

প্রকৃতই অদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই। মাধবকে হারাইয়াছিলেন, এখন পাইয়াছেন। “মাধব” যে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহা তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, আঁচল ভরিয়া যদি টাকা পাই তবুও প্রিয়কে আর দূরদেশে যাইতে দিব না। শ্রীঅদ্বৈতের গণ গাইতেছেন, আর তিনি স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে

আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু অমনি উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভুর সন্ন্যাস করায় ভক্তগণের এই একটা লাভ হইয়াছে। অগ্রে গর্ব্বিত লোকে কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও ফিরিয়া প্রণাম করিতেন, কাজেই ভয়ে তাঁহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম করিতেন না। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, কাজেই শ্রীঅদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, ফিরিয়া আর প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ-বিরহ ভাব সেই রূপেই জলন্ত রহিয়াছে। তবে এখন দাস্যভাব যাইয়া গোপী-বিরহভাব উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ এখন সাধু-বিপ্রের ন্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ ভজন করিবেন, সে ভাব আর নাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীগণ যে বিরহ-দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অতএব অদ্বৈত যে মনের আনন্দে গাইতেছেন, "মাধবকে পাইয়াছি আর যাইতে দিব না," কি কখন প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, "প্রেমডোর দিয়া এই দুইখানি চরণ বাঁধিয়া রাখিব আর ছাড়িয়া দিব না," ইহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। শ্রীমুকুন্দও পিঁড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, কিন্তু তিনি কীর্ত্তন শুনিতেছেন না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতেছেন। মুকুন্দ শ্রীনিমাইয়ের বদন দেখিয়া বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈত যে রসে গাইতেছেন, তাহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, আর তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহরূপ-রসে পীড়া দিতেছে। তখন তিনি সুস্বরে এই গীতটি ধরিলেন—"আহা প্রাণ-প্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে। কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জরে॥ রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই। যাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ে যাই॥"

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভুর ধৈর্য্য-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি নয়ন বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল হইল যে, তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সকলে হাহাকার করিয়া কীর্ত্তন রাখিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রভু হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন আবার সকলে মৃদঙ্গ করতাল বাজাইতে লাগিলেন, আর মুখে তালে তালে "হরিবোল হরিবোল" বলিতে লাগিলেন। প্রভু যেমন নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অমনি (পাছে প্রভু মৃত্তিকায় পড়িয়া যান এই ভয়ে) বাহু প্রসারিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। প্রভু বহুদিন উপবাসে ও অনিদ্রায় আছেন, সকলেরই ইচ্ছা যে, তিনি নৃত্য না করেন, সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া সকলে বাদ্য রাখিলেন, আর চুপ করিলেন। যখন সমস্ত শব্দ রহিত হইল, তখন প্রভু বাহ্য পাইলেন। আর নিতাই ও অদ্বৈত তাঁহাকে ধরিয়া বাধ্য করিয়া অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন। শ্রীনিতাই কাছে শুইলেন, শ্রীঅদ্বৈত নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

দুই ভাই শয়ন করিলে নিতাই বলিতেছেন, "প্রভু! একটা কথা বলিব।" প্রভু বলিলেন. "বল।" বলিতে গিয়া নিতাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে শ্রষ্টে উহা নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! তুমি কি সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্য যে, তোমার নিজজন প্রাণে মরিতেছে, তাহাদের কথা কি তোমার মনে আছে?"

নিমাই নীরব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, "মা বাঁচিয়া আছেন না আছেন জানি না। শ্রীবাস মুরারী প্রভৃতি তোমার ভক্তগণের কি দশা হয়েছে তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমরা অন্ত মুখে অন্ন জল দিয়াছি, তাঁহাদের সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তাহাও হয় নাই। তুমি

যদি অনুমতি কর, আমি কল্য নবদ্বীপে গমন করি, করিয়া সকলকে এখানে লইয়া আসি।”

শ্রীনিমাইয়ের তখন নবদ্বীপ মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছেন, “আমি যে সন্ন্যাস করিয়াছি এ সংবাদ কি নবদ্বীপ-বাসীরা শুনিয়াছেন?” নিতাই বলিলেন, “আমি আচার্য্যরত্নকে সে সংবাদ লইয়া পাঠাইয়াছি।” আচার্য্যরত্নের নাম শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিতেছেন, “তাঁহাকে কোথা পাইলে?” নিতাই তখন সংক্ষেপে সমুদয় কথা বলিলেন। তারপর বলিতেছেন, “সম্ভবতঃ আচার্য্যরত্ন নদীয়ায় তোমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন। এখানে তুমি যে আসিয়াছ তাহার ঠিক সংবাদ তাঁহারা কেহ পান নাই। অতএব আমাকে আজ্ঞা কর, আমি নদে যাই, যাইয়া সকলকে এখানে আনি।” প্রভু বলিলেন, “তা বটে। আমি যদি তাঁহাদিগকে দেখা না দিয়ে যাই তবে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। তুমি যাও, তাঁহাদের সকলকে লইয়া আইস।” প্রভুর এই অনুমতি পাইয়া নিতাইয়ের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল, তিনি অতিশয় সুখী হইলেন। তাহার পরে আর একটু ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিয়া বলিতেছেন, “প্রভু! এ সংবাদ শুনিলে সকলেই আসিতে চাহিবেন, একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্গিবে। আমার কাজেই সকলকে আনিতে হইবে, যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই ত আনিব?” নিমাই বলিলেন, “তাহার সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চান তাঁহাকেই আনিবে। আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব।”

এ কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ “যে আজ্ঞা” বলিলেন। নিতাই “যে আজ্ঞা” বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল। নিতাই বরাবর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন, তাই তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রকারান্তরে অনুমতি চাহিতেছিলেন,

তাই দুই বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলকেই ত আনিব?" প্রভুও বলিলেন, "হাঁ, সকলকেই আনো।" ইহাতে নিতাই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি পাইলেন বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর সেই আনন্দ, "যে আজ্ঞা" কথায় প্রকাশ পাইল। প্রভু নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইলেন। আর তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, শাস্ত্রমতে আর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! সকলকেই আনিবেন, যে আসিতে চায় তাহাকেই আনিবেন,—কেবল একজন ছাড়া।" নিতাই তখন কপালে ঘা দিলেন, তাঁহার মানা করিবার সাধ্য হইল না।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীপ্রভু গঙ্গাস্নান করিতে পারিলেন। নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাইচাঁদ সন্ন্যাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী আসিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, তখনি দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। শত শত লোক 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। অদ্বৈতের বাড়ী প্রবেশ করিতে না পারিয়া, দ্বারীগণের নিকট "পথ ছেড়ে দে ওরে দ্বারী" বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল। দ্বারীগণ তখন তাহাদের ইহাই বলিয়া নিরস্ত করিল যে, প্রভু অদ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন নাই, তাঁহাকে সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য আসিও, প্রভুকে দেখাইব।" কাজেই পূর্ব্ব দিন প্রভুকে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রাতঃকাল হইতেই ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। প্রভু অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর ক্রমে লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোকে "প্রভু দর্শন দাও" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর দ্বার নিবারণ করিতে পারে

না। তখন শ্রীঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন, প্রভুকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। প্রভু ছাদের উপর দাঁড়াইলেন, তখন সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ প্রভুকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন নাই। সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, কি ঐরূপ একজন। দর্শকগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সকলেরই প্রভুকে দর্শন একটি মহাভাগ্য বলিয়া বোধ হইল। সকলেই বড় আশা করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, এমত স্থানে নিরাশ হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক আশা সেখানেই নিরাশা। কিন্তু তাহা না হইয়া, সকলে আশার অতিরিক্ত ফল পাইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলে "ইনিই সেই বটে, সর্ব্ব-জীবের গতি ও কাণ্ডারী" এইরূপ বুঝিলেন। ভব-সাগর পার হইবেন বলিয়া প্রথমে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে সহস্র সহস্র লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র লোক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, আর যাহার যেরূপ স্ফুরিত হইতেছিল, তিনি সেইরূপ ভাবে স্তুতি কি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, যখন বহুতর লোকে তাঁহার শ্রীবদন নিরীক্ষণ করিতেন, তখন প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইত যে, প্রভু তাহারই পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইতে লাগিল যে, নিমাই যেন তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত তাহার পানে চাহিয়া আছেন। সেই সঙ্গে আবার সকলেরই আর এক ভাব হইল। তাহারা যে লোক মাঝে দাঁড়াইয়া, ইহা সকলে ভুলিয়া গেলেন, এবং প্রত্যেকের মনে এই ভাব হইল যে তিনি আর প্রভু দাঁড়াইয়া, উভয় উভয়ের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন ; আর

তাহার কথা শুনিবার নিমিত্ত প্রভু কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাজেই যাহার যেরূপ মনের ভাব তিনি সেইরূপ মন উঘাড়িয়া বলিতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, "আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।" কেহ বলিতেছেন, "আমার নিমিত্ত আমি কিছু চাহি না, যেহেতু আমি তোমার দর্শনে নির্ম্মল হইয়াছি। আমার পুত্রটিকে ভাল কর।" কেহ বলিতেছেন, "প্রভু, আমি ভবকূপে পড়িয়া, আমাকে উঠাও।" কেহ বলিতেছেন, "আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার উপায় কি হবে?" *শ্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হৃদয় হইতে যে সমুদয় প্রার্থনা উদিত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালে কি কোন দেশে হয় নাই।

প্রভু ছাদের উপর বসিলেন। চতুষ্পার্শ হইতে বহুতর লোক তাঁহাকে সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দর্শন-সুখ ছাড়িয়া গৃহে গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছা হইতেছে না। প্রভু বসিয়া, আর ভক্তগণ চতুষ্পার্শে বসিয়া। শ্রীঅদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল প্রভু, আমার একটি কথার উত্তর দিতে হইবে। সন্ন্যাসীগণ "সোহংবাদী,"

* অনেকে এই প্রাচীন গীতটি শুনিয়া থাকেন। প্রভুর দর্শনে লোকের মনে কি ভাব হইল তাহা এই গীত দ্বারা কতক প্রকাশিত হইবে। সুতরাং গীতটি এখানে দিলাম—

"প্রভু দয়াল আমি সাধু মুখে শুনেছি। অকূল পাথারে পড়ে ডাকতেছি। ধ্রু

তুমি দিয়া চরণ তরি, উঠাও কেশে ধরি, আমি ভবার্ণবেতে ডুবে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি।

তুমি করিয়া অধম তারণ, নাম ধর পতিত পাবন, আমি অধম জন হতে শুনেছি।

করিতে পতিত উদ্ধার প্রকাশ হয়েছ এবার
মোর সমান পতিত প্রভু কোথা পাবে আর।
প্রভু, যে তোমার শরণ লয়, তার দশা কি এমনি হয়,
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।"

অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাঁহারা আপনাদিগকে অভেদ মনে করেন। তাঁহারা ভগবানের অদ্বৈতভাবে ভজনা করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ অর্থাৎ দ্বৈতভাব শিক্ষা দাও, তুমি তাঁহাদের পথ কেন অবলম্বন করিলে ?" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা করি। সন্ন্যাসীদিগের যে অদ্বৈত তিনি শক্তিরূপ ও নিরাকার। এখন সেই অদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শান্তিপুরে জন্ম লইয়াছেন।" ইহাতে অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি সরস্বতী পতি, তোমার সহিত কথায় পারিব কেন ?"

একবিংশ অধ্যায়

"চলে নন্দ-রাজ-রমণী বলে কোথায় নীলমণি একবার দেখা দে আমায়।" ধ্রু

চন্দ্রশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুতপদে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সমুদয় কথা বলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত অমনি কয়েক ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শান্তিপুরের অপর পারে গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতকে পাঠাইয়া দিয়া, নবদ্বীপে আপন গৃহে গমন করিলেন। আপন বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক প্রভুর বাড়ী যাইতে পারিলেন না ; হয় ভাবিলেন ঠিক সংবাদ কিছু তাঁহার নিকট নাই, যেহেতু তিনি গৌরাঙ্গকে মাঠের মাঝখানে রাখিয়া আসিয়াছেন তাই শচীর কাছে আর গমন করিলেন না। না হয় ভাবিলেন, নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আর শচীদেবীকে কি বলিয়া মুখ দেখাইবেন ? শচী

বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট কাজেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন না। কিন্তু ভক্তগণ অনেকে তাঁহার মুখে সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত শুনিলেন।

আচার্য্যরত্ন নবদ্বীপে আসিবামাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে পারিলেন। কাজেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাঁহারা তাঁহার নিকট দৌড়িলেন। আচার্য্যরত্ন প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ—কি বলিবেন? সকলে "কোথা প্রভুকে রাখিয়া আসিলে বল বল বল" বলিয়া দাপাদাপি করিতে থাকিল—যথা (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক)—

"আচার্য্য রত্তন কান্দি কহেন সবারে। কি জিজ্ঞাস আর বজ্রপাত হল শিরে॥ সমাপ্ত হইল সংকীর্ত্তন নৃত্য খেলা। সেই সব প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা॥ দৃষ্টি ছাড়ি মো সবার হৃদয়ে রহিল। দৃষ্টি-সুখ নবদ্বীপবাসীর ফুরাইল॥ প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা। স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণা॥ হাহা প্রভু গৌরচন্দ্র তোমার সন্ন্যাস। আমা সকলের করিলেক সর্ব্বনাশ॥ প্রভুর সন্ন্যাস শুনি আচার্য্যের মুখে। সব ভক্তগণ শূন্য দেখে তিন লোকে॥ মূর্চ্ছিত হইয়া কেহ ভূমেতে পড়িল।" কিন্তু প্রভুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিলেন না।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ অতি প্রত্যুষে শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ চলিলেন। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ চার পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। অর্দ্ধ পথ খুব হাঁটিয়া আইলেন। নবদ্বীপ দেখা যাইতেছে, শ্রীনবদ্বীপে দেবীকে যাইয়া কি বলিবেন? শচীদেবী কি বাঁচিয়া আছেন? বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অবস্থা? এই সমস্ত চিন্তা একেবারে তাঁহার মনে উদয় হইল। কাজেই নিত্যানন্দের আনন্দ ফুরাইল ও তখন ক্লেশে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ উঠিলেন, আবার চলিলেন, আবার ধূলায় পড়িলেন। আবার ভাবিতেছেন তাঁহার এখন শোকের সময় নয়। প্রভু

যাইব। আর সকলে মিলিয়া তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদীয়ায় আনিব।” প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যিনি শুনিলেন তিনিই চলিলেন। স্ত্রীলোকেরাও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে আসিয়া জুটিতেছেন। শুধু ভক্তগণ নহে, যাঁহারা পূর্ব্বে শত্রু ছিলেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত চলিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীনবদ্বীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণী প্রভুর ভক্ত, এক শ্রেণী পরম শত্রু, আর এক শ্রেণী—ইহাও নয় উহাও নয়। প্রভু সন্ন্যাস লওয়ায় এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রীনিমায়ের প্রতি কাহারও ক্রোধ হওয়া আশ্চর্য্য। যখন তিনি বালক ছিলেন, তখন বাহিরের লোকে তাঁহার দুর্ব্বৃত্তপনায় আমোদিত হওয়া ব্যতীত বিরক্ত হইবার কারণ পাইতেন না। যখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তখন তিনি কাহাকেও মর্ম্মে আহত করিতেন না। যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল নিজজনের সহিত। যখন সংসারী ছিলেন, তখন পরম পণ্ডিত, স্নেহশীল, উদার, বদান্যবর, নির্ম্মল-চরিত্র, মধুভাষী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত হইলেন, তখন তাঁহার দর্শনে লোকের হৃদয় দ্রব হইত। তবে তাঁহার শত্রু হয় কেন? কিন্তু জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থানে সব অবস্থায় বিপরীত দেখিবে, বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্য্যই চলে না। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু সেই কারণে অন্যের অপ্রিয় হয়েন। এই সমুদয় দেখিয়া খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ সয়তানের এবং হিন্দুরা দেবতা ও অসুরগণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এমন কি, শ্রীভগবানের শত্রু আছেন, ইহা সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন।

এই নবদ্বীপে শ্রীনিমাই শত্রুদলকে বশীভূত করিবেন, তাঁহার সন্ন্যাসী হইবার সেই এক কারণ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বশীভূত করেন, আর এ অবতারে শ্রীভগবান্ কঠিন জীবগণকে কারুণ্যরসে দ্রব করাইয়া নির্ম্মল এবং বশীভূত করিলেন।

যখন সকলে শুনিলেন যে, নিমাইপণ্ডিত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বকার পদ মর্য্যাদা, ধন, গার্হস্থ্য সুখ, রূপ, বয়স, আর এখনকার দীনাবস্থা অবলোকন করিয়া, সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের পরম শত্রু যিনি তিনিও বলিতে লাগিলেন, "নিমাই পণ্ডিত সত্যই মহাপুরুষ। আমরা ভাবিতাম, বুদ্ধিবলে তিনি তাঁহার পার্ষদগণকে স্তম্ভিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন —তাহা নয়, তাহা নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে না পারিয়া নিন্দা করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। এখন যদি তাঁহাকে পাই, তবে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।" তাঁহারা যখন শুনিলেন যে নিমাই পণ্ডিত শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

আর এক দল, নিমাই পণ্ডিতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জননীর ও ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রভুর বাড়ী, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিতে দৌড়িলেন। ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের দশা দেখিয়াও অনেকে কান্দিতে লাগিলেন। সেই যে "কি হোল" "কি হোল" বলিয়া ক্রন্দন রোল উঠিল, তখন ইহা দাবানলের ন্যায় সমস্ত গৌড়দেশ বিস্তার হইয়া পড়িল।

ভক্ত ও অভক্তগণ একত্র শান্তিপুর যাইবার নিমিত্ত প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। দোলা আনিয়া আঙ্গিনায় রাখা হইয়াছে। শচীকে

করিলাম। তাহার কারণ, এই ভূষণ-ধ্বনি উপস্থিত সকলেরই কর্ণে বজ্রের ন্যায় বেদনা দিতেছিল। শ্রীমতীর ধীরে ধীরে গমন, সকলে নীরব হইয়া দেখিতে লাগিলেন;—কেহ কোন কথা বলিতে, এমন কি, কান্দিতেও পারিলেন না। তখন শচী বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরে তিনি বলিলেন, "আমাকে বৌমার নিকট লইয়া চল।" তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। তখন শচী বলিলেন, নিমাইকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার যাইবার উদ্যোগ করা অন্যায় হইয়াছে, তিনি যাইবেন না। ইহা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জিত হইলেন; ভাবিলেন, তিনি জননীকে অহেতুক দুঃখ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যখন শ্রীনিতাই বলিলেন যে, প্রভুর শ্রীমতীকে লইবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে শ্রীপ্রিয়াজী এই সংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ করিলেন। কিন্তু তখনি হৃদয়াকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, ও উহাতে আনন্দচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে শুনিয়া ভাবিলেন যে, কি অন্যায়! কি অন্যায়! কেবল আমিই না? ত্রিলোকের সকলে দেখিতে পাবে, কেবল আমিই না? যদি প্রভুর ঘরণী না হইতাম, তবে আমিও যাইতে পারিতাম! আমার কেবলমাত্র অপরাধ যে, আমি তাঁহার ঘরণী! যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—"আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস। ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥ স্ত্রী পুরুষ বাল-বৃদ্ধ যুবতী যুবক। দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥ কোন্ অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী। দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী॥ প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি। তথাপি পাইতু দেখা প্রভু গুণনিধি॥"

তখনি তাঁহার মনের মধ্যে যেন কেহ বলিতে লাগিল, "ভাল শ্রীমতি! তুমি নিমাইয়ের আধা হইয়া তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, না—তাহার আধা না হইয়া দর্শন পাইবে? তুমি কি চাও?" অমনি মনে মনে

উত্তর করিতেছেন, "সে কি! আমি শ্রীগৌরাঙ্গের আধা, শ্রীগৌর আমার আধা, এ অমূল্য সম্পর্ক আমি কোন লাভের নিমিত্ত ছাড়িব? হয় দেখা না হবে, তবু ত আমার! আমার বস্তু সকলে দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করুক। ইহাতে আমার ঈর্ষ্যা কেন হইবে? ত্রিজগত আমার হৃদয়ের রত্নহার দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সকলে দেখুক, দেখিয়া আমার ভাগ্যকে প্রশংসা করুক। আমি নাই দেখিলাম, সামগ্রী আমারি ত!" ক্রমে শ্রীমতীর হৃদয় গৌরবে ভরিয়া যাইতেছে, আর সেই সঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "ত্রিজগৎ একদিকে, আর আমি একদিকে। আমার প্রভু আমাকে ত্রিজগতের সহিত পৃথক্ করিলেন। ইহাতেই এই প্রমাণ হইল যে,—হয় আমি প্রভুর একমাত্র অরি; আর না হয় সর্ব্বাপেক্ষা বল্লভা! কিন্তু তিনি ত আমার শত্রু নহেন, তাহা হইলে আমাকে যেমন্ ত্যাগ করিলেন, তেমনি অন্য একজন রমণীকে কৃপা করিতেন। তাহা ত করিলেন না? সন্ন্যাসে বড় দুঃখ, লোকে তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কান্দিবে। সন্ন্যাসের অর্থ আমাকে ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দুঃখ, যে দুঃখে লোকে কান্দিবে। * আমাকে ত্যাগ করা যদি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সুখ, আর আমি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিজ-জন।"

যখন শ্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভাবতরঙ্গ উঠিয়া, তাঁহাকে দুঃখ-

---

* কার উপরে কর অভিমান, অবুঝ প্রাণ। ধ্রু
তোমার অঙ্গে নূতন শাড়ী, তাঁর কৌপীন পরিধান।
শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে সে যে, তুমি থাক গৃহ-মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান।—শ্রীবলরাম দাস

সাগর হইতে সুখের রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, সেই সময় শচী আসিয়া বলিলেন যে, তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন অনায়াসে শচীকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন, আর শান্তিপুরে যাইবার সম্মতি করাইলেন।

শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর সকলেই একটু না একটু স্বার্থপর। প্রথমে সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন,—শচী পর্য্যন্ত। যখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী শ্রীনিমাইয়ের মুখে কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী নয়, ভক্তমাত্রেই সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রভুকে কেহই দেখিতে যাইবেন না। যথা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

"বিষ্ণুপ্রিয়া দশা দেখি যত ভক্তগণ। দ্বিগুণ হইল দুঃখ না করে গমন॥"

শচী যখন বুঝিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কোন দুঃখ নাই, তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন, তখনই তিনি শান্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন, আর তাঁহার সঙ্গে ভক্তগণও চলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী লইয়া গৃহে রহিলেন। শচীকে দোলায় চড়াইয়া অগ্রে করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। কাহারা ও কতজনে এইরূপে চলিলেন, তাহা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"লক্ষ লক্ষ লোক ধায় ঊর্দ্ধমুখ করি। অন্ন জল ঘর দ্বার সব পরিহরি॥
ঘর হতে বাহির যে না হয় কুলনারী। তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি॥
বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন্দ যায়। শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ধায়॥
যে সব পণ্ডিত পূর্ব্বে উপহাস কৈল। তারাও উৎকণ্ঠাতে ধাইয়া চলিল॥"

অর্থাৎ প্রভু আবার বিদায় হইবেন, তাহাতেই নবদ্বীপবাসীকে

আকর্ষণ করিলেন। যখন সকলে নদীয়া শূন্য করিয়া শান্তিপুর অভিমুখে চলিলেন, তখন শ্রীমতী এলাইয়া পড়িলেন। আর,—আপনার মন্দিরে—

"কাঁদে দেবীবিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, লোটায়ে-লোটায়ে ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে, কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি, কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ, তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা, এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া, রাখিলেন তা-সবার প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব, বাসুর জীবনে নাই আশ॥

এদিকে শান্তিপুরের যাত্রীরা শচীর দোলা আগে করিয়া মহা কলরবের সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। বাসুঘোষ তাঁহার নিজের পদে,—যাহা পাঠক মহাশয় একটু পূর্ব্বে পড়িয়াছেন,—বলিতেছেন যে, তিনি সেই সঙ্গে "কান্দিতে কান্দিতে" চলিয়াছেন। শান্তিপুর যাইয়া দেখেন লোকের ভিড়ে পদবিক্ষেপ দুষ্কর। কিন্তু লোকে যখন শুনিল যে নদেবাসিগণ আসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধ্বনি করিয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। তখন উভয় দলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলন। প্রভু প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅদ্বৈতের গৃহের ছাদে বসিয়া। হঠাৎ কলরব বৃদ্ধি দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "এই নদেবাসিগণ আসিলেন।" অমনি প্রভুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখেন সর্ব্বাগ্রে দোলা, তাহার মধ্যে শচী মুখ বাড়াইয়া পুত্রকে দেখিবার জন্য ইতি-উতি চাহিতেছেন। প্রভু আর থাকিতে না পারিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিলেন। এদিকে চারি পাঁচ জন বলবান্ দ্বারী, যাহারা দ্বার রক্ষা

করিতেছিল, তাহারা দেখিল প্রভুর জননী ও নদেবাসিগণ দ্বারের আগে আসিলেন, অমনি সম্ভ্রমে তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করাইল। দোলা আঙ্গিনায় নামিল। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহা মানিলেন না, দোলা নামিলেই অমনি তিনি ভুমিলুন্ঠিত হইয়া জননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাহার পরে হস্ত ধরিয়া জননীকে দোলা হইতে নামাইলেন। শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর দিয়া বাহিরে আসিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে স্তব ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "মা! ত্রিজগতের যত সুন্দর বস্তু সব তুমি। তুমি দয়া, তুমি ভক্তিরূপিণী, তুমি জীবকে কৃষ্ণভক্তি দিতে পার, তুমি ভুবন পবিত্র করিয়া থাক, এমন কি তোমার নাম যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়।" ইহাই বলিয়া করযোড়ে জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সম্মুখে আসিয়া এক একবার প্রণাম করিতেছেন। কিন্তু শচীর ইহা ভাল লাগিতেছে না। কারণ প্রদক্ষিণ করিতে নিমাই যখন পশ্চাতে যাইতেছেন, তখন পুত্রের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না; তাহার পরে, মহা-তেজস্কর পুত্রের প্রণামে একটু সঙ্কুচিতও হইতেছেন।

ক্রমে নিমাই মায়ের অগ্রে বসিলেন। তখন শচী বলিতেছেন, "নিমাই! আমাকে তুমি প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইত, তবে বাপ, অবশ্য তুমি করিতে না!" ফল কথা, তখন শচী ভাবিতেছেন যে, তাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান্। আবার বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস কোন ক্রমে যায় না যে, তুমি আমার দুখের ছাওয়াল।" ইহা বলিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। ইহাতে জ্ঞান লোপ পাইয়া বাৎসল্যরসে শচী অভিভূত হইলেন। শচী

পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর উপস্থিত লোকে নীরব হইয়া মাতা-পুত্রের কাণ্ড দেখিতেছেন। শেষে শচী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বাসুঘোষ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। স্নেহে ও কোপে পুত্রকে কি বলিতেছেন তাহা বাসুঘোষের বর্ণনায় শ্রবণ করুন—

"নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে, আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্ন্যাসী বেশ, দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
করজোড়ি অনুরাগে, দাঁড়াল মায়ের আগে পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে।
দুই হাতে তুলি বুকে, চুম্ব দিল চাঁদমুখে, কান্দে শচী গলাটি ধরিয়ে॥
ইহার লাগিয়া যত, পড়া'লাম ভাগবত, এ দুঃখ কহিব আমি কায়?
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়?
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী, ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীবন্ত থাকিতে মায়, উহা নাকি দেখা যায়, কা'র বোলে হইলা বৈরাগী?
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে, ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥"

অদ্য আমার ভাগ্য ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন করিলাম। প্রভুর বয়স তখন চতুর্ব্বিংশতি, প্রভু আরও চতুর্ব্বিংশতি বৎসর প্রকট ছিলেন। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি প্রভুর এই সন্ন্যাস-লীলা লিখিবেন। এ লীলা অতি গুহ্য। স্বরূপ ও রামরায়কে লইয়া প্রভু গম্ভীরায়, অর্থাৎ তাঁহার কুটিরের গুপ্তস্থানে, দ্বাদশ বৎসর যে অতি গুহ্য লীলা করিয়াছিলেন, তাহা জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে। আমার মনের সাধ ছিল যে, আমি সেই লীলার যে কিঞ্চিৎ জানি, জীব-গণের নিকট প্রকাশ করিব। সে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু আমার আর শক্তি নাই। প্রভু যাহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন।

পরিশিষ্ট

পাঁচ বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া গিয়াছেন। জননীকে বলিয়া গিয়াছেন "মা! আমি আবার আসিব।" শচী প্রত্যহ ভাবেন নিমাই কল্য আসিবেন। সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে নিমাইয়ের সহিত কথা বলেন। পুত্রের নিমিত্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কান্দেন! আর বলেন, "নিমাই! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই। কত প্রকার রান্ধিলাম। নিমাই! বাপ আমার! ইহা কাহারে খাওয়াইব?"

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই আসিয়া সমুদয় খাইতেছেন। শচী তখন সমুদয় ভুলিয়া যান। ভাবেন, নিমাই বাড়ীতে আছেন। আবার একটু পরে চৈতন্য হয়। তখন সমুদয় স্বপ্ন ভাবিয়া রোদন করেন।

কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া একেবারে শ্রীবাসের বাড়ি উপস্থিত। সেখানে গিয়া, "মালিনী সই, মালিনী সই" বলিয়া ডাকিলেন। শচীদেবীর গলার সাড়া পাইয়া মালিনী তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিলেন। শচী মালিনীকে দেখিয়া বলিতেন, "নিমাই তোমাদের বাড়ী আসিয়াছে? আমি রান্ধিয়া বসিয়া রহিয়াছি, ভাত জুড়াইয়া গেল।" তখন মালিনী হাহাকার করিয়া শচীকে ধরিলেন, শচীর চেতনা হইল। বাসুঘোষ একদিনকার শচীর কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আজিকার স্বপন কথা, শুন লো মালিনী সই, নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া, গৃহ পানে নেহারিয়া, মা বলিয়া ডাকিল আমারে॥
ঘরেতে শুইয়াছিনু, অচেতনে বাহির হনু, নিমাইর গলার সাড়া পাঞা।
আমার চরণ ধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি, পুনঃ কান্দে গলাটি ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে, রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমায় দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে, কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥

এস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি, হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, কান্দিয়া রজনী পোহাইল ॥
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, কি করিব কহ গো উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়, নহিলে কি দেখা পাও তায় ?”

শচীর একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে পুত্রকে দেখেন। প্রায় নিদ্রা হয় না, শুইয়া নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শুনুন :—

“বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়, নিশি অবসারে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী, আঁচল পাতিয়া শু’ল ভূমে।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি রাত্রদিনে, মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পড়ে আছে, অমনি কান্দিয়া হাত ধরে ॥
উথলিল হিয়ার দুখ, মালিনীর ফাটে বুক, ফুকরি কান্দয়ে উভরায়।
দুঁহু দোঁহা ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে, তখনি শুনিয়া সবে ধায় ॥
দেখিয়া দোঁহার দুখ, সবার বিদরে বুক, কত মত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে, প্রেমদাস যাউক মরিয়া ॥”

নিমাই গৃহ ছাড়িবার পর পাঁচ বৎসর গত হইয়াছে। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাছা, নিমাই কি ঘরে শুইয়া আছে ?” এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথা ঘুরিয়া আইল, ও জলে নয়ন ভরিয়া গেল। শচী বলিতেছেন, “মা, তুই কান্দিস কেন ?” তখন বিষ্ণুপ্রিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীর অর্দ্ধ-চেতন হইল। তখন বলিতেছেন, “ঠিক আমার ভুল হয়েছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই !” এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হইয়াছে, তাহা প্রেমদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

“যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ।
শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥"

তাহার পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, যথা—

"এত দিনে সদয় হইল মোরে বিধি।
আনি মিলায়ল গোরা গুণনিধি॥
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদমুখ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর॥
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরা-পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনম-অন্ধ"।

সমাপ্ত